ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম ।

কোরআন সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের ধারনা কি ?

এর উত্তরে নির্দ্বিধায় বলা যায় অধিকাংশ মানুষই জানে বা বলে যে, "কোরআন ইসলামের ধর্মীয় গ্রন্থ" । এটা আংশিকভাবে ঠিক, তবে প্রকৃত সত্য যে, কোরআন আল্লাহ কর্তৃক শুধুমাত্র মানুষের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এর দায়িত্ব ও যথাযথ মর্যাদা রক্ষার জন্য আবার মানুষকেই বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । কেননা পৃথিবীতে মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে সফলতার সঙ্গে জীবন চালনার জন্য যে সমস্ত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন কেরআনের মাধ্যমে মানুষকে সৃষ্টিকারী মহান রাব্বুল আলামীন তা যথাযথ নাযিল করেছেন । সুতরাং কোরআনের বিস্তারিত বিষয়বস্তু ও এতে দেওয়া আল্লাহ কর্তৃক আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ সকল মানুষের বিশেষ করে মুসলিমদের জন্য জানা অবশ্যই কর্তব্য । অথচ এ ব্যাপারে মানুষের মধ্যে এমনকি স্বয়ং মুসলিমদের মধ্যেও বরাবরই পর্যাপ্ত জ্ঞানের এবং উৎসাহের অভাব ও শিথিলতা দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয় । আর এ কারনে অধিকাংশ মানুষ এবং বিশেষ করে বর্তমান মুসলিম সমাজ কোরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যাচ্ছে । ফলে কোরআন সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞানের কারনে মুসলিম সমাজে বা মুসলিমদের মধ্যে নানাধরনের কুসংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে । যার সরাসরি ঋনাত্বক প্রভাব পড়ছে সকল মুসলিম ব্যক্তি, দেশ তথা সমাজ জীবনের উপর ।

সাধারনতঃ কোরআন অধিকাংশ মুসলিম ব্যক্তির ঘরেই ভাল কাপড়ে বা সযত্নে আলমারী অথবা উচু তাকের উপর তুলে রাখা হয় বা দেওয়ালে সযত্নে ঝুলিয়ে রাখা হয় । অবশ্য এ দ্বারা কোরআনকে সম্মান করা আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হলেও কোরআনের প্রকৃত সম্মান নিহিত হয়, কোরআন নিয়মিত অর্থসহ বুঝে পড়ার মধ্যে এবং ব্যক্তি জীবনে কোরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতঃ তা নিয়মিত পালনের মাধ্যমে । অধুনা আমাদের সমাজে (মুসলিম সমাজে) প্রধানতঃ কোরআন পাঠ করে থাকে বা তেলওয়াত করে থাকে মূলতঃ বয়স্ক অথবা পরিবারের পৌঢ় ব্যক্তিবর্গ এবং তাও আবার নিয়মিত না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিয়মিত ভাবে পড়েন । তবে আমাদের কিছু কিছু মুসলিম পরিবার গুলোর অল্প বয়স্ক সদস্যরা যে পড়েনা তা কিন্তু নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা এত নগণ্য যে, এই সংখ্যা হিসাবে আনা যায় না । সাধারনতঃ মুসলিম পরিবার মাত্রই কোরআন আরবীতে তেলওয়াত করে এবং যেহেতু এই ধরনের মুসলিম ব্যক্তিবর্গ (যাদের মাতৃভাষা আরবী নয়) আরবী অক্ষর শুধুমাত্র পড়তে পারে কিন্তু তার অর্থ জানেনা বা বুঝেনা, তাই তারা আরবীতে পড়ে শুধু তেলওয়াত কাজ সম্পন্ন করেন কিন্তু অর্থ না জানার জন্য কোরআনের মাধ্যমে নাজিলকৃত আল্লাহর উপদেশ, আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে সকলে অজ্ঞই থেকে যায় বা যাচ্ছেন । শুধু তাই নয় (মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ব্যতিত) যে সকল মুসলিম ব্যক্তিবর্গ মাদ্রাসায় আরবী শিক্ষা গ্রহন করে তাদেরও একটা বিরাট অংশ, কোরআন শুধু মুখস্তই করে যায়, কিন্তু কখনোই অর্থসহ বুঝে পড়া বা জানার চেষ্টা করে না । যদিও বা এদের মধ্যে আবার অতি নগণ্য সংখ্যক কোরআনের অর্থ বা বিষয়বস্তু জানে কিন্তু তারা আবার ব্যক্তি জীবনে খুব কমই অনুসরণ করেন বা পালন করেন । সম্ভবতঃ শুধুমাত্র পার্থিব স্বার্থ অর্জনের আশায় । এ সমস্ত বিভিন্ন কারনে কোরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ আপামর মুসলিম ব্যক্তিই এক রকম থাকে সম্পূর্ন অজ্ঞ । অর্থাৎ কোরআন আল্লাহর বাণী এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর বিভিন্ন আদেশ ও নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জানাচ্ছেন পার্থিব জীবনের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা পার্থিব জীবন সুষ্ঠুভাবে চালনা ও সফলতার জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় । অথচ অর্থ না জেনে শুধুমাত্র আরবীতে তেলওয়াত করার কারনে অধিকাংশ মুসলিমের পুরো জীবনটাই কোরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অজানাই থেকে যাচ্ছে । ফলে এরই ঋণাত্মক প্রতিফলন স্বরূপ মুসলিমদের ব্যক্তি জীবনের জীবন যাপন বা ধর্মীয় নিয়ম কানুন কোরআন ও হাদিস এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা মিল পাওয়া যায়না । বিশ্ব মুসলিমের বিভিন্ন দেশে দেশে, সকল মুসলিম সমাজে এই যে, চরম ভোগান্তি, অশান্তি, ভেদা-ভেদ, পরাজয় এবং দুর্দশা, তার মূল কারণ-ই আল্লাহর বাণী পবিত্র কোরআনকে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারা বা কোরআন বুঝে না পড়া । অর্থাৎ কোরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে এক অর্থে কোরআনের প্রকৃত সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে অধিকাংশ মুসলিম ব্যক্তিরাই (অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের কথা না হয় বাদ দেওয়া যায়) ব্যর্থ হচ্ছে । ফলে কোরআন ও হাদিস আমাদের সমাজে পুস্তক আকারে উপস্থিত থাকা সত্বেও এর বাস্তব প্রয়োগ না থাকায় বা এর আদেশ নির্দেশ মানুষের জীবন চালনার পথে অনুসরণ না করায় আমাদের পার্থিব জীবনে আশানুরূপ ফল লাভে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হচ্ছে । সুতরাং পরজীবনে এ ধরনের আমল যে কতখানি মুক্তি বা শান্তি নিশ্চিত করতে পারবে তা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা-ই ভাল জানেন বা অবগত আছেন ।

যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের মধ্য থেকে কুসংস্কার দূর করতঃ অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য । অথচ কোরআনের বিষয় বস্তু সম্পর্কে না জানার জন্য সেই কোরআন সম্পর্কেই মুসলিমদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানামুখী কুসংস্কার বা ভ্রান্তধারনা । আর সে অনুযায়ী বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম ব্যক্তিই মনে করে যে কোরআন শুধুমাত্র তেলওয়াত করে (অর্থ না বুঝে এবং কোরআনের আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ না করে) এবং পবিত্র কোরআন ভাল কাপড়ে জড়িয়ে রেখে, উচুস্থানে ঝুলিয়ে বা আলমারী

বা তাকে রেখে মানুষ (মুসলিম) এ থেকে গুরুত্বপূর্ন এবং আকর্ষণীয় উপকার বা সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় বা পেতে পারে। তাই দেখা যায় এই কোরআন তেলওয়াত করার পরে এবং ধর্মীয় কিছু অদ্ভুত আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ন করে অপর ব্যক্তির মুখমন্ডলের উপর জোরে ফু দিয়ে তেলওয়াতকারী অনেক মুসলিম ব্যক্তিই আশা করে বা বিশ্বাস করে, সে নিজে এবং তার নিকট আত্মীয়গণ এর ফলে যেকোন দূর্ঘটনা অথবা দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাবে অথবা কোন কাজে আশানুরূপ ফল লাভে সক্ষম হবে। আবার কখনো কখনো এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোরআনের আয়াত লিখিত কাগজ দিয়ে তাবিজ তৈরী করতঃ সন্তান-সন্ততি বা আত্মীয় স্বজনের গলায়, কোমরে বা হাতে ঝুলিয়ে দেয়া হয় বা বেঁধে দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, এই অজ্ঞানতার জন্য কখনো কখনো এমনও দেখা গেছে যে, কোন কোন মুসলিম ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিশেষ কিছু কিছু অদ্ভুত ধর্মীয় ঐতিহ্য সরাসরি কোরআন থেকে এসেছে। যদিও ঐ সমস্ত ঐতিহ্য সমূহ কোরআনের পবিত্র বাণীর সাঙ্গে এমনকি হাদিস থেকেও এর কোন প্রমাণ নাও মেলে।

তাহলে প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক যে কোরআনের প্রকৃত সত্যই বা কি এবং কিভাবে কোরআন থেকে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব ? এর উত্তরে বলতে হয় যে, পবিত্র কোরআনের মধ্যই তার যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে । সুতরাং পবিত্র কোরআন বুঝে পড়ে তা বের করতে হবে । পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত সমূহে এ সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ

এ কোরআন মানুষের জন্য এক বাণী, যাতে এর মাধ্যমে তারা সতর্ক হয় এবং যেন তারা জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র মা'বুদ, আর যেন জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহন করে । (সূরা ইব্রাহীম- ১৪ ঃ ৫২) ।

আর আমি তো কোরআন কে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহনের জন্য, অতএব কোন উপদেশ গ্রহনকারী আছে কি? (সূরা আল কামার- ৫৪ ঃ ৩২) ।

তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে শিক্ষনীয় বিষয় । এই কোরআন কোন মনগড়া কথা নয়, বরং তা পূর্বেকার গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থক এবং সব কিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়েত ও রহমত মু'মিনদের জন্য । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ১১১) ।

আল কোরআন এই সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই, এতে রয়েছে মোত্তাকীদের জন্য পথের দিশা । (সূরা বাকারা-২ ঃ ২) ।

উপরোল্লিখত কোরআনের এই আয়াত সমূহ ও অন্যান্য আয়াতসমূহ একথাই জোরালো ভাবে উপস্থাপন করছে যে, কোরআনকে প্রকৃত অর্থে অবতীর্ন করা হয়েছে মানুষের গভীর চিন্তা করার জন্য ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে । মানুষকে কেন সৃষ্টি হয়েছে, কে মানুষকে সৃষ্টি করেছে, আল্লাহ ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, সর্বোপরি মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়া। যেন মানুষ ইহ-জগৎ ও পরজগতে মুক্তি বা সফলতা পেতে পারে এবং সর্বপরি শয়তানের কূটচাল বা ধোঁকার মধ্যে পড় বিভ্রান্ত না হয় । কোরআন এমন একটা গ্রন্থ যার মর্মবাণী উপলব্ধি করার জন্য প্রথমেই যে কোন মানুষের মন, আত্মা ও চিন্তাধারা সব সময়ই খোলা বা মুক্ত থাকা দরকার বা উচিত। এই জন্য প্রথমেই কোরআন সম্পর্কে যে কাজটা সঠিকভাবে করা প্রয়োজন সেটা হলো, কোরআন সম্পর্কে মানুষের এই ধরনের ভুল ধারনার পরিসমাপ্তি করা যে, কোরআন শুধুমাত্র নবীদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে । বরং এটা জানা উচিত যে, কোরআন নাজিল হয়েছে সমস্ত মানুষ তথা বিশেষ করে যারা নিজেদের মুসলিম বা বিশ্বাসী বলে দাবী করে তাদের উদ্দেশ্য করেই । যে কোন ব্যক্তি যে বলেঃ "আমি একজন মুসলিম" তার অবশ্যই এই কোরআন নিয়মিত পড়া উচিত এবং এই কোরআনের আয়াত সমূহের অর্থ ও মর্মবাণী বোঝার চেষ্টা করা অবশ্যই কর্তব্য। আল্লাহ্ এর গুরুত্ব সম্পর্কে কোরআনের আয়াতে বলেছেন "আর কোরআন পাঠ করুন ধীরে ধীরে, খুব স্পস্টভাবে" (সূরা মোজাম্মেল-৭৩ ঃ ৪) । আল্লাহ যে সমস্ত আয়াত সমূহে এর গুরুত্ব বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপঃ

তবে কি তারা কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেনা ? যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তরফ থেকে এ কোরআন হত তবে তারা এতে অনেক বৈপরীত্য পেত । (সূরা আন্-নিসা-৪ ঃ ৮২) ।

আর আমি তো কোরআন কে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহনের জন্য; অতএব কোন উপদেশ গ্রহনকারী আছে কি? (সূরা আল্-কামার-৫৪ ঃ ১৭) ।

কোরআনে যা বা যেভাবে আদেশ করা হয়েছে তা না করার ফলে এবং ধর্মকে তার মূলউৎস থেকে না শেখার ফলে অনেক কুসংস্কার বা প্রতিকুল ধারণা বিভিন্ন সময়ে কালের বিবর্তনে সমাজের বিভিন্ন ঐতিহ্য থেকে ইসলাম ধর্মের মধ্যে পুনরায় প্রবর্তিত হয়েছে । একমাত্র কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে এবং তার বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমেই এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা দূর করা সম্ভব । অনেকেই মনে করে থাকেন বা চিন্তা করেন যে, শুধুমাত্র কোরআন তেলওয়াত করেই তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু কোরআনে কি আছে শুধুমাত্র এটা জানাই বড় কথা নয়, বরং কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী তার বাস্তব ভিত্তিক প্রয়োগ বা অভ্যাসের মাধ্যমেই এর প্রতি প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি তার প্রকৃত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে বা সম্পন্ন হয় । অন্য কথায় বা এক কথায় প্রত্যেকের দৈনন্দিন

জীবনে এর প্রয়োগ আবশ্যকীয় এবং এভাবে একজন মানুষ কোরআনের প্রতি প্রকৃত অর্থে তার দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে বা কোরআনে এভাবেই আদেশ করা হয়েছে । আল্লাহ কোরআনের আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন; "আমি সৃষ্টি করেছি জ্বীন ও ইনসান কে কেবলমাত্র এজন্য যে, যেন তারা আমারই এবাদত করে" । (সূরা আযজারিয়াত-৫১ ঃ ৫৬) । আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব তথা ইবাদত করার জন্য । তিনি কোরআনে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোরআন ঐ সমস্ত মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক যারা আমার দাসত্ব করে বা ইবাদত করেঃ

এ কোরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহন করে । (সূরা ছোয়াদ-৩৮ ঃ ২৯) ।

মানুষের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মুক্তির জন্য যা প্রয়োজন তার সমস্ত তথ্যই কোরআনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে । কোরআন মানুষকে আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে অবগত করে । শুধু তাই নয়, কোরআন থেকে আমরা আল্লাহর পছন্দনীয় নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করি, খারাপ আচরনের শাস্তি সম্পর্কে জানতে পারি, এছাড়া পৃথিবী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে, বিভিন্ন বৈচিত্রের মানুষের চরিত্র সম্পর্কে, আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি সম্পর্কেও অবগত হতে পারি । এক কথায় আমাদের সমস্ত প্রয়োজন সম্পর্কে কোরআন আমাদের শিক্ষা দেয় বা এ থেকে মানুষ শিক্ষা পেতে পারে । এই সেই গ্রন্থ যার মধ্যে আল্লাহর বানী লিখিতভাবে আছে এবং আমরা পার্থীব জীবন চলার পথের বিভিন্ন স্তরে যে সমস্যা সমূহের সম্মুখীন হই এবং যার উত্তর বা সমাধান আমরা খুঁজি তার সমস্ত ব্যাখ্যা বা উত্তরই কোরআনের মধ্যে সন্নিবেশিত আছে । এতদসত্বেও কিছু মানুষ এই গ্রন্থ সম্পর্কে জানতে ও এর আদেশ পালন করতে বরাবরই অবজ্ঞা প্রদর্শণ করে । অথচ কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায় । সমস্ত মানুষের ইহজগৎ ও পরজগতের মুক্তির একমাত্র পথ কোরআন অর্থসহ অধ্যায়নের এবং তা বাস্তব জীবনে পালনের মাধ্যমেই শুধু অর্জন করা সম্ভব ।

যে সকল মুসলিম ব্যক্তি কোরআনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং যে বুঝতে পেরেছে আল্লাহর আদেশ তার জীবন পালনের জন্য কোরআন সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন ব্যতীত অন্যকোন গত্যন্তর নাই বা এই পবিত্র কোরআনের জ্ঞান অর্জন ব্যতীত প্রকৃত বা সত্যকারের মুসলিম হওয়া যায়না । এই বইটা তৈরী করা হয়েছে কোরআন সম্পর্কে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য । যেন তাঁরা আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহকে সম্মান করতে পারে, পারে আল্লাহর দাস হিসাবে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে এবং সর্বোপরি আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ অর্জন করে বেহেশ্‌ত লাভে যেন সক্ষম হয় ।

কোরআনে উদ্ধৃত নবীদের ইতিহাস

আল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করেছেন মানুষকে আল্লাহ প্রেরিত ধর্ম সম্পর্কে অবগত করার জন্য। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই সমস্ত প্রেরিত নবীদের নৈতিক মনোবল ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বারোপ করে বলেছেন যে তাঁরা ছিলেন বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ স্বরূপ এবং একই সঙ্গে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে এই সমস্ত নবীদের আদর্শ হিসেবে গ্রহন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। ''তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিন কে ভয় করে এবং আল্লাহ কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাঁদের জন্য অবশ্যই উওম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে''। (সূরা আল আহ্‌যাব-৩৩ ঃ ২১) ।

এই জন্য প্রত্যেক বিশ্বাসীর উচিত পবিত্র কুরআনে নবীদের সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্য গুরুত্ব সহকারে অধ্যায়ন করা, তাঁদের জীবন সম্পর্কে জানা এবং তাঁদের উন্নত নৈতিক মনোবল, চরিত্র এবং আল্লাহর প্রতি তাদের গভীর আনুগত্যতা ও ভালবাসা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়া। শুধুমাত্র এ ভাবেই পৃথিবীতে আগত এই সমস্ত উন্নত চরিত্রের ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে এবং বাস্তব জীবনে তার অভ্যাসের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা তাদের নৈতিকতার উৎকর্ষতা সাধন করতে পারে। একই সঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নবীদের যে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা ছিল নিঃসন্দেহে উন্নত শিক্ষা এবং ভাল দিক নির্দেশনার বিষয় । যেখান থেকে বিশ্বাসীরা জীবন চালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহন করতে পারে। এটা এ কারনে যে বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা নবীদের অনুসরন করবে নবী ও তার অনুসারীদের মত তাঁরাও তাদের জীবনে একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'লা কুরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেস্তে চলে যাবে, যদিও এখনও তোমরা তাদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে ? তাদের উপর পতিত হয়েছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ, ক্লেশ। তারা এমনভাবে ভীত-শিহরিত হয়েছিল যে, রাসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদের বলতে হয়েছিলঃ কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ? হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য একান্তই কাছে" । (সূরা আল বাকারা-২ ঃ ২১৪) ।

সুতরাং কুরআনে উল্লেখিত নবীদের ঘটনা সমূহ গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষন করা বিশ্বাসীদের একান্ত কর্তব্য। যেন বিশ্বাসীরা এর মাধ্যমে জীবনে ভাল কিছু অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, নবীদের জীবনের ঘটনা সমুহের মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের জন্য শিক্ষা রয়েছে ঃ "তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে শিক্ষনীয় বিষয়। এ কুরআন কোন মনগড়া কথা নয়, বরং তা পূর্বেকার গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়াত ও রহমত মু'মিনদের জন্য"। (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ১১১)।

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন করে সংবাদ বহনকারী নবী প্রেরণ করা হয়েছিল

আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে । আর এমন কোন উম্মত ছিল না, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি । (সূরা ফাতির-৩৫ ঃ ২৪) ।

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করেছি এ নির্দেশ প্রচারের জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কতককে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন এবং কতকের উপর গোমরাহী অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ৩৬) ।

আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি, যেখানে কোন সতর্ককারী আসেনি । (সূরা আশশোয়ারা-২৬ ঃ ২০৮) ।

প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংবাদ বাহক প্রেরণ করা হয়েছিল যারা ঐ সমস্ত জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাষায় কথা বলত

আমি পাঠিয়েছি প্রত্যেক রাসূলকে তার কওমের ভাষায় যেন সে স্পস্টভাবে তাদের কাছে বর্ণনা করতে পারে। আর আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন। তিনি পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (সূরা ইব্রাহীম-১৪ ঃ ৪) ।

নবী প্রেরনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

আমি তো প্রেরণ করি রাসূলদের কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে । তারপর যে ঈমান আনল ও নিজেকে সংশোধন করল, তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না । (সূরা আল-আন'আম-৬ ঃ ৪৮) ।

এটা এজন্য যে, আপনার রব কোন জনপদের অধিবাসীকে ধ্বংস করেন না তাদের জুলুমের কারনে, এমন অবস্থায় তথাকার অধিবাসীরা বেখবর থাকে । (সূরা আল-আন'আম- ৬ ঃ ১৩১) ।

আর আমি তো অপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তো তা জানে না । (সূরা সাবা-৩৪ ঃ২৮) ।

সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে রাসূলদের আমি এজন্য প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোন ওজর-আপত্তি না থাকে । আল্লাহ পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা । (সুরা আন্‌নিসা-৪ ঃ ১৬৫) ।

নবীদের আনুগত্যতা করার সুফল বা পুরস্কার

ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন । আল্লাহ স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুন পুরস্কার দিবেন এবং তোমাদেরকে দান করবেন এমন নূর, যা নিয়ে তোমরা চলাফেরা করবে, আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন । আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা আল হাদীদ-৫৭ ঃ ২৮) ।

আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং রাসূলের যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয় । (সুরা আল ইমরান-৩ ঃ ১৩২) ।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এক উপদেশবাণী - এমন একজন রাসূলের মাধ্যমে, যিনি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনান আল্লাহর সুস্পস্ট আয়াতসমূহ , যাতে তিনি যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন । আর যে কেউ ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং নেক কাজ করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ অবশ্যই তাকে উত্তম রিযিক দান করবেন। (সূরা আত্‌তালাক-৬৫ ঃ ১০, ১১) ।

মু'মিনদের কথা তো কেবল এ-ই যখন তাদেরকে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলেঃ "আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম" । আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আর ভয় করে আল্লাহকে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে, এরূপ লোকেরাই সফলকাম। (সূরা আননূর-২৪ ঃ ৫১, ৫২) ।

হে বনী আদম ! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ এসে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের শুনান, তখন যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বণ করবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না । (সূরা আল'আরাফ-৭ ঃ ৩৫) ।

আর যে ব্যক্তি আনুগত্য করবে আল্লাহ ও রাসূলের, এরূপ ব্যক্তিরা সে ব্যক্তিদের সঙ্গী হবেন যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হলেনঃ নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ । আর কত উত্তম সঙ্গী এরা । (সূরা আন্‌নিসা-৪ ঃ ৬৯) ।

নবীর আনুগত্যতা মানেই আল্লাহর আনুগত্যতা

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল । আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমি তো আপনাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি । (সূরা আন্‌নিসা-৪ ঃ ৮০) ।

মানুষের নিকট থেকে কোন বিনিময় পাওয়ার আশায় নবীগণ আসেন নাই

তারা ছিলেন এমন যাদের আল্লাহ হেদায়েত দান করেছিলেন। অতএব আপনিও তাদেরই পথে চলুন। বলুনঃ এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। এ তো বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশ মাত্র । (সূরা আল আন'য়াম-৬ ঃ ৯০) ।

আপনি যতই আকাঙ্খা করেননা কেন, অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনার নয়। আপনি তো এ কুরআনের প্রচারের বিনিময়ে তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চান না । এ কুরআন তো কেবল একটি উপদেশ সারা বিশ্ববাসীর জন্য । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ১০৩, ১০৪) ।

অতঃপর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল, সে বললঃ হে আমার কওম ! তোমরা রসূলদের অনুসরণ কর । অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চায় না এবং তারা নিজেরাও রয়েছে সৎপথে । (সূরা ইয়াছিন-৩৬ ঃ ২০,২১) ।

আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই । আপনি বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না, তবে যে ইচ্ছে করে সে তার রবের পথ অবলম্বণ করুক । (সূরা আল ফোরকান-২৫ ঃ ৫৬, ৫৭)।

বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে শুধু একটি উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহরই জন্য দাঁড়াও দুই-দুইজন করে ও এক-একজন করে; তারপর তোমরা চিন্তা কর, দেখতে পাবে, তোমাদের সঙ্গীটির মধ্যে কোন মস্তিষ্ক বিকৃতি নেই । সে তো আসন্ন কঠিন আযাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী মাত্র। বলুন ঃ যে পারিশ্রমিকই আমি তোমাদের কাছে চেয়ে থাকি না কেন, তা তো তোমাদেরই জন্য । আমার পুরস্কার তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত । (সূরা সাবা-৩৪ ঃ ৪৬, ৪৭) ।

নবীদের জীবনে আগত বিভিন্ন বিপদের সময় দৃঢ় ও শক্ত ভাবে সত্যের পথে থাকার বিষয়ে উপদেশ দানকারী আয়াত সমূহ ঃ

আপনি আহবান করুন মানুষকে আপনার রবের পথের দিকে হেকমত ও উত্তম উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব সে ব্যক্তিকে বিশেষভাবে জানেন যে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনি সৎপথগামীদেরকেও ভালভাবে জানেন। আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহন কর তবে সে পরিমাণই গ্রহন করবে যে পরিমান তোমরা নিপীড়িত হয়েছ। কিন্তু যদি তোমরা সবর কর, তবে তা ধৈর্যধারণকারীদের জন্য উত্তম। আপনি সবর করুন, আর আপনার সবর করা তো কেবল আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের কারনে দুঃখ করবেন না এবং তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে সেজন্য সংকীর্ণমনা হবেন না। (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ ১২৫, ১২৬, ১২৭)।

হয়ত আপনি তাদের পেছনে আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবনই বিসর্জন দেবেন, যদি তারা এ বাণীতে ঈমান না আনে । (সূরা কাহফ-১৮ ঃ ৬) ।

আর যদি আপনার রবের তরফ থেকে পূর্বেই একটি কথা স্থিরীকৃত হয়ে না থাকত এবং একটি সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে তাদের শাস্তি অবশ্যই হত। সুতরাং আপনি তাদের কথায় ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার রবের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে, আর রাতের কিছু অংশে ও দিবাভাগের প্রান্তসমূহেও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন । (সূরা ত্বোয়াহা-২০ ঃ ১২৯, ১৩০) ।

অতএব এদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয় । আমি অবশ্যই অবগত আছি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে । (সূরা ইয়াছিন-৩৬ ঃ ৭৬) ।

আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তা আপনাকে ব্যথিত করে, কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না; বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে। (সুরা আনাম-৬ ঃ ৩৩) ।

আর আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করছে, সে কারনে মনঃক্ষুন্নও হবেন না । (সূরা নামল-২৭ ঃ ৭০) ।

অতএব আল্লাহর উপর ভরসা করুন । নিশ্চয় আপনি সুস্পস্ট সত্যের উপর আছেন । আপনি তো মৃতকে শুনাতে পারেন না এবং বধিরকেও আহবান শুনাতে পারেন না, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় । আর আপনি তো অন্ধদেরকে তাদের গোমরাহী থেকে সৎপথে আনতে পারবেন না। আপনি তো শুধু তাদেরকে শুনাতে পারেন, যারা আমার আয়াত সমুহে বিশ্বাস করে। আর তারাই মুসলিম। (সূরা আল নমল-২৭ ঃ ৭৯, ৮০, ৮১) ।

এগুলো বিশেষ বর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত । তারা ঈমান আনে না বলে আপনি হয়ত মর্মব্যথায় প্রাণ বিসর্জন দিবেন। যদি আমি ইচ্ছে করতাম, তবে আমি আসমান থেকে তাদের উপর এক নিদর্শন নাযিল করতাম, ফলে তার কারণে তাদের ঘাড় নত হয়ে পড়ত। (সূরা আশশোয়ারা-২৬ ঃ ২, ৩, ৪) ।

হে রাসূল ! আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা যারা দ্রুত কুফরীর দিকে ধাবিত হয়, তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের মুখে বলে, “আমরা ঈমান এনেছি” অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং ইহুদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত, যারা আপনার কথা কান পেতে শুনে এমন এক কওমের জন্য যারা আপনার কাছে আসেনি । তারা আল্লাহর কালামকে বিকৃত করে তা যথাস্থানে সুবিন্যস্ত থাকার পরেও; তারা বলে, যদি তোমাদের এরূপ বিধান দেয়া হয় তবে তা গ্রহণ করবে কিন্তু যদি তা না পাও তবে তা বর্জন করবে । যাকে আল্লাহ ফেতনায় ফেলতে চান তার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে কিছুই করতে পারবেন না। এরাই এমন লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চান না । তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি। (সূরা আল মায়েদা-৫ ঃ ৪১)।

তারা যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (সূরা আল মোজাম্মেল-৭৩ঃ১০)।

অতএব আপনি প্রকাশ্যে প্রচার করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না । আমি আপনার জন্য যথেষ্ট বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহর সাথে অন্য মা’বুদ সাব্যস্ত করে । তারা অতিসত্ত্বর জানতে পারবে । আর আমি তো জানি যে, তারা যা বলে তাতে আপনার হৃদয় ব্যথিত হয় । সুতরাং আপনি আপনার রবের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে থাকুন এবং সিজদাকারীদের শামিল হয়ে যান । আর আপনার রবের ই’বাদত করতে থাকুন যে পর্যন্ত না আপনার কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় । (সূরা হিযর-১৫ ঃ ৯৪ - ৯৯)।

নবীদের অবাধ্যতা এবং তার শাস্তি

নিশ্চয় যারা কুফরী করে আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলদের সাথে আর পার্থক্য করতে চায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে এবং বলেঃ আমরা কতিপয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং কতিপয়কে অবিশ্বাস করি; আর তারা এর মাঝামাঝি এক পথ উদ্ভাবন করতে চায়; এরাই পকৃতপক্ষে কাফের। আর আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি । (সূরা নিসা-৪ ঃ ১৫০, ১৫১) ।
আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে দোযখে দাখিল করবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে । আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি । (সূরা নিসা-৪ ঃ ১৪) ।

যারা বিরোধীতা করে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের তারা লাঞ্ছিত হবে যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীরা । আর আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত সমুহ নাযিল করেছি । আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি । (সূরা মুজদালাহ্-৫৮ ঃ ৫) ।

অনেক জনপদ ছিল, যারা অবাধ্যতা করেছিল তাদের রবের ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের, সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসাব গ্রহন করছিলাম । আর তাদেরকে দিয়েছিলাম ভীষণ শাস্তি । (সূরা আত্তালাক-৬৫ ঃ ৮) ।

অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি । যখনই কোন উম্মাতের কাছে তার রাসূল এসেছে, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করেছি । আর তাদেরকে ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত করেছি । সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা ঈমান আনে না ! (সূরা আল মু’মিনুন-২৩ ঃ ৪৪) ।

পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত নবীদের নাম সমূহ

১। নবী আদম (আঃ)
২। নবী ইদ্রিস (আঃ)
৩। নবী নূহ (আঃ)
৪। নবী হূদ (আঃ)
৫। নবী ছালেহ্ (আঃ)
৬। নবী ইব্রাহিম (আঃ)
৭। নবী লূত (আঃ)
৮। নবী ইসমাঈল (আঃ)
৯। নবী ঈসহাক (আঃ)
১০। নবী ইয়াকুব (আঃ)
১১। নবী ইউসুফ (আঃ)
১২। নবী আইয়ুব (আঃ)
১৩। নবী জুলকিফল্ (আঃ)
১৪। নবী শোয়াইব (আঃ)
১৫। নবী মুসা (আঃ)
১৬। নবী হারুন (আঃ)
১৭। নবী দাউদ (আঃ)
১৮। নবী সোলাইমান (আঃ)
১৯। নবী ইলিয়াছ (আঃ)
২০। নবী আল ইয়াসা (আঃ)
২১। নবী ইউনুছ (আঃ)
২২। নবী জাকারিয়া (আঃ)
২৩। নবী ইয়াহইয়া (আঃ)
২৪। নবী ঈসা (আঃ)
২৫। নবী মোহাম্মদ (সঃ)

নবী আদম (আঃ) এর ইতিহাস

আদম (আঃ) এর সৃষ্টি

নিশ্চয়ই আল্লাহ কাছে ঈসা'র দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তেত মত । তিনি আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে ছিলেন, তারপর তাকে বলে ছিলেনঃ- হয়ে যাও; তখনি সে হয়ে গেল। (সূরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ৫৯) ।

আদম (আঃ) কে আল্লাহ বিভিন্ন জিনিষ/দ্রব্যের নাম শিক্ষা দিলেন

আর স্মরণ কর, তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশ্‌তাদের বললেনঃ- আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তখন তারা বললঃ আপনি কি সেথায় এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে ? আর আমরা তো সদা আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি । তিনি বললেন ঃ অবশ্য আমি জানি, যা তোমরা জাননা । আর তিনি শিখালেন আদমকে সবকিছুর নাম । তারপর সে সবকিছু ফেরেশ্‌তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেনঃ তোমরা আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (সূরা আল-বাক্বারা-২ ঃ ৩০, ৩১) ।

আল্লাহর প্রতি ফেরেশতাদের আনুগত্যতা

তারা বললঃ আপনি পবিত্র । আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই । নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । তিনি বললেনঃ হে আদম, বলে দাও তাদের এসব কিছুর নাম । তারপর যখন সে বলে দিল সে সবের নাম, তখন তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও জমিনের সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে অবগত এবং তাও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন রাখ । (সূরা আল-বাক্বারা-২ ঃ ৩২, ৩৩) ।

তারপর যখন আমি তাকে ঠিকঠাকমত গঠন করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে । তখন ফেরেশতারা সবাই একত্রে সিজদা করল; কিন্তু ইবলিস করল না । সে সিজদাকারীদের শামিল হতে অস্বীকার করল । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ২৯, ৩০, ৩১) ।

আল্লাহর প্রতি ইবলিসের অবাধ্যতা

আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ 'তোমরা আদম কে সিজদা কর', তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল । সে বললঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ? সে বললঃ আচ্ছা বলুন তো, এ ব্যক্তি যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন (তার মধ্যে মর্যাদার কি আছে ?) আপনি যদি আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে আমার বশীভূত করে ফেলব । (সূরা বনী-ইসরাঈল-১৭ ঃ ৬১, ৬২) ।

আল্লাহ বললেন ঃ হে ইবলিস ! তোমার কি হল যে, তুমি সিজদাকীদের শামিল হলে না ? । সে বলল ঃ আমি এমন নই যে, আমি এমন এক মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন গন্ধযুক্ত বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে । আল্লাহ বললেন তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত । আর অবশ্যই তোমার প্রতি লা'নত রইলো কেয়ামত পর্যন্ত । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫) ।

তিনি বললেনঃ কিসে তোমাকে সিজদা করা থেকে বিরত রাখল যখন আমি তোমাকে আদেশ দিলাম ? সে বললঃ আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে তা হতে পারে না। অতএব বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি অধমের অন্যতম। (সূরা আল-আ'রাফ-৭ ঃ ১২, ১৩)।

অবাধ্যতাই ইবলিস শয়তানের জিদ

সে বললঃ হে আমার রব ! আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত । আল্লাহ বললেন ঃ অবশ্যই তোমাকে অবকাশ দেয়া গেল, নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত (কেয়ামত পর্যন্ত) । (সূরা হিজর- ১৫ ঃ ৩৬, ৩৭, ৩৮) ।

সে বললঃ "আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত" । (সূরা আল-আ'রাফ-৭ ঃ ১৪) ।

যে ব্যক্তি সৎপথে চলে সে তো নিজেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথে চলে এবং যে ব্যক্তি বিপথে চলে, বস্তুত সেও নিজেরই অমঙ্গলের জন্য বিপথে চলে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দেই না। (সূরা বনী-ইসরাঈল-১৭ ঃ ১৫)।

শয়তানের শপথ

সে বললঃ "যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল-সঠিক পথে ওঁত পেতে বসে থাকব"। "তারপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছনের দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে । আর আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকর গোজার পাবেন না"। (সূরা আল-আ'রাফ-৭ ঃ ১৬, ১৭) ।

শয়তানের প্রভাব

সে বলল ঃ হে আমার রব ! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন, সুতরাং আমিও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে পাপ কার্য সমূহকে শোভন করে দেখাব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার বাছাই করা বান্দা তাদের ছাড়া । আল্লাহ বললেন ঃ এটাই আমার কাছে পৌঁছার সরল-সহজ পথ । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৩৯, ৪০, ৪১) ।

নিশ্চয়, আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই । আর আপনার রব কার্য নির্বাহকরূপে যথেষ্ট। (সূরা বনী-ইসরাঈল-১৭ ঃ ৬৫) ।

আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই, তবে বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের ছাড়া । নিশ্চয় জাহান্নাম হচ্ছে তাদের সবার নির্ধারিত স্থান । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৪২, ৪৩) ।

শয়তানের বহিস্কার

আল্লাহ বলেন ঃ যাও, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তোমাদের সবার প্রতিফলপূর্ণ শাস্তি । তাদের মধ্যে যাদের পার তোমার আহবানে পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের সম্পদে ও সন্তান- সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও । আর শয়তান তো তাদেরকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে । (সূরা বনী-ইসরাঈল-১৭ ঃ ৬৩, ৬৪) ।

তিনি বললেন ঃ "এখান থেকে বেরিয়ে যাও লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায় । তাদের মধ্য থেকে যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব" । (সূরা আল-আ'রাফ-৭ ঃ ১৮) ।

নবী আদম (আঃ) এর পরীক্ষা

হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তোমরা উভয়ে সেখানে যা ইচ্ছে খাও, কিন্তু এ গাছের কাছে যেওনা । গেলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে । (সূরা আল-আ'রাফ-৭ ঃ ১৯) ।

আর আমি বললাম ঃ হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশ্তে বসবাস করতে থাক এবং সেখানে যা, যেভাবে, যেখানে থেকে চাও, তৃপ্তি সহকারে খাও, কিন্তু এ গাছের কাছেও যেওনা । গেলে, তোমরা জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে । (সূরা আল-বাক্বারা-২ ঃ ৩৫) ।

অতঃপর আমি বললাম ঃ হে আদম ! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে কিছুতেই জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে কষ্টে পতিত হবে । নিশ্চয় এখানে তোমার জন্য এ ব্যবস্থা রয়েছে যে, তুমি কখনও ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গও থাকবে না। এবং এখানে তুমি পিপাসার্তও হবেনা এবং রৌদ্র তাপেও কষ্ট পাবেনা । (সূরা ত্বোয়া-হা-২০ ঃ ১১৭, ১১৮, ১১৯) ।

আর আমি তো ইতিপূর্বে আদমকে এক আদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, আর আমি তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্পতা পাইনি । (সূরা ত্বোয়া-হা-২০ ঃ ১১৫) ।

শয়তান কে অনুসরণ করার কুফল

অতঃপর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রনা দিল, যেন প্রকাশ করে দেয় তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান যা তাদের কাছে গোপন ছিল এবং বলল ঃ ‘‘তোমাদের রব তোমাদের এ গাছ থেকে শুধু এজন্য নিষেধ করেছেন, যেন তোমরা ফেরেশ্তা হয়ে না যাও কিংবা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে না যাও’’। আর সে তাদের উভয়ের সামনে কসম করে বললঃ ‘‘আমি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গলকামীদের একজন’’। এভাবে সে তাদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে অধঃপতিত করল । তারপর যখন তারা সে গাছের ফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে নগ্ন হয়ে পড়ল এবং তারা বেহেশ্তের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল । তখন তাদের রব তাদের ডেকে বললেন ঃ ‘‘আমি কি তোমাদের এ গাছের থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদের বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?’’ (সূরা আল-আ'রাফ-৭ ঃ ২০, ২১, ২২) ।

অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল। সে বললঃ হে আদম ! আমি কি তোমাকে সন্ধান দেব অমরত্বের বৃক্ষের এবং অবিনশ্বর রাজ্যের ? তারপর তারা উভয়ে উক্ত বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করল, তৎক্ষণাৎ তাদের সামনে তাদের গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হয়ে পড়ল এবং তারা বেহেশ্তের বৃক্ষপত্র দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল । আর আদম স্বীয় রবের নাফরমানী করল । ফলে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল । (সূরা ত্বোয়া-হা-২০ ঃ ১২০, ১২১) ।

নবী নূহ্ (আঃ) এর ইতিহাস

নবী নূহ্ (আঃ) কে তার জাতির কাছে সংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল

নিশ্চয় আমি নূহ্কে তার কওমের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই । আমি ভয় করছি তোমাদের জন্য এক মহাদিনের শাস্তির । (সূরা আল-আ'রাফ-৭ ঃ ৫৯) ।

নবী নূহ্ (আঃ) তার জাতির লোকজনকে ধর্মের দিকে আহবান করেছিলেন

আর আমি অবশ্যই নূহ্কে তার কওমের কাছে রাসূলরূপে প্রেরণ করে ছিলাম । (সে তার কওমকে বলেছিলঃ) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী । তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না । আমি তো তোমাদের ব্যাপারে ভয় করছি এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির । (সূরা হুদ-১১ ঃ ২৫, ২৬) ।

আমি তো নূহ্কে তার কওমের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম যে, আপনি স্বীয় কওমকে সতর্ক করুন তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার পূর্বে । (সূরা নূহ-৭১ ঃ ১) ।

আর আমি তো পাঠিয়ে ছিলাম নূহ্কে তার কওমের কাছে । সে বলেছিলঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই । তবুও কি তোমরা সতর্কতা অবলম্বণ করবে না ? (সূরা আল মু'মিনুন-২৩ ঃ ২৩) ।

আর আমি তো নূহ্কে তার কওমের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম । তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন । অতঃপর মহাপ্লাবন তাদেরকে গ্রাস করল । তারা ছিল জালিম । (সূরা আল-আনকাবুত-২৯ ঃ ১৪) ।

নূহের কওম রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল । যখন তাদের ভাই তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি সতর্ক হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল । অতএব আল্লহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা, আমার বিনিময় তো রাব্বুল আলামীনের কাছে রয়েছে । অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । (সূরা আশ্শোআ'রা-২৬ ঃ ১০৫ থেকে ১১০) ।

নবী নূহ্ (আঃ) এর প্রতি অবিশ্বাসীদের ব্যবহার

তারা বলল ঃ আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ তোমার অনুসরণ করছে ইতর শ্রেণীর লোকেরা ? নূহ্ বললেন ঃ তারা কি করত তা আমার জানা নেই । তাদের হিসাব নেয়ার কাজ তো আমার রবের, যদি তোমরা তা বুঝতে ! আর আমি তো মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারিনা । আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী । (সূরা আশ্শোআ'রা- ২৬ ঃ ১১১ থেকে ১১৫) ।

অতঃপর তার কওমের কাফের সরদাররা বললঃ এ ব্যক্তি তো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, সে তোমাদের উপর অধিক মর্যাদাশালী হয়ে থাকতে চায় । আর যদি আল্লাহ্ রাসূল পাঠাতে চাইতেন, তবে তিনি অবশ্যই একজন ফেরেশ্তা প্রেরণ করতেন । আমারা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি । সে তো এমন এক ব্যক্তি যার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে, সুতরাং তার ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা কর । (আল-মু'মিনুন-২৩ ঃ ২৪, ২৫) ।

তারা বলল ঃ হে নূহ্ ! তুমি যদি বিরত না হও, তবে তুমি অবশ্যই হয়ে যাবে প্রস্তরাঘাতে বিধ্বস্ত । (সূরা আশ্শোআ'রা- ২৬ ঃ ১১৬) ।

নবী নূহ্ (আঃ) এর দৃঢ়ভাবে ধর্ম প্রচার

তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার কওম ! আমি তো তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী- এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপ সমূহ মার্জনা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ প্রদান করবেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত । নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন আসবে, তখন তা বিলম্বিত হবে না । কি উত্তম হত, যদি তোমরা জানতে ! তিনি বললেন ঃ হে আমার রব ! আমি আমার কওমকে দাওয়াত দিয়েছি রাতে ও দিনে, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে । আর আমি যখনই তাদেরকে দাওয়াত দেই, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা তাদের কানে স্বীয় অংগুলি ঢুকিয়ে দেয়, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে নেয় এবং জেদ করে ও চরম অহংকার প্রকাশ করে । অতঃপর আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়েছি, পরে আমি প্রচার করেছি প্রকাশ্যে এবং গোপনে তাদেরকে বুঝিয়েছি। আর বলেছি ! তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা প্রার্থনা কর । তিনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন । আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদেরকে দেবেন অনেক বাগান ও তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নহর সমূহ । তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর মহত্ব আশা করছনা ? অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে । তোমরা কি লক্ষ্য করনি ? আল্লাহ কি ভাবে সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন ? আর সেখানে চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতি এবং সূর্যকে করেছেন প্রদীপ স্বরূপ । আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদগত করেছেন, অবশেষে তিনি তোমাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে নিবেন এবং পূণরায় তিনি তোমাদেরকে বের করে আনবেন । আর আল্লাহ তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিস্তৃত, যাতে তোমরা তার মুক্ত পথ সমূহে চলাফেরা করতে পার। (সূরা নূহ-৭১ ঃ ২ থেকে ২০) ।

নবী নূহ্ (আঃ) এর জাতির প্রতি তাঁর আচরণ

অতঃপর তার কওমের যে সকল প্রধানরা কুফরী করেছিল তারা বলল ঃ আমরাতো আপনাকে আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে করিনা । আর আমাদের মধ্যে যারা নিতান্ত নিম্নস্তরের তাও আবার স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আপনার অনুসরণ করতে দেখিনা, এবং আমাদের উপর আপনাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিনা, বরং আমরা আপনাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি । নূহ বললেন ঃ হে আমার কওম ! আচ্ছা বলত, আমি যদি আমার রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তার পক্ষ থেকে নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তারপরও তোমরা সে বিষয়ে অন্ধ থাক, তবে কি আমি তা তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি, অথচ তোমরা তা অপছন্দ কর ? হে আমার কওম ! আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাইনা, আমার পারিশ্রমিক তো রয়েছে আল্লাহর কাছে; আর আমি তো তাড়িয়ে দিতে পারিনা তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে । তারা অবশ্যই তাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে । কিন্তু আমি তো তোমাদেরকে দেখছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায় । হে আমার কওম ! কে আমাকে বাঁচাবে আল্লাহর কাছ থেকে যদি আমি তাদের তাড়িয়ে দেই ? তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝনা ? আর আমি তোমাদেরকে বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, আর আমি গায়েব জানি এ দাবিও করিনা, আর এ কথাও বলিনা যে, আমি ফেরেশ্‌তা । তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় আমি তাদের সম্বন্ধে বলিনা যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনও কল্যাণ দান করবেন না । আল্লাহ ভাল জানেন যা আছে তাদের অন্তরে । অতএব, এরূপ কথা বললে আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব । (সূরা হুদ-১১ ঃ ২৭ থেকে ৩১) ।

তার কওমের সর্দাররা বলেছিল ঃ আমরা তো তোমাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই, বরং আমি তো একজন রাসূল বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের তরফ থেকে । আমি তোমাদের আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ দেই । আমি জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় যা তোমরা জাননা । তোমরা কি এতে বিস্ময় বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে ? যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে, যেন তোমরা সাবধান হও এবং আশা করা যায় তোমরা অনুগৃহীত হও । (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৬০,৬১,৬২,৬৩) ।

তারা বলল ঃ হে নূহ্ ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছ এবং আমাদের সাথে অনেক বেশি বিতর্ক করে ফেলেছ । সুতরাং এখন যে সম্বন্ধে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক । তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ই তা তোমাদের কাছে আনবেন, যদি তিনি চান; আর তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না। আর তোমাদের কোন উপকারে আসবেনা আমার হিতোপদেশ, আমি তোমাদের হিতোপদেশ দিতে চাইলেও, যদি আল্লাহ্ তোমাদের গোমরাহ করতে চান। তিনিই রব এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা হুদ-১১ ঃ ৩২, ৩৩, ৩৪) ।

আপনি তাদেরকে নূহের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন, যখন সে তার কওমকে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! যদি তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহ্‌র আয়াত দিয়ে আমার উপদেশ দান তোমাদের কাছে ভারী বলে মনে হয়, তবে আমি তো আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি । এখন তোমরা ও তোমাদের শরীকরা মিলে নিজেদের কর্তব্য স্থির করে নাও, পরে যেন তোমাদের মাঝে নিজেদের কর্তব্য

বিষয়ে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। তারপর আমার ব্যাপারে যা করার করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না । (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৭১) ।

আর নূহের প্রতি ওহী প্রেরিত হল যে, যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কওমের অন্য কেউ ঈমান আনবেই না । অতএব, তুমি মোটেও দুঃখ করনা তারা যা করছে তার জন্য । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৩৬) ।

নবী নূহ্ (আঃ) এর জাতির জনগণের ধ্বংস এবং নবী নূহ্ (আঃ) কর্তৃক নৌকা তৈরী

অতঃপর আমি তাকে ওহীর মাধ্যমে আদেশ করলাম ঃ তুমি নৌকা তৈরী কর আমার দৃষ্টির সামনে ও আমার আদেশে । তারপর যখন আমার আদেশ এসে যাবে ও চুলার নিম্ন থেকে পানি উথলে উঠতে থাকবে, তখন নৌকায় তুলে নেবে প্রত্যেক প্রকার প্রাণী থেকে এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকেও, তবে তাকে ছাড়া যার ব্যাপারে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়েগেছে । আর তুমি আমাকে জালিমদের সম্পর্কে কিছু বলনা, তারা তো নিমজ্জিত হবেই । (সূরা আল মু'মিনুন-২৩ ঃ ২৭) ।

আর তুমি আমার সামনে আমার প্রত্যাদেশ মোতাবেক নৌকা নির্মাণ কর এবং যারা জুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেনা । তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে । সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল । আর যখনই তার কওমের সর্দাররা তার পার্শ্ব দিয়ে যাতায়াত করত, তখনই তারা তার সাথে উপহাস করত । সে বলত ঃ তোমরা যদি আমাদেরকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ। আর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, লাঞ্ছনাদায়ক আযাব কার উপর আসবে এবং কার উপর স্থায়ী আযাব আপতিত হবে। (সূরা হুদ-১১ ঃ ৩৭,৩৮,৩৯)।

বিশ্বাসীদের নৌকায় আরোহণ

শেষ পর্যন্ত যখন আমার আদেশ এসে পড়ল এবং উনান উথলে উঠল, তখন আমি বললাম ঃ উঠিয়ে নাও এতে প্রত্যেক প্রকার থেকে এক একটি করে পুরুষ ও স্ত্রী এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও, তাকে ছাড়া যার সম্পর্কে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়েগেছে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও তুলে নাও; তবে খুব কম সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৪০) ।

বন্যা

অতঃপর আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজা সমূহ মুষলধারে বারি বর্ষণের মাধ্যমে, এবং জমিন থেকে জারি করে দিলাম ফোয়ারাসমুহ; তারপর আসমান ও জমিনের পানি মিলিত হল এক অবধারিত ব্যাপারের জন্য । আর আমি নূহ্কে আরোহণ করালাম তক্তা ও পেরেক বিশিষ্ট নৌযানে, যা চলত আমার চোখের সামনে। এটা ছিল তার জন্য পুরস্কার, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল । (সূরা আল-কামার-৫৪ ঃ ১১ থেকে ১৪)।

নবী নুহ্ (আঃ) এবং তাঁর পুত্রের সঙ্গে কথোপকথন

তারপর নৌকাখানি তাদের নিয়ে বয়ে চলল পর্বতসম তরঙ্গের মধ্যে; আর নূহ্ ডেকে বলল তাঁর পুত্রকে, যে ছিল পৃথক স্থানে ঃ হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেক না । সে বলল ঃ আমি এখনই আশ্রয় নেব কোন পাহাড়ে যা আমাকে রক্ষা করবে প্লাবন থেকে । নূহ্ বলল ঃ আজ কেউই রক্ষাকারী নেই আল্লাহ্র হুকুম থেকে, একমাত্র সে ছাড়া যাকে তিনি দয়া করবেন । তারপর তাদের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে পড়ল এবং সে হয়েগেল নিমজ্জিত। (সূরা হুদ-১১ ঃ ৪২,৪৩)।

নবী নূহ (আঃ) কে আল্লাহ্‌র উপদেশ

আর নূহ্ তার রবকে ডেকে বলল ঃ হে আমার রব ! নিশ্চয় আমার পুত্র আমার পরিবার-পরিজনদের অন্তর্ভূক্ত, এবং আপনার ওয়াদা তো সত্য, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। আল্লাহ্ বললেন ঃ হে নূহ্ ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভূক্ত নয়, অবশ্যই সে অসৎকর্মপরায়ণ । অতএব আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করনা, যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই । আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি যেন অজ্ঞদের সামিল হয়ে না পড় । নূহ্ বলল ঃ হে আমার রব ! আমি আপনারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে, যার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই; আপনি আমাকে ক্ষমা না করলে এবং আমার প্রতি দয়া না করলে আমি তো ক্ষতিগ্রস্তদের সামিল হয়ে পড়ব। (সূরা হুদ-১১ ঃ ৪৫, ৪৬, ৪৭) ।

বন্যার সমাপ্তি

তারপর নির্দেশ দেয়া হল ঃ 'হে পৃথিবী ! তুমি তোমার পানি চুষে নাও, হে আসমান ! তুমি ক্ষান্ত হও । এরপর বন্যা প্রশমিত হল এবং কাজের সমাপ্তি ঘটল, আর নৌকাটা জুদী পাহাড়ের উপর এসে স্থির হল; আর ঘোষণা দেয়া হল ঃ ধ্বংস হোক জালিম সম্প্রদায় । (সূরা হুদ ১১ ঃ ৪৪) ।

নৌকার আরোহী বিশ্বাসীদের উদ্ধার

বলা হল ঃ হে নূহ্ ! অবতরণ কর আমার তরফ থেকে শান্তি ও কল্যাণ নিয়ে তোমার প্রতি এবং যেসব সম্প্রদায় তোমার সাথে আছে তাদের প্রতি । আর (পরবর্তী) অন্যান্য সম্প্রদায় সমুহকে আমি কিছুকাল জীবন উপভোগ করতে দেব, অবশেষে তাদের উপর আমার তরফ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আপতিত হবে । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৪৮) ।

অতঃপর আমি তাকে ও তার সাথে যারা বোঝাই নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম । (সূরা আশ্‌শোআ'রা- ২৬ ঃ ১১৯) ।

অবশেষে আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার সঙ্গী নৌকারোহীদেরকে এবং এ ঘটনাকে করলাম একটি নিদর্শন বিশ্ববাসীর জন্য । (আল-আনকাবুত-২৯ ঃ ১৫) ।

আর নূহ্ তো আমাকে ডেকেছিলেন, এবং আমি কত উত্তম, ডাকে সাড়া দানকারী ! আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করেছিলাম মহাসংকট থেকে । আর আমি তার বংশধরদেরকে অবশিষ্ট রাখলাম, আর আমি তার জন্য পরবর্তীদের একথা রেখে দিলাম যে, 'সালাম' নূহের প্রতি জগদ্বাসীদের মধ্যে । (আস্‌সাফ্‌ফাত-৩৭ ঃ ৭৫,৭৬,৭৭,৭৮,৭৯) ।

আরও বলবে ঃ হে আমার রব ! আমাকে নামিয়ে দিন কল্যাণকরভাবে, আর আপনি তো সর্বোত্তম অবতরণকারী । নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন । আর আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম । অতঃপর আমি তাদের পর অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম । (সূরা আল মু'মিনুন-২৩ ঃ ২৯, ৩০, ৩১)।

নবী হূদ (আঃ) এর ইতিহাস

আদ জাতিকে নবী হূদ (আঃ) কর্তৃক আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান

আর আমি কওমে 'আদের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই হূদকে' । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই । তোমরা তো নিছক মিথ্যা উদ্ভাবনকারী ? (সূরা হূদ-১১ ঃ ৫০) ।

আর আমি আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছিলাম । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই । অতএব তোমরা কি সাবধান হবে না ? । (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৬৫) ।

যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি ভয় কর না ? আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল । অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা, আমার বিনিময় তো রাব্বুল 'আলামীনের কাছে রয়েছে । (সূরা আশ্‌শোআ'রা-২৬ ঃ ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭) ।

নবী হূদ (আঃ) কে আদ জাতির উত্তর

তার কওমের সর্দাররা, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজন মনে করি । সে বলল ঃ হে আমার কওম ! আমি নির্বোধ নই, বরং আমি তো একজন রাসূল বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তরফ থেকে। আমি তোমাদের আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বস্ত । তোমরা কি বিস্ময় বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে ? আর তোমরা স্মরণকর যে, আল্লাহ্ তোমাদের নূহের কওমের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং দৈহিক তোমাদের অধিক প্রশস্ততা দান করেছেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার । (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯) ।

হে আমার কওম ! তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে, তারপর তাঁরই দিকে ফিরে এস; তিনি তোমাদের উপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন । কিন্তু তোমরা অরপাধে লিপ্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না । তারা বলল হে হূদ ! আপনি তো আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসেননি, আমরা আপনার কথায় আমাদের মাবুদদেরকে ত্যাগ করতে পারিনা, আর আমরা তো আপনার প্রতি বিশ্বাসী নই । বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন মা'বুদ আপনাকে দুরবস্থায় ফেলে দিয়েছে । হূদ বললঃ আমি এ বিষয়ে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি আর তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি নিশ্চয় তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা তাঁর শরীক সাব্যস্ত কর, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে; তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর তারপর আমাকে কোন অবকাশ দিওনা । আমি তো ভরসা করেছি আল্লাহ্‌র উপর যিনি রব আমার ও তোমাদের । এমন কোন বিচরণকারী প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয় । নিশ্চয় আমার রব রয়েছেন সরল পথে । অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তো আমি তোমাদের কাছে তা পৌঁছায়েছি যা নিয়ে আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি । আর আমার রব অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না । নিশ্চয় আমার রব সর্ব বিষয়ে হেফাজতকারী । (সূরা হূদ-১১ ঃ ৫২,৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭) ।

জেদের বশবর্তী হয়ে আদ জাতির অবজ্ঞা

আর তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা যেন কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের বাপা-দাদারা যার ইবাদত করত তা ছেড়ে দেই ? সুতরাং আমাদের কাছে তা নিয়ে এস যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও । সে বলল ঃ এখন তোমাদের উপর অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে আযাব ও গজব । তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে এমন কতগুলো নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা নির্দিষ্ট করে নিয়েছ ? অথচ আল্লাহ্ এদের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাযিল করেননি । অতএব তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম। (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৭০, ৭১) ।

তারা বলল ঃ তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান । তুমি যা বলছ তা তো কেবল পূর্ববর্তীদের অভ্যাস । আর আমরা কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হবনা । (সূরা আশ্‌শোআ'রা-২৬ ঃ ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮) ।
তার কওমের সর্দাররা, যারা কুফরী করেছিল এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলত ও যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলাম, তারা বলেছিল ঃ এ ব্যক্তি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়; সে তো তা-ই খেয়ে থাকে যা তোমরা খাও এবং সে তা-ই পান করে যা তোমরা পান কর; আর যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তো

তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে; সে কি তোমাদেরকে এরূপ ওয়াদা দেয় যে, যখন তোমরা মারা যাবে এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করে বের করা হবে ? তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা বহু দূরে, তা অসম্ভব । এ পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন, এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি, আর আমাদেরকে কখনও পুণরায় জীবিত করে উঠান হবে না । সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করছে এবং আমরা কখনও তার প্রতি ঈমান আনার নই । (সূরা আল মু’মিনুন-২৩ ঃ ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮) ।

নবী হূদ (আঃ) কর্তৃক আদ জাতির ধ্বংসের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা

রাসূল বললেন ঃ হে আমার রব ! আমাকে সাহায্য করুন, কেননা তারা আমাকে মিথ্যবাদী বলেছে । আল্লাহ্‌ বললেনঃ অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে । (সূরা আল মু’মিনুন-২৩ ঃ ৩৯, ৪০) ।

আদ জাতির ধ্বংস

অতঃপর এক ভয়ংকর আওয়াজ সত্য ওয়াদা অনুসারে তাদেরকে পাকড়াও করল এবং আমি তাদেরকে করে দিলাম বাত্যাতাড়িত খড়কুটা সদৃশ । সুতরাং দুর্ভোগ জালিম কওমের জন্য । (সূরা আল মু’মিনুন-২৩ ঃ ৪১) ।

অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করল এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম । নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয় । (সূরা আশ্‌শোআ’রা-২৬ ঃ ১৩৯) ।

আর ‘আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে । (সূরা আল হাক্কাহ-৬৯ ঃ ৬) ।

এ বায়ু যা কিছুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হত, তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছাড়ত । (সূরা আয্‌যারিয়াত-৫১ ঃ ৪২) ।

আল্লাহ্‌ যে বায়ুকে তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন একাধারে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত । তখন আপনি তাদেরকে সেথায় দেখতে পেতেন যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ডের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ভূপাতিত হয়ে রয়েছে । অতএব আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি ? (সূরা আল হাক্কাহ-৬৯ ঃ ৭, ৮) ।

অতঃপর আমি তাদের পরে অন্যান্য অনেক জাতি সৃষ্টি করেছি । (সূরা আল মু’মিনুন-২৩ ঃ ৪২) ।

অবশেষে আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদের স্বীয় রহমতে । আর মূল কেটে দিলাম তাদের যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং তারা মু’মিন ছিলনা । (আল আ’রাফ-৭ ঃ ৭২) ।

আর এ ‘আদ জাতি, এরা অস্বীকার করেছিল তাদের রবের নিদর্শন সমূহ এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলদের; তারা অনুসরণ করত প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর আদেশ । এ দুনিয়ায় তাদেরকে লা’নতগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং কেয়ামতের দিনেও । জেনে রেখ, নিশ্চয় ‘আদ জাতি তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল! জেনে রেখ ‘আদ জাতি, যারা হূদের লোক, তাদের পরিণাম ধ্বংস ! (সূরা হুদ-১১ ঃ ৫৯, ৬০) ।

নবী সালেহ্ (আঃ) এর ইতিহাস

নবী সালেহ্ (আঃ) কে সামূদ জাতির কাছে সংবাদদাতা হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল

আমি তো সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম, এ আদেশসহ যে ‘‘তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর’’ কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্তি হয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল ।(সূরা আন্-নমল- ২৭ ঃ ৪৫) ।

আর সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম ।(আল আ'রাফ-৭ ঃ ৭৩) ।

ধর্মের প্রতি আহ্বান

আর সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম ।সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই ।তোমাদের কাছে এসে গেছে একটি সুষ্ঠু নিদর্শন তোমাদের রবের তরফ থেকে।এটি আল্লাহ্‌র উট, তোমাদের জন্য প্রমাণস্বরূপ ।অতএব এটিকে ছেড়ে দাও, যেন খেয়ে বেড়ায় আল্লাহ্‌র জমিনে এবং তোমরা একে মন্দ উদ্দেশ্যে স্পর্শ কর না ।অন্যথায় তোমাদের পাকড়াও করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।(আল আ'রাফ-৭ ঃ ৭৩) ।

আর সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম ।সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই ।তিনিই তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানেই তোমাদেরকে আবাদ করিয়েছেন।সুতরাং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁরই দিকে ফিরে চল ।নিশ্চয় আমার রব কাছেই আছেন, তিনি আবেদন কবুল করেন । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৬১) ।

আর তোমরা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের ‘আদ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং এমনভাবে তোমাদের ভূ-পৃষ্ঠে বাসস্থান দিয়েছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ ।সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়িও না।(আল আ'রাফ-৭ ঃ ৭৪) ।

যখন তাদের ভাই সালেহ্ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি সতর্ক হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল; সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর; আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা, আমার বিনিময় তো রাব্বুল ‘আলামীনের কাছে ।তোমাদেরকে কি পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে - বাগ-বাগিচার মধ্যে, ঝরনাসমূহের মধ্যে, শস্যক্ষেত্র ও মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে ? তোমরা তো পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ নৈপুণ্যের সাথে ।সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৪২ - ১৫০) ।

নবী সালেহ (আঃ) এর প্রতি সামুদ জাতির বিরুদ্ধাচারণ

সামূদ সম্প্রদায় নিজেদের অবাধ্যতাবশত (নবীকে) অস্বীকার করেছিল ।(আশ্‌শামস্-৯১ ঃ ১১)।

তারা বলল ঃ হে সালেহ্ ! তুমি তো ছিলে ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসার স্থল।তুমি কি আমাদের বারণ করেছ সেসবের উপাসনা করতে যাদের উপাসনা করত আমাদের বাপ-দাদারা ? আর অবশ্যই আমরা সে বিষয়ে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি যার প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাকছ ।(সূরা হুদ-১১ ঃ ৬২) ।

তার কওমের অহংকারী সর্দাররা সেসব দুর্বল লোকদের, যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছিল, জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি জান যে, সালেহ্ তার রবের তরফ থেকে প্রেরিত রাসূল ? তারা বলল ঃ অবশ্যই আমরা তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে তাতে বিশ্বাসী । যারা অহংকার করেছিল তারা বলল ঃ তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ আমরা তো তা অবিশ্বাস করছি ।(সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ৭৫, ৭৬) ।

সামূদ সম্প্রদায়ও সতর্ককারীদেরকে অস্বীকার করেছিল ।তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই মধ্যের একজন মানুষের অনুসরণ করব? এমতাবস্থায় তো আমরা নিতান্ত গোমরাহী ও পাগলামীর মধ্যে পতিত হব ।তবে কি আমাদের মধ্য থেকে কেবল তারই উপর ওহী নাযিল করা হয়েছে ? বরং সে তো একজন ডাহা মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।আগামীকল্যই তারা জানতে পারবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক ।(সূরা আল-কামার-৫৪ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬) ।

নবী সালেহ্ (আঃ) এর জাতির জনগণকে স্ত্রী উট দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল

সালেহ্ বলল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আমি যদি আমার রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি যদি আমাকে নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তবে আমাকে কে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করবে যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই ? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না, হে আমার কওম ! এটি আল্লাহ্র উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন । সুতরাং এটিকে ছেড়ে দাও, যেন আল্লাহ্র জমিনে বিচরণ করে খায় । একে স্পর্শ কর না কোন অসদুদ্দেশ্যে । অন্যথায় আকস্মিক আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৬৩, ৬৪) ।

সালেহ্ বললেন ঃ এটি একটি উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা, আর তোমাদের জন্যও আছে পানি পানের পালা, নির্দিষ্ট এক এক দিনে; এবং এটিকে স্পর্শ কর না কোন অনিষ্ট সাধনের জন্য, তাহলে মহাদিবসের আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে। (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৫৫, ১৫৬) ।

আমি তাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠাব, অতএব আপনি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং সবর করুন; এবং তাদের জানিয়ে দিন যে, তাদের মধ্যে পানি পানির পালা ভাগ করে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক পানির নির্ধারিত পালাক্রমে উপস্থিত হবে । অতঃপর তারা তাদের এক বন্ধুকে ডাকল, সে উটটিকে আঘাত করে মেরে ফেলল । (সূরা আল কামার-৫৪ ঃ ২৭, ২৮, ২৯) ।

যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগা ব্যক্তি উটনীটি বধ করতে তৎপর হয়ে উঠল । তখন তাদেরকে আল্লাহ্র রাসূল বললেন আল্লাহ্র উটনী ও তাকে পানি পান করার ব্যাপারে সাবধান হও । (সূরা আশ্‌শামস্ -৯১ ঃ ১২, ১৩) ।

নবী সালেহ্ (আঃ) এর জাতি কর্তৃক উটনীকে হত্যা

কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল এবং উটনীটিকে বধ করল । ফলে তাদের রব তাদের পাপের কারণে তাদের উপর সর্বগ্রাসী ধ্বংস প্রেরণ করে একাকার করে দিলেন। (সূরা আশ্‌শামস -৯১ ঃ ১৪) ।

কিন্তু তারা সেটিকে হত্যা করল । তারপর সে বলল ঃ তোমরা নিজেদের ঘরে তিনদিন জীবন উপভোগ করে নাও । এ এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবার নয় । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৬৫) ।

কিন্ত তারা সেটিকে হত্যা করল, ফলে তারা অনুতপ্ত হয়ে পড়ল । (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৫৭) ।

সালেহ্ বললেন ঃ হে আমার কওম ! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ তাড়াতাড়ি কামনা করছ ? কেন তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না ? যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আশা করা যেতে পারে । তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে কুলক্ষুণে বলে মনে করি । সালেহ্ বললেন ঃ তোমাদের কুলক্ষুণের কারণ আল্লাহ্র জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে, বরং তোমরা তো এমন কওম যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে । (সূরা আন্‌-নমল-২৭ ঃ ৪৬, ৪৭) ।

নবী সালেহ্ (আঃ) এর জাতি কর্তৃক সৃষ্ট দুর্নীতি ও বিপর্যয়

আর উক্ত জনপদে এমন নয় ব্যক্তি ছিল, যারা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াত এবং একটুও শান্তি স্থাপন করত না । তারা বলল ঃ তোমরা পরস্পর আল্লাহ্র নামে কসম কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে অবশ্য হত্যা করব, তারপর তার অভিভাবককে অবশ্যই বলে দেব যে, ‘আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করিনি, আর আমরা তো সত্যবাদী’ । (সূরা আন্‌-নমল-২৭ ঃ ৪৮, ৪৯) ।

তারপর তারা উটটিকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রভুর আদেশ অমান্য করল এবং বললঃ হে সালেহ্ ! তুমি আমাদের উপর তা নিয়ে এস, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ , যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক । অতঃপর তাদের পাকড়াও করল ভূমিকম্প, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল । তারপর সালেহ্ তাদের কাছ থেকে ফিরে গেল এবং বলল ঃ হে আমার কওম ! আমি তো তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের হিতোপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা তো হিতাকাঙ্খীদের ভালবাস না। (সূরা আল-আ’রাফ-৭ ঃ ৭৭, ৭৮, ৭৯) ।

সামুদ জাতির ধ্বংস

অতঃপর তারা তাদের এক বন্ধুকে ডাকল, সে উটটিকে আঘাত করে মেরে ফেলল। অতত্রব কেমন কঠোর ছিল আমার আযাব এবং আমার ভয়প্রদর্শন । আমি তাদের উপর একটি মাত্র বিকট নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম, ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় নির্মাণকারীর দলিত শুস্ক তৃণ ও বৃক্ষের প্রশাখার ন্যায় । (সূরা আল কামার-৫৪ ঃ ২৯, ৩০, ৩১) ।

আর যখন আমার নির্দেশ এল, তখন আমি নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম সালেহ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে, এবং বাঁচালাম তাদেরকে সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে । নিশ্চয় তোমার রব মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী । আর যারা সীমালংঘন করেছিল, এক বিকট গর্জন তাদেরকে পাকড়াও করল, ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা কোন সময় সেথায় বসবাস করেনি । জেনে রেখ, সামূদ জাতি তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল । জেনে রেখ, সামূদ জাতির পরিণাম হল ধ্বংশ । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৬৬, ৬৭, ৬৮) ।

তারপর তাদেরকে পাকড়াও করল একটি বিকট আওয়াজ প্রভাতকালে । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৮৩) ।

অতঃপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল, অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয় । (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৫৮) ।

অতত্রব দেখ তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কেমন হয়েছিল - আমি তো তাদেরকে এবং তাদের কওমের সবাইকে ধ্বংশ করে দিয়েছি । তাই , এসব তাদেরই ঘরবাড়ি, যা বিধ্বস্হ অবস্হায় পড়ে আছে তাদের সীমালংঘনের দরুন । নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন । (সূরা আন্‌-নমল-২৭ ঃ ৫১, ৫২) ।

তখন তাদের কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৮৪) ।

কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল এবং উটনীটিকে বধ করল । ফলে তাদের রব তাদের পাপের কারণে তাদের উপর সর্বগ্রাসী ধ্বংস প্রেরণ করে একাকার করে দিলেন । (সূরা আল-লাইল-৯২ ঃ ১৪) ।

তাই, এসব তাদেরই ঘরবাড়ি, যা বিধ্বস্ত অবস্হায় পড়ে আছে তাদের সীমালংঘনের দরুন । নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন । আর আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং তাকওয়া করত । (সূরা আন্‌-নমল-২৭ঃ ৫২, ৫৩) ।

নবী ইব্রাহিম (আঃ) এর ইতিহাস

নবী ইব্রাহিম (আঃ) এর নৈতিক উৎকর্ষতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে পছন্দীয় ব্যক্তিত্ব

ইবরাহীম ইহূদীও ছিল না এবং নাসারাও ছিল না । সে ছিল একনিষ্ঠ সরলপন্থী মুসলিম । আর সে মুশরিকদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল না । (সূরা আলে-ইমারন-৩ ঃ ৬৭) ।

নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর নেয়ামতের শোকরগুজার । আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং পরিচালিত করেছিলেন সরল সঠিক পথে । (সূরা নহল-১৬ ঃ ১২০, ১২১) ।

আর নিশ্চয় নূহের অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন ইব্রাহীম । স্মরণ কর, তিনি তার রবের কাছে বিশুদ্ধচিত্তে এলেন, (সূরা আস্সাফ্ফাত-৩৭ ঃ ৮৩, ৮৪) ।

আর আপনি এ কিতাবে উল্লেখ করুন ইব্রাহীমের কথা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ, নবী । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ৪১) ।

আর ইব্রাহীমের স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো ছিল শুধু একটি ওয়াদার কারণে, যা সে পিতার সাথে করেছিল । তারপর যখন তার কাছে এ কথা স্পষ্ঠ হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল । নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সহনশীল । (সূরা আত্তওবাহ্-৯ ঃ ১১৪) ।

নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন বড় সহিষ্ণু , কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ্ অভিমুখী । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৭৫) ।

আর আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম যে, “সালাম” ইব্রাহীমের উপর । এরূপেই আমি খাঁটি বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি । নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার মুমিন বান্দাদের একজন । (সূরা আস্সাফ্ফাত-৩৭ ঃ ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১) ।

কে উত্তম দ্বীনের দিক দিয়ে তার চেয়ে যে নিজেকে সোপর্দ করে দেয় আল্লাহ্র কাছে সৎ কাজে নিয়োজত থেকে এবং একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইব্রাহীমকে অনুসরণ করে, আর আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন । (সূরা আন্-নিসা-৪ ঃ ১২৫) ।

ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ থেকে কে বিমুখ হবে সে ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে ? আমি তো তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং আখেরাতেও সে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত । (সূরা আল বাক্বারাহ-২ ঃ ১৩০) ।

আর আমি তো ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম সৎপথের জ্ঞান এবং আমি তার ব্যাপারে সম্যক অবহিত ছিলাম । (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৫১) ।

নবী ইব্রাহীম (আঃ) এর আল্লাহ্র উপর নিশ্চিত বিশ্বাস

আর এরূপেই আমি ইব্রাহীম কে দেখিয়েছি আসমান ও জমিনের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ, যেন তিনি দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান । তারপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন তিনি তারকা দেখতে পেলেন এবং বললেন ঃ “এটি আমার রব” । অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন ঃ আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না ।” তারপর যখন তিনি চাঁদকে দীপ্তিমান অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন বললেন ঃ “এটি আমার রব” । যখন তাও অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন ঃ “যদি আমার রব আমাকে সঠিক পথ না দেখান, তবে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব ।” অবশেষে যখন তিনি সূর্যকে প্রদীপ্ত অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি বললেন ঃ “এটি আমার রব, এটি বৃহত্তম ।” তারপর যখন তাও ডুবে গেল তখন তিনি বললেন ঃ “হে আমার কওম ! নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত ।” (সূরা আল আন্আম-৬ ঃ ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮) ।

আর স্মরণ কর যখন ইব্রাহীম বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর । তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না ? সে বলল ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে দেখতে চাই এজন্য যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে । তিনি বললেন ঃ তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও এবং সেগুলোকে তোমার বশীভূত কর । তারপর সেগুলোর দেহের এক এক অংশ

বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও । তারপর তাদের ডাক দাও, তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। (সূরা আল বাক্বারা-২ ঃ ২৬০) ।

নবী ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক তার পিতা ও তার জাতির লোকজনকে ধর্মের প্রতি আহ্বান

স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম বলেছিলেন তার পিতা আযরকে ঃ "আপনি কি প্রতিমাগুলোকে মা বুদরূপে গ্রহন করেন ? আমি তো আপনাকে ও আপনার কওমকে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ।" (সূরা আল আন্‌আম-৬ ঃ ৭৪) ।

যখন তিনি স্বীয় পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা ! কেন আপনি তার ইবাদত করেন, যে শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজেও আসে না ? হে আমার পিতা ! আমার কাছে এসেছে এমন জ্ঞান যা আপনার কাছে আসেনি, অতত্রব আপনি আমার কথামত চলুন, আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা ! আপনি শয়তানের পূজা করবেন না । নিশ্চয় শয়তান দয়াময় আল্লাহর অবাধ্য । হে আমার পিতা ! আমি আশঙ্কা করি, করুণাময় আল্লাহর রতফ থেকে আপনার উপর কোন আযাব এসে পড়বে, ফলে আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের সাথী । পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম ! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমার প্রাণ নাশ করব । তুমি চিরতরে আমার কাছে থেকে দূর হয়ে যাও । ইব্‌রাহীম বললেন ঃ সালাম আপনার প্রতি। আমি আপনার জন্য আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব । নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় মেহেরবান । আর আমি আপনাদের থেকে এবং আপনারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করেন তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, এবং আমি আমার রবের ইবাদত করব ; আশা করি আমার রবের ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮) ।

নবী ইবরাহীম (আঃ) তার জাতির লোকদের সতর্ক করলেন

যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন ঃ তোমরা কিসের ইবাদত কর ? তারা বলল ঃ আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং একনিষ্ঠভাবে এদেরকেই আঁকড়ে আছি। ইবরাহীম বললেন ঃ তোমরা যখন তাদেরকে ডাক তখন কি তারা তোমাদের ডাক শোনে ? অথবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার করতে কিংবা কোন অপকার করতে পারে ? তারা বলল ঃ না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি , তারা এরূপই করত । ইবরাহীম বললেন ঃ তোমরা কি তাদের সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করছ ? তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরাও ? তারা সবাই আমার শত্রু, কেবলমাত্র 'রাব্বুল আলামীন' ছাড়া ; যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন ; এবং তিনিই আমাকে আহার করান এবং তিনিই আমাকে পান করান; এবং যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন ; এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনরায় জীবিত করবেন ; এবং আমি আশা করি কেয়ামতের দিন তিনিই আমার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবেন ; (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ঃ ৭০ - ৮২) ।

যখন তিনি তার পিতা ও তার কওমকে বললেন ঃ তোমরা কিসের উপাসনা করছ ? তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে মিথ্যা দেবতাদের চাও ? তবে তোমাদের কি ধারণা বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে ? (সূরা আস্‌সাফফাত-৩৭ ঃ ৮৫ - ৮৭) ।

তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে কেবল মূর্তিসমূহের পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ । নিশ্চয় আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তোমরা পূজা করছ, তারা তোমাদেরকে রিযিক প্রদানের কোনই ক্ষমতা রাখে না । অতত্রব তোমরা আল্লাহরই কাছে রিযিক অন্বেষণ কর এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁরই শোকরগুজারী কর । তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে । (সূতা আল আনকাবুত-২৯ ঃ ১৭) ।

স্মরণ কর, যখন তিনি তার পিতা ও তার কওমকে বললেন ঃ এ মূর্তিগুলো কি, যাদের পূজায় তোমরা লেগে রয়েছ ? তারা বলল ঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের উপাসনা করতে দেখেছি । তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের বাব-দাদারা রয়েছে প্রকাশ্য গোমরাহীতে । তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ না তুমি খেল-তামাশা করছ ? তিনি বললেন ; না খেল-তামাশা নয়, বরং তোমাদের প্রকৃত রব তো আসমান ও জমিনের রব, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন ; আর আমি এ বিষয়ে অন্যতম সাক্ষ্যদাতা। আল্লাহর কসম, তোমরা যখন চলে যাবে তখন আমি অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্হা গ্রহণ করব। (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৫২ - ৫৭) ।

নবী ইবরাহীম (আঃ) এর প্রার্থনা

হে আমার রব ! আমাকে হেকমত দান করুন এবং আমাকে পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন ; এবং আমার সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন পরবর্তীদের মধ্যে; এবং আমাকে জান্নাতুল নাঈম-এর অধিকারীদের শামিল করুন; এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, কেননা তিনি

তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম; এবং আমাকে পুনরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত কর না; যেদিন কোন কাজে আসবে না ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি । (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ৮৩ - ৮৮) ।

নবী ও মুমিনদের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য যদি তারা নিকটআত্মীয়ও হয় যখন তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী । আর ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো ছিল শুধু একটি ওয়াদার কারণে, যা সে পিতার সাথে করেছিল । তারপর যখন তার কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল । নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সহনশীল । (সূরা আত্‌তওবাহ-৯ ঃ ১১৩, ১১৪) ।

নবী ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক মূর্তি ভাংচুর

অতঃপর ইব্‌রাহীম একবার তারকাদের দিকে তাকালেন এবং তিনি বললেন ঃ আমি অসুস্থ । অতঃপর তারা তাকে ত্যাগ করে চলে গেল । তারপর তিনি তাদের দেবতাগুলোর কাছে অতি সন্তর্পণে গেলেন এবং বললেন ঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন ? তোমাদের কি হল, তোমরা কথা বলছ না কেন ? অতঃপর তিনি তাদের উপর সজোরে আঘাত করলেন । (সূরা আশ্‌শাফফাত-৩৭ ঃ ৮৮ - ৯৩) ।

তারপর তিনি সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের মধ্যের প্রধানটি ছাড়া, যাতে তারা তার কাছে ফিরে আসে । তারা বলল ঃ আমাদের দেবতাদের সাথে এমন কাজ কে করল ? নিশ্চয় সে বড় জালিম । তাদের কেউ কেউ বলল ঃ আমরা ইবরাহীম নামক জনৈক যুবককে এ দেবতাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করতে শুনেছি । তারা বলল ঃ তাহলে তাকে জনসমক্ষে হাজির কর, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে । তারা বলল ঃ হে ইবরাহীম ! তুমিই কি আমাদের দেবতাদের সাথে এ কাজ করেছ ? তিনি বললেন ঃ না বরং এ কাজ করেছে এদেরই এই প্রধান । সুতরাং এদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি এরা কথা বলতে পারে । অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং একে অপরকে বলল ঃ প্রকৃতপক্ষে তোমরাই জালিম । তারপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং বলল ঃ হে ইবরাহীম ! তুমি তো জান যে, এ মূর্তিগুলো কথা বলতে পারে না । ইবরাহীম বললেন ঃ তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করবে, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং তোমাদের ক্ষতিও করতে পারে না ? ধিক্কার তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের প্রতিও ! তবে কি তোমরা বুঝবে না ? (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৫৮ - ৬৭) ।

ইবরাহীম বললেন ঃ তোমরা কি তাদেরই পূজা কর, যাদেরকে তোমরা নিজেরা নির্মাণ কর ? অথচ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ কর তাও । (সূরা আশ্‌শাফফাত-৩৭ ঃ ৯৫, ৯৬) ।

নবী ইবরাহীম (আঃ) এবং নমরুদ

তুমি কি দেখনি সে লোকটিকে, যে ইবরাহীমের সাথে তার পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল, এ কারণে যে, আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন ? যখন ইবরাহীম বলল ঃ আমার পালনকর্তা তিনি যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান । তখন সে বলল ঃ আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি । ইবরাহীম বললঃ আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, পারলে তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর । তখন সে কাফের হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল । আল্লাহ সীমালংঘনকারী লোকদের সৎপথে পারিচালিত করেন না । (সূরা আল বাক্বারাহ-২ ঃ ২৫৮) ।

নবী ইব্‌রাহীম (আঃ) কে তার জাতির লোকজন কর্তৃক পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা

তারা বলল ঃ ইবরাহীমকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও । (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৬৮) ।

তারা বলল ঃ এর জন্য একটি অগ্নিকুন্ড নির্মাণ কর এবং তাকে সে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ কর । (সূরা আশ্‌শাফফাত-৩৭ ঃ ৯৭) ।

আমি নির্দেশ দিলাম ঃ হে অগ্নি ! তুমি ইবরাহীমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও । তারা ইবরাহীমের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৬৯, ৭০) ।

বস্তুত তারা তার বিরুদ্ধে বিরাট চক্রান্তের সংকল্প করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে পরাভূত করে দিলাম । (সূরা আশ্‌শাফফাত-৩৭ঃ৯৮) ।

নবী ইবরাহীম (আঃ) এবং নবী ইসমাইল (আঃ)

আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে এমন দেশের দিকে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্বাবাসীর জন্য বরকত রেখেছি । (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৭১) ।

অতঃপর যখন তিনি তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের ইবাদত করত তাদর থেকে দূরে সরে গেলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে আমি নবী করলাম । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ৪৯) ।

আর ইব্রাহীম বললেন ঃ আমি তো আমার রবের দিকে চললাম, তিনিই আমাকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবেন । হে আমার রব ! আমাকে একটি সুপুত্র দান করুন । অতঃপর আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম । তারপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বললেন ঃ হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি ; এখন তুমি বল, তোমার মত কি? সে বলল ঃ হে আমার আব্বাজান ! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা পূর্ণ করুন । "ইনশাআল্লাহ্ ", আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন । অতঃপর যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেন এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইব্রাহীম ! আপনি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালেন । আমি এরূপেই খাঁটি বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি । নিশ্চয় এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা । আর আমি তাকে তার পরিবর্তে দান করলাম এক মহান যবেহর জন্তু । আর আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম যে, "সালাম " ইব্রাহীমের উপর । এরূপেই আমি খাঁটি বান্দাদের কে প্রতিদান দিয়ে থাকি । নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার মু'মিন বান্দাদের একজন । (সূরা আশ্শাফফাত-৩৭ ঃ ৯৯ - ১১১) ।

যখন তার পালনকর্তা তাকে বললেন ঃ আত্নসমর্পণ কর, তখন সে বলল ঃ আমি আত্নসমর্পণ করলাম বিশ্বপালকের কাছে । (সূরা আল বাক্বারাহ-২ ঃ ১৩১) ।

নবী ইব্রাহীম (আঃ) এবং নবী ইসমাঈল (আঃ) এর মক্কাতে আগমন

স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা ! এ জায়গাকে তুমি নিরাপদ শহর কর এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে ফলমূল দিয়ে তাদের জীবিকা দান কর । তিনি বললেন ঃ যে কেউ কুফরী করে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব । অবশেষে তাকে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে ঠেলে দেব । তা কতইনা নিকৃষ্ট পরিণাম ! (সূরা আল বাক্বারাহ-২ ঃ ১২৬) ।

স্মরণ কর, ইবরাহীম বলেছিলেন ঃ হে আমার রব ! এ নগরীকে নিরাপত্তাময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন । হে আমার রব ! এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে ; তাই যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে তো আমার দলভুক্ত, কিন্তু যে আমার কথা অমান্য করবে, (আপনি তাকে হেদায়াত করুন), কেননা আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । হে আমারদের রব ! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কতককে চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে আবাদ করেছি । হে আমাদের রব ! যেন তারা নামায কায়েম করে । সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রুযীর ব্যবস্হা করুন, যাতে তারা শোকর করে । হে আমারদের রব ! আপনি তো জানেন যা কিছু আমরা গোপন করি এবং যা কিছু আমরা প্রকাশ করি । কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না জমিনে আর না আসমানে । সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে দান করেছেন, বার্ধক্য সত্ত্বেও ইসমাঈল ও ইসহাককে । নিশ্চয় আমার রব প্রার্থনা শুনে থাকেন । হে আমার রব ! করুন আমাকে নামায কায়েমকারী এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও । হে আমাদের বর ! আর কবুল করুন আমার দোয়া । হে আমাদের রব ! ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে যেদিন হিসাব হবে সেদিনে । (সূরা ইবরাহীম-১৪ঃ ৩৫ - ৪১) ।

নবী লূত (আঃ) এর ইতিহাস

নবী লূত (আঃ) কে প্রেরণ করা হয়েছিল তার জাতির জনগনের নিকট

অতঃপর লূত তার প্রতি ঈমান আনলেন । ইবরাহীম বললেন ঃ আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে হিজরত করছি । নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সূরা আল-আনকাবুত-২৯ ঃ ২৬) ।

আর আমি লূতকে দান করেছিলাম হেকমত ও জ্ঞান এবং আমি তাকে উদ্ধার করেছিলাম ঐ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে । নিঃসন্দেহে তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায়, পাপাচারী, এবং আমি তাকে আমার রহমতে দাখিল করলাম । নিশ্চয় তিনি ছিলেন নেক্কারদের অন্তর্ভূক্ত । (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৭৪, ৭৫) ।

এবং ইসমাঈল, আলইয়াসা'আ, ইউনুস ও লূতকেও হেদায়াত দান করেছিলাম । আমি প্রত্যেককেই সারাজাহানের উপর ফযিলত দান করেছিলাম, (সূরা আল আন্‌আম-৬ ঃ ৮৬) ।

নবী লূত (আঃ) কর্তৃক তার জাতির লোকজনকে ধর্মের প্রতি আহবান

যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি সতর্ক হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল ; অতত্রব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো রয়েছে রাব্বুল আলামীনের কাছে। (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪) ।

নবী লূত (আঃ) এর জনগণের দুর্নীতি

আর আমি লূতকে প্রেরণ করেছিলাম । যখন সে তার কওমকে বলল ঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি ? তোমরা তো পুরুষদের কাছে গমন কর কামতৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে বরং তোমরা হলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় । (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৮০, ৮১) ।

সারাজাহানের মানুষের মধ্যে তোমরা কি পুরুষদের সাথে উপগত হও ? আর তোমরা বর্জন করছ তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোকদের সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে, বরং তোমরা তো সীমালংঘনকারী কওম । (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ঃ ১৬৫, ১৬৬) ।

স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তার কওমকে বলেছিলেন ঃ তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি । তোমরা কি পুরুষদের সাথে অশ্লীল কাজ করছ ? তোমরা কি রাহাজানি করছ ? এবং তোমরা কি নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে গর্হিত কাজ করছ ? এর উত্তরে তার কওম শুধু একথা বলল যে, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে এস, যদি তুমি সত্যবাদী হও । (সূরা আল আনকাবুত-২৯ ঃ ২৮, ২৯) ।

স্মরণ কর লূতের কথা, যখন তিনি স্বীয় কওমকে বলেছিলেন ঃ তোমরা কি এই অশ্লীল কাজ করছ ? অথচ তোমরা এর পরিণতির কথা জান? তোমরা কি কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ পুরুষদের সাথে স্ত্রীলোকদেরকে ছেড়ে ? বস্তুত তোমরা তো এক বর্বর কওম । (সূরা আন্‌-নমল-২৭ ঃ ৫৪, ৫৫) ।

নবী লূত (আঃ) এর প্রতি তার জাতির জনগণের প্রতিউত্তর

তারা বলল ঃ হে লূত ! তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিস্কৃত করা হবে । (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৬৭) ।

এর উত্তরে তার কওম শুধু এ কথাই বলল ঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও । তারা তো খুব পবিত্র মানুষ হতে চায়। (সূরা আন্‌-নমল-২৭ ঃ ৫৬) ।
তার সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোন উত্তর ছিল না ; তারা বলল ঃ বের করে দাও এদের তোমাদের জনপদ থেকে, এরা তো এমন লোক যারা খুব পবিত্র থাকতে চায় । (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৮২) ।

লূতের কওম রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল, (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৬০) ।

তোমরা কি পুরুষদের সাথে অশ্লীল কাজ করছ ? তোমরা কি রাহাজানি করছ ? এবং তোমরা কি নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে গর্হিত কাজ করছ ? এর উত্তরে তার কওম শুধু একথা বলল যে, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে এস যদি তুমি সত্যবাদী হও । (সূরা আল- আনকাবুত-২৯ ঃ ২৯) ।

লূতের কওমও সতর্ককারীদেরকে অস্বীকার করেছিল । (সূরা আল কামার-৫৪ ঃ ৩৩) ।

আর লূত তো তাদেরকে আমার পাকড়াও করার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু তারা ভীতি প্রদর্শন সম্বন্ধে ঝগড়া সৃষ্টি করেছিল । (সূরা আল কামার-৫৪ ঃ ৩৬) ।

লূত প্রার্থনা করলেন ঃ হে আমার রব ! ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন । (সূরা আল-আনকাবতু ২৯ ঃ ৩০) ।

নবী ইবরাহীম (আঃ) এর নিকট ফেরেশতাদের আগমন এবং তাকে নবী ইসাহাক (আঃ) এর সম্পর্কে শুভসংবাদ প্রদান

আর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা অবশ্যই এসেছিল ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে । তারা বলল ঃ সালাম । তিনিও বললেন ঃ সালাম । তারপর তিনি একটি কাবাব করা বাছুর নিয়ে এলেন । কিন্তু যখন তিনি দেখলেন তাদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলেন এবং তাদের সম্পর্কে মনে মনে ভয় অনুভব করতে লাগলেন । তারা বলল ঃ ভয় করবেন না । আমরা তো প্রেরিত হয়েছি লূতের কওমের প্রতি । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৬৯, ৭০) ।

আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন ইবরাহীমের মেহমানদের কথা, তারা যখন তার কাছে উপস্থিত হল এবং বলল ঃ সালাম ; তখন সে বলল ঃ আমরা তোমাদের ব্যাপারে আতঙ্কিত । তারা বলল ঃ ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৫১ - ৫৩) ।

এসেছে কি আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত ? যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করল, অতঃপর তাকে সালাম করল । ইবরাহীমও বললেন ঃ “সালাম,” এরা তো অপরিচিত লোক ! তারপর তিনি নিজের পরিবারের কাছে গেলেন এবং একটি হৃষ্টপুষ্ট ভাজা গো-বাছুর নিয়ে এলেন, এবং তাদের সামনে রাখলেন । (তারা খাচ্ছে না দেখে) তিনি বললেন ঃ আপনারা খাচ্ছেন না কেন ? (সূরা আয্‌যারিয়াত-৫১ ঃ ২৪ - ২৭) ।

এতে তাদের ব্যাপারে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার হল । তারা বলল ঃ আপনি ভয় করবেন না । অতঃপর তারা তাঁকে এক খুব জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল । ইতিমধ্যে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল এবং কপালে হাত মেরে বলল ঃ আমি তো বৃদ্ধা বন্ধ্যা । (সূরা আয্‌যারিয়াত- ৫১ ঃ ২৮, ২৯) ।

আর তার স্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল । তারপর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, এবং ইসহাকের পরে তার (পুত্র) ইয়াকুবের সুসংবাদও দিলাম । সে বলল ঃ হায় কপাল ! আমি করব সন্তান প্রসব ? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এবং আমার স্বামী সম্পূর্ণ বৃদ্ধ ! নিশ্চয় এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার ! (সূরা হুদ-১১ ঃ ৭১, ৭২) ।

তারা বলল ঃ তুমি কি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে বিস্ময় বোধ করছ ? হে এ পরিবারের লোক ! তোমাদের উপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও তাঁর প্রভূত বরকত । নিশ্চয় তিনি অতি প্রশংসিত, মহিমাময় । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৭৩) ।

তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ এমন অবস্থায় যখন আমার উপর বার্ধক্য এসে পড়েছে ? অতত্রব তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ ? তারা বলল ঃ আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়েরই সুসংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন না । তিনি বললেন ঃ স্বীয় রবের রহমত থেকে কে নিরাশ হয়, পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতিরেকে ? । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৫৪, ৫৫, ৫৬) ।

আর আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, তিনি নেককারদের মধ্য থেকে অন্যতম নবী, আর আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও । তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক ছিল নেককার এবং কতক নিজেদের উপর প্রকাশ্য জালিম । (সূরা আশ্‌শাফফাত-৩৭ ঃ ১১২, ১১৩) ।

ফেরেশতাদের কর্তৃক লূত (আঃ) জাতির লোকজনের ধ্বংশ সম্পর্কে ঘোষনা

তিনি বললেন ঃ এখন তোমাদের আর কি বিশেষ কাজ আছে , হে ফেরেশতারা ? তারা বলল ঃ আমরা প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কওমের প্রতি, (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৫৭, ৫৮) ।

তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে রক্ষা করব, কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়, কেননা আমরা সাব্যস্ত করেছি যে, সে তো পশ্চাতে থেকে যাওয়া লোকদের শামিল ।(সূরা হিজর-১৫ ঃ ৫৯, ৬০) ।

ফেরেশতারা বলল ঃ এরূপেই বলেছেন আপনার রব, নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ । ইবরাহীম বললেন ঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাবৃন্দ ! তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? তারা বলল ঃ আমরা তো প্রেরিত হয়েছি একটি অপরাধী কওমের প্রতি, যেন আমরা তাদের উপর পোড়ামাটি পাথর নিক্ষেপ করি, যা আপনার রবের তরফ থেকে সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত ।(সূর আয্‌যারিয়াত-৫১ঃ৩০-৩৪) ।

সংবাদ বাহক ফেরেশতাদের নবী লূত (আঃ) নিকট গমন

তারপর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের কাছে এল তখন তাদের কারণে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তাদেরকে রক্ষা করতে সঙ্কুচিত বোধ করল এবং বলল ঃ আজ অত্যন্ত সঙ্কটময় দিন ।(সূরা হুদ-১১ ঃ ৭৭) ।

তারপর ফেরেশতারা যখন লূতের পরিবারবর্গের কাছে এল, তখন লূত বলল ঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক । তারা বলল ঃ না, বরং আমরা আপনার কাছে সে বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্বন্ধে তারা সন্দেহ করত, আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি, এবং আমরা তো সত্যবাদী ; সুতারং আপনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নিয়ে রাতের কোন এক সময়ে সরে পড়ুন এবং আপনি তাদের সকলের পেছনে চলুন, আর আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে ফিরে না দেখে । আপনারা সেখানে যান যেখানে যেতে আদিষ্ট হয়েছেন । আর আমি লূতকে এ বিষয়ে আদেশ দিলাম যে, ভোর হওয়ার সাথে সাথে এদেরকে সমূলে কর্তিত করে দেয়া হবে ।(সূরা হিজর ১৫ ঃ ৬১ - ৬৬) ।

নবী লূত (আঃ) এর জাতির অবাধ্যতা

শহরের লোকেরা আনন্দ করতে করতে এসে উপস্থিত হলো ।(সূরা হিজর-১৫ ঃ ৬৭) ।

আর তার কওমের লোকেরা তার কাছে ছুটে আসতে লাগল ; আর তারা পূর্ব থেকেই কুকর্ম করে আসছিল । লূত বলল ঃ হে আমার কওম! এই আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র উত্তম । সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং আমাকে অপমানিত কর না আমার মেহমানদের ব্যাপারে । তোমাদের মধ্য কি কোন ভাল মানুষ নেই ? (সূরা হুদ- ১১ ঃ ৭৮) ।

লূত বলল ঃ এরা তো আমার মেহমান । সুতরাং তোমরা আমাকে অপমানিত কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে হেয় কর না। তারা বলল ঃ আমরা কি আপনাকে সমগ্র দুনিয়ার লোককে মেহমান করা সম্পর্কে নিষেধ করিনি ? লূত বলল ঃ তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তবে এই আমার কন্যারা আছে (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৬৮ - ৭১) ।

তারা বলল ঃ আপনি তো জানেন, আপনার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই; আর আপনি তো অবশ্যই জানেন আমরা যা চাই। (সূরা হুদ-১১ ঃ ৭৯) ।

জাতির জনগণকে পরিত্যাগ করে নবী লূত (আঃ) এর গমন

লূত বলল ঃ কত উত্তম হত যদি তোমাদের উপর আমার ক্ষমতা থাকত, অথবা আমি যদি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতে পারতাম । ফেরেশতারা বলল ঃ হে লূত ! আমরা আপনার রবের প্রেরিত ফেরেশতা । তারা কখনও আপনার কাছে পৌঁছেতে পারবে না। অতএব আপনি রাতের কোন এক সময়ে আপনার লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যান এবং আপনার মধ্য থেকে কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়, কিন্তু আপনার স্ত্রী ব্যতিরেকে । নিশ্চয় তার উপর সে আযাবই আপতিত হবে যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোরবেলাই তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময় । ভোরবেলা কি খুব নিকটবর্তী নয়? (সূরা হুদ-১১ ঃ ৮০, ৮১) ।

নবী লূত (আঃ) এর জাতির জনগণের ধ্বংস

অবশেষে যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি সে জনপদকে উলটিয়ে দিলাম এবং তার উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম কাঁকর, পাথর- যা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল আপনার রবের কাছে । আর সেই জনপদ এই জালিমদের থেকে বেশী দূরেও নয় । (সূরা হুদ-১১ঃ ৮২, ৮৩) ।

সেখানে যে সকল মু'মিন ছিল, আমি তাদেরকে বের করে দিলাম, ফলত ঃ আমি সেখানে মুসলমানদের একটি গৃহ ছাড়া কোন মুসলিম গৃহ পাইনি । আর আমি এতে নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য যারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে । (সূরা আয্‌যারিয়াত-৫১ ঃ ৩৫, ৩৬, ৩৭) ।

স্মরণ কর, আমি রক্ষা করেছিলাম তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে । এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, সে পশ্চাতে অবস্হানকারীদের সাথে থেকে গিয়েছিল । অতঃপর আমি অন্যান্যদেরকে সম্পূর্ণরুপে ধ্বংশ করেছিলাম । (সূরা আস্‌সাফফাত-৩৭ ঃ ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬) ।

আপনার জীবনের কসম, তারা তো আপন নেশায় মত্ত রয়েছে । তারপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তাদেরকে পাকড়াও করল এক বিকট আওয়াজ; তারপর আমি সে জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর বর্ষণ করলাম পোড়া মাটির প্রস্তর । নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন । আর সে জনপদ লোক চলাচলের পথের ধারে অবস্হিত । অবশ্যই এতে রয়েছে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৭২,৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭) ।

নবী ইসমাঈল (আঃ) এর ইতিহাস

নবী ইবরাহীম (আঃ) ও নবী ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কাবা ঘর তৈরী এবং তাঁদের প্রার্থনা

এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি কথা দিয়ে পরীক্ষা করলেন, তারপর সে তা পূর্ণ করল ; তখন আল্লাহ বললেন ঃ আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা বানাব । সে বলল ঃ আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও ? আল্লাহ বলেন ঃ আমার অঙ্গীকার জালিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয় । এবং স্মরণ কর, যখন আমি কা'বা ঘরকে মানবজাতির জন্য মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্হান করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সালাতের জায়গারূপে গ্রহণ কর । আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম যে, তোমরা উভয়ে আমার ঘরকে তওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ । স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা ! এ জায়গাকে তুমি নিরাপদ শহর কর এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে ফলমূল দিয়ে তাদের জীবিকা দান কর । তিনি বললেন ঃ যে কেউ কুফরী করে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবিন উপভোগ করতে দেব । অবশেষে তাকে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে ঠেলে দেব । তা কতইনা নিকৃষ্ট পরিণাম ! স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত নির্মাণ করছিল তখন তারা দোয়া করেছিল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের এ প্রয়াস কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা । হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের উভয়কে বানাও তোমার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী এবং আমাদের বংশধর থেকেও তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী এক উম্মত বানাও । এবং দেখিয়ে দাও আমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও । নিশ্চয় তুমি পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । হে আমাদের পালনকর্তা ! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে আবৃতি করবে, তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে । নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় । (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯) ।

আর এরই অসিয়ত করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও ঃ হে পুত্রগণ ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন । সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যবরণ কর না । (সূরা বাক্বারাহ-২ ঃ ১৩২) ।

কোরআনের যে সমস্ত আয়াতে নবী ইসমাঈল (আঃ) এর নাম উদ্ধৃত হয়েছে

এ কিতাবে আপনি ইসমাঈলের কথাও উল্লেখ করুন ; নিশ্চয় তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যপরায়ণ এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী ; আর তিনি নিজের পরিবারের লোকদেরকে আদেশ করতেন সালাতের ও যাকাতের এবং তিনি স্বীয় রবের কাছে পছন্দনীয় ছিলেন । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ৫৪, ৫৫) ।

এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও হেদায়াত দান করেছিলাম । তারা সবাই ছিলেন পুণ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইসমাঈল, আলইয়াসা'আ, ইউনুস ও লূতকেও হেদায়াত দান করেছিলাম । আমি প্রত্যেককেই সারাজাহানের উপর ফযিলত দান করেছিলাম, (সূরা আল-আন্‌আম-৬ ঃ ৮৫, ৮৬) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) এর ইতিহাস

আমিই একে নাযিল করেছি কোরআনরূপে আরবী ভাষায় যেন তোমরা বুঝতে পার । আমি বর্ণনা করছি আপনার কাছে অতি উত্তম কাহিনী, আপনার প্রতি ওহীযোগে এ কোরআন প্রেরণ করে ; যদিও আপনি এ ব্যাপারে এর পূর্বে অনবহিতদের শামিল ছিলেন । স্মরণ কর, ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল ঃ হে আমার আব্বা! আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে । আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাকারী অবস্হায় । পিতা বললেন ঃ হে বৎস ! তোমার এ স্বপ্ন - বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের কাছে ব্যক্ত কর না । তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন বিশেষ চক্রান্ত করবে । নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু । এমনিভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পূর্ণ করবেন তাঁর অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি ; যেমন তিনি ইতিপূর্বে তা পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা। ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে জিজ্ঞাসুদের জন্য। (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ২ - ৭) ।

নবী ইউসূফ (আঃ) এর প্রতি তার ভাইদের ঈর্ষা

স্মরণ কর, তার ভাইয়েরা বলেছিল ঃ অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল । নিশ্চয় আমাদের পিতা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে আছেন । হয় ইউসুফকে মেরে ফেল, অথবা তাকে অন্য কোন স্হানে ফেলে আস। ফলে তোমাদের পিতার স্নেহদৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা হয়ে যাবে ভাল মানুষ । তাদের মধ্য থেকে একজন বলল ঃ তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর না ; তবে যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তাহলে তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাতে কোন পথিক তাকে তুলে নিয়ে যায় । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৮, ৯, ১০) ।

নবী ইউসূফ (আঃ) এর ভাইরা তাদের পিতার কাছে যে মিথ্যা কথা বলেছিল

তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা ! আপনার কি হয়েছে যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না, অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্খী ? আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে পাঠাবেন, সে তৃপ্তিসহ খাবে ও খেলাধূলা করবে, আর আমরা তার পূর্ণ হেফাযত করব । তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করছি তোমরা তার থেকে অমনোযোগী হলে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে । তারা বলল ঃ যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, অথচ আমরা একটি সংহত দল রয়েছি , তবে তো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ব । তারপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কুপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল, তখন আমি তাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলাম যে, অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে, অথচ তারা তোমাকে তখন চিনতে পারবে না । আর তারা তাদের পিতার কাছে রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে এল ; তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা ! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী । তারা ইউসুফের জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে এনেছিল । ইয়াকুব বললেন ঃ (না, ইউসুফকে বাঘে খায়নি) বরং তোমরা নিজেদের মন থেকে একটি কাহিনী সাজিয়ে নিয়েছ । সুতরাং এখন পূর্ণ ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয় । তোমরা যা প্রকাশ করছ সে সম্বন্ধে আমি একমাত্র আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করি । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ১১ - ১৮) ।

ভ্রমনকারীদের কর্তৃক নবী ইউসুফ (আঃ) কে উদ্ধার

আর ঘটনাক্রমে একটি কাফেলা তথায় এল । তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল । সে নিজের বালতি কূপে ফেলল । সে বলল ঃ কি আনন্দ ! এ যে এক উত্তম বালক ! তারপর তারা তাকে পণ্যরূপে গোপন করে রাখল । তারা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত । তারা তাকে বিক্রি করে দিল অতি অল্প মূল্যে, গুনাগুনতির কয়েক দিরহামে ; আর তারা ছিল তার ব্যাপারে নিরাসক্ত । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ১৯, ২০) ।

নবী ইউসূফ (আঃ) এবং গভর্নর এর স্ত্রী

যে মহিলার ঘরে ইউসুফ ছিল, সে তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল । সে বলল ঃ তোমাকে বলছি এদিকে এস ! সে বলল ঃ আল্লাহ্‌ আমাকে রক্ষা করুন ; নিশ্চয় তিনি আমার মালিক । তিনি আমার চমৎকার থাকার ব্যবস্হা করেছেন। যারা সীমালংঘন করে তারা কখনও সফলকাম হয় না । অবশ্য সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল । আর সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার রবের নিদর্শন অবলোকন করত । এরূপেই আমি তাকে জ্ঞান দিলাম মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে তাকে দূরে রাখার জন্য । নিশ্চয় সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের একজন । তারা উভয়ে দৌড়িয়ে দরজার দিকে গেল এবং সে ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল । তারা মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল । মহিলা বলল ঃ যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে কুকর্মের ইচ্ছে করে তাকে এ ছাড়া আর কি শাস্তি দেয়া যেতে পারে যে, তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হবে অথবা অন্য কোন যন্ত্রাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে ? ইউসুফ বলল ঃ সে-ই আমাকে অসৎকর্মের জন্য ফুসলিয়েছে। আর মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল ঃ যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তবে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে সে মিথ্যা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী । তারপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, ইউসুফের জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে বলল ঃ এটা অবশ্যই তোমাদের নারীদের ছলনা, নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা অতি ভীষণ ! হে ইউসূফ ! তুমি এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও । আর হে নারী ! তুমি তোমার এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর । অবশ্য তুমিই অপরাধী । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ২৩ - ২৯) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) এবং শহরের মহিলারা

নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল ঃ আযীযের স্ত্রী স্বীয় যুবক দাসকে নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুসলাচ্ছে। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। মহিলাটি তখন তাদের কুৎসা রটনার খবর শুনতে পেল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য ভোজসভার ব্যবস্হা করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বললঃ 'এদের সামনে একটু বের হও'। যখন তারা তাকে দেখল তখন তারা তার রূপমাধুর্যে সম্মোহিত হয়ে পড়ল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল ঃ "অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো কোন মানুষ নয়, এ তো কোন মহান ফেরেশতা"। মহিলা বলল ঃ "এই সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করেছিলে । আর বাস্তবিকই আমি এর থেকে স্বীয় কামনা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে । আর যদি সে পালন না করে আমি তাকে যে আদেশ দেই তা, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভূক্ত হবে" । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৩০, ৩১, ৩২) ।

নবী ইউসূফ (আঃ) এর সংযম ও বিশুদ্ধতা

ইউসুফ বলল ঃ হে আমার রব ! কারাগারই আমার কাছে অধিক প্রিয় এ নারীরা যে বিষয়ের প্রতি আমাকে আহবান করে তার চেয়ে । আপনি যদি তাদের চক্রান্ত থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং জাহেলদের শামিল হয়ে যাব । অবশেষে তার রব তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের চক্রান্তকে তার থেকে দূরে রাখলেন । নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৩৩, ৩৪) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) এর কারাগার বরণ

অতঃপর বিভিন্ন নিদর্শন দেখার পর তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখা তারা যুক্তিযুক্ত মনে করল । তার সাথে আরও দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল । তাদের এজন বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, শরাব নিঃসারণ করছি ; আর অপরজন বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, নিজের মাথায় রুটি বহন করছি এবং তা থেকে পাখি খাচ্ছে । তুমি আমাদেরকে এর বাাখ্যা জানিয়ে দাও, আমরা তো তোমাকে নেককার দেখছি । ইউসুফ বলল ঃ তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি এর ব্যাখ্যা তোমাদেরকে বলে দেব । এ জ্ঞান আমাকে আমার রব শিক্ষা দিয়েছেন । আমি তো তাদের মিল্লাত পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং আখেরাতকে অবিশ্বাস করে । আমি অনুসরণ করছি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাত । আমাদের পক্ষে কিছুতেই শোভা পায় না যে, আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করি । এটা আমাদের প্রতি এবং সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না । হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয় । বিভিন্ন উপাস্য শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ? তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে কেবলমাত্র কতকগুলো নামের উপাসনা করছ, যে নাম তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা স্হির করে নিয়েছ। এদের ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণই নাযিল করেননি । আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেয়ার অধিকার নেই । তিনি আদেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না । এটাই সরল সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয় ! তোমাদের একজন স্বীয় মনিবকে শরাব পান করাবে

এবং অপরজন শূলবিদ্ধ হবে, তারপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে । তোমরা যে বিষয়ে জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে । তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল, ইউসুফ তাকে বলল ঃ আমার কথা তোমার মনিবের কাছে উল্লেখ কর । কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল তার কথা তার মনিবের কাছে বলতে । অতত্রব ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল । আর বাদশাহ বলল ঃ আমি তো স্বপ্নে দেখেছি সাতটি গাভী খুব মোটাতাজা, এদেরকে খেয়ে ফেলছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী; এবং দেখেছি সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুস্ক শীষ । হে পারিষদবর্গ ! আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাকে ব্যাখ্যা দাও যদি তোমরা স্বপ্নের তাবীর বলতে পারদর্শী হও । তারা বলল ঃ এটা অর্থহীন কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন, আর আমরা স্বপ্নের তাবীর সম্বন্ধে পারদর্শীও নই । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৩৫ - ৪৪) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

বন্দীদ্বয়ের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে ইউসুফের কথা যার স্মরণ হল , সে বলল ঃ আমি এ স্বপ্নের তাবীর সম্বন্ধে আপনাদেরকে খবর এনে দেব, আপনারা আমাকে প্রেরণ করুন । (সে কারাগারে ইউসুফের কাছে গিয়ে বলল ঃ) হে ইউসুফ ! হে সত্যবাদী ! সাতটি মোটাতাজা গাভী এদেরকে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুস্ক শীষ, আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্নের তাবীর বলুন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যেন তারাও জানতে পারে । ইউসুফ বলল ঃ তোমরা সাত বছর ক্রমাগত চাষাবাদ করবে, তারপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে তা শীষ সমেত গুদামজাত করে রাখবে, অবশ্য সে সামান্য অংশ ছাড়া যা তোমরা খাবে । আর তারপরে আসবে সাতটি বছর কঠিন দুর্ভিক্ষ নিয়ে, তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রাখবে লোকে তা এ সাত বছরে খেয়ে ফেলবে, কেবল সামান্য পরিমাণ ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করবে (বীজের জন্য) । তারপরে আসবে এমন একটি বছর যাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৪৫-৪৯) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) এর কারাগার থেকে মুক্তি

আর বাদশাহ বলল ঃ তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস । তারপর দূত যখন তার কাছে এল তখন সে বলল ঃ তুমি ফিরে যাও তোমার মনিবের কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, ঐ রমণীদের কি অবস্হা যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল । আমার রব অবশ্যই তাদের চক্রান্ত খুব অবগত আছেন । বাদশাহ রমণীদের বলল ঃ তোমাদের ঘটনা কি ? তোমরা যখন ইউসুফকে তোমাদের কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুসলিয়েছিলে ? তারা বলল ঃ অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ! তার মধ্যে কোন দোষ আছে বলে আমরা জানতে পারিনি । আযীযের স্ত্রী বলল ঃ এখন তো সত্য কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে । আমিই তাকে স্বীয় কামনা চরিতার্থের জন্য ফুসলিয়েছিলাম, সে তো নিঃসন্দেহে সত্যবাদী । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৫০, ৫১) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) এর একনিষ্ঠতা

ইউসুফ বলল ঃ এটা এজন্য, যেন আযীয জানতে পারে যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার খেয়ানত করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত এগুতে দেননা । আর আমি নিজেকে নির্দোশও বলিনা । কেননা মানুষের মন তো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে, তবে সে নয়-যার প্রতি আমার রব দয়া করেন । নিশ্চয় আমার রব পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৫২, ৫৩) ।

মিশরের ধন-সম্পদের কর্তৃত্ব নবী ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক গ্রহন

বাদশাহ বলল ঃ ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর করে রাখব । তারপর সে যখন তার সাথে কথা বলল তখন সে বলল ঃ নিশ্চয় আজ আপনি আমাদের কাছে অতিশয় মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত । ইউসুফ বলল ঃ দেশের ধন-ভান্ডারের উপর আমাকে কর্তৃত্ব প্রদান করুন, আমি তো বিশ্বস্ত, রক্ষক ও বেশ অভিজ্ঞ । আর এরূপেই আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম । সে দেশে যেখানে ইচ্ছে সে বসবাস করতে পারত । আমি যাকে ইচ্ছে স্বীয় রহমত পৌঁছে দেই এবং আমি নেককারদের বিনিময় নষ্ট করিনা । আর অবশ্যই আখেরাতের পুরস্কার উত্তম তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বণ করেছে । (সূরা ইউসুফ- ১২ ঃ ৫৪ - ৫৭) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইয়ের জন্য পাঠালেন

ইউসুফের ভাইয়েরা এল এবং তার কাছে উপস্থিত হল । ইউসুফ তাদেরকে চিনল কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না । আর যখন সে তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল তখন সে বলল ঃ তোমরা আমার কাছে নিয়ে এস তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে । তোমরা কি দেখ না যে, আমি তো পুরোপুরি মেপে দেই ? আর আমি উত্তম অতিথি সেবক ? কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস তবে তোমাদের জন্য আমার কাছে কোন বরাদ্দ শস্যও থাকবে না এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না । তারা বলল ঃ আমরা তার ব্যাপারে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং অবশ্যই আমরা এ কাজ করব । ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলল ঃ তাদের মূলধন, যা শস্যের মূল্যস্বরূপ দিয়েছে, তা তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে তারা তা চিনতে পারে যখন তারা স্বজনদের মাঝে ফিরে যাবে, তাহলে তারা আবার আসতে পারে । তারপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা! আমাদের জন্য শস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা শস্যের বরাদ্দ পেতে পারি । আর আমরা তার হেফাযত অবশ্যই করব। (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৫৮ - ৬৩)।

নবী ইউসুফ (আঃ) এর ভাইকে পাঠাতে নবী ইয়াকুব (আঃ) এর অনিচ্ছা

পিতা বললেন ঃ আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করব যেরূপ ইতিপূর্বে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম তার ভাই ইউসুফ সম্পর্কে ? বস্তুত আল্লাহ্ই সর্বোত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু । যখন তারা তাদের আসবাবপত্র খুলল, তখন তারা তাতে পেল নিজেদের মূলধনও যা তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা ! আমরা আর কি চাই ! দেখুন, এ আমাদের মুলধন, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে । এখন আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য আবার রসদ আনব । এবার যা এনেছি তা তো সামান্য শস্য মাত্র । পিতা বললেন ঃ আমি কখনও তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ্র নামে কসম করে আমাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা তাকে আমার কাছে ফেরত নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা নিরুপায় হয়ে না যাও। অতঃপর যখন তারা তাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমরা যা কিছু বলছি তা আল্লাহ্রই কাছে সোপর্দ । (সূরা ইউসুফ- ১২ ঃ ৬৪ - ৬৬) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইকে জড়িয়ে ধরলেন

তিনি বললেন ঃ হে আমার বৎসগণ! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ কর না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর । তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্রই যে ফয়সালা তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারিনা । ফয়সালা তো কেবল আল্লাহ্রই । আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করুক যারা ভরসা করতে চায় । আর যখন তারা তাদের পিতার আদেশ অনুযায়ী প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্র ফয়সালার বিরুদ্ধে তার তাদের কোন কাজে আসল না । তবে ইয়াকুব কেবল তার মনের একটি বাসনা পূর্ণ করেছিল মাত্র। সে নিঃসন্দেহে জ্ঞানী ছিল, কেননা আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা । আর তাঁরা যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখল । সে বলল ঃ নিশ্চয় আমিই তোমার সহোদর । অতএব তারা যা করত তার জন্য দুঃখ কর না। তারপর যখন ইউসুফ তাদেরকে ব্যবস্থা করে দিল তাদের রসদপত্র, তখন তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল । অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করল ঃ হে কাফেলার লোকজন! তোমরা নিশ্চয় চোর । তারা তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলল ঃ তোমরা কি হারিয়েছ? তারা বলল ঃ আমরা বাদশাহর পানপত্র হারিয়েছি, আর যে কেউ তা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর জামিন । তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমরা তো জান, আমরা এদেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতে আসিনি, আর আমরা চোরও নই । তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে আর শাস্তি কি হবে? তারা বলল ঃ এর শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি পাওয়া যাবে সে-ই হবে এর দন্ড । এভাবেই আমরা জালিমদের শাস্তি দেই। (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৬৭- ৭৫)।

তারপর সে তার অন্যান্য ভাইদের থলে তল্লাশি শুরু করল - তার সহোদরের থলে তল্লাশির আগে-পরে তার সহোদরের থলে থেকে পানপাত্রটি বের করল । এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল সৃষ্টি করে দিলাম । সে দেশের বাদশাহর আইনে সে তার সহোদরকে গ্রেফতার করতে পারত না । যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন । আমি যাকে ইচ্ছে মর্যদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর আছে এক মহাজ্ঞানী । তারা বলল ঃ সে যদি চুরি করে থাকে তবে তার এক ভাইও তো ইতিপূর্বে চুরি করেছিল । তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে ব্যক্ত করলনা । সে মনে মনে বলল ঃ তোমরা লোক হিসাবে অত্যন্ত মন্দ, তোমরা যা বর্ণনা করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ খুব জ্ঞাত আছেন । তারা বলল ঃ হে আযীয! তার পিতা আছেন, অতিশয় বৃদ্ধ । সুতরাং আপনি তাঁর বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন । আমরা তো আপনাকে নেককারদের একজন মনে করছি । সে বলল ঃ এমন কাজ থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন যে, যার কাছে আমরা আমাদের দ্রব্য পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য একজনকে ধরে রাখি । এরূপ করলে তো আমরা অবশ্যই জালিম বলে গণ্য হব। তারপর যখন তারা তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা পৃথকভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল । তাদের বড়ভাই বললঃ তোমরা কি জাননা যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে দৃঢ় ওয়াদা গ্রহণ করেছেন? আর এর পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে কত অন্যায় করেছ? সুতরাং আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন সমাধানের ব্যবস্থা করে না দেন । তিনি

শ্রেষ্ঠ সমাধানকারী । তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল ঃ হে আমাদের আব্বা! আপনার ছেলে চুরি করেছে । আমরা যা জানি তাই বললাম । আর আমরা তো গায়েবের বিষয় জানতাম না। আর আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের বাসিন্দাদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম আর ঐ কাফেলাকে যাদের সামিল হয়ে আমরা এসেছি অবশ্যই আমরা সত্যবাদী । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৭৬ - ৮২) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) এর জন্য নবী ইয়াকুব (আঃ) এর ভালবাসা

পিতা বললেন ঃ না, বরং তোমরা সাজিয়ে নিয়েছ তোমাদের জন্য একটি মনগড়া কথা। এখন পূর্ণ ধৈর্যধারণই শ্রেয় । আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদের সবাইকে এক সাথে আমার কাছে নিয়ে আসবেন । তিনি তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ হায়, আফসোস ইউসুফের জন্য । আর শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি অসহনীয় শোক সম্বরণ করছিলেন। তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! মনে হয়, আপনি সর্বদা ইউসুফের স্মরণেই লেগে থাকবেন, যে পযন্ত না মরানাপন্ন হয়ে যান, অথবা একেবারে মরেই যান । পিতা বললেন ঃ আমি তো আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ কেবল আল্লাহ্রই কাছে নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর তরফ থেকে জানি যা তোমরা জাননা । হে আমার বৎসগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না । কেননা আল্লাহ্র রহমত থেকে কাফের লোক ছাড়া কেউ নিরাশ হয়না । অতঃপর যখন তারা তার কাছে পৌঁছল তখন বলল ঃ হে আযীয! আমরাও আমাদের পরিজনবর্গ (দূর্ভিক্ষের দরুন) নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছি এবং আমরা অতি নগন্য পুঁজি নিয়ে এসেছি । আপনি আমাদের পুরোপুরি শস্য বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন । নিশ্চয় আল্লাহ্ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমরা যা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে, যখন তোমারা ছিলে অজ্ঞতার মধ্যে ? তারা বলল ঃ তবে কি প্রকৃতপক্ষে আপনিই ইউসুফ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর ভাই। আমাদের প্রতি আল্লাহ্ কৃপা করেছেন । নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বণ করে এবং সবর করে, অবশ্যই আল্লাহ্ সেরূপ নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না । তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অবশ্যই আমরা ছিলাম অপরাধী । তিনি বললেন ঃ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই । আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন । আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৮৩ - ৯২) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) এর ঐশ্বরিক কাজ

তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার আব্বার চেহারার উপর রেখ । এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন । আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমার কাছে এসো । তারপর যখন কাফেলা বেরিয়ে পড়ল, তখন তাদের পিতা বললেন ঃ যদি তোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী মনে না কর তাহলে শোন, "আমি তো ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি" । তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! আপনি তো আপনার পুরনো ভ্রান্তির মধ্যেই আছেন । তারপর যখন সুসংবাদদাতা এল, তখন সে জামাটি তার চেহারার উপর রাখল, অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন । তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহ্র তরফ থেকে জানি তা তোমরা জাননা? (সূরা ইউসুফ- ১২ ঃ ৯৩ - ৯৬) ।

নবী ইয়াকুব (আঃ) এর ক্ষমার জন্য অনুরোধ

তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন । আমরা তো নিশ্চিত অপরাধী । পিতা বললেন ঃ আমি অতি সত্বর তোমাদের জন্য আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব । নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৯৭, ৯৮)।

নবী ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁর পুত্রদের মিশরে প্রবেশ

অবশেষে তারা যখন ইউসুফের কাছে পৌছল, তখন সে তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিল এবং বলল ঃ আপনারা আল্লাহ্র ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন। ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসাল এবং তারা সবাই তার সামনে সেজদায় পতিত হল । তখন ইউসুফ বলল ঃ হে আমার আব্বা! এ হলো আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখা। আমার রব একে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন আমাকে কারাগার থেকে বের করলেন এবং আপনাদের সবাইকে মরু এলাকা থেকে এখানে নিয়ে এলেন, এরপর যে শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল । নিশ্চয় আমার রব যা করতে চান তা নিপুনতার সাথেই করেন । তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । হে আমার রব! আপনি তো আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নফল বর্ণনা ও শিক্ষা দিয়েছেন । হে আসমান ও জমিনে স্রষ্টা! আপনি আমার অভিভাবক দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও । "আপনি আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে বিশিষ্ট নেককার বন্দাদের শামিল করুন" । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৯৯, ১০০, ১০১) ।

নবী শোয়াইব (আঃ) এর ইতিহাস

আর আমি মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুয়ায়েব প্রেরণ করেছিলাম । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাাদের কোন মা'বুদ নেই । তোমাদের কাছে এসে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ । সুতরাং তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে করবে এবং লোকদের তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দেবে না, এবং দুনিয়ায় শান্তি -শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না । এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মু'মিন হও । (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৮৫) ।

আর আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে নবী করে পাঠিয়েছিলাম । তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না । (সূরা আল আনকাবুত-২৯ ঃ ৩৬) ।

আর বাদইয়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে পাঠিয়েছিলাম । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই । আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম দেবে না, আমি তো তোমাদেরকে সচ্ছল অবস্হায় দেখছি; কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশংকা করছি । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৮৪) ।

নবী শোয়াইব (আঃ) কর্তৃক তার জাতির জনগণকে ধর্মের পথে আহ্বান

আর আমি মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুয়ায়েব প্রেরণ করেছিলাম । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাাদের কোন মা'বুদ নেই । তোমাদের কাছে এসে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ । সুতরাং তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে করবে এবং লোকদের তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দেবে না, এবং দুনিয়ায় শান্তি -শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না । এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মু'মিন হও । আর তোমরা বসে থেক না কোন পথে - ঘাটে এ উদ্দেশ্যে যে, ভয় প্রদর্শন করবে এবং বাধা দেবে আল্লাহ্‌র পথে ঐ সকল লোককে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং এ উদ্দেশ্যে যে, তাতে বক্রতা অন্বেষণ করবে । স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, তখন তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন । আর লক্ষ্য কর, কেমন হয়েছিল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি ! (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৮৫, ৮৬) ।

ব্যবসার মধ্যে দুর্নীতি বা অবৈধ অভ্যাস গুলো ঠিক করার জন্য নবী শোয়াইব (আঃ) এর প্রচেষ্টা

আর আমি মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুয়ায়েব কে প্রেরণ করেছিলাম । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাাদের কোন মা'বুদ নেই । তোমাদের কাছে এসে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ । সুতরাং তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে করবে এবং লোকদের তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দেবে না, এবং দুনিয়ায় শান্তি -শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না । এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মু'মিন হও । (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৮৫) ।

আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে পাঠিয়েছিলাম । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই । আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম দেবে না, আমি তো তোমাদেরকে সচ্ছল অবস্হায় দেখছি; কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি । হে আমার কওম ! তোমরা পরিপূর্ণ করবে মাপ ও ওজন ন্যায়নিষ্ঠার সাথে এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দেবে না, আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না । আল্লাহ অনুমোদিত যা অবশিষ্ট থাকে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা মু'মিন হও । আর আমি তোমাদের জন্য পাহারাদার নই । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৮৪, ৮৫, ৮৬) ।

মাদইয়ান বাসী কর্তৃক নবী শোয়াইব (আঃ) কে উপহাস

তারা বলল ঃ হে শোয়ায়েব ! আপনার নামায কি আপনাকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা ত্যাগ করি ঐসব উপাস্যকে যাদের উপাসনা করে আসছে আমাদের বাপ-দাদারা অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছেমত যা কিছু করে থাকি তা ত্যাগ করি ? আপনি তো একজন বুদ্ধিমান, ভাল মানুষ । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৮৭) ।

ধর্মের সংবাদ বারংবার মাদইয়ান বাসীকে জানানোর জন্য নবী শোয়াইব (আঃ) এর অদম্য চেষ্টা

শোয়াইব বলল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আমি যদি আমার রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি নিজের তরফ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন (তবে আমি কেমন করে তাঁর নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত থাকব ?), আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করি আমি নিজেই সে কাজ করি । আমি তো আমার সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই । আমার যাবতীয় কার্যসাধন কেবলমাত্র আল্লারই মদদে হয় । তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই । হে আমার কওম ! আমার সাথে বিরোধ যেন তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায় যাতে তোমাদের উপরও সেরূপ বিপদ এসে পড়ে যেমন আপতিত হয়েছিল নূহের কওমের উপর অথবা হূদের কওমের উপর অথবা সালেহের কওমের উপর । আর লূতের কওম তো তোমাদের থেকে দূরে নয় । আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে এবং তারই দিকে ফিরে এস । নিশ্চয় আমার রব পরম দয়ালু, অতি স্নেহময় । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৮৮, ৮৯, ৯০) ।

নবী শোয়াইব (আঃ) কে মাদইয়ান বাসী জনগন কর্তৃক হুমকি প্রদর্শন

তার কওমের অহংকারী সরদাররা বলল ঃ হে শোয়াইব ! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের আমাদের জনপদ থেকে অবশ্যই বের করে দেব অথবা তোমাদের আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতেই হবে । শোয়াইব বলল ঃ যদিও আমরা তা ঘৃণিত মনে করি তবুও ? অবশ্যই আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই, বিশেষ করে এরপর যখন আল্লাহ আমাদের তা থেকে মুক্ত করেছেন । আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় যে, তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাব, কিন্তু আমাদের রব আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন । আমাদের রব সবকিছুকে স্বীয় জ্ঞানায়ত্ত করে আছেন । আমরা ভরসা করি আল্লাহরই উপর । হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে মীমাংসা করে দিন ন্যায়ভাবে আর আপনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী । তার কওমের কাফের সর্দাররা বললঃ তোমরা যদি শোয়াইবকে অনুসরণ কর, তবে তো তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে । (সূরা আল আ'রাফ-৭ ঃ ৮৮, ৮৯, ৯০) ।

তারা বলল ঃ হে শোয়াইব ! আপনি যা বলেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল মনে করি । যদি আপনার স্বজনবর্গ না থাকত তবে আমরা অবশ্যই আপনাকে প্রস্তরাঘাত মেরে ফেলতাম । আর আপনি তো আমাদের উপর শক্তিশালী নন । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৯১) ।

শোয়াইব বলল ঃ হে আমার কওম ! আমার স্বজনবর্গ কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে অধিক শক্তিশালী ? আর তোমরা তাঁকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ ! নিশ্চয় আমার রব তোমরা যা কর তা পরিবেষ্টন করে আছেন । হে আমার কওম! তোমরা নিজেদের অবস্হায় কাজ করতে থাক, আমিও কাজ করছি । অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার উপর এমন আযাব আসবে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং সে কোন ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী । সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৯২, ৯৩) ।

মাদইয়ানবাসীর ধ্বংস

আর যখন আমার আদেশ এল, তখন আমি রক্ষা করলাম শোয়াইবকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে; আর যারা. সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে পাকড়াও করল এক বিকট গর্জন, ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল; (সূরা হুদ-১১ ঃ ৯৪) ।

আর আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে নবী করে পাঠিয়েছিলাম । তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না । কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, ফলে ভুমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল এবং তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল । (সূরা আল আনকাবুত-২৯ ঃ ৩৬, ৩৭) ।

যেন তারা কখনও সেখানে বসবাস করেনি । জেনে রেখ, ধ্বংশই ছিল মাদ্ইয়ানবাসীদের পরিণাম, যেমন সামূদ জাতির পরিণাম ছিল ধ্বংশ । (সূরা হুদ-১১ ঃ ৯৫) ।

যারা শোয়াইবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল তারা যেন কোনদিন সেখানে বসবাসই করেনি । যারা শোয়াইবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । শোয়াইব তাদের কাছে থেকে ফিরে গেল এবং বলল ঃ হে আমার কওম! আমি তো তোমাদের কাছে আমার রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং আমি তোমাদের হিতোপদেশ দিয়েছি । সুতরাং এখন আমি কেন কাফেরদের জন্য আক্ষেপ করব ? (সূরা- আল আ'রাফ-৭ ঃ ৯২, ৯৩)

নবী শোয়াইব (আঃ) আইকা বাসীদের নিকট একজন সংবাদ দাতা হিসাবে আগমন করেছিলেন ।

আইকাবাসীরা রাসূলদের অস্বীকার করেছিল, যখন শোয়াইব তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি সতর্ক হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল, অতত্রব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না । আমার বিনিময় তো রাব্বুল আলামীনের কাছে আছে । (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০) ।

নবী শোয়াইব (আঃ) এর প্রচেষ্টা ছিল নৈতিকভাবে অবক্ষয় প্রাপ্ত জনগনকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া

তোমরা পূর্ণমাত্রায় ওজন কর এবং যারা ওজনে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভক্ত হয়ো না ; এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর । আর মানুষকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিও না এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে ফিরিও না । তোমরা ভয় কর তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে । (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪) ।

আইকাবাসীদের প্রতিউত্তর

আইকাবাসীরা বললঃ তুমি তো যাদুগ্রস্তদের একজন, এবং তুমি তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও ; আর আমরা মনে করি, অবশ্যই তুমি একজন বিথ্যাবাদী । অতত্রব যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আসমানের কোন এক খন্ড আমাদের উপর পতিত কর । (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭) ।

আয়কাবাসীর ধ্বংস

আয়কাবাসীরা রাসূলদের অস্বীকার করেছিল, (সূরা আশ্‌শোয়ারা-২৬ ঃ ১৭৬) ।

শোয়াইব বললেন ঃ তোমরা যা কর, আমার রব তা খুব ভাল জানেন । অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করল, ফলে মেঘাচ্ছন্ন দিনের আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল । অবশ্যই তা ছিল এক মহাদিবসের আযাব । নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না । (সূরা আশ্‌শোয়ারা- ২৬ ঃ ১৮৮, ১৮৯, ১৯০) ।

আর আয়কা'বাসীরাও ছিল অবশ্যই জালিম । সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি । আর উভয় কওমের জনপদ প্রকাশ্য পথের পার্শ্বে অবস্হিত (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৭৮, ৭৯) ।

নবী মূসা (আঃ) ও নবী হারুন (আঃ) এর ইতিহাস

আমি আপনাকে পাঠ করে শুনাচ্ছি মূসা ও ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে মুমিনদের জন্য । (সূরা-আল-কাসাস-২৮ ঃ ৩) ।

মিশরে ইসরাইল জাতি

আমি আপনাকে পাঠ করে শুনাচ্ছি মূসা ও ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে মুমিনদের জন্য । ফেরাউন তার দেশে অতিমাত্রায় উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল-তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রেখে দিত । বস্তুত সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী । আর আমি ইচ্ছে করলাম যে, সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাদেরকে নেতা বানাই ও তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করি, এবং তাদেরকে দেশে শাসনক্ষমতা দান করি এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেই, যা তারা বনী ইসরাঈলের তরফ থেকে আশঙ্কা করত । (সূরা-আল-কাসাস-২৮ ঃ ৩, ৪, ৫, ৬) ।

নবী মূসা (আঃ) এর জন্ম এবং আল্লাহর অঙ্গীকার

আর আমি মূসার মাতাকে গায়েবী নির্দেশ প্রদান করলাম যে, তুমি তাকে স্তন্য দান করতে থাক । পরে যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা করবে, তখন তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, এবং ভয়ও কর না, চিন্তাও কর না । আমি তাকে তোমার কাছে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব । অতঃপর ফেরাউনের লোকেরা শিশুটিকে উঠিয়ে নিল, যার পরিণামে সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যায় । নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনী ছিল অপরাধী । ফেরাউনের স্ত্রী বলল ঃ এ শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী, নয়নমনি । একে হত্যা কর না । সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, কিংবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি । প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তারা বুঝতে পারেনি । আর মূসার মাতার অন্তর বিচলিত হয়ে পড়েছিল এবং সে মূসার অবস্হা প্রকাশ করে দিবার উপক্রম করেছিল যদি না আমি দৃঢ় রাখতাম তার হৃদয় ; এরূপ করলাম, যাতে সে থাকে বিশ্বাসীদের মধ্যে । মূসার মাতা মূসার বোনকে বললেন ঃ “এর পেছনে পেছনে যাও”, সে দূর থেকে তাদের অজ্ঞাতসারে তাকে দেখে যেতে লাগল । আর আমি প্রথম থেকেই মূসার জন্য ধাত্রীস্তন্য পান হারাম করে দিয়েছিলাম । সুতরাং মূসার বোন বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব, যায়া তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে এর হিতাকাঙক্ষী ? অবশেষে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে চিন্তান্বিত না থাকে, আর সে বুঝতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য । কিন্তু অধিকংশ মানুষ তা জানে না । আর যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলেন এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম হেকমত ও জ্ঞান । এভাবেই আমি পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করে থাকি । (সূরা-আল-কাসাস-২৮ ঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪) ।

শহরে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার সাথে নবী মূসা (আঃ) এর সম্পৃক্ততা

মূসা এমন সময় শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক । তিনি সেখানে দুই ব্যক্তিকে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পেলেন; এদের একজন ছিল তার নিজের দলের এবং অন্যজন ছিল তার শত্রু দলের । অতঃপর তার দলের লোকটি শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল ; তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাতেই সে মারা গেল । মূসা বললেন ঃ এটা তো শয়তানের কাজ । নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী । তিনি বললেন ঃ হে আমার রব ! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; অতত্রব আমাকে ক্ষমা করুন । আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন । তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । তিনি আরও বললেন ঃ হে আমার রব ! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সহায়ক হব না । অতঃপর শহরের মধ্যে ভীত-সতর্ক অবস্হায় মূসার ভোর হল । হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন আগের দিন যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, আবার সে তাঁর সাহায্যার্থে চিৎকার করছে । মূসা তাকে বললেন ঃ তুমি তো এক প্রকাশ্য বিভ্রান্ত ব্যক্তি । অতঃপর যখন মূসা উভয়ের শত্রুকে ধরতে চাইলেন, তখন তার দলের লোকটি বলল ঃ হে মূসা ! গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তি কে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি তুমি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ, অথচ আপোস মীমাংসাকারী হতে চাও না । (সূরা-আল-কাসাস-২৮ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯) ।

নবী মূসা (আঃ) এর মিশর থেকে প্রস্থান

এক ব্যক্তি শহরের দূরপ্রান্ত থেকে ছুটে এসে বলল ঃ হে মূসা ! ফেরাউনের সভাসদবর্গ আপনার সম্বন্ধে পরামর্শ করছে যে, তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে । সুতরাং আপনি এখান থেকে চলে যান, আমি তো আপনার হিতাকাঙ্খী । অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত-সতর্ক অবস্হায় বের হয়ে পড়লেন । তিনি বললেন ঃ হে আমার রব! আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করুন । (সূরা-আল-কাসাস-২৮ ঃ ২০, ২১) ।

সাহায্যের জন্য নবী মূসা (আঃ) এর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

আর যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন বললেন ঃ আশা করি আমার রব আমাকে সরল পথ দেখাবেন । যখন তিনি মাদইয়ানের পানির কুপের কাছে উপনীত হলেন, তখন তিনি সেখানে লোকদের একটি দলকে দেখতে পেলেন, তারা নিজ নিজ জন্তুকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পেছনে দুজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন, তারা তাদের জন্তুগুলোকে আগলে রাখছে । তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের উদ্দেশ্য কি ? তারা বলল ঃ আমরা পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত না রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে দূরে সরে যায় । আর আমাদের পিতা নিতান্ত বৃদ্ধ । অতঃপর মূসা তাদের পক্ষে পশুগুলোকে পানি পান করালেন, তারপর সরে গিয়ে ছায়ার নিচে বসলেন এবং দোয়া করলেন ঃ হে আমার রব! যে অনুগ্রহই আপনি আমার প্রতি করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী । (সূরা-আল-কাসাস-২৮ ঃ ২২, ২৩, ২৪) ।

মাদইয়ানে নবী মূসা (আঃ) এর দিনগুলো

অতঃপর স্ত্রীলোকদ্বয়ের একজন লজ্জাবনত অবস্হায় চলতে চলতে মূসার কাছে এসে বলল ঃ আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের পক্ষে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময় আপনাকে প্রদানের জন্য । তারপর যখন মূসা তার কাছে গেলেন এবং সকল বৃত্তান্ত তার কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ ভয় কর না, তুমি জালিম কওমের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ । তাদের একজন বলল ঃ আব্বাজান! আপনি তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার কর্মচারী হিসেবে উত্তম হবে সে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত । তিনি মূসাকে বললেন ঃ আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একটিকে তোমার সাথে এই শর্তে বিয়ে দিতে চাই যে, তুমি আট বছরকাল আমার চাকরি করবে, তবে যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছে; আর আমি এ ব্যাপারে তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না । ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে । মূসা বললেন ঃ এই চুক্তিই আমার ও আপনার মধ্যে স্হিরীকৃত হল । এ দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না । আমরা যে বিষয়ে কথাবার্তা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী । (সূরা-আল-কাসাস-২৮ঃ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮) ।

মাদইয়ান থেকে নবী মূসা (আঃ) এর প্রস্থান

অতঃপর মূসা যখন তার মেয়াদকাল পূর্ণ করলেন এবং সপরিবারে (মিসরাভিমুখে) যাত্রা করলেন, তখন তিনি তূর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেলেন । তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত সেখান থেকে আমি তোমাদের জন্য কোন খবর নিয়ে আসতে পারব, অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার । (সূরা-আল-কাসাস- ২৮ ঃ ২৯) ।

নবী মূসা (আঃ) কে নবীত্ব গুন প্রদান

যখন মূসা উক্ত আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন উপত্যকার ডান দিক থেকে সেই পবিত্র স্থানটির একটি বৃক্ষ থেকে ডেকে বলা হল ঃ হে মূসা ! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের পালনকর্তা, (সূরা-আল-কাসাস-২৮ ঃ ৩০)

আমিই তোমার রব, তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল, কেননা, তুমি পবিত্র তূওয়া উপত্যকায় রয়েছ, আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা কিছু ওহী করা হয় তা মনোযোগের সাথে শুনতে থাক । আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই, অতএব আমার ইবাদত কর; এবং আমার স্মরণার্থে নামায যথারীতি আদায় করতে থাক । নিশ্চয়ই কেয়ামত আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী বিনিময় লাভ করতে পারে । সুতরাং যে ব্যক্তি কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস করা থেকে নিবৃত্ত না করে, তবে তুমি নিবৃত্ত হলে ধ্বংস হয়ে যাবে । (সূরা- ত্বোয়া-হা-২০ ঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬) ।

নবী মূসা (আঃ) অলৌকিক ঘটনা সমূহ

হে মূসা ! তোমার ডান হাতে ওটা কি ? মূসা বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, এর উপর আমি ভর দেই এবং এর সাহায্যে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে ফেলি, আর এতে আমার আর অনেক প্রয়োজন রয়েছে । আল্লাহ বললেন ঃ হে মূসা ! তুমি ওটা নিক্ষেপ কর । অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, তৎক্ষণাৎ তা এক ধাবমান সাপে পরিণত হল । (সূরা- ত্বোয়া-হা- ২০ ঃ ১৭ - ২০) ।

এবং আরও বলা হল ঃ তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর । তারপর যখন তিনি লাঠিকে সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন তখন তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করলেন, পেছনে ফিরেও তাকালেন না । তখন তাকে বলা হল ঃ হে মূসা ! সামনে এস, ভয় কর না ; অবশ্যই তুমি নিরাপদ । (সূরা- আল কাসাস-২৮ ঃ ৩১) ।

আর আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি ; অতঃপর যখন তিনি লাঠিটিকে দেখলেন যে, সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করছে, তখন তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করলেন, পেছনে ফিরেও দেখলেন না । হে মূসা ! ভয় করবেন না । নিশ্চয় আমি তো আছি, আমার কাছে রাসূলগণ ভয় পায় না । (সূরা -আন্-নমল-২৭ঃ ১০) ।

আল্লাহ বললেন ঃ তুমি তাকে ধর, ভয় কর না, আমি একে এখনই পূর্বাবস্হায় ফিরিয়ে দেব । আর তুমি তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্দোষ অবস্হায় উজ্জ্বল নির্মল হয়ে অপর এক মুজিযারূপে; (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ২১, ২২) ।

তোমার হাত তোমার জামার বুকের অংশের ভেতরে ঢুকাও, তা কোন প্রকার উপসর্গ ব্যতিরেকে শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে এবং ভয় দূর করার জন্য তোমার হাত পুনরায় তোমার জামার ভেতরে বগলের সাথে মিলাও । এ দু'টি তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গের জন্য প্রমাণ । নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায় । (সূরা- আল কাসাস-২৮ ঃ ৩২) ।

এজন্য যে, আমি তোমাকে আমার মহা নিদর্শনাবলী থেকে কিছু দেখাব । (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ২৩) ।

নবী মূসা (আঃ) কে ফেরাউনের নিকট ধর্মের বানী পৌঁছানোর জন্য নিযুক্তি

ফেরাউনের কাছে যাও, সে দারুণভাবে সীমা ছাড়িয়ে গেছে । (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ২৪) ।

ফেরাউনের কাছে যান, সে তো সীমালঙঘন করেছে, (সূরা- আন-নাযিয়াত -৭৯, ১৭) ।

সাহায্যের জন্য মূসা (আঃ) এর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

মূসা বললেন ঃ হে আমার রব ! আমার বক্ষ প্রস্হত করে দিন ; (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ২৫) ।

মূসা বললেন ঃ হে আবার রব ! আমি তো তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম । অতত্রব আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে । (সূরা- আল কাসাস- ২৮ ঃ ৩৩) ।

মূসা বললেন ঃ হে আবার রব ! আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে; (সূরা-আশ্‌শোআরা- ২৬ ঃ১২) ।

এবং আমার কাজ সহজ করে দিন ; এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন; যেন লোকে আমার কথা বুঝতে পারে ; এবং আমার জন্য আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী করে দিন ; আমার ভাই হারুনকে ; (সূরা-ত্বোয়া-হা-২০ঃ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০) ।

আমার ভাই হারুন আমার চাইতে বাগ্মী ; অতত্রব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, যাতে যে আমার সত্যতা প্রতিপাদন করতে পারে । আমি ভয় করছি, তারা আমাকে অস্বীকার করবে । (সূরা- আল কাসাস- ২৮ ঃ ৩৪) ।

তার মাধ্যমে আমার শক্তি করে দিন ; এবং তাকে আমার কাজে অংশী করে দিন; যেন আমরা বেশি বেশি আপনার পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে পারি ; এবং আপনাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি । (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪) ।

তারা উভয়ে বললেন ঃ হে আমার রব ! আমরা আশঙ্কা করি পাছে সে আমাদের প্রতি অত্যাচার না করে, অথবা অন্যায় আচরনে বাড়াবাড়ী আরাম্ভ করে । (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ৪৫) ।

আর তাদের রয়েছে আমার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ, অতত্রব আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে । আল্লাহ বললেন ঃ না, কোন সাধ্য নেই, সুতরাং তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি, সব শুনবো । (সূরা-আশশোআরা- ২৬ ঃ ১৪, ১৫) ।

নবী মূসা (আঃ) এর প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর জবাব

আল্লাহ বললেন ঃ তোমরা ভয় কর না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি সবকিছু শুনি ও দেখি (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ৪৬) ।

আল্লাহ বললেন ঃ আমি তোমাদের বাহুকে শক্তিশালী করব তোমার ভাইকে দিয়ে এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব । ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না । তোমরা উভয়ে এবং যারা তোমাদের অনুস্বরণ করবে তারা আমার নিদর্শন বলে বিজয়ী হবে । (সূরা-আল-কাসাস-২৮ ঃ ৩৫) ।

আল্লাহ বললেন ঃ হে মূসা ! অবশ্যই তোমাকে দেয়া হলো যা তুমি চেয়েছ, আর আমি তো তোমার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম ; (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ঃ ৩৬, ৩৭) ।

আর আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছি । তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শন সমূহ নিয়ে যাও এবং আমার স্বরণে শৈথিল্য কর না ; তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও, সে খুব সীমা ছাড়িয়ে গেছে । তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহন করবে অথবা ভয় করবে । (সূরা-ত্বোয়া-হা -২০ ঃ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪) ।

নবী মূসা (আঃ) এবং নবী হারুন (আঃ) কর্তৃক ফেরাউনকে ধর্মের প্রতি আহবান

অতত্রব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং বল; “আমরা উভয়ে রাব্বুল আলআ’মিনের রাসূল,” (সূরা-আশশোআরা- ২৬ ঃ ১৬) ।

অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল ঃ আমরা উভয়ে তোমার রবের রাসূল, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না । আমরা তো তোমার কাছে তোমার রবের তরফ থেকে মুজিয়া নিয়ে এসেছি ; আর ‘সালাম’ তার প্রতি যে সৎপথ অনুসরণ করে । অবশ্যই আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তো তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় । (সূরা-ত্বোয়া-হা ২০ঃ ৪৭, ৪৮) ।

এবং বলুন ঃ তোমার কি পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে ? আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ প্রদর্শন করছি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর । (সূরা- আন্-নাযিয়াত-৭৯ ঃ ১৮, ১৯) ।

ফেরাউনের প্রথম প্রতিক্রিয়া

ফেরাউন বলল ঃ আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মধ্যে প্রতিপালন করিনি? তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ । তুমি তো তোমার অপকর্ম যা করার তা করেছ ; আর তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ । মূসা বললেন ঃ আমি তখন তা করে ফেলেছিলাম এবং আমার ভুল হয়েছিল । অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম । তারপর আমার রব আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের শামিল করলেন । আর আমার প্রতি তোমার যেসব অুগ্রহের কথা বলছ তা তো এই যে, তুমি বনী ইরাঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছ । (সূরা- আশশোয়ারা- ২৬ ঃ ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২) ।

নবী মূসা (আঃ) ফেরাউনকে ধর্মের বাণী শুনালেন

ফেরাউন বলল ঃ রাব্বুল আ’লামীন কি বস্তু ? মূসা বললেন ঃ তিনি হলেন আসমান ও জমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যেবতীর সব কিছুর রব, প্রতিপালক; যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও । (সূরা- আশশোয়ারা- ২৬ ঃ ২৩, ২৪) ।

মূসা বললেন ঃ তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও তিনি প্রতিপালক । (সূরা-আশশোয়ারা-২৬ ঃ ২৬) ।

মূসা বললেন ঃ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যে সব কিছুর পালনকর্তা; যদি তোমরা বুঝতে ! (সূরা- আশশোয়ারা- ২৬ ঃ ২৮) ।

মূসা বলল ঃ আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত গঠনদান করেছেন । অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন । ফেরাউন বললঃ তাহলে পূর্বকালের লোকদের অবস্হা কি ? মূসা বললেন ঃ এর খবর আমার রবের কাছে দফতরে লিপিবদ্ধ রয়েছে ; আমার রব বিভ্রান্তও হন না এবং বিস্মৃতও হন না । যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করে দিয়েছেন বিছানাসদৃশ এবং তাতে বানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার পথ; আর তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন । আর আমি তা দিয়ে নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন করি । তোমরা খাও এবং তোমাদের পশুপালকেও চরাও । নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন বিবেকবানদের জন্য । আমি তোমাদেরকে এ মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং এ থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করে আনব । (সূরা-ত্বোয়া-হা -২০ঃ ৫০ - ৫৫) ।

ফেরাউনের ঔদ্ধত্য

ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল ঃ তোমরা কি শুনছ না ? (সূরা-আশশোআরা-২৬ ঃ ২৫) ।

ফেরাউন বলল ঃ তোমাদের এই রাসূলটি, যে তোমাদের কাছে প্রেরিত বলে মনে করে, সে তো বদ্ধ পাগল । (সূরা-আশশোআরা-২৬ ঃ ২৭) ।

ফেরাউন বলল ঃ তুমি যদি আমার পরিবর্তে অপর মা'বুদ সাব্যস্ত কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারারুদ্ধ করব । (সূরা-আশশোআরা-২৬ ঃ২৯) ।

নবী মূসা (আঃ) কর্তৃক অলৌকিক ঘটনার অবতারনা

মূসা বললেন ঃ আমি যদি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসি, তবুও কি ? ফেরাউন বলল ঃ আচ্ছা, তবে তা উপস্হিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও ! অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তৎক্ষনাত তা এক সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হল; এবং তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষনাত তা দর্শকদের কাছে শুভ-উজ্জ্বল প্রতিভাত হল । (সূরা-আশশোআরা- ২৬ ঃ ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩)

ফেরাউন নবী মূসা (আঃ) কে যাদুকর হিসাবে আখ্যায়িত করল

ফেরাউন তার আশপাশের সভাসদবর্গকে বলল ঃ নিশ্চয় এ ব্যক্তি এক বড় অভিজ্ঞ যাদুকর । সে তার যাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়; অতএব তোমরা কি পরামর্শ দিচ্ছ ? তারা বলল ঃ আপনি তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং নগরে শহরে সংগ্রহকারীদেরকে প্রেরণ করুন । তারা যেন আপনার কাছে সমস্ত অভিজ্ঞ যাদুকরদের নিয়ে আসে । (সূরা-আশশোআরা- ২৬ ঃ ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭) ।

সে বলল ঃ হে মূসা ! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ তোমার যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য ? (সূরা-ত্বোয়া-হা- ২০ ঃ ৫৭) ।

নবী মূসা (আঃ) এর সঙ্গে ফেরাউন তার দেশের অন্যান্য যাদুকরদের মোকাবেলা করার ইচ্ছা পোষণ

তবে আমারও তোমার বিরুদ্ধে এর অনুরূপ যাদু অবশ্যই উপস্হিত করব, অতএব স্হির কর আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি সময়, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না, তা হবে এক মধ্যবর্তী স্হানে । মূসা বললেন ঃ তোমাদের নির্ধারিত সময় তোমাদের “মেলার দিন” এবং লোকজন যেন বেলা উঠলেই সমবেত হয় । (সূরা-ত্বোয়া-হা- ২০ ঃ ৫৮, ৫৯) ।

অতঃপর যাদুকরদেরকে একত্র করা হল নির্দিষ্ট সময়ে কোন এক নির্দিষ্ট দিনে । এবং লোকদেরকে বলা হল ঃ তোমরা কি সমবেত হবে? (সূরা-আশশোআরা- ২৬ ঃ ৩৮, ৩৯) ।

তারপর যখন যাদুকররা এল, তখন তারা ফেরাউনকে বলল ঃ যদি আমরা জয়লাভ করি তবে আমাদের জন্য কি কোন বড় পুরস্কার থাকবে ? ফেরাউন বলল ঃ হাঁ, অবশ্যই তোমরা তখন আমার নৈকট্যশীলদের শামিল হবে । (সূরা-আশশোআরা- ২৬ ঃ ৪১, ৪২) ।

নবী মূসা (আঃ) এর যাদুকরদের মোকাবেলা

তারা বলল ঃ হে মূসা ! হয় তুমিই নিক্ষেপ কর, না হয় আমরাই নিক্ষেপ করি । (সূরা- আল-আরাফ-৭ঃ ১১৫) ।

মূসা যাদুকরদের বললেন ঃ তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার আছে তা নিক্ষেপ কর । (সূরা-আশশোআরা- ২৬ ঃ ৪৩) ।

যাদুকারীর যাদু

মূসা বলল ঃ তোমরাই নিক্ষেপ কর । যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন লোকদের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে দিল এবং তাদের উপর আতংক বিস্তার করল এবং একটা বড় রকমের যাদু দেখাল । (সূরা-আল-আরাফ - ৭ঃ ১১৬) ।

মূসা বললেন ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর । তাদের যাদুক্রিয়ার প্রভাবে মূসার ধারণা হতে লাগল, যেন হঠাৎ তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে । অতএব মূসার অন্তরে কিঞ্চিত ভয়ের সঞ্চার হল । আমি বললাম ঃ ভয় করা না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে । (সূরা-ত্বোয়া-হা- ২০ ঃ ৬৬, ৬৭, ৬৮) ।

অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল ঃ তোমরা যা কিছু এনেছ তা সবই যাদু, নিশ্চয় আল্লাহ এখনই এসব বাতিল সাব্যস্ত করে দেবেন । আল্লাহ তো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হতে দেন না । আল্লাহ স্বীয় বাণী অনুযায়ী সত্যকে সত্যে পরিণত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে । (সূরা-ইউনুস- ১০ঃ ৮১, ৮২) ।

যাদুকরদের চেয়ে নবী মূসা (আঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব

তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর তা তারা যা করেছে সেসব গ্রাস করে ফেলবে । তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল মাত্র । আর যাদুকর যেখানেই যায়, কখনও সফলকাম হয় না । (সূরা-ত্বোয়া-হা- ২০ ঃ ৬৯) ।

তারপর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ দিলাম ঃ “ তুমি নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি ।” নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে তা যাদুকররা যা বানিয়েছিল সে সব গিলতে লাগল ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা বানিয়েছিল তা বিলীন হয়ে গেল । সুতরাং তারা সেখানে পরাজিত হল এবং নিতান্ত অপদস্হ হল ; (সূরা-আল-আরাফ - ৭ ঃ ১১৭, ১১৮, ১১৯) ।

যাদুকরদের নবী মূসা (আঃ) এর ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং ফেরাউনের ক্রোধ

অবশেষে যাদুকরেরা সিজদায় পড়ে গেল এবং বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম হারুন ও মূসার রবের প্রতি । ফেরাউন বলল ঃ তোমরা কি মূসার প্রতি ঈমান আনলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই ? যথার্থই মনে হয়, সে-ই তোমাদের প্রধান, সে-ই তোমাদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে । অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে আমি শূলে চড়াব খেজুর গাছের কান্ডে । আর তোমরা নিশ্চতরূপে জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি অধিকতর কঠোর ও দীর্ঘস্হায়ী । যাদুকরেরা বলল ঃ আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেব না ঐসব নিদর্শনের উপর যা আমাদের কাছে এসেছে এবং ঐ সত্তার উপর যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । সুতরাং তুমি করে ফেল যা কিছু তুমি করতে চাও । তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনেই যা করার করতে পার । এখন তো আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের পাপসমূহ এবং তুমি যে যাদু করতে আমাদেরকে বাধ্য করেছ তা । আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও অনন্তকাল স্হায়ী । (সূরা-ত্বোয়া-হা- ২০ ঃ ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩) ।

আমরা আশা করি, আমাদের রব আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ মার্জনা করবেন, কেননা আমরা সবার আগে ঈমান এনেছি । (সূরা-আশশোআরা- ২৬ ঃ ৫১) ।

তুমি তো শুধু এ কারণেই আমাদের সাথে শত্রুতা করছ যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের কাছে এসেছে । হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং মুসলিম নিসেবে আমাদের মৃত্যু দাও (সূরা-আল-আরাফ - ৭ ঃ ১২৬) ।

ফেরাউনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচারণের ক্রমধারাবাহিকতা

সে লোকদেরকে একত্র করল এবং দৃপ্তকণ্ঠে আহবান করল, আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক । (সূরা-আন-নাযিয়াত-৭৯ ঃ ২৩, ২৪) ।

মূসার প্রতি তার কওমের কতিপয় লোক ছাড়া কেউ ঈমান আনল না, এ আশংকায় যে, ফেরাউন ও তার সর্দাররা তাদের নির্যাতন করবে । আর ফেরাউন তো সে দেশের কর্তত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল এবং সে ছিল অন্যতম সীমালংঘনকারী । (সূরা-ইউনুস-১০ঃ ৮৩) ।

ফেরাউন বলল ঃ তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলব, আর সে তার পালনকর্তাকে ডাকুক । আমার আশঙ্কা হয়, পাছে সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করে দেয় কিংবা দেশময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে । মূসা বললেন ঃ আমি তো শরণাপন্ন হয়েছি আমার রবের ও তোমাদের রবের এমন সব অহংকারী ব্যক্তিদের থেকে, যারা হিসাব-নিকাশের দিবসে ঈমান রাখে না । (সূরা-আল-মুমিন - ৪০ ঃ ২৬, ২৭) ।

রাজসভার লোকেরা তাদের বিশ্বাস গোপন রেখেছিল

ফেরাউনের বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজের ঈমান গোপন রেখেছিল, সে বলল ঃ তোমরা কি একজন লোককে শুধু এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ "আমার রব আল্লাহ ?" অথচ সে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে । যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার মিথ্যার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে যার প্রতিশ্রুতি সে তোমাদেরকে দিচ্ছে । নিশ্চয় আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন না সীমালংঘনকারী অতিশয় মিথ্যাবাদীকে । হে আমার কওম ! আজ তোমাদেরই রাজত্ব, এ দেশে তোমরাই প্রবল ; কিন্তু কে আমাদের কে সাহায্য করবে যদি আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ে? ফেরাউন বলল ঃ আমি তো তোমাদেরকে সে কথাই বলি যা আমি বুঝি; আর আমি তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখাই । অতঃপর মু'মিন লোকটি বলল ঃ হে আমার কওম ! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ন্যায় বিপজ্জনক দিনের-যেমন কওমে নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল । আর আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না । হে আমার কওম ! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি কেয়ামতের দিনের, যেদিন তোমরা পালাবে পেছনে ফিরে । কিন্তু আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না । আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই । আর ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তোমরা তাতে সন্দেহ পোষণ করে যাচ্ছিলে । এমনকি যখন তিনি মারা গেলেন তখন তোমরা বলতে লাগলে ঃ তারপরে আল্লাহ্ আর কখনও কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না । এরূপে আল্লাহ

ভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রাখেন তাকে, যে সীমালংঘনকারী, সন্দিগ্ধমনা, যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে কোন প্রমান না থাকলেও । তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ ।এরূপেই আল্লাহ মহর মেরে দেন প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরের উপর । (সূরা-আল-মুমিন - ৪০ঃ ২৮ - ৩৫) ।

সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরীর জন্য ফেরাউনের দাবী

ফেরাউন বলল ঃ হে সভাসদবৃন্দ ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি মনে করি না । হে হামান ! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার মা'বুদের প্রতি উঁকি মেরে দেখতে পারি । তবে আমার তো ধারণা যে, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী । (সূরা-আল-কাসাস - ২৮ ঃ৩৮) ।

বিশ্বাসীদের কর্তৃক ফেরাউন ও তার লোকজনকে ধর্মের প্রতিআহ্বান

ফেরাউন বলল ঃ হে হামান ! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, হয়ত আমি পেয়ে যাব অবলম্বন-আসমানে আরোহণের অবলম্বন, তারপর আমি সেখান থেকে মূসার খোদার দিকে উঁকি মেরে দেখব । আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি । এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার অপকর্মগুলোকে সুশোভন করা হয়েছিল এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছিল সরল-সঠিক পথ থেকে । আর ফেরাউনের চক্রান্ত তো ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। আর সেই মু'মিন ব্যক্তি বলল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব । হে আমার কওম ! এ পার্থিব জীবন তো অল্পদিনের উপভোগ মাত্র, আর আখেরাতই হচ্ছে অনন্তকাল অবস্হানের জায়গা । যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে সে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল পাবে । আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক, সে যদি মু'মিন হয় তবে এরূপ লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে, সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে বেহিসাব রিযিক । হে আমার কওম ! এ কেমন কথা যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির পথে আহবান করছি, আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ? তোমরা আমকে ডাকছ যেন আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং এমন বস্তুকে তাঁর শরীক করি, যার পক্ষে আমার কাছে কোন জ্ঞান নেই । আর আমি তোমাদেরকে ডাকছি প্রবল পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে । নিঃসন্দেহে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ, দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও সে দাওয়াতের যোগ্য নয় । নিশ্চয় আমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, আর সীমালংঘনকারীরা অবশ্যই দোযখবাসী হবে । অতএব আমি তোমাদেরকে যা বলছি, ভবিষ্যতে তোমরা তা স্মরণ করবে । আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি । নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে স্ববিশেষ দৃষ্টি রাখেন । (সূরা-আল-মুমিন - ৪০ ঃ ৩৬ - ৪৬) ।

ফেরাউন তার অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগল

ফেরাউন কওমের সর্দাররা বলল ঃ আপনি কি মূসা ও তার কওমকে এভাবেই ছেড়ে দেবেন যে, তারা রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আপনাকে ও আপনার দেব-দেবীকে বর্জন করবে ? সে বলল ঃ আমি তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং তাদের মেয়েদের জীবত রাখব । আর আমি তো তাদের উপর প্রবল । (সূরা-আল-আরাফ - ৭ঃ ১২৭) ।

নবী মূসা (আঃ) তার জাতির লোকদিগকে ধর্মের প্রতি দৃঢ় থাকতে বললেন

মূসা তার কওমকে বলল ঃ তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর ; এ জমিন তো আল্লাহর, তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন । আর শেষ সফলতা তো মোত্তাকীদের জন্য । তারা বলল ঃ আমরা নির্যাতিত হয়েছি আমাদের কাছে আপনার আসার আগেও এবং আপনার আসার পরেও। সে বলল ঃ অতি সত্বর তোমাদের রব তোমাদের শত্রু ধ্বংশ করবেন এবং তাদের স্হলে তোমাদের জমিনে অভিষিক্ত করবেন, তারপর দেখবেন তোমরা কেমন কাজ কর । (সূরা-আল-আরাফ - ৭ঃ ১২৮, ১২৯) ।

আল্লাহর শাস্তি ফেরাউন ও তার জনগণের উপর আপতিত হল

আমি তো পাকড়াও করেছিলাম ফেরাউনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে । আর যখন কোন কিছু শুভ তাদের কাছে এসে যেত তখন তারা বলত ঃ এটাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় ; আর যদি কোন কিছু অশুভ

তাদের উপর আপতিত হত, তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদের জন্য অলক্ষণে মনে করত । জেনে রেখ, তাদের অলক্ষুণের (মূল) কারণ আল্লাহর জানা আছে । কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না । তারা আরও বলল ঃ আমাদের যাদু করার জন্য তুমি যত নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিছুতেই তোমার উপর ঈমান আনব না । অতঃপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত এগুলো ছিল স্পষ্ট মু'জিযা । কিন্তু তারা অহংকারই করতে রইল, আর তারা ছিল অপরাধী কওম । আর যখন তাদের উপর কোন আযাব আপতিত হয় তখন তারা বলে ঃ হে মূসা ! তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সাথে তাঁর যে ওয়াদা রয়েছে সে অনুযায়ী ; যদি তুমি আমাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দাও, তবে অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকেও মুক্ত করে তোমার সাথে যেতে দেব । অতঃপর যখনই আমি তাদের উপর থেকে আযাব দূর করে দিতাম এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যা তাদের জন্য অনিবার্য ছিল, তখনই তারা তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করত । (সূরা-আল-আরাফ - ৭ঃ ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫) ।

ফেরাউন কর্তৃক তার জনগণকে ধোকা দেয়া বা বোকা বানানো

আর ফেরাউন তার কওমকে ডেকে বলল ঃ হে আমার কওম ! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয় ? আর এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? বরং আমি তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নিতান্ত তুচ্ছ এবং স্পষ্ট কথাও বলতে পারে না । তাকে স্বর্ণের বালা কেন দেয়া হল না, অথবা কেন ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে তার সাথে আসল না ? এভাবে সে তার কওমকে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল । অবশ্য তারা ছিল এক পাপাচারী কওম । (সূরা-আল-আহকাফ - ৪৩ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪) ।

মূসার প্রতি তার কওমের কতিপয় লোক ছাড়া কেউ ঈমান আনল না, এ আশংকায় যে, ফেরাউন ও তার সর্দাররা তাদের নির্যাতন করবে । আর ফেরাউন তো সে দেশের কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল এবং সে ছিল অন্যতম সীমালংঘনকারী (সূরা-ইউনুস - ১০ ঃ ৮৩) ।

নবী মূসা (আঃ) তার জাতির লোকদেরকে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখার জন্য উপদেশ দিল

মূসা বলল ঃ হে আমার কওম ! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক । তারপর তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম । হে আমাদের রব ! আমাদেরকে জালিম কওমের নির্যাতনের ক্ষেত্র কর না, আর আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে এ কাফের কওমের কবল থেকে রক্ষা কর । (সূরা-ইউনুস - ১০ ঃ ৮৪, ৮৫, ৮৬) ।

ফেরাউন এবং তার জাতিকে ধ্বংস করার জন্য নবী মূসা (আঃ) প্রার্থনা

মূসা বলল ঃ হে আমাদের রব ! তুমি তো ফেরাউনকে এবং তার প্রধানদেরকে পার্থিব জীবনে আড়ম্বরের সামগ্রী ও নানা প্রকার ধন-সম্পদ দান করেছ, হে আমাদের রব ! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাদের অন্তর কঠিন করে দাও, তারা তো ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে । আল্লাহ বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হল, অতএব তোমরা দৃঢ় থাক এবং কখনও অজ্ঞ লোকদের পথ অনুসরণ কর না । (সূরা-ইউনুস - ১০ ঃ ৮৮, ৮৯) ।

নবী মূসা (আঃ) কে দেশ ত্যাগের জন্য ওহী নাযিল

আমি তো মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুস্ক পথ করে দাও । পেছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশঙ্কা কর না এবং অন্য কোন ভয়ও কর না । (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ঃ ৭৭) ।

আর আমি মূসাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতারাতি বের হয়ে যাও ; নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদনুসরণ করা হবে । (সূরা-আশশোআরা - ২৬ঃ ৫২) ।

ফেরাউন কর্তৃক ইসরাঈল জাতির পশ্চাৎ অনুসরণ

অতঃপর ফেরাউন নগরে-শহরে লোক সংগ্রহকারীদের প্রেরণ করল, এই বলে যে, নিশ্চয় বনী ইসরাঈল তো একটি ক্ষুদ্র দল; আর তারা তো আমাদের উত্তেজিত করেছে ; এবং আমরা তো অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সদাসতর্ক একটি দল । অবশেষে আমি ফেরাউনের দলকে বের করলাম তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝরনাসমূহ থেকে ; এবং ধন-ভান্ডারসমূহ ও উত্তম প্রাসাদসমূহ থেকে । এরূপই করেছিলাম । আর সে সবের অধিকারী করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে । ফেরাউনের লোকেরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে উপস্হিত হল । (সূরা-আশশোআরা - ২৬ঃ ৫৩ - ৬০) ।

ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনী ধ্বংস

অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম । মূসা বললেন ঃ কখনও নয় ; আমার রব তো আমার সাথে আছেন, তিনিই আমাকে এখনই পথ দেখাবেন । অতঃপর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর । ফলে তৎক্ষনাত সাগর বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগই বিরাটকায় পর্বতের মত ছিল ; আর সেখানে আমি পৌঁছিয়ে দিলাম অপর দলটিকে । (সূরা-আশশোআরা - ২৬ ঃ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪) ।

আর আমি বনী ইসরাঈলকে নদী পার করিয়ে দিলাম । তারপর তাদের পশ্চাদনুসরণ করল ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী নিপীড়ন ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে । এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলল ঃ “আমি ঈমান আনলাম যে, কোন মা’বুদ নেই তিনি ছাড়া যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল এবং আমি একজন মুসলিম” । এখন ঈমান এনেছ ? অথচ এর পূর্ব মুহূর্তেও তুমি নাফরমানি করছিলে এবং তুমি ছিলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত । আজ আমি তোমার লাশকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তু হয়ে থাক । আর বাস্তবিকপক্ষে অনেক লোক আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফেল রয়েছে । (সূরা-ইউনুস - ১০ ঃ ৯০, ৯১, ৯২) ।

এবং আমি মূসাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে উদ্ধার করলাম । অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম । (সূরা-আশশোআরা - ২৬ ঃ ৬৫, ৬৬) ।

তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝরনা, এবং কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য বাসস্হান, এবং কত আরাম-আয়েশের সামগ্রী, যাতে তারা সানন্দে বসবাস করত । এরূপই হয়েছিল । আর আমি এসবের মালিক করেছিলাম অন্য এক কওমকে । (সূরা-আদ-দোখান - ৪৪ঃ ২৫, ২৬, ২৭, ২৮) ।

আর আমি উত্তরাধিকারী করে দিলাম সে কওমকে যাদের দুর্বল গণ্য করা হত সে জমিনের পূর্ব ও পশ্চিমের যাতে আমি বরকত স্হাপন করেছিলাম ; আর বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে আপনার রবের শুভ বাণী পূর্ণ হল, তাদের ধৈর্যধারণের কারণে । আর আমি ধ্বংশ করে দিয়েছি যা কিছু শিল্প-কারখানা নির্মাণ করেছিল ফেরাউন ও তার কওম এবং যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তাও । (সূরা-আল-আরাফ - ৭ ঃ ১৩৭) ।

তাদেরকে সকালে ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফেরাউনের লোকদেরকে কঠিন আযাবে দাখিল কর । (সূরা-আল-মুমিন - ৪০ ঃ ৪৬) ।

সে কেয়ামতের দিন নিজ কওমের আগে আগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে দোযখে উপস্হিত করে দেবে । যেখানে তাদের উপনীত করা হবে তা কত নিকৃষ্ট স্হান । এ দুনিয়াতেও তাদের সাথে লানত ছিল এবং কেয়ামতের দিনেও থাকবে । কত নিকৃষ্ট প্রতিফল যা তাদেরকে দেয়া হবে ! (সূরা- হুদ - ১১ ঃ ৯৮, ৯৯) ।

তাদের জন্য কাঁদেনি আসমান ও জমিন এবং তাদেরকে অবশাকও দেয়া হয়নি । আর আমি তো মুক্তি দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক আযাব থেকে ফেরাউনের; নিশ্চয় সে ছিল শীর্ষস্থানীয় সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত । (সূরা-আদ-দোখান - ৪৪ ঃ ২৯, ৩০, ৩১) ।

ইসরাঈল জাতির মূর্তি পূজা

আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম । তখন তারা এমন এক জাতির কাছে গিয়ে উপস্হিত হল, যারা নিজেদের নির্মিত মূর্তি পূজা করত । তারা বলল ঃ হে মূসা ! আমাদের জন্যও নির্মাণ করে দিন এক দেবতা যেমন তাদের রয়েছে দেবতা । মূসা বলল, তোমরা তো এক মূর্খ কওম । নিশ্চয় এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা তো ধ্বংশ হবে এবং তারা যা কিছু করছে তা

ভিত্তিহীন । সে বলল ঃ তবে কি আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য মা'বুদ খুঁজব ? অথচ তিনিই তোমাদের সারাজাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন । আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলাম । তারা তোমাদের কঠোর নির্যাতন করত, তোমাদের পুত্র-সন্তানকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদের জীবত রাখত । আর এতে ছিল মহাপরীক্ষা তোমাদের রবের তরফ থেকে । (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১) ।

আল্লাহ্‌র সঙ্গে নবী মূসা (আঃ) এর কথোপকথন

স্মরণ কর, আমি মূসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম এবং আরও দশ দিয়ে তা পূর্ণ করেছিলাম । এভাবে তার রবের চল্লিশ রাতের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হয় । মূসা তার ভাই হারুনকে বলেছিল, তুমি আমার কওমের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সংশোধন করবে আর বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পথে চলবে না । তারপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এসে হাজির হল এবং তার সাথে তার রব কথা বললেন, তখন সে বলল ঃ হে আমার রব ! আমাকে আপনার দর্শন দিন, যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই । তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না । তবে তুমি এ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যদি তা স্বস্হানে স্হির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে । তারপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর জ্যোতির বিকাশ ঘটালেন তখন তা পাহাড়টিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল । যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল ঃ আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম । তিনি বললেন ঃ হে মূসা ! আমি তোমাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছি মানুষের উপর আমার রিসালাত ও আমার বাক্যালাপের মাধ্যমে, সুতরাং আমি যা তোমাকে দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের শামিল হও । (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৪২, ১৪৩, ১৪৪) ।

হে মূসা ! কিসে তোমাকে বাধ্য করল তোমার কওমকে পেছনে ফেলে তাড়াতাড়ি চলে আসতে ? মূসা বললেন ঃ তারা এই তো আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার বর ! আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি এলাম, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন । (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ৮৩, ৮৪) ।

নবী মূসা (আঃ) উপর তাওরাত কেতাব নাযিল

আর আমি তার জন্য কয়েকটি ফলকে লিখে দিয়েছিলাম সর্বপ্রকার উপদেশ ও সর্ববিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ । সুতরাং এগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বীয় কওমকে আদেশ কর সেগুলোর যা উত্তম তা দৃঢ়ভাবে পালন করতে । শ্রীঘ্রই আমি তোমাদেরকে নাফরমানদের বাসস্হান দেখাব । (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৪৫) ।

স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছে থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাত-পিতা, আত্নীয়-স্বজন, এতিম ও দরিদ্রদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে, তখন অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে । আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং তোমাদের আপনজনদের দেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং এ বিষয়ে তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছিলে । (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ ঃ ৮৩, ৮৪) ।

হে বনী ইসরাঈল ! আমি তো তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রুর কবল থেকে এবং আমি তোমাদেরকে তূর পাহাড়ের ডান পার্শ্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম ; (বলেছিলাম ঃ) আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ খাও, কিন্তু এতে সীমালংঘন কর না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে, আর যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায় । আর আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, যে তওবা করে, ঈমান আনে, নেক কাজ করে ও সৎপথে অটল থাকে । (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ৮০, ৮১, ৮২) ।

নবী মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তূর পাহাড়ে গমনকালে ইসরাঈলী জাতি কর্তৃক বাছুর পুজার অবতারণা

আর যখন আমি মূসার সাথে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম, তারপর তোমরা তার অনুপস্হিতিতে বাছুর বানিয়ে নিয়েছিলে ; তোমরা ছিলে জালিম । এরপরও আমি তোমাদের ক্ষমাকরেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর । আর স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও । আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা বাছুর বানিয়ে নিজেদের উপর ঘোর অত্যাচার করেছ । সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও এবং নিজেদের হত্যা কর । এটাই কল্যাণকর তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার কাছে । তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন । তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ ঃ ৫১, ৫২, ৫৩) ।

আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি চলে আসার পর আমি তোমার কওম কে এক পরীক্ষায় ফেলেছি, সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে । (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ৮৫) ।

আর মূসার কওম তার অনুপস্হিতির সময় নিজেদের অলংকার দিয়ে বানিয়ে নিল একটি বাছুর, যার একটি দেহ ছিল, যা হাম্বা রব করত । তারা কি লক্ষ্য করল না যে, সে বাছুর না তাদের সাথে কথা বলে, আর না তাদের পথ দেখায় ? তারা সেটিকে উপাস্যরূপে গ্রহন করল । তারা ছিল সীমালংঘনকারী । (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৪৮) ।

নবী মূসা (আঃ) তার জাতির কাছে প্রত্যাবর্তন

তারপর যখন মূসা ফিরে এল নিজ কওমরে কাছে ভীষণ ক্রোধান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্হায় তখন বলল ঃ তোমরা আমার অনুপস্হিতিতে আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ ! তোমরা তোমাদের রবের আদেশের পূর্বে তাড়াহুড়া করলে ? সে তখন ফলক গুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনল । তার ভাই বলল ঃ হে আমার সহোদর ! লোকেরা আমাকে দুর্বল ভেবেছিল এবং আমাকে হত্যা করতেই উদ্যত হয়েছিল ; সুতরাং তুমি আমার সাথে এমন আচরণ কর না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে সীমালংঘনকারীদের দলে গণ্য কর না । (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৫০) ।

অতঃপর মূসা তার কওমের কাছে ফিরে গেলেন ক্রোধান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্হায় । তিনি বললেন ঃ হে আমার কওম ! তোমাদের রব কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নি ? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের তরফ থেকে গজব আপতিত হোক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে ? তারা বললঃ আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, বরং আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকদের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা (আগুনে) নিক্ষেপ করেছি, তারপর সামেরীও অনুরূপভাবে নিক্ষেপ করেছে । অতঃপর সামেরী তাদের জন্য একটি গো-শাবক বানিয়ে বের করল, যা শব্দকারী একটি আকৃতি ছিল । কওমের লোকেরা বলল ঃ এটাই তোমাদের মা'বুদ এবং মূসার মা'বুদ, কিন্তু মূসা তা ভুলে গেছে । তবে কি তারা এতটুকুও দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতা রাখে না ? আর হারুন তো পূর্বেহ তাদেরকে বলেছিলেন ঃ হে আমার কওম ! তোমরা তো এ বাছুরের কারণে পরীক্ষায় পড়েছ । নিশ্চয় তোমাদের রব করুনাময় । সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল । তারা বলল ঃ আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই উপাসনায় লেগে থাকব । মূসা বললেন ঃ হে হারুন ! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল । আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে ? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে ? হারুন বললেন ঃ হে আমার সহোদর ! তুমি আমার দাড়ি ও আমার চুল ধরে টেনো না । আমি তো আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা রক্ষা করনি । মূসা বললেন ঃ হে সামেরী ! তোমার বক্তব্য কি ? সে বলল ঃ আমি দেখেছিলাম এমন কিছু যা অন্যেরা দেখেনি । তারপর আমি নিয়েছিলাম প্রেরিত দূতের পদচিহ্নের থেকে এক মুষ্টি মাটি এবং তা আমি নিক্ষেপ করেছিলাম । আমার মন আমাকে এরূপ করতে প্ররোচিত করেছিল । মূসা বললেন ঃ দূর হয়ে যা, তোর জন্য সারাজীবনে এ শাস্তিই রইল যে, তুই কেবল বলে বেড়াবি, “আমাকে কেউ স্পর্শ কর না”, এবং তোর জন্য আরও একটি ওয়াদা আছে যা তোর বেলায় টলবার নয় । আর তুই তোর ঐ মা'বুদের

প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুই লেগেছিলি ; আমরা তা এখনই জ্বালিয়ে দিচ্ছি, তারপর তা বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করব । তোমাদের মা'বুদ হলেন একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই ; তিনি জ্ঞানে সর্ববিষয় পরিবেষ্টন করে রয়েছেন । (সূরা-ত্বোয়া-হা - ২০ ঃ ৮৬ - ৯৮) ।

মূসা বলল ঃ হে আমার রব ! ক্ষমা কর আমাকে ও আমার ভাইকে এবং দাখিল কর আমাদের তোমার রহমতের মধ্যে, তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু । অবশ্য যারা বাছুরকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর এ পার্থিব জীবনেই তাদের রবের তরফ থেকে গজব ও অবমাননা আপতিত হবে । আর আমি এরূপই শাস্তি দিয়ে থাকি মিথ্যা রচনাকারীদের । (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৫১, ১৫২) ।

তারপর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হল তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল । যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য সে ফলকের খন্ডে লিখিত ছিল হেদায়াত ও রহমত । (সূরা-আল-আরাফ- ৭ঃ ১৫৪) ।

নবী মূসা (আঃ) এর ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা

আর মূসা নির্বাচিত করল স্বীয় কওম থেকে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্হানে সমবেত হওয়ার জন্য । তারপর যখন ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল তখন মূসা বলল ঃ হে আমার রব! তুমি যদি ইচ্ছে করতে তবে তো পূর্বেই তাদের ধ্বংশ করে দিতে পারতে এবং আমাকেও । তুমি কি আমাদের সেজন্য ধ্বংশ করবে, যা আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা করেছে ? এসবই তোমার পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়; তুমি যাকে ইচ্ছে এ দ্বারা বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত কর । তুমিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল । আর লিখে দাও আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ, আমরা তো তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি" । আল্লাহ বললেন ঃ আমার আযাব আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি, আর আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে । সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে । (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৫৫, ১৫৬) ।

ইসরাঈল জাতি কর্তৃক পূণরায় জুলুমের অবতারনা

আর আমি তাদের বারটি গোত্রে বিভক্ত করে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দল নির্ধারিত করে দিলাম । যখন মূসার কাছে তার কওম পানি চাইল তখন আমি তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, "তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর ।" ফলে তা থেকে ফুটে বেরিয়ে এল বারটি প্রস্রবণ । প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ পানস্হান । আর আমি মেঘ দিয়ে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম এবং তাদের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম (এবং বলেছিলাম)- তোমরা আহার কর তোমাদের যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে । তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করছিল (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৬০) ।

আর আমি মেঘমালা দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি মান্না ও সালওয়া । "তোমরা খাও সেসব পবিত্র বস্তু যা আমি তোমাদের দান করেছি ।" তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল । (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ ঃ ৫৭) ।

নবী মূসা (আঃ) কে তার জাতির লোকজন কর্তৃক অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি

স্মরণ কর, তাদের বলা হয়েছিল ঃ তোমরা এ জনপদে বাস কর এবং খাও সেখানের খাদ্যদ্রব্য থেকে যেখানে তোমরা ইচ্ছে কর এবং বলঃ "ক্ষমা করুন" । আর প্রবেশ কর দরজা দিয়ে নতশিরে । আমি ক্ষমা করব তোমাদের পাপ । আর নেককারদের আমি আরও অধিক দেব । কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালিম ছিল, তাদের যা বলতে বলা হয়েছিল, তারা তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল । সুতরাং আমি আসমান থেকে তাদের উপর আযাব প্রেরণ করলাম, তারা যে সীমালংঘন করত সে কারণে । (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৬১, ১৬২) ।

স্মরণ কর, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক নবী সৃষ্টি করেছিলেন এবং তোমাদের করেছিলেন রাজ্যাধিপতি, আর তোমাদের দিয়েছিলেন এমন জিনিস যা বিশ্বজগতে অন্য কাউকে দেননি । হে আমার কওম ! তোমরা প্রবেশ কর পবিত্র ভূমিতে যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছনে ফিরে যেও না, গেলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে । তারা বলল ঃ হে মূসা ! সেখানে রয়েছে এক দুর্দান্ত জাতি । আমরা কখনও সেখানে প্রবেশ করব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় । যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে অবশ্যই আমরা প্রবেশ করব । যারা ভয় করত, তাদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, বলল ঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর । আর যখন তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে তখনই তোমরা জয়ী হবে । আর আল্লাহরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হও । তারা বলল ঃ হে মূসা ! আমরা কখনও সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে । অতএব আপনি ও আপনার রব যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসলাম । (সূরা-আল-মায়েদা - ৫ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪) ।

ইসরাঈল জাতির প্রতি আল্লাহর রহমত এবং তাদের অকৃজ্ঞতা এবং তাওরাতের আদেশ তাদের নিজেদের মনগড়া কথা দিয়ে পরিবর্তন

আর আমি তাদের দুনিয়ায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি ; তাদের মধ্যে কতক নেককার এবং কতক অন্য রকম । আর আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দ দ্বারা যাতে তারা ফিরে আসে । অতঃপর তাদের পরে এমন অযোগ্য লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা উত্তরাধিকারী হল কিতাবের । তারা এ দুনিয়ার নগণ্য ধন-সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে ঃ আমাদের ক্ষমা করা হবে । আর যদি তাদের কাছে সে রকম সম্পদ আবারো আসে তবে তাও তারা গ্রহণ করে । তাদের কাছ থেকে কিতাবের এ অঙ্গীকার কি নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না ? আর তারা তো তাতে যা আছে তা পাঠ করেছে । যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতে বাসস্থান উত্তম । তবে কি তোমরা বুঝ না ? (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৬৮, ১৬৯) ।

সুতরাং আফসোস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে ঃ এটা আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ, - যাতে এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য পেতে পারে । কাজেই তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যও আক্ষেপ তাদের প্রতি । (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ ঃ ৭৯) ।

স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম, বলেছিলাম ঃ দৃঢ়ভাবে ধর যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং শোন । তারা বলেছিল ঃ আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম । কুফরের কারণে তাদের হৃদয়ে বাছুর-প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল । আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস যার আদেশ দেয় তা কতই না মন্দ । (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ ঃ ৯৩) ।

আর তারা আল্লাহর মর্যাদা সেরূপে উপলব্ধি করেনি যেরূপে উপলব্ধি করা উচিত ছিল, যখন তারা বলল ঃ "আল্লাহ কোন মানুষের উপর কোন কিছুই নাযিল করেননি ।" বলুনঃ "কে নাযিল করেছিল সেই কিতাবটি যা নিয়ে এসেছিলেন মূসা ? যা ছিল মানুষের জন্য আলো ও হেদায়াত স্বরূপ, যা তোমরা বিভিন্ন পাতায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর এবং অনেক বিষয় গোপন কর । "আর তোমাদের এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যা তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও জানত না । আপনি বলে দিন ঃ "আল্লাহই নাযিল করেছেন ।" তারপর ছেড়ে দিন তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকতে । (সূরা-আল-আনাম - ৬ ঃ ৯১) ।

আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করতাম এবং শান্তিদায়ক জান্নাতে তাদের দাখিল করতাম । আর তারা যদি পুরোপুরি পালন করত তাওরাত, ইনজিল ও তাদের রবের তরফ থেকে তাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা, তাহলে তারা তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে আহার্য লাভ করত । তাদের মধ্যের একদল সরল পথের পথিক, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নিকৃষ্ট কাজ করে যাচ্ছে । (সূরা-আল- আনাম - ৬ ঃ ৬৫, ৬৬) ।

আর আমি তো দান করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত, তাদেরকে দিয়েছিলাম উত্তম বস্তু থেকে জীবনোপকরণ এবং তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম বিশ্ববাসীর উপর । তাদেরকে আরও দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বীন সম্পর্কে । অতঃপর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পারস্পারিক বিদ্বেষের কারণে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল । নিশ্চয় আপনার রব, কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ের ফরসালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত । (সূরা-আল- জাসিয়া - ৪৫ ঃ ১৬, ১৭) ।

যাদেরকে তাওরাত অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তদনুযায়ী আমল করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে । কত নিকৃষ্ট তাদের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে ! আর আল্লাহ জালিম কওমকে সৎপথে পরিচালিত করেন না । (সূরা-আল-জুম্মা - ৬২ঃ ৫) ।

নবী মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধাচারণ

আমি তো অঙ্গীকার নিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের কাছে থেকে এবং তাদের কাছে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে আসত যা তাদের মনঃপূত নয় তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলত এবং কতককে হত্যা করত । (সূরা-আল- মায়েদা - ৫ ঃ ৭০) ।

আর আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের পাঠিয়েছি ; মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আমি স্পষ্ট মু'জিযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করেছি । তারপর যখনই কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর তাদের কতককে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং কতককে হত্যা করেছ । (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ঃ ৮৭) ।

আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের কোন অনিষ্ট হবে না । ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন । এরপরও তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল । তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা । (সূরা-আল- মায়েদা - ৫ ঃ ৭১) ।

আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করার শর্ত হিসাবে আল্লাহ্‌কে দেখার জন্য নবী মূসা (আঃ) এর জাতির জনগণের ধৃষ্টাতা

আর যখন তোমরা বললে ঃ হে মূসা ! আমরা কখনও তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাব। তখন তোমাদের পাকড়াও করল বজ্র আর তা তোমরা প্রত্যক্ষ করছিলে । তারপর আমি তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করলাম তোমাদের মৃত্যুর পর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর । (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ঃ ৫৫, ৫৬) ।

ইসরাঈল জাতির প্রতি আল্লাহর দয়া

আর আমি মেঘমালা দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি মান্না ও সালওয়া । "তোমরা খাও সেসব পবিত্র বস্তু যা আমি তোমাদের দান করেছি।" তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল । স্মরণ কর, যখন আমি বললাম ঃ তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এখানে যা, যেভাবে খুশী আহার করে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর এবং দরজার ভিতর দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল ঃ আমাদের ক্ষমা করে দাও - তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেব আর সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অতিরিক্ত দান করব। কিন্তু যারা জুলুম করেছিল তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তার স্হলে অন্য কথা বলল । সুতরাং আমি আসমান থেকে জালিমদের উপর আযাব অবতীর্ণ করলাম, কারণ তারা নির্দেশ অমান্য করেছিল। স্মরণ কর, যখন মূসা তার জাতির জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল তখন আমি বললাম ঃ তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর। ফলে তা থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ ঘাট চিনে নিল । বললাম ঃ তোমরা আল্লাহর দেয়া জীবিকা থেকে পানাহার কর আর পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা কর না । (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ঃ ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০)।

আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি ইসরাঈল জাতির অকৃতজ্ঞতা

আর তোমরা যখন বললে ঃ হে মূসা, আমরা কখনও একই রকম খাদ্যে ধৈর্যধারণ করব না । সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন , তিনি যেন আমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করেন তরকারি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ । মূসা বলল ঃ তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও ? তাহলে কোন নগরীতে তোমরা অবতরণ কর, সেখানে তোমরা যা চাও তা পাবে । তাদের উপর অরোপিত হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য । আর তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে ঘুরতে রইল । এরূপ হল এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত । তারা নাফরমানি ও সীমালংঘন করেছিল বলেই এমন পরিণতি হয়েছিল। (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ ঃ ৬১) ।
তারপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমকালীন ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মোত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ করে দিয়েছি । (সূরা-আল- বাক্বারা - ২ ঃ ৬৬) ।

আর তাদের জিজ্ঞেস কর সে জনপদ সম্পর্কে যা অবস্হিত ছিল সাগরের উপকূলে, যখন সে জনপদবাসীরা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করত, যখন তাদের শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে ভেসে তাদের কাছে আসত, কিন্তু যেদিন শনিবার উদযাপন করত না সেদিন মাছ তাদের কাছে আসত না । এভাবে আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম এজন্য যে, তারা আদেশ অমান্য করত । স্মরণ কর, তাদের মধ্য থেকে একদল বলেছিল ঃ কেন তোমরা সে কওমকে সদুপদেশ দাও, যাদের আল্লাহ ধ্বংশ করে দেবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন ? তারা বলল ঃ তোমাদের রবের কাছে ওযর পেশ করার জন্য এবং যাতে তারা সতর্ক হয় সেজন্য । তারপর যখন তারা ভুলে গেল সেসব উপদেশ যা তাদের দেয়া হয়েছিল, তখন আমি রক্ষা করলাম তাদের যারা মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করত এবং পাকড়াও করলাম তাদের যারা সীমালংঘন করত কঠোর আযাবের মাধ্যমে, কেননা তারা নাফরমানি করত । অতঃপর যখন তারা সীমালংঘন করে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল তা করতে লাগল, তখন আমি তাদের বললাম ঃ “হয়ে যাও ঘৃণিত বানর” । স্মরণ কর, তোমার রব ঘোষণা করেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদের পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদের কঠোর আযাব দ্বারা যাতনা দিতে থাকবে । নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদাতা । আর তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু (সূরা-আল-আরাফ- ৭ ঃ ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭) ।

তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল, তোমরা তাদের ভালরূপে জানতে । আমি তাদের বলেছিলাম ঃতোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও (সূরা-আল- বাক্বারা- ২ ঃ ৬৫) ।

ইসরাঈল জাতিকে গরু জবাই করার জন্য আল্লাহর আদেশ

স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে আদেশ দিয়েছেন। তখন তারা বলেছিল ঃ তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? মূসা বলল ঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে। তারা বলল ঃ তুমি প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার কাছে, তিনি যেন সেটি কী তা আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। মূসা বলল ঃ আল্লাহ বলেছেন, সেটা হবে এমন গাভী যা বৃদ্ধও নয় অল্পবয়স্কও নয়, এ দুয়ের মধ্যবয়সী । সুতরাং যা আদিষ্ট হয়েছে তা কর । তারা বলল ঃ তুমি প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার কাছে, তিনি যেন আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন সেটির রং কিরূপ হবে ? মূসা বলল ঃ আল্লাহর বলেছেন, সেটি হবে হলুদ বর্ণের গাভী, যা দর্শকদের আনন্দ দেবে। তারা বলল ঃ তুমি প্রার্থনা কর আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার কাছে তিনি যেন আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন সেটি কী ? কেননা গরুটি আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয় । আর আল্লাহ চাইলে নিশ্চয়ই আমরা পথপ্রাপ্ত হব । মূসা বলল ঃ তিনি বলেন, এটি এমন গাভী যা জমি চাষে এবং ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, এটি সুস্হ, নিখুঁত । তারা বলল ঃ এবার তুমি সঠিক তথ্য এনেছ । তারপর তারা সেটা জবাই করল, যদিও তারা জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না । স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং পরে সে ব্যাপারে একে অপরকে দোষারোপ করছিলে, যা তোমরা গোপন করছিলে তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর ইচ্ছা । তারপর আমি বললাম ঃ মৃতকে আঘাত কর গরুর একটি খন্ড দিয়ে। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার । (সূরা-আল- বাক্বারা- ২ ঃ ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩) ।

নবী মূসা (আঃ) এর ইতিহাস এবং একজন যাঁকে বিশেষ জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল

তারপর যখন তারা চলতে চলতে দুই সাগরের সঙ্গমস্হলে পৌঁছলেন, তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেলেন । আর মাছটি সুড়ঙ্গের মত পথ করে সাগরের মধ্যে চলে গেল । অতঃপর যখন তারা উভয়ে সে স্হানটি অতিক্রম করে সামনে গেলেন, তখন মূসা তার সঙ্গীকে বললেন ঃ আমাদের নাশতা আন, এ সফরে আমরা অবশ্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । সঙ্গী বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখন্ডের কাছে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম । শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল । আর মাছটি সাগরের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ ধরে চলে গেল। মূসা বললেন ঃ এ স্হানটিই তো আমরা খুঁজেছিলাম। তারপর তারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে পেছনের দিকে ফিরে চললেন ; তারপর তারা (সেথায় পৌঁছে) আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার তরফ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জ্ঞান । মূসা তাকে বললেন ঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকেও শেখাবেন ? তিনি বললেন ঃ আপনি কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না । আর কেমন করেই বা আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্যধারণ করবেন যা আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় ? মূসা বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না । তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই ইচ্ছে করেন, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত আমি সে বিষয়ে আপনাক কিছু না বলি। অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন, অবশেষে তারা যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেন ঃ আপনি কি নৌকাটিকে এ উদ্দেশ্যে ছিদ্র করলেন যে, এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেবেন? নিঃসন্দেহে আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করে ফেলেছেন । তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুইতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ

করে থাকতে পারবেন না ? মূসা বললেন ঃ আমি ভুলে যা করে ফেলেছি সেজন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার এ ব্যাপারে আমার প্রতি অধিক কঠোরতা আরোপ করবেন না । তারপর তারা উভয় চলতে লাগলেন, এমনকি যখন তারা একটি বালককে দেখলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন । মূসা বললেন ঃ আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিনেল কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই ? নিঃসন্দেহে আপনি তো এক মারাত্নক অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন । তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা বললেন ঃ এরপরও যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না । নিশ্চয় আপনি আমার পক্ষ থেকে ওযরের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন । অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন ; অবশেষে যখন তারা কোন এক গ্রমবাসীর কাছে এলেন, তখন তারা তাদের কাছে কিছু খাদ্য চাইলেন - কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল । ইতিমধ্যে তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং তিনি তা ঠিক করে দিলেন । মূসা বললেন ঃ আপনি ইচ্ছে করলে এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক অবশ্যই গ্রহণ করতে পারতেন । তিনি বললেন ঃ এখানেই সম্পর্কচ্ছেদ হল আমার ও আপনার মধ্যে । তবে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, আমি তার প্রকৃত তত্ত্বকথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি ঃ নৌকাটির ব্যাপার-তা ছিল কতিপয় দরিদ্র লোকের । তারা সাগরে জীবিকা অন্বেষণ করত । আমি নৌকাটিকে খুঁত বিশিষ্ট করতে ইচ্ছে করলাম, কেননা তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপূর্বক সব নিখুঁত নৌকা ছিনিয়ে নিত । আর বালকটির ব্যাপার-তার মাতাপিতা ছিল মু’মিন । আমি আশঙ্কা করলাম যে, পাছে সে অবাধ্যতা ও কুফরীর দরুন তাদেরকে বিব্রত করে ? অতএব আমি চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে এর বদলে এমন এক সন্তান দান করেন, যে তার চাইতে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর হবে । আর প্রাচীরের ব্যাপার-তা ছিল নগরের দু’টি এতিম বালকের এবং এর নিচে ছিল তাদের জন্য প্রোথিত কিছু ধন; আর তাদের পিতা ছিলেন একজন নেককার লোক । আপনার রব দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছে করলেন যে, তারা যেন যৌবনে উপনীত হয় এবং নিজেদের ধনভান্ডার বের করে নেয় । আর আমি এসেবের কিছুই নিজ থেকে করিনি । আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, এ হল তার প্রকৃত তত্ত্বকথা । (সূরা-কাহফ - ১৮ ঃ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২) ।

নবী দাউদ (আঃ) এর ইতিহাস

আপানার রব ভালভাবে জানেন তাদেরকে যারা আছে আসমান এবং জমিনে । আর আমি তো কতক নবীকে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে দান করেছি যাবূর । (সূরা- বনী-ইসরাইল- ১৭ ঃ ৫৫) ।

তালূতের ইতিহাস

তুমি কি মূসার পরে বনী ইসরাঈলের নেতাদের দেখনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিলঃ আমাদের জন্য একজন শাসক নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে পারি; তখন নবী বললেনঃ এমনতো হবে না যে, যদি তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হয় তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বললঃ আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি আমাদের আবাসভূমি ও সন্তান এবং সন্ততি থেকে? তারপর যখন তাদের যুদ্ধের বিধান দেয়া হল তখন অল্প সংখ্যক ছাড়া তাদের সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল । আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর তাদের নবী তাদের বলেছিলঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য শাসক করে দিয়েছেন । তারা বলেছিলঃ তা কেমন করে হয় যে, তার কর্তৃত্ব চলবে আমাদের উপর? অথচ তার চেয়ে আমরা কর্তৃত্বের অধিক হকদার এবং সম্পদের দিক দিয়েও সে ততটা সচ্ছল নয় । নবী বললঃ আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞানে ও দেহে প্রাচুর্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন স্বীয় কর্তৃত্ব প্রদান করেন । আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। আর তাদের নবী তাদের আরো বলল, তালূতের কর্তৃত্বের আলামত হলঃ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির জন্য, তাতে থাকবে মূসা ও হারুনের বংশধরদের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী, যা ফেরেশতারা বয়ে আনবে । অবশ্যই এতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও। (সূরা-আল- বাক্কারা- ২ ঃ ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮)।

তালূত এবং জালূত এর ইতিহাস

তারপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল তখন সে বললঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নদী দিয়ে । যে কেউ সে নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়, আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহন করবে না সে অবশ্যই আমার । কিন্তু কেউ তার হাতের আঁজলা ভরে সামান্য পান করলে তার তেমন কোন দোষ হবে না । অতঃপর অল্প সংখ্যক ছাড়া তাদের সবাই সে পানি পান করল। পরে যখন তালূত ও তার সঙ্গী ঈমানদাররা তা অতিক্রম করল, তখন তারা বললঃ আজ আমাদের জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি নেই। কিন্তু যারা দৃঢ়ভাবে ধারনা রাখত যে, আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবেই তারা বললঃ আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল বিজয়ী হয়েছে কত বৃহৎ দলের মোকাবেলায়। আর আল্লাহ্ তো রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। তালূত তার সেনাবাহিনী যখন জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রভু! ধৈর্য দাও আমাদের মনে, দৃঢ়পদ রাখ আমাদের, আর সাহায্য কর আমাদের কাফের জাতির বিরুদ্ধে । তারপর তারা আল্লাহ্র হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে রাজ্য ও হেকমত দান করলেন এবং তাকে শিখালেন যা তিনি চাইলেন। মানব জাতির কতককে যদি কতকের দ্বারা আল্লাহ্ প্রতিহত না করতেন তাহলে গোটা পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্বাসীর প্রতি আল্লাহ্ হলেন পরম করুণাময়। (সূরা-আল- বাক্কারা- ২ ঃ ২৪৯, ২৫০, ২৫১)।

দাউদ (আঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণী

আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব। প্রত্যেককেই আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এর পূর্বে আমি নূহ্কেও হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও। এভাবেই আমি নেককারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা-আল- আনাম- ৬ ঃ ৮৪) ।

নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সেরূপ ওহী প্রেরণ করেছি যেরূপ নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি এবং দাউদকে দিয়ে ছিলাম যাবূর; (সূরা-আন্-নিসা - ৪ ঃ ১৬৩) ।

আপনার রব ভালভাবেই জানেন তাদেরকে যারা আছেন আসমান এবং জমিনে । আর আমি তো কতক নবীকে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে দান করেছি যাবূর । (সূরা- বনী-ইসরাইল- ১৭ ঃ ৫৫)।

নবী দাউদ (আঃ) এর বৈশিষ্ট্য

তারপর তারা আল্লাহ্র হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে রাজ্য ও হেকমত দান করলেন এবং তাকে শিখালেন যা তিনি চাইলেন। মানব জাতির কতককে যদি কতকের দ্বারা আল্লাহ্ প্রতিহত না করতেন তাহলে গোটা পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্বাসীর প্রতি আল্লাহ্ হলেন পরম করুণাময়। (সূরা- আল- বাক্কারা- ২ ঃ ২৫১)।

দাউদ (আঃ) এর পাহাড় এবং পাখীদের উপর নিয়ন্ত্রণ

আর আমি দাউদকে তো দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে প্রাচুর্য, (যেমন বলেছিলাম) হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে পুনঃ পুনঃ আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পক্ষীকুলকেও এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলাম। আর তার জন্য আমি লৌহকে নরম করেছিলাম, (সূরা- সাবা- ৩৪ ঃ ১০)।

আমি পর্বতমালাকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, তার সাথে তারা সকাল-সন্ধ্যায় আমার তাস্‌বীহ পাঠ করত, এবং পক্ষীকুলকেও যারা, তার কাছে সমবেত হত ।সকলেই ছিল তাঁর অভিমুখী। (সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ১৮, ১৯)।

দাউদ (আঃ) এর রাজত্ব, হেক্‌মতের জ্ঞান এবং বিচারকার্য

আর আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম হেকমত ও ফয়সালাকারী বর্ণনা শক্তি। (সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ২০) ।

দাউদ (আঃ) এর শীল্পবোধ জ্ঞান

আর আমি তাকে লৌহ বর্ম নির্মাণের কৌশল শিখিয়েছিলাম তোমাদের হিতের জন্য, যেন তা তোমাদেরকে যুদ্ধকালে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? (সূরা-আম্বিয়া- ২১ ঃ ৮০)।

আর আমি দাউদকে তো দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে প্রাচুর্য, (যেমন বলেছিলাম) হে পবর্তমালা ! তোমরা দাউদের সাথে পুনঃ পুনঃ আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পক্ষীকুলকেও এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলাম ।আর তার জন্য আমি লৌহকে নরম করেছিলাম, বলেছিলাম, পূর্ণ মাপের বর্ম নির্মাণ কর এবং সংযোজনকালে পরিমাণ ঠিক রেখ, আর তোমরা সবাই নেক কাজ কর ।তোমরা যা কিছু কর আমি তা দেখি। (সূরা-সাবা- ৩৪ঃ ১০, ১১) ।

বিবাদকারী যারা নবী (আঃ) এর কাছে গিয়েছিল

আপনার কাছে বিবদমান লোকদের সংবাদ পৌঁছেছে কি ? যখন তারা ইবাদত খানার দেয়াল টপকাল, এবং দাউদের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাদেরকে দেখে ভীত হয়ে পড়লেন ।তারা বলল ঃ আপনি ভয় পাবেন না ।আমরা বিবদমান দু’টি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি ।অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিচার করে দিন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন ।এ লোকটি আমার ভাই ; এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা আর আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা ।এরপরও সে বলল ঃ ঐটিও আমার জিম্মায় দিয়ে দাও এবং কথার জোরে সে আমাকে পরাস্ত করে। দাউদ বললেন ঃ এ ব্যক্তি তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবশ্যই জুলুম করেছে ।আর অধিকাংশ শরীকরাই একে অন্যের উপর অন্যায় আচরণ করে থাকে, তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে থাকে তার নয়, অবশ্য এরূপ লোক খুবই বিরল ।আর দাউদ বুঝতে পারলেন যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। অতএব তিনি স্বীয় রবের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন ও তাঁর অভীমুখী হলেন ।আমি তার ত্রুটি মার্জনা করে দিলাম ।আর তার জন্য তো রয়েছে আমার কাছে নৈকট্যের মর্যাদা এবং শুভ পরিণাম ।হে দাউদ ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি ।অতএব আপনি মানুষের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিচার-মীমাংসা করতে থাকুন এবং প্রবৃত্তির বশীভূত হবেন না ।কেননা তাহলে তা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে ।নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি, যেহেতু তারা হিসাব-নিকাশের দিনকে ভুলে রয়েছে ।(সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬) ।

শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁদের বিচার

আর স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মারে কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন ; তাতে রাত্রিকালে কোন সম্প্রদায়ের বকরীর পাল ঢুকে তা খেয়ে বিনাশ করেছিল ।আর আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম ; এবং আমি সুলায়মানকে সে মোকদ্দমা মীমাংসার জ্ঞান দান করেছিলাম, আর তাদের উভয়কে আমি দিয়েছিলাম হেকমত ও জ্ঞান ।আমি পর্বতসমূহেকে দাউদের আদেশানুবর্তী করে দিয়েছিলাম যেন তারা তার সাথে তাসবীহ পাঠ করে এবং পক্ষীসমূহকেও ।আর এসবের আমিই ছিলাম কর্তা ।(সূরা-আম্বিয়া- ২১ঃ ৭৮, ৭৯) ।

নবী সোলায়মান (আঃ) এর ইতিহাস

নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সেরূপ ওহী প্রেরণ করেছি যেরূপ নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম । আর আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি এবং দাউদকে দিয়েছিলাম যাবূর ; (সূরা-আন্-নিসা- ৪ ঃ ১৬৩) ।

আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম । এর পূর্বে আমি নূহকেও হেদায়াত দান করেছিলাম এবং তার বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও । এভাবেই আমি নেককারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি, (সূরা-আল-আনাম- ৬ঃ ৮৪) ।

আর আমি দাউদ কে দান করলাম সোলায়মান । সে ছিল অতিউত্তম বান্দা। তিনি তো ছিলেন অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী । (সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ৩০) ।

সুলায়মান উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন দাউদের এবং তিনি বলেছিলেন ঃ হে মানুষ ! আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সর্বপ্রকার বস্তু থেকে প্রদান করা হয়েছে । নিশ্চয় এটা তো সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব । (সূরা-আল-নমল- ২৭ ঃ ১৬) ।

নবী সুলায়মান (আঃ) কে উন্নত গুনের অধিকারী করা হয়েছিলঃ জ্ঞান

আর আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞানদান করেছিলাম ; এবং তাঁরা বলেছিলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাঁর বহু মু'মিন বান্দার উপরে। সুলায়মান উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন দাউদের এবং তিনি বলেছিলেন ঃ হে মানুষ ! আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সর্বপ্রকার বস্তু থেকে প্রদান করা হয়েছে। নিশ্চয় এটা তো সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব । (সূরা-আল-নমল- ২৭ ঃ ১৫, ১৬) ।

আর স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মারে কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন ; তাতে রাত্রিকালে কোন সম্প্রদায়ের বকরীর পাল ঢুকে তা খেয়ে বিনাশ করেছিল । আর আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম ; এবং আমি সুলায়মানকে সে মোকদ্দমা মীমাংসার জ্ঞান দান করেছিলাম, আর তাদের উভয়কে আমি দিয়েছিলাম হেকমত ও জ্ঞান । আমি পর্বতসমূহেকে দাউদের আদেশানুবর্তী করে দিয়েছিলাম যেন তারা তার সাথে তাসবীহ পাঠ করে এবং পক্ষীসমূহকেও । আর এসবের আমিই ছিলাম কর্তা । (সূরা-আম্বিয়া- ২১ঃ ৭৮, ৭৯) ।

পাখিদের ভাষা বোঝার জ্ঞান

সুলায়মান উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন দাউদের এবং তিনি বলেছিলেন ঃ হে মানুষ ! আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সর্বপ্রকার বস্তু থেকে প্রদান করা হয়েছে। নিশ্চয় এটা তো সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব । সুলায়মানের জন্য তার সেনাবাহিনীতে সমবেত করা হয়েছিল জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে এবং এদেরকে বিন্যস্ত করা হয়েছিল বিভিন্ন ব্যূহে । (সূরা-আল-নমল- ২৭ ঃ ১৬, ১৭) ।

বায়ুকে তার করায়ত্ব করা হয়েছিল

আর আমি সুলায়মানের বশীভূত করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং আমি তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম তরল তামার এক ঝরনা । তার সামনে তার রবের আদেশে জ্বিনদের কতেক কাজ করত। তাদের মধ্য থেকে যে আমার আদেশ অমান্য করে তাকে আমি আস্বাদন করাব দোযখের আযাব। (সূরা-সাবা- ৩৪ ঃ ১২) ।

আর আমি প্রবল বায়ুকে সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, তা তার আদেশে সেদেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি। আর আমি সব বিষয়েই সম্যক জ্ঞাত আছি। (সূরা-আম্বিয়া- ২১ ঃ ৮১) ।

তখন আমি বায়ুকে তার বশীভূত করেদিলাম, যা তার নির্দেশে যেখানে তিনি ইচ্ছা করতেন সেথায় মৃদু গতিতে প্রবাহিত হত; (সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ৩৬)।

জ্বিনকে তার করায়ত্ব করা হয়েছিল

শয়তানদের মধ্যে কেউ কেউ সুলায়মানের জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এছাড়া আরও অনেক কাজ করত। আর আমিই তাদেরকে আয়ত্তে রাখতাম। (সূরা-আম্বিয়া- ২১ ঃ ৮২)।

এবং বশীভূত করেছিলাম শয়তানদেরকেও, যারা ছিল ইমারত নির্মাণকারী ও ডুবুরী; এবং আরও অনেককে, যারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকত। (সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ৩৭,৩৮)।

আর আমি সুলায়মানের বশীভূত করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং আমি তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম তরল তামার এক ঝরনা । তার সামনে তার রবের আদেশে জ্বিনদের কতেক কাজ করত। তাদের মধ্য থেকে যে আমার আদেশ অমান্য করে তাকে আমি আস্বাদন করাব দোযখের আযাব। জ্বিনেরা সুলায়মানের জন্য সেসব বস্তু নির্মাণ করত যা তিনি ইচ্ছে করতেন, যেমন বৃহৎ দূর্গ, মূর্তি, চৌবাচ্চার ন্যায় বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগসমূহ। হে দাউদ-পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমই কৃতজ্ঞ। অতঃপর যখন আমি তার প্রতি মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম তখন কোন কিছুই তাদেরকে তার মৃত্যুর বিষয় জানায়নি ঘুণ কীট ব্যতিরেকে, যা তার লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি পড়ে গেলেন, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েবী বিষয় জানত তবে তারা এ অপমানকর আযাবে অবস্থান করত না। (সূরা-সাবা- ৩৪ ঃ ১২,১৩,১৪) ।

ধন সম্পদ ও রাজ্য যা তাঁকে দেয়া হয়েছিল

যখন সন্ধ্যার সময় তার সামনে পেশ করা হল উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি, তখন তিনি বললেনঃ আমি তো আমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে সম্পদের মোহে মশগুল হয়ে পড়েছি, এমনকি সূর্য পর্দার আড়ালে চলে গেছে; (সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ৩১,৩২) ।

তিনি প্রার্থনা করলেনঃ হে আমার রব ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন, যা আমি ছাড়া আর কারো ভাগ্যে না জোটে । নিশ্চই আপনি পরমদাতা। (সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ৩৫)।

এ গুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব আপনি কাউকে দান করেন কিংবা নিজের জন্য রেখে দেন, তজ্জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। (সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ৩৯) ।

নবী সুলায়মান (আঃ) এর সেনাবাহিনী এবং উপতক্যার পিপীলিকারা

সুলায়মানের জন্য তার সেনাবাহিনীতে সমবেত করা হয়েছিল জিন মানুষ ও পক্ষীকুলকে এবং এদেরকে বিন্যস্ত করা হয়েছিল বিভিন্ন ব্যূহে। এমনকি যখন তারা পিপীলিকাদের ময়দানে এসে পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা বললঃ হে পিপীলিকা দল! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তার সেনাদল অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদদলিত করে না ফেলে। পিপীলিকার একথা শুনে সুলায়মান মুচকি হেসে বললেনঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার সেসব নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন এবং যেন আমি এমন নেক কাজ করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, আর আমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার নেক বান্দাদের শামিল করে নিন। (সূরা-আন্‌-নমল- ২৭ ঃ ১৭, ১৮,১৯)।

সাবা রাজ্যের রানী

সুলায়মান পাখীদের খোঁজ-খবর নিলেন এবং বললেনঃ ব্যাপার কি! হুদহুদ পাখিকে দেখছিনা কেন? সে পালাল নাকি? আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেব, অথবা তাকে যবেহ করব, অথবা সে আমার কাছে কোন উপযুক্ত কারন উপস্থিত করবে। একটু পরেই হুদহুদ এসে বললঃ এমন বিষয় আমি অবগত হয়েছি যা আপনি অবগত নন এবং আমি আপনার কাছে ‘সাবা’ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি একজন স্ত্রীলোককে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি এবং তাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে, আর তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার কওমকে দেখেছি, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে সূর্যকে সেজদা করছে এবং শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য শোভন করে রেখেছে, ফলে তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, তাই তারা সৎপথ পায়না, যেন তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা না করে, যিনি আসমান ও জমিনের সকল গোপন বস্তুকে বের করে আনেন এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন রাখ এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর। আল্লাহ্‌ই এমন সত্তা, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনিই মহা আরশের অধিপতি। সুলায়মান বললেনঃ এখন আমি দেখব, তুমি সত্য বলছ নাকি মিথ্যাবাদীদের একজন। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তা তাদের কাছে নিক্ষেপ কর, অতঃপর তাদের থেকে একটু দূরে সরে থেক এবং লক্ষ্য কর তারা পরস্পর কি বলে? সে স্ত্রীলোকটিকে বললঃ হে সভাসদবৃন্দ! আমার কাছে একটি সম্মানিত পত্র নিক্ষেপ হয়েছে; সে পত্র সুলায়মানের তরফ থেকে এবং তাতে রয়েছেঃ “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম; তোমরা আমার মোকাবেলায় অহংকার কর না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে চলে এস”। সে বলল ঃ হে

পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার এ ব্যাপারে পরামর্শ দাও। আমি তো কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করি না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার সামনে উপস্থিত হও। তারা বললঃ আমরা তো খুব শক্তিশালী এবং যুদ্ধে খুব পারদর্শী, তবে সিদ্ধান্ত তো আপনারই। অতএব আপনিই স্থির করুন, কি আদেশ করবেন? সে বললঃ রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তারা সে জনপদকে বিনাশ করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদেরকে অপদস্থ করে। এরাও এরূপই করবে; এখন আমি তাদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর দেখব দূতেরা সেখান থেকে কি উত্তর নিয়ে আসে। (সূরা-আন্-নমল- ২৭ ঃ ২০ - ৩৫)।

সাবা রাজ্যের রানীর দূতকে উদ্দেশ্য করে নবী সুলায়মান (আঃ) এর নির্দেশনা

যখন দূত সুলায়মানের কাছে উপস্থিত হল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? অথচ আল্লাহ্ আমাকে যা দান করেছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চাইতে উত্তম; বরং তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে অপদস্থ করে বের করে দেব; আর তারা হয়ে যাবে অধীন। (সূরা-আন্-নমল- ২৭ ঃ ৩৬,৩৭) ।

সাবা রাজ্যের রানীর সিংহাসন

তিনি আরো বললেন ঃ হে সভাসদবৃন্দ । তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার সিংহাসনটি আমার কাছে নিয়ে আসবে, তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে? মহাবলিষ্ঠ এক জ্বিন্ বললঃ আমি তা আপনার কাছে এনে দেব আপনি আপনার আসন ত্যাগ করার পূর্বেই এবং এ কাজ করতে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত। যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বললঃ আমি তা আপনাকে এনে দেব আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই। অতঃপর সুলায়মান যখন তা তার সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন, তখন বললেনঃ এতো আমার রবের একটি অনুগ্রহ, যেন আমাকে তিনি পরীক্ষা করেন যে, আমি শোকর করি, না কি নাশোকরী করি; আর যে শোকর করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই শোকর করে। আর যে ব্যক্তি নাশোকরী করে, (সে জেনে রাখুক) তবে নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, কৃপাশীল। সুলায়মান বললেনঃ তার জন্য তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও; দেখি সে চিনতে পারে, না কি সে যারা চিনতে পারে না তাদের সামিল হয় ? (সূরা-আন্-নমল- ২৭ ঃ ৩৮,৩৯,৪০,৪১) ।

নবী সুলায়মান (আঃ) এবং সাবা রাজ্যের রানীর সাক্ষাত

অতঃপর যখন সে এসে গেল তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলঃ এরূপই কি তোমার সিংহাসন? সে বললঃ হ্যাঁ, মনে হয় এটিই সেটি। আমরা পূর্বেই সবকিছু অবগত হয়েছি এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি। আল্লাহ্ ছাড়া যার পূজা সে করত তা-ই তাকে ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছিল। অতএব সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের শামিল। তাকে বলা হলঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তা দেখল তখন সে তাকে একটি স্বচ্ছ গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পায়ের উভয় গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বললেনঃ এটা তো একটি প্রাসাদ, যা স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত। সে বললঃ হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; আমি সুলায়মানের সাথে রাব্বুল 'আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। (সূরা-আন্-নমল- ২৭ ঃ ৪২,৪৩,৪৪)।

নবী সুলায়মান (আঃ) এর পরীক্ষা

যখন সন্ধ্যার সময় তার সামনে পেশ করা হল উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি, তখন তিনি বললেনঃ আমি তো আমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে সম্পদের মোহে মশগুল হয়ে পড়েছি, এমনকি সূর্য পর্দার আড়ালে চলে গেছে; এগুলোকে আবার আমার সামনে আন। তারপর তিনি সেগুলোর পা ও গলদেশ কেটে ফেলতে লাগলেন । আর আমি তো সুলায়মানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর একটি ধড় রেখে দিয়েছিলাম। আতঃপর তিনি আল্লাহ্ অভিমুখী হলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন, যা আমি ছাড়া আর কারও ভাগ্যে না জোটে। নিশ্চয় আপনি পরমদাতা। তখন আমি বায়ুকে তার বশীভূত করে দিলাম, যা তার নির্দেশে যেখানে তিনি ইচ্ছে করতেন সেথায় মৃদু গতিতে প্রবাহিত হত; এবং বশীভূত করেছিলাম শয়তানদেরকেও, যারা ছিল ইমারত নির্মাণকারী ও ডুবুরী; এবং আরও অনেককে, যারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকত । এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব আপনি কাউকে দান করেন কিংবা নিজের জন্য রেখে দেন, তজ্জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। আর আমার কাছে তো রয়েছে তারজন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। (সূরা-ছোয়াদ- ৩৮ ঃ ৩১ - ৪০) ।

নবী সুলায়মান (আঃ) এর ইন্তেকাল

জ্বিনেরা সুলায়মানের জন্য সেসব বস্তু নির্মাণ করত যা তিনি ইচ্ছে করতেন, যেমন বৃহৎ দুর্গ, মূর্তি, চৌবাচ্চার ন্যায় বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগসমূহ। হে দাউদ-পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমই কৃতজ্ঞ। অতঃপর যখন আমি তার প্রতি মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম তখন কোন কিছুই তাদেরকে তার মৃত্যুর বিষয় জানায়নি ঘুণ কীট ব্যতিরেকে, যা তার লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি পড়ে গেলেন, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েবী বিষয় জানত তবে তারা এ অপমানকর আযাবে অবস্থান করত না। (সূরা-সাবা- ৩৪ ঃ ১৩, ১৪) ।

নবী ইউনুস (আঃ) এর ইতিহাস

এবং ইসমাঈল, আলইয়াসা'আ, ইউনুস ও লূতকেও হেদায়াত দান করেছিলাম। আমি প্রত্যেককেই সারাজাহানের উপর ফযিলত দান করেছিলাম, এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের কতককে, তাদের বংশধরদের কতককে এবং তাদের ভ্রাতৃবৃন্দের কতককেও; তাদের আমি মনোনীত করেছিলাম এবং পরিচালিত করেছিলাম সরল-সঠিক পথে। (সূরা-আল্-আন্-আম- ৬ ঃ ৮৬, ৮৭)।

আর ইউনুস ও ছিলেন রাসুলগণের একজন । (সূরা-আস্সাফফাত- ৩৭ ঃ ৩৯) ।

আমি তাকে রাসুল করে পাঠিয়ে ছিলাম একলক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি । (সূরা-আস্সাফফাত- ৩৭ ঃ ৪৭) ।

জাতির জনগণকে নবী ইউনুস (আঃ) এর পরিত্যাগ

আর স্মরণ কর, যুন-নূন এর কথা যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং ধারনা করেছিলেন যে, আমি তাকে পাকড়াও করবনা। (সূরা-আম্বিয়া- ২১ ঃ ৮৭) ।

যখন তিনি পালিয়ে বোঝাই নৌযানে গিয়ে পৌঁছলেন, অতঃপর তিনি লটারীতে শরীক হলেন এবং অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। তারপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন। (সূরা-আস্সাফফাত- ৩৭ ঃ ১৪০, ১৪১, ১৪২) ।

মাছের পেটে নবী ইউনুস (আঃ) এর প্রার্থনা

আর স্মরণ কর, যুন-নূন এর কথা যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং ধারনা করেছিলেন যে, আমি তাকে পাকড়াও করবনা। তারপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকলেনঃ "আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আপনি পবিত্র, মহান। আমি তো জালিম" । তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে মুক্তি দিলাম দুশ্চিতা থেকে। আমি এভাবেই মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (সূরা-আম্বিয়া- ২১ ঃ ৮৭, ৮৮) ।

সুতরাং যদি তিনি আল্লাহ্র তাস্বীহ পাঠকারী না হতেন, তবে তিনি অবশ্যই থেকে যেতেন মাছের পেটে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক ময়দানে এবং তিনি ছিলেন পীড়িত । আর আমি উৎপন্ন করলাম তার উপর এক লাউ গাছ। (সূরা-আস্সাফফাত- ৩৭ ঃ ১৪৩ - ১৪৬) ।

নবী ইউনুস (আঃ) এর জাতির জনগণ

কোন জনপদবাসী এমন কেন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান আনা তাদের উপকারে আসত, অবশ্য ইউনুসের কওম ব্যতিরেকে? তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি দূর করে দিলাম তাদের থেকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি এবং তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম। (সূরা-ইউনুস- ১০ ঃ ৯৮) ।

তারা ঈমান এনেছিল, ফলে আমি তাদেরকে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম। (সূরা-আস্সাফফাত- ৩৭ ঃ ১৪৮) ।

নবী জাকারিয়া (আঃ), মরিয়ম (আঃ), নবী ইয়াহহিয়া (আঃ) এবং নবী ঈসা (আঃ) এর ইতিহাস

এসব হল গায়েবী সংবাদ যা আমি আপনাকে ঐশী বাণী দিয়ে জানাই। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করছিল এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের মধ্য থেকে মরিয়মের অভিভাবক কে হবে তা নির্ধারণ করতে । তারা যখন নিজেরা বাদানুবাদ করছিল তখনও আপনি তাদের কাছে ছিলেন না । (সুরা আলে-ইমরান- ৩ ঃ ৪৪)।

মরিয়ম (আঃ) এর পরিবার এবং তাঁর মহত্ব

নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন আদমকে, নূহকে, ইবরাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্ববাসীর জন্য । তারা একে অন্যের সন্তান । আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । (সুরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ৩৩, ৩৪) ।

মরিয়ম (আঃ) এর জন্ম

স্মরণ কর, 'ইমরানের স্ত্রী যখন বলেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা ! আমি মানত করলাম তোমার জন্য যা আছে আমার গর্ভে সবকিছু থেকে মুক্ত রেখে, সুতরাং আমার কাছ থেকে তা কবুল কর । তুমি তো সব শুন, সব জান । তারপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদেগার ! আমি তো এক কন্যা প্রসব করেছি । আসলে সে কি প্রসব করেছে আল্লাহ তা খুব ভালই জানেন - যে ছেলে সে কামনা করেছিল, সে ছেলে এ কন্যার সমকক্ষ নয় । - আর আমি তার নাম রেখেছি মরিয়ম এবং তাঁকে ও তার সন্তানদের তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে বাঁচার জন্য । (সুরা আলে-ইমরান - ৩ ঃ ৩৫, ৩৬) ।

মরিয়ম (আঃ) এবং নবী জাকারিয়া (আঃ)

অতঃপর তার পালনকর্তা মরিয়মকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং উত্তমরূপে তাকে লালন-পালন করার ব্যবস্হা করলেন আর তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তিনি যাকারিয়াকে দিলেন । যখনই যাকারিয়া মরিয়মের পক্ষে যেত তখনই তার কাছে কিছু পানাহারের বস্তু দেখতে পেত । সে জিজ্ঞেস করত ঃ হে মরিয়ম ! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে এল ? সে বলত ঃ এসব আল্লাহর কাছ থেকে আসে । নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন বেহিসেব রিযিক দান করেন । (সুরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ৩৭) ।

আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল ঃ হে মরিয়ম ! আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে বিশ্বনারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। হে মরিয়ম ! তুমি আনুগত্য কর তোমার পালনকর্তার এবং সিজদা কর আর রুকু'কারীদের সাথে-রুকু'কর । (সুরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৪২, ৪৩) ।

নবী ইয়াহ্‌হিয়া (আঃ) এর জন্ম

সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করে বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদেগার ! তুমি আমাকে তোমার কাছ থেকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর । তুমিই তো শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শ্রবণকারী । (সুরা আলে-ইমরান- ৩ঃ৩৮) ।

যখন তিনি তার রবকে নিভৃতে ডেকেছিলেন, তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার রব ! আমার অস্হি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বার্ধক্যের দরুন মস্তকের কেশে শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে । হে আমার রব ! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি । আর আমি আশঙ্কা করছি আমার স্বজনবর্গ থেকে আমার পরে এবং আমার স্ত্রী বন্ধা, অতত্রব আপনি আপনার তরফ থেকে আমাকে দান করুন একজন উত্তরাধিকারী, যেন সে আমার উত্তরাধিকারী হয় এবং ইয়াকুবের বংশেরও উত্তরাধিকারী হয় ; হে আমার রব ! তাকে সন্তোষভাজন করুন । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ৩, ৪, ৫, ৬) ।

নবী জাকারিয়া (আঃ) কে ইয়াহ্‌হিয়া (আঃ) এর ব্যাপারে শুভ সংবাদ দান

তারপর যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল ঃ আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার; সে হবে আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী । (সুরা আলে-ইমরান-৩ঃ ৩৯) ।

হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া ; ইতিপূর্বে আমি এ নামে কারও নামকরণ করিনি । যাকারিয়া বললেন ঃ হে আমার রব ! কিরূপে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধা এবং আমি বার্ধক্যের প্রান্ত সীমায় উপনীত হয়েছি ? আল্লাহ বললেন ঃ এরূপই হবে । তোমার রব বলেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে সহজ । ইতিপূর্বে আমি তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না । যাকারিয়া বললেন ঃ হে আমার রব ! আমাকে একটি নিদর্শন দিন । তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে সুস্হ থাকা সত্ত্বেও কোন কথা বলবে না । তারপর তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে এলেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে বললেন । হে ইয়াহইয়া ! দৃঢ়তার সাথে এ কিতাব ধারণ কর । আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান, এবং বিশেষ করে আমার তরফ থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মোত্তাকী এবং মাতাপিতার একনিষ্ঠ অনুগত ; আর সে উদ্ধত, অবাধ্য ছিল না । আর তার প্রতি শান্তি-যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্হায় পুনরুত্থিত হবে । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ৭ - ১৫) ।

সে বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদেগার ! আমার জন্য কিছু লক্ষণ দাও । আল্লাহ বললেন ঃ তোমার লক্ষণ এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না, তবে ইশারা-ইংগিতে পারবে । আর তোমার পালকর্তাকে বেশি করে স্মরণ করবে এবং সন্ধায় ও সকালে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে । (সুরা আলে-ইমরান- ৩ ঃ ৪১) ।

মরিয়ম (আঃ) এর কাছে ফেরেশতা জিবরাঈলের আগমন এবং নবী ঈসা (আঃ) এর জন্মের শুভ সংবাদ

আর এ কিতাবে বর্ণনা করুন মারইয়ামের কথা, যখন সে নিজ পরিবারের লোকদের থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একটি নির্জন স্হানে আশ্রয় নিয়েছিল, তারপর সে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল । অতঃপর আমি তার কাছে আমার ফেরেশতা পাঠালাম, সে তার কাছে এক পূর্ণ মনুষ্যাকৃতি ধারণপূর্বক আত্মপ্রকাশ করল । মারইয়াম বলল ঃ আমি তোমা থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাইছি, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর । ফেরেশতা বলল ঃ আমি তো শুধু আপনার রবের প্রেরিত ফেরেশতা আপনাকে এক পবিত্র সন্তান দান করার জন্য এসেছি । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ১৬, ১৭, ১৮, ১৯) ।

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল ঃ হে মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর তরফ থেকে তোমাকে একটি কলেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মসীহ ঈসা ইবন মরিয়ম, সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখেরাতে এবং সে আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম । সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় থাকা অবস্হায় এবং প্রাপ্তবয়সেও এবং সে হবে নেককারদের অন্যতম । (সূরা আলে-ইমরান-৩ঃ ৪৫, ৪৬) ।

মারইয়াম বলল ঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে ! অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি এবং আমি অসতীও নই ? ফেরেশতা বললঃ এরূপই হবে । আপনার রব বলেছেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে সহজ । আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার তরফ থেকে রহমত স্বরূপ করতে চাই । আর এটা তো একটি স্হিরীকৃত বিষয় । তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা নিয়ে কোন দূরবর্তী নির্জন স্হানে চলে গেল । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ২০, ২১, ২২) ।

মরিয়ম বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদেগার ! কেমন করে আমার সন্তান হবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি । আল্লাহ বললেন ঃ এভাবেই হবে । আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছে করেন । যখন তিনি কোন কাজ করতে মনস্হ করেন তখন তাকে শুধু বলেন "হও", অমনি তা হয়ে যায় । আর তিনি যে সন্তানকে শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হেকমত, তাওরাত ও ইনজীল । এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন । সে বলবে ঃ আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের প্রতি পালকের তরফ থেকে নিদর্শন নিয়ে । তা এই যে, তোমাদের জন্য আমি কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতির ন্যায় আকার গঠন করব, তারপর তাতে ফুঁৎকার দেব, ফলে তা আল্লাহ হুকুমে উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হবে । আর আমি আরোগ্য করব জন্মান্ধকে ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে এবং জীবিত করব মৃতকে আল্লাহর হুকুমে । আর আমি তোমাদের বলে দেব যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা তোমাদের ঘরে মওজুদ কর । নিশ্চয় এতে রয়েছে যথেষ্ট প্রমাণ তোমাদের জন্য যদি তোমরা মু'মিন হও । (সূরা আলে-ইমারান-৩ ঃ ৪৭, ৪৮, ৪৯) ।

মরিয়ম (আঃ) পূর্বদিকে গমন করলেন

অবশেষে প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল । সে বলল ঃ হায় ! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম ! পরক্ষণে ফেরেশতা তার নিম্নদিক থেকে তাকে ডেকে বলল ঃ আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার রব আপনার নিম্নদিকে একটি ঝরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন । আর আপনি ঐ খেজুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন তাতে আপনার কাছে টাটকা পাকা খেজুর ঝরে পড়বে । অতএব আহার করুন, পান করুন ও চক্ষু জুড়ান । যদি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখেন তবে বলে দিন ঃ আমি দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোজা মানত করেছি, সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না । (সূরা মারইয়াম-১৯ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬) ।

আর এ কিতাবে বর্ণনা করুন মারইয়ামের কথা, যখন সে নিজ পরিবারের লোকদের থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একটি নির্জন স্হানে আশ্রয় নিয়েছিল, (সূরা মারইয়াম-১৯ঃ ১৬) ।

মরিয়ম (আঃ) এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হলো যখন তিনি নবী ঈসা (আঃ) নিয়ে তার জনগণের মাঝে আসলেন

অতঃপর সে নবজাত শিশুটিকে কোলে করে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে এল । তারা বলল ঃ হে মারইয়াম ! তুমি তো বড় জঘন্য কাজ করে বসেছ । হে হারুনের বোন ! তোমার পিতা কোন মন্দ লোক ছিলেন না ; আর তোমার মাতাও অসতী ছিলেন না, (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ২৭, ২৮) ।

নবী ঈসা (আঃ) এর দোলনাতে থাকা অবস্থাতেই কথা বলার সক্ষমতা

তারপর মারইয়াম শিশু পুত্রের প্রতি ইঙ্গিত করল । তারা বলল ঃ আমরা এমন শিশুর সাথে কিরূপে কথা বলব, যে এখনও কোলে । শিশু বলল ঃ আমি তো আল্লাহর বান্দা । তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন । আর আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন ; তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এবং আমাকে আমার মাতার প্রতি করেছেন একান্ত অনুগত, আর তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, দুর্ভাগা । আমার প্রতি শান্তি-যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব । এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা । সত্য কথা, যে বিষয়ে লোকেরা বিতর্ক করে । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪) ।

নবী ঈসা (আঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণী

আর আমি তাদের পেছনে প্রেরণ করেছিলাম ঈসা ইব্‌নে মরিয়মকে, তিনি ছিলেন পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়নকারী । আমি তাকে দিয়েছিলাম ইনজিল । তাতে ছিল হেদায়াত ও আলো । তা ছিল পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী, হেদায়াত ও উপদেশ মোত্তাকীদের জন্য । (সূরা মায়িদা-৫ ঃ ৪৬) ।

আর আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের পাঠিয়েছি ; মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আমি স্পষ্ট মু'জিযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করেছি । তারপর যখনই কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর তাদের কতককে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং কতককে হত্যা করেছ । (সূরা বাকারা-২ঃ ৮৭) ।

নবী ঈসা (আঃ) এর ধর্মের প্রতি আহ্‌বান

যখন ঈসা স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসলেন, তখন তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাদের কাছে জ্ঞানগর্ভ বাণী নিয়ে এসেছি এবং এসেছি তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য । অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর । নিশ্চয়, আল্লাহই আমারও রব এবং তোমাদেরও রব, অতএব তাঁরই ইবাদত কর। এটাই হল সরল-সঠিক পথ । (সূরা যুখরুফ-৪৩ঃ৬৩,৬৪) ।

স্মরণ কর, ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম বলেছিনে ঃ “হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের আমি সত্যতা প্রতিপাদনকারী, আর আমি সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, 'যার নাম আহমাদ’ ।”যখন তিনি স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বললঃ “এ তো এক প্রকাশ্য যাদু ।” (সূরা সাফ-৬১ঃ ৬) ।

নবী ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক ঘটনা

আর তিনি সে সন্তানকে শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হেকমত, তাওরাত ও ইনজীল । এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন । সে বলবে ঃ আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের প্রতি পালকের তরফ থেকে নিদর্শন নিয়ে । তা এই যে, তোমাদের জন্য আমি কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতির ন্যায় আকার গঠন করব, তারপর তাতে ফুঁৎকার দেব, ফলে তা আল্লাহ হুকুমে উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হবে । আর আমি আরোগ্য করব জন্মান্ধকে ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে এবং জীবিত করব মৃতকে আল্লাহর হুকুমে । আর আমি তোমাদের বলে দেব যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা তোমাদের ঘরে মওজুদ কর । নিশ্চয় এতে রয়েছে যথেষ্ট প্রমাণ তোমাদের জন্য যদি তোমরা মু'মিন হও । আর আমি এসেছি আমার সামনে তাওরাতে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য কতিপয় বস্তু হালাল করার জন্য যা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল । আর আমি তোমাদের কাছে এসেছি নিদর্শন নিয়ে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে । সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং অনুসরণ কর আমাকে । নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা । সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর । এটাই সরল-সঠিক পথ । (সূরা আলে-ইমারান-৩ ঃ ৪৮ - ৫১) ।

স্মরণ কর, ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম বলেছিলেন ঃ “হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের আমি সত্যতা প্রতিপাদনকারী, আর আমি সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, 'যার নাম আহমাদ’ ।”যখন তিনি স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বললঃ “এ তো এক প্রকাশ্য যাদু ।” (সূরা সাফ-৬১ঃ ৬) ।

নবী ঈসা (আঃ) এবং তার শিস্য

তারপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে কুফরী উপলব্ধি করতে পারল তখন সে বলল ঃ কেউ কি আছে যে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে ? সঙ্গী-সাথীরা বলল ঃ আমারা আল্লাহর সাহায্যকারী । আমরা তো আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি । আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম-আত্নসমর্পণকারী । হে আমাদের পালনকর্তা ! তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করেছি রাসূলের । সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও (সূরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ৫২, ৫৩) ।

আরও স্মরণ কর, যখন আমি হাওয়ারীদের আদেশ করলাম, “তোমরা ঈমান আন আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি,” তখন তারা বলেছিল ঃ “আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা তো মুসলিম ।” স্মরণ কর, হাওয়ারীরা বলেছিল ঃ “হে ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম ! আপনার রব কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ করতে পারেন ? তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও” । তারা বলল ঃ আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু খাব এবং আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে । আর আমরা জেনে নেব যে, আপনি আমাদের সত্য বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষী হয়ে যাব ।” ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম বললেন ঃ “হে আল্লাহ আমাদের রব ! প্রেরণ করুন আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা, যা হবে আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ, আর আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে । আপনি আমাদের জীবিকা দান করুন, আর আপনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা” । আল্লাহ বললেনঃ “অবশ্যই আমি তা তোমাদের কাছে প্রেরণ করব । কিন্তু এর পরেও তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি বিশ্বজগতে অন্য কাউকে দেব না” । (সূরা মায়িদা-৫ ঃ ১১১ - ১১৫) ।

ইসরাঈল জাতির অনুমান যে, তারা নবী ঈসা (আঃ) কে হত্যা করেছে

আর তারা গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করলেন । বস্তুত আল্লাহ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী । স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা ! অবশ্যই আমি তোমার কাল পূর্ণ করব, তোমাকে আমার দিকে তুলে নেব এবং যারা কুফরী করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র ও মুক্ত করব । আর যারা প্রকৃতভাবে তোমার অনুসরণ করবে কেয়ামত পর্যন্ত তাদের আমি কাফেরদের উপর স্হান দেব । অতঃপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে । তখন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার মীমাংসা করে দেব । (সূরা আলে-ইমরান-৩- ৫৪, ৫৫) ।

আর তাদের এ উক্তির জন্য যে, 'আমরা আল্লাহর রাসূল মসীহ ঈসা ইব্‌নে মারইয়ামকে হত্যা করেছি' । অথচ তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলীতেও চড়ায়নি, বরং তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল । আর যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, নিশ্চয়ই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল । এ সম্পর্কে তাদের অনুমান করা ছাড়া কোন জ্ঞানই ছিল না । আর তারা তাকে হত্যা করেনি একথা নিশ্চিত । বরং আল্লাহ তাকে তার কাছে তুলে নিয়েছেন । আল্লাহ পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা । (সূরা নিসা-৪ঃ ১৫৭, ১৫৮) ।

নবী ঈসা (আঃ) এর পরে বিভ্রান্তিকর বিশ্বাসের অবতারনা

ইহুদীরা বলে ঃ "উযাইর আল্লাহর পুত্র ।" এবং নাসারারা বলে ঃ "মসীহ আল্লহার পুত্র ।" এ হল তাদের মুখের কথা । তারা কথা বলে তাদের মত যারা পূর্বে কুফরী করেছিল । আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন । এরা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে ? (সূরা তওবা-৯ ঃ ৩০) ।

হে আহলে কিতাব ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না এবং বল না আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া অন্য কোন কথা । মসীহ ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী ছাড়া আর কিছু নয়, আল্লাহ তা মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহর তরফ থেকে এক রূহ । সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি, আর বল না (আল্লাহ) তিনজন । এরূপ বলা থেকে নিবৃত্ত হও । তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর । একমাত্র আল্লাই এক মা'বুদ । তাঁর সন্তান হবে তিনি এর অনেক উর্ধ্বে । তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে জমিনে । কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট । মসীহ কখনও লজ্জাবোধ করেন না এতে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করে না । আর যে ব্যক্তি লজ্জাবোধ করবে তাঁর ইবাদত করতে এবং অহংকার করবে, তবে তিনি তাদের সবাইকে তাঁর কাছে সমবেত করবেন । (সূরা মায়িদা - ৫ঃ ১৭১, ১৭২) ।

মসীহ ইব্‌নে মরিয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয় । তার পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছে এবং তার মা একজন সত্যনিষ্ঠ মহিলা ছিল । তারা উভয়ে খাদ্য ভক্ষণ করত । দেখ, তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আরও দেখ তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে ! (সূরা মায়িদা-৫ঃ ৭৫) ।

তারা তাদের পন্ডিতদের এবং তাদের সংসার বিরাগী যাজকদের রব বানিয়ে রেখেছে আল্লাহকে ছেড়ে এবং মরিয়মের পুত্র মসীহকেও । অথচ তারা আদিষ্ট ছিল শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করার জন্য । তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই । তিনি পবিত্র-মহান তারা যে শরীক তা থেকে । (সূরা তওবা-৯ঃ ৩১) ।

আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা গড়িমসি করবেই ; আর তোমাদের উপর কোন মসিবত আপতিত হলে বলবে ঃ অবশ্যই আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কেননা আমি তাদের সাথে উপস্হিত ছিলাম না । আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে কোন অনুগ্রহ আসে তখন এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না ঃ " হায় ! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম তাহলে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম ।" (সূরা নিসা-৪ঃ ৭২, ৭৩) ।

অতঃপর আমি তাদের পরে ক্রমান্বয়ে পাঠাতে লাগলাম আমার রাসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করলাম ঈসা ইবনে মরিয়মকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইনজিল । আর যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, আমি তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিলাম মমতা ও দয়া । আর বৈরাগ্য, তা তো তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল ; আমি তা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিনি ; পরন্তু তারা আল্লাহর সন্তুটি লাভের জন্য তা অবলম্বন করেছিল ; কিন্তু তাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি । তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি । আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই হল পাপাচারী । (সূরা হাদীদ-৫৭ ঃ ২৭) ।

আর যখনই ঈসা ইবনে মারইয়ামের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয় তখনই আপনার কওমের লোকেরা তাতে শোরগোল শুরু করে দেয়, এবং বলে ঃ " আমাদের দেবতারা উত্তম না ঈসা উত্তম ?" তারা তো কেবল ঝগড়ারই উদ্দেশ্যে আপনাকে এ কথা বলে । বস্তুত তারা হল এক কলহপ্রিয় কওম । ঈসা তো এমন এক বান্দা, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য আদর্শ করেছিলাম । (সূরা যুখরুক-৪৩ঃ ৫৭, ৫৮, ৫৯) ।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উপর কোরআন নাযিল এবং তাঁর দ্বারা কোরআনের শাসন ।

আর আমি তো আপনাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত যা বার বার পাঠ করা হয় এবং দিয়েছি মহা কোরআন । (সূরা আল হিজর-১৫ঃ ৮৭) ।

আমি আপনার পূর্বে মানুষকেই ওহীসহ প্রেরণ করেছি । অএতব তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর । যদি তোমরা না জান । তাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসহ । আর আপনার প্রতি নাযিল করেছি কোরআন যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা ভেবে দেখে। (সূরা নাহল-১৬ ঃ ৪৩, ৪৪) ।

আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি সত্যসহ এ কিতাব যা সত্যায়নকারী পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের এবং সংরক্ষণকারী তাতে যা আছে তার । সুতরাং আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি নিদিষ্ট শরীয়ত ও নির্দিষ্ট পন্থা। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তাঁর মাধ্যমে। অতএব নেক কাজের প্রতি ধাবিত হও। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে বিষয় যাতে তোমরা মতভেদ করতে । আর আপনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না, আর তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন যেন তারা আপনাদেক বিচ্যুত না করতে পারে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার কোন কিছু থেকে । যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ চান তাদের কোন কোন পাপের জন্য তাদের শাস্তি প্রদান করতে। আর মানুষের মধ্যে তো অনেকেই নাফরমান । (সূরা মায়িদা-৫ ঃ ৪৮, ৪৯) ।

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে, আর তা-ই তাদের রবের রতফ থেকে প্রেরিত সত্য, আল্লাহ তাদের গুনাহ মার্জনা করবেন এবং তাদের অবস্হা ভাল করবেন । (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ঃ ২) ।

তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্টও হননি এবং বিপথগামীও হননি, আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না । এ কোরআন ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়, তাকে শিক্ষা দান করে এক অতি বড় শক্তিশালী ফেরেশতা- (সূরা নাজম - ৫৩ ঃ ২, ৩, ৪, ৫) ।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর সংবাদদাতা এবং নবীদের মধ্যে শেষ নবী

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী । আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ । (সূরা আহ্যাব- ৩৩ ঃ ৪০) ।

আপনার প্রতি যে মঙ্গল আসে তা তো আল্লাহর তরফ থেকে আসে এবং যে অমঙ্গল আপনার হয় তা তো আপনারই কারণে । আর আপনাকে তো আমি পাঠিয়েছি মানুষের জন্য রাসূল রূপে । সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট । (সূরা নিসা-৪ ঃ ৭৯) ।

কসম জ্ঞানগর্ভ কোরআনের, নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত (সূরা ইয়াসীন-৩৬ ঃ ২, ৩) ।

বলুন ঃ হে মানুষ ! আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহর রাসূল, যিনি সমগ্র আসমান ও জমিনের মালিক, যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্য ঘটান । সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি যিনি নিরক্ষর নবী, যিনি ঈমান আনেন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাণীতে । তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে হেদায়াত প্রাপ্ত হও (সূরা আ'রাফ - ৭ঃ ১৫৮) ।

এসব আল্লাহর আয়াত । আমি তোমার কাছে তার যথাযথভাবে আবৃতি করছি । আর তুমি তো নিশ্চিত ভাবে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত (সূরা বাকার-২ ঃ ২৫২) ।

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল । আর যারা তার সহচর, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অতিশয় কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল । তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে কখনও বা রুকু অবস্থায়, কখনও বা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণে । তাদের চেহারায় থাকবে দ্বীপ্তিমান চিহ্ন সিজদার কারণে । তাদের এ গুণাবলী তাওরাতেও বিদ্যমান এবং ইঞ্জিলেও । তাদের দৃষ্টান্ত যেমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং স্বীয় কান্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ফলে তা কৃষকদের আনন্দিত করে । এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের ক্রমোন্নতির দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন । তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের । (সূরা ফাতাহ্-৪৮ ঃ ২৯) ।

হে রাসূল ! আপনি পৌঁছে দিন যা আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা, আর যদি তা না করেন তবে তো তাঁর পয়গাম পৌঁছালেন না । আল্লাহ আপনাকে মানুষের থেকে রক্ষা করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ কাফের কওমকে হেদায়াত দান করেন না । (সূরা মায়িদা-৫ঃ ৬৭) ।

মুহাম্মদ তো একজন রাসূল ব্যতিরেকে আর কিছু নয় । তার পূর্বেও অনেক রাসূল চলে গেছে । অতএব যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পায়ের গোড়ালিতে ভর করে পেছনে ফিরে যাবে ? আর যদি কেউ সেরূপ পেছনে ফিরেও যায়, তবে সে কখনও আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না । আল্লাহ অতি সত্বর কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দেবে । (সূরা আলে-ইমরান- ৩ঃ ১৪৪) ।

আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখ এবং যা তোমরা দেখ না তারও ; নিশ্চয় এ কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক বাহিত বাণী ; এবং তা কোন কবির কথা নয় । তোমরা খুব কমই বিশ্বাস কর ; আর এটা কোন গণকেরও কথা নয় । তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর । এ কোরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের তরফ থেকে নাযিলকৃত । (সূরা হাক্কা-৬৯ঃ ৩৮ - ৪৩) ।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একজন মানুষই ছিলেন

বলুন ঃ আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মা'বুদ তো একই মা'বুদ । সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে সে যেন নেক কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে । (সূরা কাহাফ-১৮ ঃ ১১০) ।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) সরল ও সঠিক পথে ছিলেন

নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত, আপনি আছেন সরল-সঠিক পথের উপর । (সূরা ইয়াছিন-৩৬ ঃ ৩, ৪) ।

এভাবেই আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, কোরআন-আমার নির্দেশ । আপনি তো জানতেন না যে, কিতাব কি এবং এও জানতেন না যে, ঈমান কি? কিন্তু আমি এ কোরআনকে করেছি এক জ্যোতি, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে পথ প্রদর্শন করে থাকি । নিশ্চয় আপনি এর সাহায্যে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন; (সূরা শুরা-৪২ ঃ ৫২) ।

অতএব আপনি তার উপর অটল থাকুন, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে । নিশ্চয় আপনি রয়েছেন সরল-সঠিক পথে । (সূরা যুখরুক-৪৩ঃ ৪৩) ।

নিশ্চয় আমি আপনাকে এক প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, যেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ এবং পূর্ণ করেন আপানার প্রতি তার অনুগ্রহ, আর আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন (সূরা ফাতাহ্-৪৮ ঃ ১, ২) ।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে আল্লাহতায়ালা নিরাপত্তা বিধান করেছেন

কসম পূর্বাহ্নের, আর কসম রাতের, যখন তা নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়, আপনার রব আপনাকে ত্যাগও করেননি এবং আপানার সাথে দুশমনীও করেননি । আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয় । অচিরেই আপনার রব আপনাকে দান করবেন, তখন আপনি সন্তুষ্ট হবেন । তিনি কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পাননি এবং আপনাকে আশ্রয় দেননি ? তিনি পেয়েছেন আপনাকে পথ সম্পর্কে বেখবর, অতঃপর পথ দেখালেন । তিনি পেয়েছেন আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায়, তারপর অভাবমুক্ত করেছেন । (সূরা দোহা- ৯৩ ঃ ১ - ৮) ।

আল্লাহ্ নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে অভাব মুক্ত করেছেন

তিনি পেয়েছেন আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায়, তারপর অভাবমুক্ত করেছেন । (সূরা দোহা- ৯৩ ঃ ৮) ।

বিশ্বাসীরা তাদের নিজেদের চেয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে বেশী ভালবাসে

মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের পক্ষে সমীচীন নয় আল্লাহর রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা । এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, আর শত্রু পক্ষ থেকে যা কিছু তারা প্রাপ্ত হয়, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেক আমল লিখিত হয় । নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের শ্রম বিনষ্ট করেন না । (সূরা তওবা-৯ ঃ ১২০) ।

নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা । আর আত্নীয়-স্বজনরা আল্লাহর বিধানে পরস্পর ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে অধিক ঘনিষ্ঠ । তবে যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কিছু দয়া করতে চাও করতে পার । এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে । (সূরা আহযাব- ৩৩ ঃ ৬) ।

তিনিই স্বাক্ষী, শুভসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী

হে নবী ! আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদদাতা রূপে ও সতর্ককারী রূপে ; (সূরা আহযাব-৩৩ ঃ ৪৫) ।

শুভ সংবাদ দিন তাদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন বেহেশত যার পাদদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ । যখনই তাদের সেখানে কোন ফল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল তা-ই যা ইতিপূর্বে আমাদের দেয়া হত । বস্তুত সাদৃশ্যপূর্ণ ফলই তাদের দেয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গী এবং সঙ্গিনী । তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে । (সূরা বাকারা-২ ঃ ২৫) ।

আর এভাবে আমি তোমাদের করেছি এক মধ্যপন্থী জাতি যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষ্যদাতা হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন । আপনি যে কেবলার এ যাবত অনুসরণ করছিলেন তাকে আমি এজন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি-কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পিঠটান দেয় ? আল্লাহ যাদের সৎপথ প্রদর্শন করেছেন তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে এটা নিশ্চিত কঠোরতর বিষয় । আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করে দেবেন । নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু । (সূরা বাকারা-২ ঃ ১৪৩) ।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তাওরাত এবং ইনজিলে শুভসংবাদ বর্ণিত হয়েছে

স্মরণ কর, ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম বলেছিলেন ঃ ''হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের আমি সত্যতা প্রতিপাদনকারী, আর আমি সুসংবাদাতা এমন একজন রাসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম 'আহমাদ' ।'' যখন তিনি স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বললঃ ''এ তো এক প্রকাশ্য যাদু'' । (সূরা সাফ্-৬১ ঃ ৬) ।

যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি নিরক্ষর নবী, যাকে তারা লিখিত পায় নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজিলের মধ্যে, যিনি তাদের নেক কাজের আদেশ দেন এবং নিষেধ করেন মন্দ কাজে, যিনি হালাল করেন তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন অপবিত্র বস্তু এবং অপসারিত করেন তাদের থেকে সে গুরুভার ও শৃংখল যা তাদের উপর ছিল । সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে সে আলোর যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম । বলুন ঃ হে মানুষ ! আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহর রাসূল, যিনি সমগ্র আসমান ও জমিনের মালিক, যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান । সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি যিনি নিরক্ষর নবী, যিনি ঈমান আনেন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাণীতে । তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে হেদায়াত প্রাপ্ত হও । (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৫৭, ১৫৮) ।

যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ চেনে যেরূপ তারা তাদের পুত্রদের চেনে । আর তাদের একদল যেনে-শুনে নিশ্চিতভাবে সত্য গোপন করে । (সূরা বাকার-২ ঃ ১৪৬) ।

বিশ্বাসীদের জন্য তিনি রহমত স্বরূপ

তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল । তার পক্ষে অতিশয়সহ-দূরূহ সেসব বিষয় যা তোমাদের বিপন্ন করে, তিনি তোমাদের অতিশয় হিতকামী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, খুবই দয়ালু । (সূরা তওবা-৯ঃ ১২৮) ।

আমি তো আপনাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেমল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি । (সূরা আম্বিয়া-২১ঃ ১০৭) ।

আর আমি যখন মূসাকে আহবান করেছিলাম, তখনও আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না । বস্তুত এটা আপনার রবের তরফ থেকে রহমতস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক কওমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে; (সূরা কাসাস্-২৮ ঃ ৪৬) ।

আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে ঃ "তিনি তো প্রত্যেক কথাই কান পেতে শুনেন ।" আপনি বলে দিন ঃ তিনি তো কান পেতে সে কথাই শুনেন যা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক । তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করেন । আর তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন তিনি তাদের জন্য রহমত । যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব । (সূরা তওবা-৯ ঃ ৬১) ।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর যোগাযোগ এবং কোরআন এর বিষয়ে স্মরণকারী

বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে শুধু একটি উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহরই জন্য দাঁড়াও দুই-দুইজন করে ও এক-একজন করে ; তারপর তোমরা চিন্তা কর, দেখতে পাবে, তোমাদের সঙ্গীটির মধ্যে কোন মস্তিস্ক বিকৃতি নেই । সে তো আসন্ন কঠিন আযাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী মাত্র । বলুন ঃ যে পারিশ্রমিকই আমি তোমাদের কাছে চেয়ে থাকি না কেন, তা তো তোমাদেরই জন্য । আমার সুরস্কার তো রয়েছে আল্লাহর কাছে । তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত । বলুন ঃ নিশ্চয় আমার রব সত্য নিক্ষেপ করেন (অসত্য বিদূরিত করার জন্য) । তিনি যাবতীয় গায়েবী বিষয়ের পরিজ্ঞাতা । বলুনঃ সত্য এসে পড়েছে এবং অসত্য নতুন কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না, আর পুনরাবির্ভূতও হতে পারে না । বলুন ঃ যদি আমি পথভ্রষ্ট হই তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হব নিজেরই ক্ষতির জন্য ; আর যদি আমি সৎপথের উপর থাকি তবে তা এজন্য যে, আমার রব আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন । তিনি তো সব শুনেন, অতি নিকটবর্তী । (সূরা সাবা-৩৪ ঃ ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০) ।

তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্টও হননি এবং বিপথগামীও হননি, আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না । এ কোরআন ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়, তাকে শিক্ষা দান করে এক অতি বড় শক্তিশালী ফেরেশতা- (সূরা নাজম-৫৩ঃ ২, ৩, ৪, ৫) ।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর কুৎসা

তারা বলল ঃ ওহে যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে ! তুমি তো এক উন্মাদ । যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আসছ না কেন ? আমি ফেরেশতাদেরকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে নাযিল করি না, নাযিল করলে তখন তারা অবকাশ পাবে না । আমিই স্বয়ং এ কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই স্বয়ং এর হেফাযতকারী । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৬, ৭, ৮, ৯) ।

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে ? তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে ? যারা অস্বীকার করে কিতাব এবং তা যা দিয়ে আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে, (সূরা মু'মিন-৪০ ঃ ৬৯, ৭০) ।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে মক্কা থেকে বহিস্কার

যদি তোমরা রাসূলকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বহিস্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ বিষণ্ন হবে না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন । তারপর আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি তাঁর উপর নাযিল করলেন এবং তাঁকে শক্তিদান করলেন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের কথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহর বাণীই সর্বোপরি সমুন্নত । আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময় । (সূরা তওবা-৯ ঃ ৪০) ।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্বাসীদের কাছে প্রেরণা এবং আল্লাহর সাহায্য

হে নবী ! আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট এবং যেসব মু'মিন আপনার অনুসরণ করে তারা । হে নবী ! আপনি মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন । যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়পদ লোক থাকে, তবে তারা দু'শত উপর জয়লাভ করবে । আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফেরের উপর জয়লাভ করবে, কেননা তারা এমন লোক যারা বোঝে না । (সূরা আনফাল-৮ ঃ ৬৪, ৬৫) ।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) এবং তার যুদ্ধসমূহ

হে নবী ! জেহাদ করুন কাফেরদের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন । জাহান্নাম হল তাদের বাসস্হান, কত নিকৃষ্ট স্হান ! (সূরা তওবা-৯ ঃ ৭৩) ।

আর জেনে রেখ যে, তোমরা যা কিছু গণীমতরূপে প্রাপ্ত হও তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, রাসূলের আত্নীয়দের জন্য, এতিমদের জন্য, মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি এবং সে বিষয়ের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি আমার বান্দার প্রতি ফয়সালার দিনে, যেদিন উভয় সেনাদল সম্মুখীন হয়েছিল । আর আল্লাহর সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট-প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর-প্রান্তে, আর কাফেলা ছিল তোমাদের থেকে নিচে । আর যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে তবে অবশ্যই তোমরা সে সিদ্ধান্তে মতভেদ সৃষ্টি করতে । কিন্তু আল্লাহ এমন কাজ করতে চেয়েছিলেন যা ছিল অভিপ্রেত-নির্ধারিত । যাতে যে ধ্বংস হবার সে যেন স্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে বেঁচে থাকার সে যেন বেঁচে থাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশের পর । আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । স্মরণ করুন, আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন । যদি তিনি আপনাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তবে তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে এবং তোমরা পরস্পর যুদ্ধের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে । কিন্তু আল্লাহ রক্ষা করলেন । নিশ্চয় তিনি অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত । স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে তাদেরকে অল্প সংখ্যক দেখালেন এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদেরকে অল্প সংখ্যক দেখালেন, যেন আল্লাহ সম্পন্ন করেন অভিপ্রেত-নির্ধারিত কাজ । আর সব বিষয়ই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। (সূরা আনফাল-৮ ঃ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪)।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) এবং ইহুদীরা

হে রাসূল ! আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা যারা দ্রুত কুফরীর দিকে ধাবিত হয়, তাদের মধ্যে থেকে যারা নিজেদের মুখে বলে, "আমরা ঈমান এনেছি," অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং ইহুদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত, যারা আপনার কথা কান পেতে শুনে এমন এক কওমের জন্য যারা আপনার কাছে আসেনি । তারা আল্লাহর কালামকে বিকৃত করে তা যথাস্হানে সুবিন্যস্ত থাকার পরেও ; তারা বলে, যদি তোমাদের এরূপ বিধান দেয়া হয় তবে তা গ্রহণ করবে কিন্তু যদি তা না পাও তবে তা বর্জন করবে । যাকে আল্লাহর ফেতনায় ফেলতে চান তার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে কিছুই করতে পারবেন না । এরাই এমন লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি । তারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম খেতে অত্যন্ত আসক্ত । সুতারাং তারা যদি আপনার কাছে আসে তবে তাদের মধ্যে বিচার নিস্পত্তি করে দিন অথবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন । আর যদি আপনি তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন তবে তারা আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না । আর যদি বিচার ফয়সালাই করেন তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিচার করবেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন ন্যায়বিচারকারীদের । তারা কিরূপে আপনার উপর বিচারভার ন্যস্ত করবে অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত ? যে তাওরাতে আছে আল্লাহর আদেশ । তারপরও তারা পেছনে মুখ ফিরিয়ে নেয় । তারা কখনও মু'মিন নয় । (সূরা মায়িদা-৫ঃ ৪১, ৪২, ৪৩) ।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) এবং আহলে কিতাবধারী

আহলে কিতাবের এক দল মনে-প্রাণে চায় যেন তোমাদের বিপথগামী করতে পারে, কিন্তু তারা কাউকে বিপথগামী করতে পারে না নিজেদের ছাড়া, অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না । হে আহলে কিতাব ! কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করছ, অথচ তোমরাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছ ? হে আহলে কিতাব ! কেন তোমরা সত্যকে কে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করছ এবং সত্য গোপন করছ, অথচ তোমরা জান? আহলে কিতাবের একদল বলল ঃ ''মু'মিনদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা দিনের প্রথম ভাগে তাতে ঈমান আন এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখান কর, হয়ত এতে তারা ইসলাম থেকে ফিরে যাবে''। ''আর তোমরা বিশ্বাস করবে না স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কাউকে''॥ আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয় প্রকৃত হেদায়াত হল আল্লাহর হেদায়াত । আর এসব এজন্য যে, তোমরা যা পেয়েছিলে তা অন্য কেউ কেন পাবে ? কিংবা তারা কেন তোমাদের পরাভূত করবে যুক্তিতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে ? বলুন ঃ নিশ্চয়ই যাবতীয় অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে । তিনি যাকে ইচ্ছে তা দান করেন । আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ । তিনি যাকে ইচ্ছে স্বীয় অনুগ্রহের জন্য বিশেষ করে বেছে নেন । আর আল্লাহ হল মহা অনুগ্রহশীল । (সূরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪) ।

নবী মুহামদ (সঃ) এবং জ্বিন

আর যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল, তখন তারা তার কাছে ভীড় জমাল । বলুন ঃ আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি, এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না । বলুন ঃ আমি তোমাদের কোন ক্ষতিসাধনেরও ক্ষমতা রাখি না এবং কোন হিত সাধনেরও না । বলুন ঃ আল্লাহর গযব থেকে আমাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতিরেকে আমি কোন আশ্রয়ও পাব না, কিন্তু কেবল আল্লাহর তরফ থেকে পৌঁছান ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ । আর যে ব্যক্তি অমান্য করে আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকেবে । এমনকি যখন তারা দেখতে পাবে প্রতিশ্রুত শাস্তি, তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম । বলুন ঃ আমি জানি না, তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, তা নিকটবর্তী, না আমার রব-এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করে রেখেছেন । (সূরা জ্বিন-৭২ ঃ ১৯ - ২৫) ।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর স্ত্রীগণ

হে নবী ! আপনি আপনার পত্নীদেরকে বলুন ঃ যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য চাও, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্হা করে দেই এবং সদাচারের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই । আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাত চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সদগুণসম্পন্না, আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন । হে নবী-পত্নীগণ ! তোমাদের মধ্যে থেকে যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ । আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের অনুগত্য থাকবে ও নেক কাজ করবে, তাকে আমি দু'বার পুরস্কার দেব, আর তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি এক সম্মানজনক জীবিকা । হে নবী পত্নীগণ ! তোমরা কোন সাধারণ নারীর মত নও ; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে বাক্যলাপে এমনভাবে কোমল কণ্ঠে কথা বল না যাতে অন্তরে যার কুপ্রবৃত্তির রোগ রয়েছে সে প্রলুদ্ধ হয় । আর তোমরা রীতি অনুসারে কথা বলবে । আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্হান করবে এং প্রাচীন মূর্খতা যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না ; তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে । হে নবী পরিবার ! আল্লাহ তো তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখতে চান । আর তোমরা আল্লাহর সেই আয়াতসমূহ ও জ্ঞানগর্ভ কথা যা তোমাদের ঘরে পঠিত হয়, তা স্মরণ রাখবে । নিশ্চয় আল্লাহ খুব সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত । (সূরা আহযাব-৩৩ ঃ ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪) ।

স্মরণ কর, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনে কিছু কথা বলেছিলেন, তারপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এং কিছু ব্যক্ত করলেন না । অতঃপর যখন তিনি তা তার স্ত্রীকে বললেন তখন সে বলল ঃ কে আপনাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছে ? নবী বললেন ঃ আমাকে অবহিত করেছেন আল্লাহ যিনি সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন । তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাই তোমরা উভয়ে তওবা করলে ভাল হয় । কিন্তু যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর তবে জেনে রেখ, আল্লাহই তাঁর বন্ধু এবং জিবরাঈল ও নেককার মু'মিনরাও, তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী । (সূরা তাহরীম-৬৬ ঃ ৩, ৪) ।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) এবং জিহাদ

আর স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছিলেন ঃ ‘‘তুমি তোমার স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।’’ আপনি আপনার অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর উচিত ছিল । তারপর যায়েদ যখন জয়নবের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বন্ধনে আবদ্ধ করলাম । যাতে মু’মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করলে সে সকল স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু’মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে । আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে । নবীর জন্য তা করতে কোন বাধা নেই যা আল্লাহ তার জন্য বিধিসম্মত করেছেন । পূর্ব যে সকল নবী গত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর রীতি । আর আল্লাহর হুকুম তো পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে । (সূরা আহযাব-৩৩ ঃ ৩৭, ৩৮) ।

গায়েবী ঘটনা সমূহ নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছিল

এ ঘটনা গায়েবী ঘটনা সমূহের একটি যা আমি আপনাদেক ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি । আর আপনি তাদের কাছে তখন উপস্হিত ছিলেন যখন তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছিল । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ১০২) ।

কাবা সম্পর্কে নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে তথ্য দেয়া হয়েছিল

বার বার আকাশের দিকে আপনার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি । কাজেই এমন কেবলার দিকে আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন । এখন আপনি আল-মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান । আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেদিকে মুখ কর । আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটাই তাদের পালনকর্তার প্রেরিত সত্য । আল্লাহ সে সম্বন্ধে বেখরব নন যা তারা করে । (সূরা বাকারা-২ ঃ ১৪৪) ।

নবী ইলিয়াস (আঃ), আল-ইয়াসা, ইদ্রিস (আঃ) , ইসাহাক (আঃ) , ইয়াকুব (আঃ), নবী আইয়ুব (আঃ) ও নবী যুল-কিফল (আঃ) এর ইতিহাস

নবী ইলিয়াস (আঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণী

এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্‌হিয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও হেদায়াত দান করেছিলাম। তারা সবাই ছিলেন পুণ্যবানদের অন্তরর্ভুক্ত, (সুরা আন'আম-৬ঃ ৮৫)।

আর নিঃসন্দেহে ইলিয়াসও ছিলেন রাসুলদের একজন ।(সুরা সাফ্‌ফাত-৩৭ ঃ ১২৩)।

নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার মু'মিন বান্দাদের একজন ।(সুরা সাফ্‌ফাত-৩৭ ঃ ১৩) ।

নবী ইলিয়াস (আঃ) এর তার জাতির প্রতি আবেদন

স্মরণ কর, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না ? তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা করবে আর সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করবে? যিনি আল্লাহ্‌, তোমাদের রব এবং তোমাদের পুর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও রব ? অবশেষে তারা তাকে অস্বীকার করল ।সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য হাজির করা হবে ।তবে যারা আল্লাহ্‌র খাঁটি নেকরার বান্দা তারা নয় । আর আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়টি রেখে দিয়েছি যে, 'সালাম' ইলিয়াসের প্রতি । আমি তো এরুপেই নেকারদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি ।(সুরা সাফ্‌ফাত-৩৭ ঃ ১২৪-১৩১)।

নবী আল - ইয়াসা (আঃ)

এবং ইসমাঈল, আলইয়াসা'আ, ইউনুস ও লূতকেও হেদায়াত দান করেছিলাম ।আমি প্রত্যেককেই সারাজাহানের উপর ফযিলত দান করেছিলাম ।(সুরা আন'আম-৬ ঃ ৮৬ ।

স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফলের কথা, তারা প্রত্যেকেই সর্বোত্তম বান্দাদের শামিল ।(সুরা সাদ-৩৮ ঃ ৪৮) ।

নবী ইদ্রিস (আঃ)

আর আপনি এ কিতাবে ইদরীসের কথাও উল্লেখ করুন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতিশয় সত্যনিষ্ট, নবী ; এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায় ।(সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ৫৬, ৫৭)।

আর স্মরণ করুন ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফল-এর কথা,তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন দৃঢ়পদ ধৈর্যশীল ।আমি তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতের মধ্যে দাখিল করেছিলাম ।তারা ছিলেন অতিশয় নেককার ।(সূরা- আম্বিয়া-২১ ঃ ৮৫,৮৬) ।

নবী ইসাহাক (আঃ)

অতঃপর যখন তিনি তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ইবাদত করত তাদের থেকে দূরে সরে গেলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে আমি নবী করলাম ।(সূরা মারইয়াম-১৯ঃ৪৯)।

আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব ।প্রত্যেককেই আমি সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ।এর পূর্বে আমি নূহ্‌কেও হেদায়াত দান করেছিলাম এবং তার বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও ।এভাবেই আমি নেককারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।(সূরা আন'আম-৬ ঃ ৮৪)।

নবী ইয়াকুব (আঃ)

আর এরই অসিয়ত করেছে ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও ঃ হে পুত্রগন! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন । সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ কর না । যখন ইয়াকুবের মৃত্যু উপস্হিত হল, তোমরা কি তখন সেখানে ছিলে? সে যখন পুত্রদের জিজ্ঞেস করল ঃ আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে ? তখন তারা বললঃ আমরা ইবাদত করব আপনার ইলাহ-এর ইবাদত করব। তিনি তো একমাত্র ইলাহ । আমরা সবাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী । (সূরা বাকারা-২ ঃ ১৩২,১৩৩)।

তোমরা বল ঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি, এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম,ইসমাঈল,ইস্‌হাক,ইয়াকুব এবং তার বংশধরদের প্রতি এবং যা দেয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীদের তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে । আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না । আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পকারী । (সুরা বাকারা-২ ঃ ১৩৬) ।

তোমরা কি বল যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধররা ইহুদী কিংবা খ্রিষ্টান ছিল ? আপনি বলুনঃ তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ ? তার চেয়ে অধিক জালিম কে হতে পারে যে গোপন করে তার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে প্রমাণ আছে তা । তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন (সুরা বাকারা-২ঃ১৪০) ।

নবী যুল-কিফল (আঃ)

স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল- কিফলের কথা, তারাও প্রত্যেকেই সর্বোত্তম বান্দাদের শামিল ।(সুরা সাদ-৩৮ঃ ৪৮) ।

কুরআনে উদ্ধৃত জাতি ও সমাজ সমূহ

ইসরাইল জাতি (ইহুদী)

স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অংঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা,আত্নীয়-স্বজন,এতিম ও দরিদ্রদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে, তখন অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে । আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অংঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং তোমাদের আপনজনদের দেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং এ বিষয়ে তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছিলে । তারপর তোমরাই তারা যারা নিজেদের হত্যা করছ এবং তোমাদের এক দলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ, পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছ । আর যদি তারা বন্দী হয়ে তামাদের কাছে আসে, তাহলে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করছ । অথচ তাদের বহিস্কার করাই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল । তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরুপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের দূর্গতি ছাড়া কোন পথ নেই এবং কেয়ামতের দিন কঠোরতর শাস্তির দিকে তাদের নিক্ষেপ করা হবে । তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে বে- খবর নন । এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে;সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্য-প্রাপ্তও হবে না । (সুরা বাকারা-২ঃ ৮৩-৮৬) ।

আর আমি ইহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম সব নখরযুক্ত পশু এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে যে চর্বি এগুলোর পিঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা হাড়ের সাথে মিলিত থাকে তা ছাড়া । এ শাস্তি আমি তাদের দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার দরুন । আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী । (সুরা আন'আম-৬ ঃ ১৪৬) ।

নাসারা বা খ্রিষ্টান

যারা বলে ঃ "আমরা নাসারা", আমি তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্ত তারাও যে উপদেশ লাভ করেছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছিল । সুতরাং আমি কেয়ামত পর্যন্ত স্হায়ী পারস্পারিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছি । আর অচিরেই আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেবেন যা তারা করত । (সূরা মায়িদা-৫ ঃ ১৪) ।

ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা বলে ঃ আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন । " আপনি বলুন ঃ তবে তিনি কেন তোমাদের শাস্তি দেন তোমাদের পাপের জন্য ? বরং তোমরাও তাদেরই মত মানুষ যাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন । তিনি ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছে করেন এবং শাস্তি দেন যাকে ইচ্ছে করেন । আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌র আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে । (সূরা মায়িদা-৫ ঃ ১৮) ।

নিশ্চয় যারা মু'মিন, যারা ইহুদী, সাবেয়ী বা নাসারা, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না । (সুরা মায়িদা-৫ ঃ ৬৯) ।

সাবেইন

নিশ্চয় যারা মু'মিন, যারা ইহুদী, সাবেয়ী বা নাসারা, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না । (সুরা মায়িদা-৫ ঃ ৬৯) ।

সামুদ জাতির জনগণ

আমি তো সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে রাসূলরুপে প্রেরণ করেছিলাম, এ আদেশসহ যে "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর," কিন্ত তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল । (সূরা নাম্‌ল্‌-২৭ ঃ ৪৫) ।

আর আমি ধ্বংশ করেছিলাম 'আদ ও সামূদকেও; তাদের বাড়িঘর থেকেই তোমাদের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে । শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছিল, অথচ তারা ছিল জ্ঞানবান-বিচক্ষণ লোক । (সুরা আনকাবুত- ২৯ঃ৩৮) ।

অস্বীকার করেছিল 'আদ ও সামূদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয়কে । অতঃপর সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে তো ধ্বংস করা হয়েছিল এক বিকট শব্দ দিয়ে । (সূরা হাক্কা-৬৯ ঃ ৪,৫) ।

লূত জাতির জনগণ

আর আমি লূতকে প্রেরণ করেছিলাম । যখন সে তাঁর কওমকে বলল ঃ তোমরা কি অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি ? (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ৮০) ।

লূত এর কওম রাসুলগনকে অস্বীকার করেছিল, (সূরা শু'আরা-২৬ ঃ ১৬০) ।

স্মরণ কর লূত এর কথা, যখন তিনি স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ তোমরাই কি এই অশ্লীল কাজ করছ? অথচ তোমরা এর পরিণতির কথা জান? (সূরা নাম্‌ল-২৭ ঃ ৫৪) ।

এর উওরে তার কওম শুধু এ কথাই বললঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদথেকে বের করে দাও ! তারা তো খুব পবিত্র মানুষ হতে চায়! (সুরা নাম্‌ল -২৭ ঃ ৫৬) ।

মাদিয়ানের সম্প্রদায়

আর আমি মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুয়ায়েবকে প্রেরণ করেছিলাম । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ নেই । তোমাদের কাছে এসে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ । সুতরাং তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরুপে করবে এবং লোকদের তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দেবে না, এবং দুনিয়ায় শান্তি - শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না । এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মু'মিন হও । (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ৮৫) ।

আর আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে নবী করে পাঠিয়েছিলাম । তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না । (সুরা আনকাবুত-২৯ ঃ ৩৬) ।

কুপের সহচরেরা

আর স্মরণ কর আদ, সামুদ এবং রাস্‌ এর অধিবাসী ও তাদের মধ্যবর্তী আরও অনেক সম্প্রদায়ের কথা । (সূরা ফুরকান-২৫ ঃ ৩৮) ।

এক গ্রামবাসী

অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন অবশেষে যখন তারা কোন এক গ্রামবাসীদের কাছে এলেন, তখন তারা তাদের কাছে কিছু খাদ্য চাইলেন; কিন্ত তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল । ইতিমধ্যে তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং তিনি তা ঠিক করে দিলেন । মুসা বললেন ঃ আপনি ইচ্ছে করলে এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক অবশ্যই গ্রহণ করতে পারতেন । (সুরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ৭৭) ।

মদীনা বা ইয়াতরিফ এর জনগণ

তাদের মধ্য থেকে এক দল বলেছিল ঃ হে মদীনাবাসী! এখানে তোমাদের তিষ্ঠিবার স্হান নেই, অতএব ফিরে যাও । আর তাদের মধ্যে এক দল নবীর কাছে অব্যাহতি চেয়ে বলেছিল ঃ আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত । অথচ তা অরক্ষিত ছিল না ঃ তারা তো শুধু পলায়ন করতেই চাচ্ছিল । (সূরা আহ্‌যাব-৩৩ ঃ ১৩) ।

আল হিজরের অধিবাসী

হিজরের অধিবাসীও রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল (সূর আল হিজর -১৫ ঃ ৮০) ।

আদ সম্প্রদায়

আর আমি কওমে 'আদের কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই হুদকে । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই । তোমরা তো নিছক মিথ্যা উদ্ভাবনকারী ? (সূরা হুদ-১১ ঃ ৫০) ।

তোমাদের কাছে কি খবর পৌছেনি তোমাদের কওমে নূহের, কওমে 'আদের ও সামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের আর কেউই জানে না তাদের বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া । তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূলগণ এসে ছিলেন । তারা নিজেদের হাত তাদের মুখে রেখে দিত এবং বলতঃ আমরা তো তা অস্বীকার করছি যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ এবং যে যে বিষয়ের প্রতি তোমরা আমাদেরকে ডাকছ তাতে আমরা অবশ্যই ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করি, দোদুল্যমান অবস্হায় আছি । (সূরা ইব্‌রাহীম-১৪ ঃ ৯) ।

আদ সম্প্রদায় রাসুলদেরকে অস্বীকার করেছিল । (সূরা শুয়ারা -২৬ ঃ ১২৩) ।

আপনি কি লক্ষ্য করেন নি, আপনার রব কেমন ব্যবহার করেছিলেন 'আদ বংশের' সাথে যারা ছিল ইরাম গোত্র ভূক্ত, যাদের দেহাবয়ব ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের মত । (সুরা ফাজর-৮৯ ঃ ৬,৭) ।

মরু ভুমির আরবেরা

আর বেদুঈনদের মধ্য থেকে কিছু ওজর পেশকারী লোক এল যেন তাদের অব্যাহিত দেয়া হয়, আর একেবারেই বসে রইল সেসব লোক যারা মিথ্যা বলেছিল আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে । তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে । (সুরা তওবা-৯ঃ ৯০) ।

মরুবাসীরা কুফরী ও মোনাফেকীতে অত্যান্ত কঠোর এবং তারা সেসব হুকুম-আহকাম না জানারই যোগ্য যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন । আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা । আর মরুবাসীদের মাঝে কেউ কেউ তারা যা ব্যয় করে তাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি দুর্দিনের প্রতীক্ষায় থাকে । দুর্দিন তাদেরই উপর আসুক । আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । মরুবাসীদের কেউ কেউ ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আর যা তারা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং রাসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে । জেনে রেখ, নিশ্চয়ই তা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায় । অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেবেন । আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা তওবা-৯ঃ ৯৭-৯৯) ।

আর তোমাদের আশপাশের মরুবাস্বীদের থেকে কিছু লোক মোনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্য থেকেও কিছু লোক, তারা মোনাফেকীতে চরমে পৌঁছেছে । আপনি তাদের পরিচয় জানেন না, তাদের কেবল আমিই জানি । আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব এবং পরে তাদেরকে ভীষণ আযাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে । (সূরা তওবা-৯ঃ ১০১) ।

মরুবাসীদের মধ্যে যারা পেছনে রয়ে গেছে তারা অচিরেই আপনাকে বলবে ঃ " আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবারবর্গ আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন" । তারা নিজেদের মুখে এমন কথা বলছে, যা তাদের অন্তরে নেই । আপনি বলুন ঃ এমন কে আছে, যে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমাদের জন্য কোন ক্ষমতা রাখে, যদি তিনি তোমাদের কোন অনিষ্ঠ করতে ইচ্ছে করেন অথবা যদি তিনি তোমাদের উপকার করতে চান? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পরিপূর্ন খবর রাখেন । (সূরা ফাত্‌হ-৪৮ ঃ ১১) ।

পেছনে থেকে যাওয়া বেদুঈনদেরকে আপনি বলে দিন ঃ আচিরেই তোমরা এমন কোন এক কওমের সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে, যারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষন না তারা মুসলমান হয়ে যায় । তখন যদি তোমরা তা মান্য কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করবেন উত্তম পুরস্কার । আর যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলে, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেবেন । (সূরা ফাত্‌হ-৪৮ ঃ ১৬) ।

মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি । আপনি বলে দিন ঃ তোমরা ঈমান তো আননি, বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছ । আর ঈমান তো এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি । কাজেই যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তিনি তোমাদের কর্মসমূহ থেকে একটুও কম করবেন না । নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা হূযরাত - ৪৯ ঃ ১৪) ।

মদীনার জনগণ

মদীনাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের পক্ষে সমীচীন নয় আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা । এ কারণে যে, আল্লাহ্র পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদেক্ষপ যা কাফেরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, আর শত্রুপক্ষ থেকে যা কিছু তারা প্রাপ্ত হয়, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেক আমল লিখিত হয় । নিশ্চয় আল্লাহ্ নেক্কারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না । (সূরা তওবা-৯ ঃ ১২০) ।

তুব্বার জনগণ

এবং আইকার অধিবাসীরা ও তুব্বা সম্প্রদায় । এরা সকলেই রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল, ফলে আমার শাস্তি তাদের উপর কার্যকরী হয়েগেল । (সূরা কাহ্ফ-৫০ ঃ ১৪) ।

মূসার জনগণ

আর মূসার কওমের মধ্যে এমন একদল আছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে । (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৫৯) ।

আর যখন কোন কিছু শুভ তাদের কাছে এসে যেত তখন তারা বলতঃ এটাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়; আর যদি কোন অশুভ শক্তি তাদের উপর আপতিত হত, তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদের জন্য অলক্ষুনে মনে করত । জেনে রেখ, তাদের অলক্ষুনের (মূল) কারণ আল্লাহ্র জানা আছে । কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা । (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৩১) ।

ইউনুস এর জনগণ

কোন জনপদবাসী এমন কেন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান আনা তাদের উপকারে আসত, অবশ্যই ইউনুসের কওম ব্যতিরেকে? তারা যখন ঈমান আনল তখন দূর করে দিলাম তাদের থেকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি এবং তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম । (সূরা ইউনুস-১০ ঃ ৯৮) ।

নবী ইব্রাহিম (আঃ) এবং তার সহচরগণ

সুতরাং যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত কর । এমনকি যখন তোমরা তাদেরকে পুরোপুরি পরাভূত করবে তখন তাদেরকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলবে; তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও- যে পর্যন্ত না যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে, এ হুকুম অবশ্য পালনীয় । আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন, তবে অবশ্যই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করতেন । কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান । আর যারা আল্লাহ্র পথে প্রাণ বিসর্জন দেয়, আল্লাহ কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না । (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ ঃ ৪) ।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর দুই সঙ্গীর মধ্যে একজন

যদি তোমরা রাসূলকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বহিস্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলেনঃ বিষন্ন হবেননা, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন । তারপর আল্লাহর স্বীয় প্রশান্তি তাঁর উপর নাযিল করলেন এবং তাঁকে শক্তিদান করলেন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাওনি । বস্তুত আল্লাহ্ কাফেরদের কথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহ্র বাণীই সর্বোপরি সমুন্নত । আল্লাহ্ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময় ।(সূরা তওবা-৯ঃ৪০) ।

নবী মূসা (আঃ) এবং তার দাস

স্মরণ কর, মূসা স্বীয় যুবক সঙ্গী বলেছিলেন ঃ আমি অবিরত চলতে থাকব যে পর্যন্ত না দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌছি, অথবা এভাবে আমি দীর্ঘকাল চলতে থাকব । তারপর যখন তারা চলতে চলতে দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌছলেন, তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেলেন । তার মাছটি সুড়ঙ্গের মত পথ করে সাগরের মধ্যে চলে গেল । অতঃপর যখন তারা উভয়ে সে স্থানটি অতিক্রম করে সামনে গেলেন, তখন মূসা তার সঙ্গীকে বললেনঃ আমাদের নাশতা আন, এ সফরে আমরা আবশ্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । সঙ্গী বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখন্ডের কাছে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম । শয়তানই আমাকে এ কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল । আর মাছটি সাগরের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ ধরে চলে গেল । মূসা

বললেনঃ এ স্থানটিই তো আমরা খুঁজছিলাম। তারপর তারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে পেছনের দিকে ফিরে চললেন; (সূরা কাহ্ফ-১৮ ঃ ৬০-৬৪)।

কোরআনে উল্লেখিত জ্ঞানী একজন ব্যক্তি

তারপর তারা (সেথায় পৌঁছে) আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার তরফ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জ্ঞান। মূসা তাকে বললেন ঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকেও শেখাবনে? তিনি বললেন ঃ আপনি কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না। আর কেমন করেই বা আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্যধারণ করবেন যা আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় ? মূসা বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার। কোন আদেশ অমান্য করব না। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই ইচ্ছে করেন, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত আমি সে বিষয়ে আপনাকে কিছু না বলি। অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন, অবশেষে তারা যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বললেন ঃ আপনি কি নৌকাটিকে এ উদ্দেশ্যে ছিদ্র করলেন যে, এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেবেন? নিঃসন্দেহে আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করে ফেলেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুইতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা বললেন ঃ আমি ভুলে যা করে ফেলেছি সেজন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার এ ব্যাপারে আমার প্রতি অধিক কঠোরতা আরোপ করবেন না। তারপর তারা উভয় চলতে লাগলেন, এমনকি যখন তারা একটি বালককে দেখলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন ঃ আপনি কি একটি নিস্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই ? নিঃসন্দেহে আপনি তো এক মারাত্নক অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা বললেন ঃ এরপরও যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। নিশ্চয় আপনি আমার পক্ষ থেকে ওযরের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন। অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন ; অবশেষে যখন তারা কোন এক গ্রমবাসীর কাছে এলেন, তখন তারা তাদের কাছে কিছু খাদ্য চাইলেন-কিন্তু তারা তাদের অতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। ইতিমধ্যে তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং তিনি তা ঠিক করে দিলেন। মূসা বললেন ঃ আপনি ইচ্ছে করলে এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক অবশ্যই গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি বললেন ঃ এখানেই সম্পর্কচ্ছেদ হল আমার ও আপনার মধ্যে। তবে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, আমি তার প্রকৃত তত্ত্বকথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছিঃ (সূরা কাহ্ফ-১৮ ঃ ৬৫-৭৮)।

নবী মূসা (আঃ) এবং স্ত্রীলোক

যখন তিনি মাদইয়ানের পানির কুপের কাছে উপনীত হলেন, তখন তিনি সেখানে লোকদের একটি দলকে দেখতে পেলেন, তারা নিজ নিজ জন্তুকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পেছনে দুজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন, তারা তাদের জন্তুগুলোকে আগলে রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের উদ্দেশ্য কি ? তারা বলল ঃ আমরা পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত না রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে দূরে সরে যায়। আর আমাদের পিতা নিতান্ত বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের পক্ষে পশুগুলোকে পানি পান করালেন, তারপর সরে গিয়ে ছায়ার নিচে বসলেন এবং দোয়া করলেন ঃ হে আমার রব! যে অনুগ্রহই আপনি আমার প্রতি করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী। অতঃপর স্ত্রীলোকদ্বয়ের একজন লজ্জাবনত অবস্হায় চলতে চলতে মুসার কাছে এসে বলল ঃ আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের পক্ষে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময় আপনাকে প্রদানের জন্য। তারপর যখন মূসা তার কাছে গেলেন এবং সকল বৃত্তান্ত তার কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ ভয় কর না, তুমি জালিম কওমের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ। তাদের একজন বলল ঃ আব্বাজান! আপনি তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার কর্মচারী হিসেবে উত্তম হবে সে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। তিনি মূসাকে বললেন ঃ আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একটিকে তোমার সাথে এই শর্তে বিয়ে দিতে চাই যে, তুমি আট বছরকাল আমার চাকরি করবে, তবে যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছে; আর আমি এ ব্যাপারে তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। (সূরা কাসাস্-২৮ ঃ ২৩ - ২৭) ।

তালূত এবং তার জনগণ

আর তাদের নবী তাদের বলেছিল ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য শাসক করে দিয়েছেন। তারা বলেছিলঃ তা কেমন করে হয় যে, তার কর্তৃত্ব চলবে আমাদের উপর? অথচ তার চেয়ে আমরা কর্তৃত্বের অধিক হকদার এবং সম্পদের দিক দিয়েও সে ততটা সচ্ছল নয়। নবী বলল ঃ আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞানে ও দেহে প্রাচুর্য দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন স্বীয় কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। আর তাদের নবী তাদের আরো বলল, তালূতের কর্তৃত্বের আলামত হল ঃ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে একটি সিন্দুক আসবে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির জন্য, তাতে থাকবে মূসা ও হারুনের বংশধরদের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী, যা ফেরেশতারা বয়ে আনবে। আবশ্যই এতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন,

যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও। তারপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল তখন সে বলল ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নদী দিয়ে। যে কেউ সে নদীর পান করবে সে আমার নয়, আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহন করবে না সে অবশ্যই আমার। কিন্তু কেউ তার হাতের আঁজলা ভরে সামান্য পান করলে তার তেমন কোন দোষ হবে না। অতঃপর অল্প সংখ্যক ছাড়া তাদের সবাই সে পানি পান করল। পরে যখন তালূত ও তার সঙ্গী ঈমানদাররা তা অতিক্রম করল, তখন তারা বলল ঃ আজ আমাদের জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি নেই। কিন্তু যারা দৃঢ়ভাবে ধারণা রাখত যে, আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবেই তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্রদল বিজয়ী হয়েছে কত বৃহৎ দলের মোকাবেলায়। আর আল্লাহ্ তো রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। (সূরা বাকারা-২ ঃ ২৪৭ - ২৪৯) ।

জালূত এবং তার সেনাবাহিনী

তালূত ও তার সেনাবাহিনী যখন জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রভু! ধৈর্য দাও আমাদের মনে, দৃঢ়পদ রাখ আমাদের, আর সাহায্য কর আমাদের কাফের জাতির বিরুদ্ধে। (সূরা বাকারা-২ ঃ ২৫০) ।

গুহাবাসী এবং রকীম

আপনি কি মনে করেন যে, গুহা এবং রকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল? স্মরণ করুন, যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহন করল, তারপর প্রার্থনা করল ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে দান করুন আপনার কাছ থেকে রহমত এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দিন। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ৯, ১০) ।

পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম, যেন জেনে নেই যে, দু'দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ১২) ।

এবং আমি তাদের অন্তর দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল ঃ আমাদের রব আসমান ও জমিনের পালনকর্তা, আমরা কখনও তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করব না, যদি করে বসি, তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ১৪) ।

যখন তোমরা পৃথক হয়েছ তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের রব স্বীয় রহমত তোমাদের প্রতি বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের কাজ-কর্মকে তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন তা উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে ডানদিকে সরে যায়; এবং যখন তা অস্ত যায়, তখন তা তাদেরকে বামদিক থেকে অতিক্রম করে, অথচ তারা সে গুহার প্রশস্ত চত্বরে ছিল। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর শামিল। আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত পায়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন, আপনি কখনও তার জন্য কোন সাহায্যকারী পথপ্রদর্শক পাবেন না। তুমি তাদেরকে দেখলে জাগ্রত মনে করতে, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আর আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম কখনও ডানদিকে এবং কখনও বামদিকে। তাদের কুকুরটি ছিল সামনের পা দু'টি গুহা দ্বারে প্রসারিত করে। তুমি যদি তাদেরকে উঁকি দিয়ে দেখতে তবে পেছনে ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ১৬, ১৭, ১৮) ।

ইয়াজুজ মাজুজ

তারপর সে অন্য পথ ধরে চলল, অবশেষে সে চলতে চলতে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছল, তখন সে তথায় এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা কোন কথা একেবারেই বুঝতে চাইত না। তারা বলল ঃ হে যুল-কারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আমরা কি আপনাকে কিছু খরচের ব্যবস্থা করে দেব যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেন? সে বলল ঃ আমার রব আমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা যথেষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে কেবল দৈহিক শক্তি দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি অতি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে সমান হয়ে গেলে তখন সে বলল ঃ তোমরা তাপ দিতে থাক; এমনকি যখন তারা তাপিয়ে তা অগ্নিবৎ করে ফেলল, তখন সে বলল ঃ এখন তোমরা আমার কাছে গলিত তাম্র নিয়ে এস, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তা অতিক্রম করতে পারল না এবং তাতে কোন ছিদ্রও করতে সক্ষম হল না। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ৯২ - ৯৭) ।

এমনকি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেকে উচ্চ স্থান থেকে দ্রুত ছুটে আসবে, (সূরা অম্বিয়া-২১ ঃ ৯৬)।

আংগুরের বাগানের মালিকগণ

আর আপনি তাদের কাছে ঐ দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যাদের একজনকে আমি দু'টি আংগুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং এ দু'টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দিয়ে পরিবেষ্টিত করেছিলাম আর এ দু'টির মধ্যে শস্যক্ষেত্রও করে রেখেছিলাম; উভয় বাগানই নিজ নিজ ফল পূর্ণরূপে দিত, কোনটির ফসল কিছুমাত্র কম হত না, এবং আমি এ দু'টির মাঝে ঝর্না প্রবাহিত করেছিলাম; এবং তার আরও অনেক সম্পদ ছিল। একদা সে কথা প্রসঙ্গে তার সাথীকে বলল ঃ আমি ধন-সম্পদেও তোমার চেয়ে বেশী এবং জনবলেও তোমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। নিজের প্রতি জুলুম করে সে একদিন তার বাগানে প্রবেশ করল, সে বলল ঃ আমার তো মনেহয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে; আর আমি ধারণা করি না যে, কেয়ামত হবে। আর যদি আমাকে কখনও আমার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত করানই হয়, তবে অবশ্যই আমি সেখানে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তার সাথী তাকে তার কথার উত্তরে বলল ঃ তুমি কি তাঁর সাথে কুফরী করছ, যিদি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে এবং পরে তোমাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করেছেন? কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করি যে, তিনিই আল্লাহ্ আমার রব, আর অমি অন্য কাউকে আমার রবের শরীক করিনা। আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন এরূপ কেন বললে না যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা-ই হয়ে থাক, আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই? যদি তুমি আমাকে সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমার চেয়ে হীন মনে কর, তবে আশা করি অচিরেই আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু দান করবেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে কোন আকস্মিক বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, ফলে তা উদ্ভিদশূন্য একটি পরিস্কার মাঠে পরিণত হয়ে যাবে; অথবা তার পানি জমিনের তলদেশে নেমে শুকিয়ে যাবে এবং কখনও তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। অতঃপর তার ফল সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল, ফলে সে ঐ বাগানের জন্য যা কিছু ব্যয় করেছিল তার জন্য অনুতাপ করতে লাগল, আর বাগানটি মাচানসহ ভূমিতে পড়ে রইল। সে বলতে লাগল ঃ হায়! আমি যদি কাউকে আমার রবের সাথে শরীক না করতাম। (সূরা কাহ্ফ-১৮ ঃ ৩২ - ৪২) ।

শহরের দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তির দৌড়ে আসা

অতঃপর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল, সে বলল ঃ হে আমার কওম! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চায় না এবং তারা নিজেরাও রয়েছে সৎপথে। আর আমার কি কৈফিয়ত আছে যে, আমি তাঁর ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে? আমি কি আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন সব উপাস্য গ্রহন করব, যদি দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে মুক্তও করতে পারবে না? যদি আমি এরূপ করি তবে তো আমি প্রকাশ্য গোমরাহীতে পতিত হব। আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব তোমরাও আমার কথা শুন। তাকে বলা হল ঃ "জান্নাতে প্রবেশ কর"। সে বলল ঃ আহা! যদি আমার কওম জানতে পারত যে, আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের শামিল করেছেন! (সূরা ইয়াসীন-৩৬ ঃ ২০ - ২৭) ।

নবী ইউসুফ (আঃ) এবং কারাবন্দী অবস্থায় তার সঙ্গীদ্বয়

তার সাথে আরও দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, শরাব নিঃসারণ করছি; আর অপরজন বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, নিজের মাথায় রুটি বহন করছি এবং তা থেকে পাখি খাচ্ছে। তুমি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দাও, আমরা তো তোমাকে নেককার দেখছি। (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৩৬) ।

তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল, ইউসুফ তাকে বলল ঃ আমার কথা তোমরা মনিবের কাছে উল্লেখ কর। কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল তার কথা তার মনিবের কাছে বলতে। অতএব ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল। (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৪২) ।

বন্দীদ্বয়ের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে ইউসুফের কথা যার স্মরণ হল, সে বলল ঃ আমি এ স্বপ্নের তাবীর সম্বন্ধে আমাদেরকে খবর এনে দেব, আপনারা আমাকে প্রেরণ করুন। (সে কারাগারে ইউসুফের কাছে গিয়ে বলল ঃ) হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী এদেরকে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুস্ক শীষ, আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্নের তাবীর বলুন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যেন তারাও জানতে পারে । (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৪৫, ৪৬) ।

নবী ইউসুফ আঃ এর ভাইয়েরা

পিতা বললেন ঃ হে বৎস! তোমার এ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের কাছে ব্যক্ত কর না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন বিশেষ চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৫) ।

ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে জিজ্ঞাসুদের জন্য । স্মরণ কর, তার ভাইয়েরা বলেছিল ঃ অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে আছেন । হয় ইউসুফকে মেরে ফেল, অথবা তাকে অন্য কোন স্হানে ফেলে আস। ফলে তোমাদের পিতার স্নেহদৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা হয়ে যাবে ভাল মানুষ। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল ঃ তোমরা ইউসফকে হত্যা কর না; তবে যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তাহলে তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাতে কোন পথিক তাকে তুলে নিয়ে যায় । তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা! আপনার কি হয়েছে যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না, অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্খী? আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে পাঠাবেন, সে তৃপ্তিসহ খাবে ও খেলাধূলা করবে, আর আমরা তার পূর্ণ হেফাযত করব। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করছি তোমরা তার থেকে অমনোযোগী হলে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। তারা বলল ঃ যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, অথচ আমরা একটি সংহত দল রয়েছি , তবে তো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ব। তারপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কুপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল, তখন আমি তাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলাম যে, অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে, অথচ তারা তোমাকে তখন চিনতে পারবে না। আর তারা তাদের পিতার কাছে রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে এল; তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসূফকে আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। তারা ইউসুফের জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে এনেছিল। ইয়াকুব বললেন ঃ (না, ইউসুফকে বাঘে খায়নি) বরং তোমরা নিজেদের মন থেকে একটি কাহিনী সাজিয়ে নিয়েছ। সুতরাং এখন পূর্ণ ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়। তোমরা যা প্রকাশ করছ সে সম্বন্ধে আমি একমাত্র আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করি। (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৭-১৮) ।

ইউসুফের ভাইয়েরা এল এবং তার কাছে উপস্থিত হল। ইউসুফ তাদেরকে চিনল কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না। আর যখন সে তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল তখন সে বলল ঃ তোমরা আমার কাছে নিয়ে এস তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে। তোমরা কি দেখ না যে, আমি তো পুরোপুরি মেপে দেই? আর আমি উত্তম অতিথি সেবক? কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস তবে তোমাদের জন্য আমার কাছে কোন বরাদ্দ শস্যও থাকবে না এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না। তারা বলল ঃ আমরা তার ব্যাপারে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং অবশ্যই আমরা এ কাজ করব। ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলল ঃ তাদের মূলধন, যা শস্যের মূল্যস্বরূপ দিয়েছে, তা তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে তারা তা চিনতে পারে যখন তারা স্বজনদের মাঝে ফিরে যাবে, তাহলে তারা আবার আসতে পারে। তারপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা! আমাদের জন্য শস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা শস্যের বরাদ্দ পেতে পারি। আর আমরা তার হেফাযত অবশ্যই করব। পিতা বললেন ঃ আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করব যেরূপ ইতিপূর্বে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম তার ভাই ইউসুফ সম্পর্কে? বস্তুত অল্লাহ্ই সর্বোত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। যখন তারা তাদের আসবাবপত্র খুলল, তখন তারা তাতে পেল নিজেদের

মূলধনও যা তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা! আমরা আর কি চাই! দেখুন, এ আমাদের মুলধন, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য আবার রসদ আনব। এবার যা এনেছি তা তো সামান্য শস্য মাত্র। পিতা বললেন ঃ আমি কখনও তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে আমাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা তাকে আমার কাছে ফেরত নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা নিরুপায় হয়ে না যাও। অতঃপর যখন তারা তাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমরা যা কিছু বলছি তা আল্লাহ্‌রই কাছে সোপর্দ। তিনি বললেন ঃ হে আমার বৎসগণ! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ কর না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌রই যে ফয়সালা তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারিনা। ফয়সালা তো কেবল আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করুক যারা ভরসা করতে চায় । আর যখন তারা তাদের পিতার আদেশ অনুযায়ী প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র ফয়সালার বিরুদ্ধে তা তাদের কোন কাজে আসল না। তবে ইয়াকুব কেবল তার মনের একটি বাসনা পূর্ণ করেছিল মাত্র। সে নিঃসন্দেহে জ্ঞানী ছিল, কেননা আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা । (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৫৮ - ৬৮)।

আর তাঁরা যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখল। সে বলল ঃ নিশ্চয় আমিই তোমার সহোদর। অতএব তারা যা করত তার জন্য দুঃখ কর না। তারপর যখন ইউসুফ তাদেরকে ব্যবস্থা করে দিল তাদের রসদপত্র, তখন তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করল ঃ হে কাফেলার লোকজন! তোমরা নিশ্চয় চোর। তারা তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলল ঃ তোমরা কি হারিয়েছ? তারা বলল ঃ আমরা বাদশাহর পানপত্র হারিয়েছি, আর যে কেউ তা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর জামিন। তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা তো জান, আমরা এদেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতে আসিনি, আর আমরা চোরও নই। তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে আর শাস্তি কি হবে? তারা বলল ঃ এর শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি পাওয়া যাবে সে-ই হবে এর দন্ড। এভাবেই আমরা জালিমদের শাস্তি দেই। তারপর সে তার অন্যান্য ভাইদের থলে তল্লাশি শুরু করল-তার সহোদরের থলে তল্লাশির আগে-পরে তার সহোদরের থলে থেকে পানপাত্রটি বের করল। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল সৃষ্টি করে দিলাম। সে দেশের বাদশাহর আইনে সে তার সহোদরকে গ্রেফতার করতে পারত না। যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন । আমি যাকে ইচ্ছে মর্যদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর আছে এক মহাজ্ঞানী। (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৬৯ - ৭৬)।

তারা বলল ঃ হে আযীয! তার পিতা আছেন, অতিশয় বৃদ্ধ। সুতরাং আপনি তাঁর বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা তো আপনাকে নেককারদের একজন মনে করছি। সে বলল ঃ এমন কাজ থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন যে, যার কাছে আমরা আমাদের দ্রব্য পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য একজনকে ধরে রাখি। এরূপ করলে তো আমরা অবশ্যই জালিম বলে গণ্য হব। তারপর যখন তারা তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা পৃথকভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের বড়ভাই বলল ঃ তোমরা কি জাননা যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় ওয়াদা গ্রহণ করেছেন? আর এর পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে কত অন্যায় করেছ? সুতরাং আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন সমাধানের ব্যবস্থা করে না দেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সমাধানকারী। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল ঃ হে আমাদের আব্বা! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা জানি তাই বললাম। আর আমরা তো গায়েবের বিষয় জানতাম না। আর আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের বাসিন্দাদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম আর ঐ কাফেলাকে যাদের সামিল হয়ে আমরা এসেছি। অবশ্যই আমরা সত্যবাদী। পিতা বললেন ঃ না, বরং তোমরা সাজিয়ে নিয়েছ তোমাদের জন্য একটি মনগড়া কথা। এখন পূর্ণ ধৈর্যধারণই শ্রেয়। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদের সবাইকে এক সাথে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সূরাইউসূফ-১২ ঃ ৭৮-৮৩) ।

হে আমার বৎসগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কেননা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কাফের লোক ছাড়া কেউ নিরাশ হয়না। অতঃপর যখন তারা তার কাছে পৌঁছল তখন বলল ঃ হে আযীয! আমরাও আমাদের পরিজনবর্গ (দূর্ভিক্ষের দরুন) নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছি এবং আমরা অতি নগন্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পুরোপুরি শস্য বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমরা যা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে, যখন তোমার ছিলে অজ্ঞতার মধ্যে ? তারা বলল ঃ তবে কি প্রকৃতপক্ষে আপনিই ইউসুফ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর ভাই। আমাদের প্রতি আল্লাহ্ কৃপা করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বণ করে এবং সবর করে, অবশ্যই আল্লাহ্ সেরূপ নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না । তারা বললঃ আল্লাহ্‌র কসম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং অবশ্যই আমরা ছিলাম অপরাধী । তিনি বললেনঃ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার আব্বার চেহারার উপর রেখ। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমার কাছে এসো। (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৮৭ - ৯৩)।

তারা বলল ঃ হে আমাদের আব্বা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমরা তো নিশ্চিত অপরাধী। পিতা বললেন ঃ আমি অতি সত্বর তোমাদের জন্য আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব । নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৯৭, ৯৮) ।

এ ঘটনা গায়েবী ঘটনাসমূহের একটি যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি। আর আপনি তাদের কাছে তখন উপস্থিত ছিলেন না যখন তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল এবং তারা ষড়যন্ত্র করছিল। (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ১০২) ।

ফেরাউনের লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে তার বিশ্বাস গোপন রেখেছিল

ফেরাউনের বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজের ঈমান গোপন রেখেছিল, সে বলল ঃ তোমরা কি একজন লোককে শুধু এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ "আমার রব আল্লাহ ?" অথচ সে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে । যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার মিথ্যার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে যার প্রতিশ্রুতি সে তোমাদেরকে দিচ্ছে । নিশ্চয় আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন না সীমালংঘনকারী অতিশয় মিথ্যাবাদীকে। হে আমার কওম ! আজ তোমাদেরই রাজত্ব, এ দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু কে আমাদের কে সাহায্য করবে যদি আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ে? ফেরাউন বলল ঃ আমি তো তোমাদেরকে সে কথাই বলি যা আমি বুঝি; আর আমি তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখাই । অতঃপর মু'মিন লোকটি বলল ঃ হে আমার কওম ! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ন্যায় বিপজ্জনক দিনের-যেমন কওমে নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল । আর আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না । হে আমার কওম ! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি কেয়ামতের দিনের, যেদিন তোমরা পালাবে পেছনে ফিরে । কিন্তু আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না । আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই । আর ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তোমরা তাতে সন্দেহ পোষণ করে যাচ্ছিলে। এমনকি যখন তিনি মারা গেলেন তখন তোমরা বলতে লাগলেঃ তারপরে আল্লাহ্ আর কখনও কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না । এরূপেই আল্লাহ ভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রাখেন তাকে, যে সীমালংঘনকারী, সন্দিগ্ধমনা, যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে কোন প্রমান না থাকলেও । তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ এরূপেই আল্লাহ মহর মেরে দেন প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরের উপর । ফেরাউন বলল ঃ হে হামান ! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্রালিকা নির্মাণ কর, হয়ত আমি পেয়ে যাব অবলম্বন-আসমানে আরোহণের অবলম্বন, তারপর আমি সেখান থেকে মূসার খোদার দিকে উঁকি মেরে দেখব । আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার অপকর্মগুলোকে সুশোভন করা হয়েছিল এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছিল সরল-সঠিক পথ থেকে । আর ফেরাউনের চক্রান্ত তো ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। আর সেই মু'মিন ব্যক্তি বলল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব । হে আমার কওম ! এ পার্থিক জীবন তো অল্পদিনের উপভোগ মাত্র, আর আখেরাতই হচ্ছে অনন্তকাল অবস্হানের জায়গা । যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে সে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল পাবে । আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক, সে যদি মু'মিন হয় তবে এরূপ লোকেররাই বেহেশতে প্রবেশ করবে, সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে বেহিসাব রিযিক। হে আমার কওম ! এ কেমন কথা যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির পথে আহবান করছি, আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ? তোমরা আমকে ডাকছ যেন আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং এমন বস্তুকে তাঁর শরীক করি, যার পক্ষে আমার কাছে কোন জ্ঞান নেই । আর আমি তোমাদেরকে ডাকছি প্রবল পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে । নিঃসন্দেহে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ, দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও সে দাওয়াতের যোগ্য নয় । নিশ্চয় আমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, আর সীমালংঘনকারীরা অবশ্যই দোযখবাসী হবে । অতএব আমি তোমাদেরকে যা বলছি, ভবিষ্যতে তোমরা তা স্মরণ করবে । আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি । নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে স্ববিশেষ দৃষ্টি রাখেন । অতঃপর আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করলেন তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে এবং ফেরাউনের লোকদেরকে শোচনীয় আযাব পরিবেষ্টন করল। (সূরা মু'মিন-৪০ ঃ ২৮ - ৪৫) ।

নবী নূহ্ এবং লূত (আঃ) এর স্ত্রীগণ

আল্লাহ কাফেরদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর। তারা ছিল আমার নেক বান্দাদের মধ্যে দুই বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেনি। তাদেরেকে বলা হল ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর। (সূরা তাহরীম-৬৬ ঃ ১০) ।

শহরের বাসীন্দাদের নিকট তিনজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়েছিল

আপনি তাদের কাছে এক জনপদের সে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করুন, যখন তাদের কাছে কয়েকজন রাসূল এসেছিলেন। যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রাসূল প্রেরণ করে ছিলাম তখন তারা তাদেরকে মিথাবাদী বলল। অতঃপর আমি তাদের উভয়কে সহায়তা করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে । তারা তিনজন বললেনঃ আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তারা বলল ঃ তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। রাসূলগণ বলেনঃ আমাদের রব জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আর আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে প্রচার করা। তারা বলল ঃ আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই অশুভ লক্ষণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর মেরে ধ্বংস করে ফেলব এবং আমাদের তরফ থেকে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবেই। রাসূলগণ বললেন ঃ তোমাদের অশুভ লক্ষণ তোমাদেরই সাথে সংযুক্ত । তোমরা কি এটাকে অশুভ মনে করছ যে, তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করা হয়? বরং তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী কওম। (সূরা ইয়াসীন-৩৬ ঃ ১৩ - ১৯) ।

বারজন নেতা

আল্লাহ বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অংগিকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম । আল্লাহ বলেছিলের ঃ অবশ্যই আমি তোমদের সাথে আছি । যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার বাসূলদের প্রতি ঈমান রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্কে "করজে হাসানা" দাও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করব এবং অবশ্যই তোমাদের দাখিল করব জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার তলদেশে নহরসমূহ । এরপরও তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ কুফরী করবে, সে নিশ্চয়ই সরল পথ হারাবে। (সূরা মায়িদা-৫ ঃ ১২)।

নবী নূহ (আঃ) এর পুত্র

তারপর নৌকাখানি তাদের নিয়ে বয়ে চলল পর্বতসম তরঙ্গের মধ্যে; আর নূহ ডেকে বলল তাঁর পুত্রকে, যে ছিল পৃথক স্থানে ঃ হে আমার পুত্র ! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সংগে থেক না । সে বলল ঃ আমি এখনই আশ্রয় নেব কোন পাহাড়ে যা আমাকে রক্ষা করবে প্লাবন থেকে। নূহ বললঃ আজ কেউই রক্ষাকারী নেই আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে, একমাত্র সে ছাড়া যাকে তিনি দয়া করবেন । তারপর তাদের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে পড়ল এবং সে হয়ে গেল নিমর্জ্জিত। (সুর হুদ-১১ ঃ ৪২-৪৩)।

নবী ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা আযর

স্মরণ কর, ইব্রাহীম বলেছিলেন তার পিতা আযরকে ঃ "আপনি কি প্রতিমাগুলোকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার কওমকে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি "। (সূরা আন'আম-৬ ঃ ৭৪)।

স্মরণ কর, ইব্রাহীম তার পিতা ও কওমকে বলেছিলেনঃ তোমরা যাদের পূজা কর, নিশ্চিয় আমি তাদের সাথে সর্ম্পক হীন । (সুরাঃ যুখরুফ-৪৩ ঃ ২৬)।

পিতা বললঃ হে ইব্রাহীম ! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ? যদি তুমি নিব্রিত না হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমার প্রাণ নাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দুর হয়ে যাও । (সুরাঃ মারইয়াম-১৯ ঃ ৪৬) ।

নবী মুসা (আঃ) এর মা ও বোন

আর মূসার মাতার অন্তর বিচলিত হয়ে পড়েছিল এবং সে মূসার অবস্হা প্রকাশ করে দিবার উপক্রম করেছিল যদি না আমি দৃঢ় রাখতাম তার হৃদয়; এরূপ করলাম, যাতে সে থাকে বিশ্বাসীদের মধ্যে । মূসার মাতা মূসার বোনকে বললেন ঃ "এর পেছনে পেছন যাও", সে দূর থেকে তাদের অজ্ঞাতসারে তাকে দেখে যেতে লাগল । আর আমি প্রথম থেকেই মূসার জন্য ধাত্রীস্তন্য পান হারাম করে দিয়ে ছিলাম । সুতরাং মূসার বোন বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে এর হিতাকাংখী ? অবশেষে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে চিন্তান্বিত না থাকে, আর সে বুঝতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য । কিন্ত অধিকাংশ মানুষ তা জানে না । (সূরা কাসাস্-২৮ ঃ ১০-১৩) ।

নবী লূত (আঃ) এর পরিবার এবং স্ত্রী

তারা বলল ঃ আমরা প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কওমের প্রতি, তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে রক্ষা করব, কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়, কেননা আমরা সাব্যস্ত করেছি যে, সে তো পশ্চাতে থেকে যাওয়া লোকদের শামিল । (সূরা হিজর-১৫ঃ ৫৮-৬০) ।

অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, তার স্ত্রীকে ছাড়া । তাকে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে সাব্যস্ত করে রেখেছিলাম। আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম । অতএব ভয় প্রদর্শিতদের উপর সে বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট ? (সূরা নাম্‌ল্-২৭ঃ ৫৭-৫৮) ।

ইব্‌রাহীম বললেন ঃ সেথাই তো লূতও রয়েছে । তারা বললঃ সেখানে কারা আছে , তা আমরা খুব অবগত আছি। আমরা লূতকে ও তার পরিবারবর্গকে অবশ্যই রক্ষা করব, তার স্ত্রীকে ছাড়া, কেননা সে তো পশ্চাৎ কারীদের সামিল । (সূরা অনকাবুত-২৯ঃ ৩২) ।

নবী আদম (আঃ) এর দুই পুত্র

তুমি তাদের যথাযথভাবে শুনাও আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত । যখন তারা কোরবানী করেছিল তখন তাদের একজনের কোরবানী কবুল করা হয়েছিল এবং অপরজনের কবুল করা হয়নি । সে বললঃ “অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। ” অপরজন বললঃ “আল্লাহ্ কেবলমাত্র মোত্তাকীদের কোরবানী কবুল করেন ।” যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে আমার হাত প্রসারিত করব না । কেননা আমি তো ভয় করি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে।” “আমি চাই, তুমি বহন কর আমার ও তোমার পাপের বোঝা, তারপর তুমি দোযখবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও । এটাই হল জালিমদের প্রতিফল ।” তারপর তার প্রবৃত্তি তাকে ভ্রাতৃত্ব হত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরর্ভূক্ত হয়ে পড়ল । তারপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন সে মাটি খনন করতে লাগল , তাকে দেখাবার জন্য যে, কিভাবে সে তার ভাইয়ের শবদেহ গোপন করবে। সে বললঃ আফসোস ! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের শবদেহ গোপন করতে পারি ? তারপর সে অনুতপ্ত হল। (সুরা মায়িদা-৫ঃ ২৭-৩১) ।

নবী হয়রত মুহাম্মদ (দঃ) এর স্ত্রীগণ

হে নবী ! আপনি আপনার পত্মীদেরকে বলুনঃ যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য চাও, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্হা করে দেই এবং সদাচারের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই । আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও আখেরাত চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সদগুনসম্পন্না, আল্লাহ্ তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রস্তত করে রেখেছেন । হে নবী - পত্মীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ প্রক্যাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, তাকে দ্বিগুন শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ । আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্‌র এবং তার রাসূলের অনুগত থাকবে ও নেক কাজ করবে, তাকে আমি দু'বার পুরস্কার দেব, আর তার জন্য আমি প্রস্তত রেখেছি এক সম্মানজনক জীবিকা । হে নবী পত্মীগন ! তোমরা কোন সাধারণ নারীর মত নও ; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপে এমনভাবে কোমল কন্ঠে কথা বল না যাতে অন্তরে যার কুপ্রবৃত্তির রোগ রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় । আর তোমরা রীতি অনুসারে কথা বলবে । আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্হান করবে এবং প্রাচীন মূর্খতা যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না ; তোমরা নামায কায়ে করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেব। হে নবী পরিবার ! আল্লাহ্ তো তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখতে চান । আর তোমরা আল্লাহর সেই আয়াতসমূহ ও জ্ঞানগর্ভ কথা যা তোমাদের ঘরে পঠিত হয়, তা স্মরণ রাখবে । নিশ্চয় আল্লাহ্ খুব সুক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত । (সূরা অহ্‌যাব-৩৩ঃ ২৮-৩৪) ।

স্মরণ কর, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনে কিছু কথা বলেছিলেন,তারপর যখন সে অন্যকে বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু ব্যক্ত করলেন না । অতঃপর যখন তিনি তা তার স্ত্রীকে বললেন তখন সে বললঃ কে আপনাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছে? নবী বললেন ঃ আমাকে অবহিত করেছেন আল্লাহ্ তিনি সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন । তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুকে পড়েছে, তাই তোমরা উভয়ে তওবা করলে ভাল হয়। কিন্তু যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্‌ই তাঁর বন্ধু এবং জিব্‌রাঈল ও নেককার মু'মিনরাও, তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী । (সূরা তাহরীম-৬৬ঃ ৩-৪) ।

ইমরানের পরিবার

নিশ্চয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন আদমকে, নূহকে, ইব্‌রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্ববাসীর জন্য । তারা একে অন্যের সন্তান । আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । স্মরণ কর, ‘ইমরানের স্ত্রী যখন বলেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি মানত করলাম তোমার জন্য যা আছে আমার গর্ভে সবকিছু থেকে মুক্ত রেখে, সুতরাং আমার কাছ থেকে তা কবুল কর । তুমি তো সব শুন, সব জান

। তারপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বললঃ হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি তো এক কন্যা প্রসব করেছি । আসলে সে কি প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা খুব ভালই জানেন- যে ছেলে সে কামনা করেছিল, সে ছেলে এ কন্যার সমকক্ষ নয় । আর আমি তার নাম রেখেছি মরিয়ম এবং তাঁকে ও তার সন্তানদের তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে বাঁচার জন্য । অতঃপর তার পালনকর্তা মরিয়মকে উত্তমরুপে গ্রহণ করনেলন এবং উত্তমরুপে তাকে লালন-পালন করার ব্যবস্হা করলেন এবং তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তিনি যাকারিয়াকে দিলেন । যখনই যাকারিয়া মরিয়মের কক্ষে যেত তখনই তার কাছে কিছু পানাহারের বস্তু দেখতে পেত । সে জিজ্ঞেস করতঃ হে মরিয়ম! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে এল? সে বলত ঃ এসব আল্লাহ্র কাছ থেকে আসে । নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন বেহিসেব রিযিক দান করেন । (সুরা আলে- ইমরান-৩ঃ ৩১-৩৭) ।

আর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ইমরানের কন্যা মারিয়মের, সে তার সতিত্ব রক্ষা করেছিল । ফলে আমি তার মধ্যে আমার তরফ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম । এবং সে তার রবের বাণী ও তার কিতাব সমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, আর সে ছিল বিনয়ী ইবাদতকারীদের অন্তর্ভূক্ত । (সুরা তাহ্রীম-৬৬ঃ ১২) ।

ফেরাউন এবং তার সভাষদ বর্গ

তারপর আমি মুসাকে তাদের পরে আমার নির্দশন সহ ফেরাউন ও তার সভাষদের কাছে প্রেরণ করি কিন্তু তারা তার প্রতি জুলুম করে । সুতরাং লক্ষ্য কর, কি পরিনতি হয়েছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের । (সুরা আরাফ-৭ঃ ১০৩) ।

তার পর আমি এদের পরে পাঠিয়েছিলাম মুসা এবং হারুনকে ফেরাউন ও তার প্রধানদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী সহকারে । কিন্ত তারা অহংকার করল, আর তারা ছিল অপরাধী লোক । (সুরা ইউনুছ-১০ঃ ৭৫) ।

মুসার প্রতি তার কওমের কতিপয় লোক ছাড়া কেউ ঈমান আনল না, এই আশংকায় যে, ফেরাউন ও তার সর্দাররা তাদের নির্যাতন করবে । আর ফেরাউন তো সে দেশের কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল । এবং সে ছিল অন্যতম সীমা লংঘনকারী । (সুরা ইউনুছ -১০ঃ ৮৩) ।

অতঃপর আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে এবং ফেরাউন লোকদেরকে শোচনীয় আযাব পরিবেষ্টন করল তাদেরকে সকালে ও সন্ধায় পেশ করা হয় আগুনের সামনে এবং যে দিন কোয়ামত সংঘঠিত হবে সে দিন বলা হবেঃ ফেরাউনের লোকদেরকে কঠিন আযাবে দাখিল কর । (সুরা মুমিনুন- ৪০ঃ ৪৫-৪৬) ।

যাদুকরেরা

যখন তাদের কাছে আমার তরফ থেকে সত্য এল, তখন তারা বলল । নিশ্চয় এ তো প্রকাশ্য যাদু । মূসা বললঃ তোমরা কি সত্য সম্পর্কে এরূপ বলছ যখন তা তোমাদের কাছে পৌঁছেছে ? এটা কি যাদু ? আর যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না । তারা বললঃ তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ এজন্য যে, আমাদেরকে বিচ্যুত করবে সে পথ থেকে যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি? আর যাতে তোমাদের দু'জনের এদেশে আধিপত্য প্রতিষ্টিত হয় সেজন্য ? আমরা কিছুতেই তোমাদেরকে বিশ্বাস করব না । ফেরাউন বলল ঃ তোমরা আমার কাছে নিয়ে এস সুবিজ্ঞ যাদুকরদের । তারপর যখন যাদুকররা এল তখন মূসা তাদেরকে বললঃ "নিক্ষেপ কর যা তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও ।" অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বললঃ তোমরা যা কিছু এনেছ তা সবই যাদু, নিশ্চয় আল্লাহ্ এখনই এসব বাতিল সাব্যস্ত করে দেবেন । আল্লাহ্ তো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সুষ্টুভাবে সমাধা হতে দেন না । (সুরাঃ ইউনুছ-১০ঃ৭৬-৮১) ।

তখন সে তার সভাষদ বৃন্দু সহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললঃ এ ব্যক্তি হয় এক যাদুকর না হয় এক পাগল । (সুরা যারিয়াত - ৫১ঃ ৩৯) ।
অবশেষে যাদুকরেরা সিজদায় পড়ে গেল এবং বললঃ আমরা ঈমান আনলাম হারুন ও মূসার রবেব প্রতি । ফেরাউন বললঃ তোমরা কি মূসার প্রতি ঈমান আনলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই ? যথার্থই মনে হয়, সে-ই তোমাদের প্রধান, সে-ই তোমাদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে । অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে আমি শূলে চড়াব খেজুর গাছের কান্ডে । আর তোমরা নিশ্চিতরুপে জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি অধিকতর কঠোর ও দীর্ঘস্হায়ী । যাদুকরেরা বলল ঃ আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেব না ঐসব নিদর্শনের উপর যা আমাদের কাছে এসেছে এবং ঐ সত্তার উপর যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । সুতরাং তুমি করে ফেল যা কিছু তুমি করতে চাও । তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনেই যা করার করতে পার । এখন তো আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি ক্ষমা করেন

আমাদের পাপসমূহ এবং তুমি যে যাদু করতে আমাদেরকে বাধ্য করেছ তা । আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও অনন্তকাল স্হায়ী । (সুরা ত্বাহা-২০ঃ ৭০-৭৩) ।

ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনী

ফলে আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করলাম, আর সে তো ছিল তিরস্কৃত । (সুরা যারিয়াত - ৫১ঃ ৪০) ।

তারপর ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নেয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, এবং সমুদ্র তাদের সম্পূর্ণরুপে নিমজ্জিত করে ফেলল । আর ফেরাউন তার লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং তাদেরকে সুপথ দেখায়নি । (সুরা ত্বাহা-২০ঃ ৭৮-৭৯) ।

কারুন

আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকেও ধ্বংস করে ছিলাম । মুসা তো তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন ; তথাপি তারা পৃথিবীতে দম্ভকরত,কিন্ত তারা আমার আযাব এড়াতে পারেনি । (সুরা আনকাবুত-২৯ঃ ৩৯) ।

কারুন তো মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, কিন্ত সে তাদের সামনে দম্ভ করত । আমি তাকে এত অধিক পরিমাণ ধন-ভান্ডার দিয়েছিলাম যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল । স্মরণ কর, তার কওম তাকে বলেছিলঃ দম্ভ কর না , আল্লাহ্ তো দাম্ভিকদের ভালবাসেন না । আর তোমাকে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না । এবং তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেও না । নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না । কারুন বললঃ এসব সম্পদ আমি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা বলেই প্রাপ্ত হয়েছি । সে কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে এমন অনেক মানবগোষ্টিকে ধবংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চেয়ে প্রবল এবং জনবলও ছিল তার চেয়ে অধিক? আর অপরাধীদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে না । কারুন একদিন তার কওমের সামনে জাঁকজমক সহকারে বের হল । যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বললঃ কতই না উত্তম হত, যদি আমাদেরকেও তা দেয়া হত, যা কারুনকে দেয়া হয়েছে ! বস্তত সে বড় ভাগ্যবান । আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ সর্বনাশ হোক তোমাদের ; যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া সওয়াবই শ্রেষ্ঠ । এ সওয়াব তারাই পায় যারা সবরকারী । অতঃপর আমি কারুনকে এবং তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম । তখন তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি । (সুরা কাসাস্ -২৮ঃ ৭৬-৮১) ।

হামান

আর আমি ইচ্ছে করলাম যে, সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাদেরকে নেতা বানাই ও তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করি, এবং তাদেরকে দেশে শাসনক্ষমতা দান করি এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেই, যা তারা বনী ইসরাঈলের তরফ থেকে আশংকা করত । (সুরা কাসাস্-২৮ঃ ৫-৬) ।

অতঃপর ফেরাউনের লোকেরা শিশুটিকে উঠিয়ে নিল, যার পরিণামে সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যায় । নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনী ছিল অপরাধী ।(সূরা কাসাস্-২৮ঃ ৮) ।

আর আমি তো প্রেরণ করেছিলাম মূসাকে আমার স্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং প্রকাশ্য প্রমাণসহ- ফেরাউন, হামান ও কারুনের কাছে । তখন তারা বলেছিল ঃ এ ব্যক্তি যাদুকর, মিথ্যাবাদী । (সূরা মু'মিন-৪০ঃ২৩-২৪) ।

ফেরাউন বললঃ হে হামান ! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্রালিকা নির্মাণ কর, হয়ত আমি পেয়ে যাব অবলম্বন - আসমানে আরোহণের অবলম্বন, তারপর আমি সেখান থেকে মূসার খোদার দিকে উঁকি মেরে দেখব । আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি । এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার অপকর্মগুলোকে সুশোভন করা হয়েছিল এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছিল সরল-সঠিক পথ থেকে । আর ফেরাউনের চক্রান্ত তো ব্যর্থ হওয়ারই ছিল । (সূরা মু'মিন-৪০ঃ ৩৬-৩৭) ।

ফেরাউন বললঃ হে সভাসদবৃন্দ ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি মনে করি না । হে হামান ! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার মা'বুদের প্রতি উঁকি মেরে দেখতে পারি । তবে আমার তো ধারণা যে, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী ।(সূরাঃ কাসাস্-২৮ঃ ৩৮) ।

আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকেও ধ্বংস করে ছিলাম । মুসা তো তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন ; তথাপি তারা পৃথিবীতে দম্ভকরত,কিন্ত তারা আমার আযাব এড়াতে পারেনি । (সুরা আনকাবুত-২৯ঃ ৩৯) ।

ফেরাউন

আর আমি তো মুক্তি দিয়েছিলাম বণী ইসরাঈল কে অপমানজনক আযাব থেকে ফেরাউনের ; নিশ্চয় সে ছিল শীর্ষস্হানীয় সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত । (সুরা দুখান-৪৪ঃ ৩০-৩১) ।

আর মূসার বৃত্তান্তের মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে, যখন আমি তাকে ফেরাউনের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়ে পাঠালাম, তখন সে তার সভাসদবৃন্দসহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললঃ এ ব্যক্তি হয় এক যাদুকর না হয় এক পাগল । ফলে আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করলাম, আর সে তো ছিল তিরস্কৃত । (সুরা যারিয়াত-৫১ঃ ৩৮-৪০) ।

আমি তো তোমাদের কাছে রাসুল পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে স্বাক্ষীস্বরুপ, যেমন আমি পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রাসুল । কিন্ত ফেরাউন সে রাসুলের অবাধ্যতা করল, ফলে আমি তাকে পাকড়াও করলাম কঠোরভাবে । (সুরাঃ মোজাম্মেল- ৭৩ঃ ১৫-১৬) ।

আর কেমন ব্যবহার করা হয়েছিল ফেরাউনের প্রতি, যে ছিল বহু শিবিরের অধিপতি ? (সুরা ফাযের-৮৯ঃ ১০) ।

আর আমি তো প্রেরণ করেছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ, ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে ; কিন্ত তারা ফেরাউনের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে রইল অথচ ফেরাউনের মতামত মোটেও ঠিক ছিল না । সে কেয়ামতের দিন নিজ কওমের আগে আগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে দোযখে উপস্হিত করে দেবে । যেখানে তাদের উপনীত করা হবে তা কত নিকৃষ্ট স্হান । (সূরা হুদ-১১ঃ ৯৬-৯৮) ।

ফেরাউন তার দেশে অতিমাত্রায় উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল- তাদের পুত্র -সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রেখে দিত । বস্তত সে দিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী । আর আমি ইচ্ছে করলাম যে, সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি এবং তাদেরকে নেতা বানাই ও তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করি, এবং তাদেরকে দেশে শাসনক্ষমতা দান করি এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেই, যা তারা বনী ইসরাঈলের তরফ থেকে আশংকা করত । (সুরা কাসাস্-২৮ঃ ৪ -৬) ।

ফেরাউনের সম্প্রদায়

আর ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও অবশ্যই সর্তককারীগন এসেছিলেন । (সুরাঃ কামাল-৫৪ঃ ৪১) ।

আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম ফেরআউনের লোকদের হাত থেকে যারা তোমাদের কঠিন শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রসন্তানদের জবাই করত এবং তোমাদের নারীদের জীবিত রেখে দিত । বস্তত তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা ছিল । (সূরা বাকারা-২ঃ ৪৯) ।
ফেরাউনের সম্প্রদায় ও তাদের পুর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ী তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল, ফলে তাদের পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেন । আর আল্লাহ্ দন্ডদানে অতিশয় কঠোর । (সুরাঃ আলে -ইমরান-৩ঃ১১) ।

আমি তো পাকড়াও করেছিলাম ফেরাউনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ ও ফল- ফসলের ক্ষয় ক্ষতি দিয়ে যাতে তারা উপদেশ গ্রহন করে । (সুরা আরাফ-৭ঃ১৩০) ।

আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলাম । তারা তোমাদের কঠোর নির্যাতন করত, তোমাদের পুত্র-সন্তানকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখত । আর এতে ছিল মহাপরীক্ষা তোমাদের রবের তরফ থেকে । (সুরাঃ আরাফ-৭ঃ ১৪১) ।

ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের ন্যায় তারাও আল্লাহ্‌র আয়াতকে প্রত্যাখান করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন তাদের পাপের জন্য । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । (সুরা আন্‌ফাল-৮ঃ ৫২) ।

ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের ন্যায় তারাও অস্বীকার করেছিল তাদের রবের আয়াতসমূহ, ফলে আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের কারণে এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকজনকে । আর তারা সবাই ছিল জালিম । (সুরা আন্‌ফাল-৮ঃ৫৪) ।

মুসার পরে ইসরাঈলী জাতির নেতাগন

তুমি কি মূসার পরে বনী ইসরাঈলের নেতাদের দেখনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিলঃ আমাদের জন্য একজন শাসক নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি; তখন নবী বললঃ এমনতো হবে না যে, যদি তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হয় তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বললঃ আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি আমাদের আবাসভূমি ও সন্তান-সন্ততি থেকে ? তারপর যখন তাদের যুদ্ধের বিধান দেয়া হল তখন অল্প সংখ্যক ছাড়া তাদের সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল । আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত । (সূরা বাকারা-২ঃ ২৪৬) ।

ফেরাউনের স্ত্রী

আর আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ফেরাউনের স্ত্রীর, সে প্রার্থনা করেছিলঃ হে আমার রব ! আমার জন্য আপনার কাছে বেহেশ্‌তে একখানা গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে রক্ষা করুন ফেরাউন ও তার দুস্কর্ম থেকে এবং আমাকে নাজাত দিন জালিম কওম থেকে । (সূরা তাহরীম-৬৬ঃ ১১) ।

ফেরাউনের স্ত্রী বললঃ এ শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী, নয়নমনি । একে হত্যা কর না । সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, কিংবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি । প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তারা বুঝতে পারেনি । (সূরা কাসাস্-২৮ঃ ৯) ।

আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী

ধবংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধবংস হোক সে নিজেও । তার মাল- দৌলত এবং সে যা উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসেনি । শীঘ্রই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে, এবং তার স্ত্রীও, যে কাঠের বোঝা বহন করে । তার গলায় থাকবে উত্তমরুপে পাকানো একটি রশি । (সুরা লাহাব-১১১ঃ ১-৫) ।

মিশরের গভর্ণর এবং তার স্ত্রী

আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে খরিদ করেছিল সে তার স্ত্রীকে বললঃ এর সম্মানজনক থাকার ব্যবস্হা কর । হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররুপে গ্রহণ করে নেব । এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, আর এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তাকে শিক্ষা দেই স্বপ্ন-ফল বর্ণনা করা । আল্লাহ্ স্বীয় অভিপ্রেত কার্যে প্রবল, কিন্ত অধিকাংশ মানুষ তা জানে না । (সূরা ইউসুফ-১২ঃ ২১) ।
যে মহিলার ঘরে ইউসুফ ছিল, সে তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল । সে বললঃ তোমাকে বলছি এদিকে এস ! সে বললঃ আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করুন; নিশ্চয় তিনি আমার মালিক । তিনি আমার চমৎকার থাকার ব্যবস্হা করেছেন । যারা সীমালংঘন করে তারা কখনও সফলকাম হয় না । (সূরা ইউসুফ-১২ঃ ২৩) ।

আর বাদশাহ বললঃ তোমরা ইউসুকে আমার কাছে নিয়ে এস । তারপর দূত যখন তার কাছে এল তখন সে বললঃ তুমি ফিরে যাও তোমার মনিবের কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, ঐ রমণীদের কি অবস্হা যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল । আমার রব অবশ্যই তাদের চক্রান্ত খুব অবগত আছেন । বাদশাহ রমণীদের বলল ঃ তোমাদের ঘটনা কি ? তোমরা যখন ইউসুফকে তোমাদের কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুসলিয়ে ছিলে ? তারা বললঃ অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম ! তার মধ্যে কোন দোষ আছে বলে আমরা জানতে পারিনি । আযীযের স্ত্রী বললঃ এখন তো সত্য কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে । আমিই তাকে স্বীয় কামনা চরিতার্থের জন্য ফুসলিয়েছিলাম, সে তো নিঃসন্দেহে সত্যবাদী । (সূরা ইউসুফ-১২ঃ ৫০-৫১) ।

যারা অহংকার করেছিল তারা বললঃ তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ আমরা তো তা অবিশ্বাস করছি । (সুরা আ'রাফ-৭ঃ ৭৬) ।

অহংকারী ও অত্যাচারী

তার কওমের অহংকারী সর্দাররা সেসব দূর্বল লোকদের, যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছিল, জিজ্ঞেস করলঃ তোমরা কি জান যে, সালেহ তার রবের তরফ থেকে প্রেরিত রাসূল ? তারা বলল ঃ অবশ্যই আমরা তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে তাতে বিশ্বাসী । (সূরা আ'রাফ-৭ঃ ৭৫) ।

তার কওমের অহংকারী সরদাররা বললঃ হে শোয়ায়েব ! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের আমাদের জনপদ থেকে অবশ্যই বের করে দেব অথবা তোমাদের আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতেই হবে । শোয়ায়েব বললঃ যদিও আমরা তা ঘৃণিত মনে করি তবুও ? (সুরা আ'রাফ-৭ঃ ৮৮) ।

যুল-কার নাইন

তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । আপনি বলে দিন ঃ আমি এখনই তোমাদের কাছে তার বিবরণ বর্ণনা করছি । আমি তাকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রত্যেক বিষয়ের প্রচুর উপকরণ, তারপর সে এক পথ ধরে চলল । এমনকি যখন সে চলতে চলতে সূর্যের অস্তগমনস্হলে পৌঁছিল, তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সে তথায় এক জাতিকে দেখতে পেল । আমি বললাম ঃ হে যুল-কারনাইন ! হয় শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর । সে বললঃ যে কেউ জুলুম করবে আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দেব, তারপর সে তার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন । আর যে কেউ ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে তার জন্য এর বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার রয়েছে এবং আমরা আমাদের আচরণে তার সাথে সহজ ও নম্র কথা বলব । তারপর সে আর এক পথ ধরল, এমনকি যখন সে চলতে চলতে সূর্যোদয়স্হলে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখল যাদের জন্য আমি সূর্যের সামনে কোন আবরণ রাখিনি, এরূপই হল প্রকৃত ঘটনা । আর আমি তো তার বৃত্তান্ত সম্যক অবগত আছি । তারপর সে অন্য পথ ধরে চলল, অবশেষে সে চলতে চলতে যখন দুই পর্বত- প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্হলে পোঁছল, তখন সে তথায় এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা কোন কথা একেবারেই বুঝতে চাইত না । তারা বললঃ হে যুল-কারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে, আমরা কি আপনাকে কিছু খরচের ব্যবস্হা করে দেব যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেন ? সে বললঃ আমার রব আমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা যথেষ্ট । অতএব তোমরা আমাকে কেবল দৈহিক শক্তি দিয়ে সাহায্য কর । আমি তোমদের ও তাদের মধ্যে একটি অতি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দেব । তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও । অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্হান পূর্ণ হয়ে সমান হয়ে গেল, তখন সে বললঃ তোমরা তাপ দিতে থাক; এমনকি যখন তারা তাপিয়ে তা অগ্নিবৎ করে ফেলল, তখন সে বললঃ এখন তোমরা আমার কাছে গলিত তাম্র নিয়ে এস, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই । তারপর ইয়াজুজ তা অতিক্রমও করতে পারল না এবং তাতে কোন ছিদ্রও করতে সক্ষম হল না । যুল-কারনাইন বললঃ এটা আমার রবের রহমত । যখন আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন তিনি একে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেবেন এবং আমার রবের ওয়াদা তো সত্য । (সূরা কাহ্ফ-১৮ঃ ৮৩-৯৮) ।

যায়েদ

আর স্মরণ করুন, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলে ছিলেন ঃ ‘‘তুমি তোমার স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।’’ আপনি আপনার অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর উচিত ছিল। তারপর যায়েদ যখন জয়নবের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম । যাতে মু’মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করলে সে সকল স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু’মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে । আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে । (সুরা আহ্যাব-৩৩ঃ ৩৭)।

সামেরী

আল্লাহ্ বললেঃ তুমি চলে আসার পর আমি তোমার কওমকে - পরীক্ষায় ফেলেছি, সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে । (সূরা ত্বাহা-২০ঃ ৮৫)।

মূসা বললেন ঃ হে সামেরী ! তোমার বক্তব্য কি? সে বললঃ আমি দেখেছিলাম এমন কিছু যা অন্যেরা দেখেনি । তারপর আমি নিয়েছিলাম প্রেরিত দূতের পদচিহ্নে থেকে এক মুষ্টি মাটি এবং তা আমি নিক্ষেপ করে ছিলাম । আমার মন আমাকে এরুপ করতে প্ররোচিত করছিল । মূসা বললেন ঃ দূর হয়ে যা, তোর জন্য সারাজীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই কেবল বলে বেড়াবি, ‘‘আমাকে কেউ স্পর্শ কর না’’ এবং তোর জন্য আরও একটি ওয়াদা আছে যা তোর বেলায় টলবার নয় । আর তুই তোর ঐ মা’মুদের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুই লেগেছিলি ; আমরা তা এখনই জ্বালিয়ে দিচ্ছি, তারপর তা বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করব । তোমাদের মা’বুদ হলেন একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা’বুদ নেই; তিনি জ্ঞানে সর্ববিষয় পরিবেষ্টন করে রয়েছেন । (সুরা ত্বাহা-২০ঃ ৯৫-৯৮)

উযাইর

ইহুদীরা বলে ঃ ‘‘উযাইর আল্লাহর পুত্র’’ এবং নাসারারা বলে ঃ ‘‘ মসীহ আল্লাহর পুত্র’’। এ হল তাদের মুখের কথা । তারা কথা বলে তাদের মত যারা পূর্বে কুফরী করেছিল । আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন । এরা উল্টো কোন দিকে যাচ্ছে ? (সুরা তওবা-৯ঃ ৩০)।

সাবার রাণী

একটু পরেই হুদহুদ এসে বললঃ এমন বিষয় আমি অবগত হয়েছি যা আপনি অবগত নন এবং আপনার কাছে ‘সাবা’ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি । আমি একজন স্ত্রীলোককে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি এবং তাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে, আর তার আছে এক বিরাট সিংহাসন । আমি তাকে ও তার কওমকে দেখেছি, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সেজদা করছে এবং শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য শোভন করে রেখেছে, ফলে তাদের কে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, তাই তারা সৎপথ পায় না, (সুরা নাম্ল-২৭ঃ ২২-২৪)।

সে স্ত্রীলোকটি বললঃ হে সভাসদবৃন্দ ! আমার কাছে একটি সম্মানিত পত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে; সে পত্র সুলায়মানের তরফ থেকে এবং তাতে রয়েছেঃ ‘‘বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহিম; তোমরা আমার মোকাবেলায় অহংকার কর না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে চলে এস ।’’ সে বলল ঃ হে পারিষদবর্গ ! তোমরা আমাকে আমার এ ব্যাপারে পরামর্শ দাও । আমি তো কোন ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার সামনে উপস্হিত হও । তারা বলল ঃ আমরা তো খুব শক্তিশালী এবং যুদ্ধে খুব পারদর্শী, তবে সিদ্ধান্ত তো আপনারই । অতএব আপনিই স্হির করুন, কি আদেশ করবেন? সে বললঃ রাজা - বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তারা সে জনপদকে বিনাশ করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদেরকে অপদস্হ করে । এরাও এরুপই করবে ; এখন আমি তাদের কাছে কিছু ওপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর দেখব দূতেরা সেখান থেকে কি উত্তর নিয়ে আসে । যখন দূত সুলায়মানের কাছে উপস্হিত হল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও ? অথচ আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চাইতে উত্তম ; বরং তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক । ফিরে যাও তাদের কাছে । আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে অপদস্হ করে বের করে দেব ; আর তারা হয়ে যাবে অধীন । (সুরা নাম্ল্-২৭ ঃ ২৯-৩৭)।

অতঃপর যখন সে এসে গেল তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলঃ এরুপই কি তোমার সিংহাসন ? সে বললঃ হ্যাঁ, মনে হয় এটিই সেটি । আমরা পূর্বেই সবকিছু অবগত হয়েছি এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি । আল্লাহ্ ছাড়া যার পূজা সে করত তা-ই তাকে ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছিল । অতএব সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের শামিল । তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর । যখন সে তা দেখল তখন সে তাকে একটি স্বচ্ছ গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পায়ের উভয় গোছা খুলে ফেলল । সুলায়মান বললেন ঃ এট তো একটি প্রাসাদ, যা স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত । সে বলল ঃ হে আমার রব ! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি ; আমি সুলায়ইমানের সাথে রাব্বুল 'আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম । (সূরা নাম্‌ল্-২৭ঃ ৪২-৪৪) ।

বাগানের মালিকেরা

আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন আমি পরীক্ষা করেছিলাম বাগানওয়ালাদেরকে, যখন তারা কসম করেছিল যে, অবশ্যই তারা ভোরবেলায় বাগানের ফল আহরণ করবে, আর তারা " ইন্‌শা আল্লাহ্" বলেনি । অতঃপর আপনার রবের তরফ থেকে বাগানের উপর এক বিপর্যয় আপতিত হল, আর তারা ছিল তখন নিদ্রিত । ফলে বাগানটি শস্য-কাটা ক্ষেতের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল, অতএব তারা প্রাতঃকালে একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল ঃ তোমরা প্রত্যূষেই নিজ নিজ ক্ষেতের দিকে চল, যদি তোমরা ফল আহরণ করতে চাও । অতঃপর তারা চলল, চুপি চুপি কথা বলতে বলতে ঃ আজ যেন বাগানে কোন মিসকীন তোমাদের কাছে প্রবেশ না করতে পারে । আর তারা মিসকীনদেরকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম মনে করে প্রাতঃকালে বাগানে যাত্রা করল । তারপর যখন তারা বাগানের অবস্থা দেখল তখন তারা বললঃ আমরা নিশ্চয় পথ ভুলে গেছি । বরং আমরা তো ভাগ্যহারা বঞ্চিত । তাদের ভাল লোকটি বললঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি ? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা-মহিমা কেন ঘোষণা করছ না ? তখন তারা বলল ঃ আমরা আদের রবের পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছি আমরা তো ছিলাম জালিম । অতঃপর তারা একে অন্যকে সম্বোধন করে পরস্পর দোষারোপ করতে লাগল । তারা বলতে লাগল ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের ! নিশ্চয় আমরা সবাই ছিলাম সীমালংঘনকারী । আশা করা যায়, আমাদের রব- এর পরিবর্তে আমাদেরকে দেবেন উৎকৃষ্ট বাগান; আমরা তো আমাদের রবের অভিমুখী হলাম । (সুরা কালাম-৬৮ ঃ ১৭-৩২) ।

কোরআনে উদ্ধৃত বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য সমূহ

বিশ্বাসীরা অবগত আছে আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে এবং তারা এও জানে যে, আল্লাহ বিশ্ব ব্রোমান্ডের সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করে আছেন এবং সব কিছু একমাত্র তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন । তাই বিশ্বাসীরা আল্লাহ্কে পরম শ্রদ্ধাভরে ভয় করে । আল্লাহ্র এই অসীম ক্ষমতা এবং মহত্ত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীদের মনে গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মান অনুভব করে । বিশ্বাসীরা আল্লাহ্র এই অঘাত ক্ষমতার সামনে নিজের দুর্বলতার সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত থাকে । এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে “তাঁর মহাত্ত সসম্ভ্রমে বর্ণনা করতে থাকে । (সূরা বনী ইসরাঈল-১৭ ঃ ১১১) । তারা আল্লাহ্কে তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করে । এই স্মরণ তাদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আল্লাহ্র প্রতি অঘাত ভালবাসার প্রতিফলন স্বরুপ হয়ে থাকে । পবিত্র কোরআনে প্রায়ই সম্পূর্ণ অংশেই বিশ্বাসীদের আল্লাহর প্রশংসার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে । বিশ্বাসীদের এই ভক্তির জবাব আল্লাহ কিভাবে উওর দেন? এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিচ্ছেন “ সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব । আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না । (সুরা বাকার-২ঃ ১৫২) । পবিত্র কোরআনে বিশ্বাসীদের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য অসংখ্যবার বর্ণনামূলকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিশ্বাসীরা অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তাদের এই বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তোষ্ট । যা হোক এখানে বিশ্বাসীদের ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হবে যে গুলো বিশ্বাসীদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ।

আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করছেন যে, যারা বিশ্বাস করে এবং সঠিক কাজ করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে সফলতা দান করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের সফলতা দেয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে ধর্মের পথে দৃঢ় পথ বা একনিষ্ঠ থাকবে, তাতে আল্লাহ তায়ালা সন্তষ্ট থাকবেন, ফলে তাদের কোন ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতা থাকবে না ।

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, যেমন তিনি আধিপত্য দা করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের ভয়- ভীতির পরে তা পরিবর্তিত করে দেবেন নিরাপত্তায় । তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করবে না । আর যারা এরপরও নাশোকরী করবে, তারাই তো নাফরমান ।   (সুরাঃ নূর-২৪ঃ ৫৫) ।

অতএব তুমি একাগ্রচিত্তি নিজেকে দ্বীনে কায়ম রাখ; আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই । এটাই সরল- সঠিক দ্বীন । কিন্ত অধিকাংশ মানুষ জানে না । (সূরা রুম-৩০ঃ ৩০) ।

প্রকৃত মু’মিন তো তারাই, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, পরে কখনও সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জেহাদ করেছে ; তারাই সত্যবাদী লোক (সূরা কাফ-৫০ঃ ১৫) ।

আমি তো তাঁদেরকে বৈশিষ্ট মন্ডিত করেছিলাম এক বিশেষ গুনে, তা হল আখেরাতের স্মরণ । (সুরা সা’দ-৩৮ঃ ৪৬) ।

সে বললঃ হে আমার রব ! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন, সুতরাং আমিও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে পাপ কার্যসমূহকে শোভন করে দেখাব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব । তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার বাছাই করা বান্দা তাদের ছাড়া । (সূরা হিজর-১৫ঃ ৩৯-৪০) ।

আল- কুরআন সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, এতে রয়েছে মুত্তাকিদের জন্য পথের দিশা । (সুরাঃ বাকারা-২ ঃ ২) ।

তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল । তার পক্ষে অতি দুঃসহ-দুর্বহ সেসব বিষয় যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে, তিনি তোমাদের অতিশয় হিতকামী, মু’মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, খুবই দয়ালু । (সূরা তওবা -৯ ঃ ১২৮) ।

আর আমি বিদূরিত করে দেই তাদের অন্তরে যা কিছু গ্লানি ছিল তা । প্রবাহিত হবে তাদের নিম্নদেশে নহরসমূহ । আর তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি আমাদের এখান পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন । আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদের পথ না দেখাতেন । আমাদের রবের রাসূলগণ তো সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন । তাদের সম্বোধন করে বলা হবে ঃ এই জান্নাত, তোমরা এর উত্তরাধিকারী, এটা তোমরা যা করতে তার প্রতিদান । (সুরাঃ আ’রাফ-৭ঃ ৪৩) ।
যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর তার মধ্যে যার উত্তম সেই অনুযায়ী কাজ করে । এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন এবং এরাই তারা যারা জ্ঞানবান । (সূরা যুমার-৩৯ঃ১৮) ।

আর তাদের পূর্বে আমিতো পরীক্ষা করেছিলাম ফেরাউনের কওমকে এবং তাদের কাছে এসেছিলেন সম্মানিত রাসূল । তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সোর্পদ কর ; আমি তো তোমাদের জন্য রাসূল । (সুরা দুখান-৪৪ ঃ ১৭-১৮) ।

হে ইয়াহিয়া ! দৃঢ়তার সাথে এ কিতাব ধারণ কর । আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম , এবং বিশেষ করে আমার তরফ থেকে হৃদয়ের কমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মোত্তাকি, এবং মাতাপিতার একনিষ্ঠ অনুগত ; আর সে উদ্ধৃত ছিল না । (সুরাঃ মারইয়াম -১৯ঃ ১২-১৪) ।

শিশু বললঃ আমি তো আল্লাহর বান্দা । তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন । আর আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন ; তিনি আমকে আদেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে , এবং আমাকে আমার মাতার প্রতি করেছেন একান্ত অনুগত, আর তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, দুর্ভাগা । (সূরা মারইয়াম -১৯ঃ ৩০-৩২) ।

আর আপনি এ কিতাবে মূসার কথাও উল্লেখ করুন । নিশ্চয় তিনি ছিলেন খাঁটি বান্দা এবং রাসুল, নবী । (সুরা মারইয়াম-১৯ঃ ৫১) ।

এ কিতাবে আপনি ইসমাঈলের কথাও উল্লেখ করুন ; নিশ্চয় তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যপরায়ণ এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী; আর তিনি নিজের পরিবারের লোকদেরকে আদেশ করতেন সালাতের ও যাকাতের এবং তিনি স্বীয় রবের কাছে পছন্দনীয় ছিলেন । আর আপনি এ কিতাবে ইদরীসের কথাও উল্লেখ করুন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতিশয় সত্যনিষ্ট, নবী; এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায় । (সূরা মারইয়াম-১৯ঃ ৫৪-৫৭) ।

এ হলো ঐ জান্নাত, যার মালিক করে দেব আমার এমন বান্দাদেরকে যারা মোত্তাকী । (সুরা মারইয়াম-১৯ঃ ৬৩) ।

আর ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো ছিল শুধু একটি ওয়াদার কারণে, যা সে পিতার সাথে করেছিল । তারপর যখন তার কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল । নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সহনশীল । (সুরা তওবা-৯ঃ ১১৪) ।

নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন বড় সহিষ্ণু, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী । (সুরা হুদ-১১ঃ ৭৫) ।

অতএব আপনি সবর করুন যেভাবে দৃঢ়চেতা রাসূলগণ সবর করেছিলেন এবং ওদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না । ওদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখবে , তখন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি পৃথিবীতে অবস্হান করেনি । এটা সংবাদ পৌঁছে দেয়ামাত্র । তারাই ধবংশ হবে, যারা পাপচারী । (সুরাঃ আহ্কাফ-৪৬ঃ ৩৫) ।

“এক মুষ্টি কঞ্চি হাতে নিন, তারপর তা দিয়ে আঘাত করুন এবং শপথ ভংগ করবেন না ।” আমি তাকে অবশ্য ধৈর্যশীল পেয়েছি । তিনি ছিলেন কত উওম বান্দা ! তিনি ছিলেন আল্লাহ অভিমুখী । স্মরণ কর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা তাঁরা ছিলেন কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন । আমি তো তাঁদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিলাম এক বিশেষ গুণে, তাহলে আখেরাতের স্মরণ । আর তাঁরা আমার কাছে নির্বাচিত ও সর্বোত্তম বান্দাদের শামিল । স্মরণ কর ইসমাঈল, আল - ইয়াসা ও যুল- কিফলের কথা, তারাও প্রত্যেকেই সর্বোওম বান্দাদের শামিল । এ তো এক স্মরণীয় বর্ণনা । নিশ্চয় মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম বাসস্হান । (সূরা সাদ-৩৮ঃ ৪৪-৪৯) ।

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললঃ হে মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর তরফ থেকে তোমাকে একটি কলেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মসীহ ঈসা ইব্ন মরিয়ম, সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখেরাতে এবং সে আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম । (সূরা আলে- ইমরান-৩ঃ ৪৫) ।

এমনিভাবে তোমার রব তোমকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পূর্ণ করবেন তাঁর অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার - পরিজনের প্রতি ; যেমন তিনি ইতিপুর্বে তা পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ- পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি । নিশ্চয় তোমার রব সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা (সুরা ইউসুফ -১২ঃ ৬) ।

ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে অচিরেই আল্লাহ্ এমন এক কওম নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালবাবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল হবে আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে । তারা আল্লাহর

পথে জেহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না । এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে তিনি ইচ্ছে করেন তা দান করেন । আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ । (সুরা মায়িদা-৫ঃ ৫৪) ।

আর যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি, তারাই তাদের রবের কাছে সিদ্দীক ও শহীদ । তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরুস্কার ও তাদের নূর । আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারাই দোযখের বাসিন্দা । (সূরা হাদীদ -৫৭ ঃ ১৯) ।

নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগন তাদের মাতা । আর আত্মিয়- স্বজনরা আল্লাহর বিধানের পরস্পর ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে অধিক ঘনিষ্ঠ । তবে যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কিছু দয়া করতে চাও করতে পার । এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে । (সূরা আহ্যাব-৩৩ ঃ ৬) ।

অতঃপর যারা ডান দিকের দল, কতই না ভাগ্যবান সেই ডান দিকের দল ; আর যারা বাম দিকের দল, কতইনা হতভাগা সেই বাম দিকের দল; আর যারা অগ্রবর্তী, তারা তো অগ্রবর্তীই, তারাই আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত । (সুর ওয়াকিয়া-৫৬ ঃ ৮-১১) ।

আর ডান দিকের দল, কতইনা ভাগ্যবান ডান দিকের দল । (সূরা ওয়াকিয়া-৫৬ ঃ ২৭)

মু'মিনদের মধ্যে কতক লোক এমনও আছে যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে ; তাদের মধো কেউ কেউ শাহাদৎ বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে । তারা স্বীয় সংকল্প একটুও পরিবর্তন করেনি । এটা এজন্যে যাতে আল্লাহ্ সদত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছে করলে মনুনাফেকদের শাস্তি দেন অথবা তাদেরকে তওবা করার তাওফিক দেন ।

পেছনে থেকে যাওয়া বেদুঈনদেরকে আপনি বলে দিনঃ অচিরেই তোমরা এমন এক কওমের সাথে যুদ্ধ করতে আহত হবে, যারা অত্যন্ত দূর্ধর্ষ যোদ্ধা, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে , যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায় । তখন যদি তোমরা তা মান্য কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করবেন উত্তম পুরস্কার । আর যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলে, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন । (সূরা ফাতহ্-৪৮ ঃ১৬)

মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল । আর যারা তার সহচর, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অতিশয় কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল । তুমি তাদেরকে দেখতে পারবে কখনও বা রুকু অবস্হায়, কখনও বা সিজদারত অবস্হায় আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তষ্টির অন্বেষণে । তাদের চেহেরায় থাকবে দ্বীপ্তিমান চিহ্ন সিজদার কারনে । তাদের এ গুনাবলী তাওরাতেও বিদ্যমান এবং ইঞ্জিলেও । তাদের দৃষ্টান্ত যেমন একটি চারা গাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, তার পর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং স্বীয় কান্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ফলে তা কৃষকদেরকে আনন্দিত করে । এভাবে মুমিনদের ক্রমোন্নতির দ্বারা কাফেরদের আন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন । তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের । (সূরা হুজুরাত-৪৯ ঃ ২৯) ।

যেন তারা ভীত-সন্ত্রত বন্য গাধা, যা সিংহ থেকে পলায়ন করছে । (সুরাঃ মুদাচ্ছির-৭৪ঃ ৫০-৩১) ।

নিশ্চয় কুরআন একজন সম্মানিত ফেরেশা কর্তৃক বাহিত বাণী (সুরাঃ ফাক্কা-৬৯ ঃ ৪০) ।

এরা যা কিছু বলে তাতে আপনি ধৈর্য্য ধারন করুন এবং স্মরণ করুন আমার বান্দা দাউদের কথা, যিনি ছিলেন খুব শক্তিশালী এবং যিনি ছিলেন অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী । (সুরা সাদ-৩৮ঃ১৭) ।

তারা বললঃ ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান পুত্রের সংবাদ দিচ্ছি । (সুরা হিজর-১৫ঃ ৫৩) ।
আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি কেবল সু-সংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রুপেই । (সুরা ফুরকান -২৫ঃ ৫৬) ।

ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না এবং নাছারাও ছিল না । সে ছিল একনিষ্ট সরল পন্হী মুসলিম । আর মোশরেকদের অন্তর্ভূক্তও ছিল না । (সুরাঃ আল ইমরান-৩ ঃ ৬৭) ।

তোমরা হলে শ্রেষ্ট উম্মত, মানুষের হিতের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটান হয়েছেন, তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ । আহলে কিতাব যদি ঈমান আনত তবে তা তাদের জন্য মংগলকর হত । তাদের মধ্যে কতক মু'মিন কিন্ত অধিকাংশই হল পাপাচারী । (সূরা আলে ইমরান-৩ঃ ১১০) ।

আর আমি উওরাধিকারী করে দিলাম সে কওমকে যাদের দুর্বল গন্য করা হত সে জমিনের পুর্ব ও পশ্চিমের যাতে আমি বরকত স্হাপন করেছিলাম ; আর বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে আপনার রবের শুভ বাণী. পূর্ণ হল, তাদের ধৈর্যধারণের কারণে । আর আমি ধবংস করে দিয়েছি যা কিছু শিল্প-কারখানা নির্মাণ করেছিল ফেরাউন ও তার কওম এবং যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তাও । (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৩৭) ।

তিনি বললেন ঃ হে মূসা ! আমি তোমাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছি মানুষের উপর আমার রিসালাত ও আমার বাক্যালাপের মাধ্যমে, সুতরাং আমি যা তোমাকে দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের শামিল হও । (সুরা আ'রাফ-৭ঃ ১৪৪) ।

ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল ; আল্লাহ মুসাকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন সে অপবাদ থেকে যা তারা রটনা করেছিল । আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র সমীপে খুবই সম্মানিত । (সুরা আহ্‌যাব-৩৩ঃ ৬৯) ।

তবে সে-ই মুক্তি পাবে, যে আল্লাহর কাছে পবিত্র- বিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে উপস্হিত হবে । (সুরা শু'আরা-২৬ঃ৮৯) ।

স্মরণ কর, তিনি তার রবের কাছে বিশুদ্ধ চিত্তে এলেন । (সুরা সাফ্‌ফাত- ৩৭ঃ৮৪) ।

নিশ্চয় নেককার লোকেরা থাকবে সুখে-শান্তিতে পরম সাচ্ছন্দ্যে । (সুরা ইনফিতর-৮২ঃ১৩) ।

যখন সেদিন আসবে তখন কেউ অল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন কথা বলতে পারবে না । তাদের মধ্যে কতেক হবে দুর্ভাগা কতেক হবে ভাগ্যবান । (সুরা হুদ-১১ঃ ১০৫) ।

অবশ্যই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব উত্তম । (সুরা বাইয়্যানা -৯৮ঃ ৭) ।

তারপর যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললঃ আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার; সে হবে আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী । (সুরাঃ আলে - ইমরান-৩ঃ ৩৯) ।

কোরানের উদ্ধৃত অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য সমূহ

আল্লাহ রাববুল আল আমিন বিশ্বাসীদের বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সুন্দর নাম দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন । অন্য দিকে অবিশ্বাসীদের, প্রতিমা পুজারীদের এবং কপট চারীদের অত্যান্ত অসম্মানজনক ভাবে উদ্ধৃত করেছেন, কেননা অবিশ্বাসীরাই অপরাধী । এই অবিশ্বাসীদের অপরাধ অত্যান্ত মারাত্মক এবং সব থেকে বেশী । কেননা এই মহা বিশ্বে সব থেকে মারাত্মক এবং বড় অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া। যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত কিছু পরিমাপ মত বিন্যাস্ত করেছেন । মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য এবং এর জন্য উপযুক্ত মুল্যায়ন করা হবে । কিন্তু যদি সে তাঁর এই অস্তিত্ব অস্বীকার করে তবে আল্লাহ উক্ত ব্যক্তিকে পার্থিব জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত ঘৃর্ণ্যভাবে অপদস্ত করবেন ।

এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ঘৃর্ণ্য নামে ডাকা হবে । আল্লাহ পবিত্র কোরআনে অবিশ্বাসীদের নিম্নরুপ ভাবে বর্ননা করেছেন ঃ

আর আপনি এমন ব্যক্তির অনুসরন করবেন না, যে কথায় কথায় কসম করে, যে হীন প্রকৃতির; যে পশ্চাতে খুব দূর্নাম রটনাকারী, যে চোগলখুরী করে বেড়ায়; যে নেক কাজে বাধা প্রদানকারী, যে সীমা লংঘন কারী, যে মহাপাপী । (সুরা কালাম-৬৮ঃ ১০-১২) ।

যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত বন্য গাধা, যা সিংহ থেকে পলায়ন করছে । (সুরা মুদাচ্ছির-৭৪ঃ ৫০-৫১) ।

ধ্বংস হয়েছে অগ্নিকুন্ডের অধিপতিরা । (সুরা বরুজ-৮৫ ঃ ৪) ।

আমি তো এ আমানত পেশ করেছিলাম আসমান, জমিন ও পর্বতমালার সামনে, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তা গ্রহন করতে ভয় পেল, কিন্ত মানুষ তা বহন করল; নিশ্চয় সে অতিশয় জালিম, বড়ই অজ্ঞ । পরিনামে আল্লাহ্ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেবেন, আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে করুনার দৃষ্টিতে দেখবেন । আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহ্যাব-৩৩ ঃ ৭২-৭৩)।

আর যারা বাম দিকের দল, কতই না হতভাগা সেই বাম দিকের দল । (সূরা ওয়াকিআ-৫৬ ঃ ৯)

যখন তাদের সর্বাদিক হতভাগা ব্যক্তি উটনীটি বদ করতে তৎপর হয়ে উঠল । (সূরা সামস-৯১ ঃ ১২)

তোমাদের প্রতি কার্পণ্য সহকারে । আর যখন কোন ভয়ের কারণ সামনে আসে, তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির ন্যায় চোখ উলটিয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে । অতঃপর যখন সে ভয় চলে যায়, তখন তারা ধন-সম্পদ লোভে তীব্র ভাষায় তোমাদেরকে বিদ্ধ করে । তারা ঈমান আনেনি । অতএব আল্লাহ্ তাদের কার্যসমূহ বিফল করে দিয়েছেন । তদ্রুপ করা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ । (সূরা আহাযাব-৩৩ ঃ ১৯)।

তার কওমের অহংকারী সরদাররা বললঃ হে শোয়ায়েব ! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের আমাদের জনপদ থেকে অবশ্যই বের করে দেব অথবা তোমাদের আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতেই হবে । শোয়ায়েব বললঃ যদি আমরা তা ঘৃর্ণিত মনে করি তবুও ? (সূরা আ'রাফ-৭ঃ ৮৮)।

নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে বিচার মিমাংশা করেন সে অনুসারে যা আল্লাহ আপনাকে জানিয়েছেন । আর আপনি বিশ্বাস ভংগকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হবেন না । (সরা নিসা-৪ঃ ১০৫)।

আর আমি তাদের অধিকাংশ লোককেই ওয়াদা পালনকারী পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশ নাফরমান পেয়েছি ।(সুরা আ'রাফ -৭ঃ১০২)।

সুতরাং তারা সেখানে পরাজিত হল এবং নিত্যান্ত অপদস্ত হল (সুরা আরাফ -৭ঃ ১১৯)।

আর যখন কোন কিছু শুভ তাদের কাছে এসে যেত তখন তারা বলতঃ এটাই আমাদের জন্য বাঞ্চনীয় ; আর যদি কোন কিছু অশুভ তাদের উপর আপাতিত হত, তখন তারা মুসা ও তার সংগীদের জন্য অলক্ষুনে মনে করত । জেনে রেখ, তাদের অলক্ষুণের (মুল) কারন আল্লাহর জানা আছে। কিন্ত তাদের অধিকাংশই তা জানে না । (সুরা আরাফ -৭ঃ১৩১)।

অতঃপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্লাবণ, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত; এগুলো ছিল স্পষ্ট মু'জিযা । কিন্ত তারা অহংকারই করতে রইল, আর তারা ছিল অপরাধী কওম । (সুরা আ'রাফ -৭ঃ ১৩৩) ।

আমি ফিরিয়ে দেব আমার আয়াতসমূহ থেকে তাদের যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় । তারা যদি প্রতিটি নিদর্শনও দেখে তবুও তারা তাতে ঈমান আনবে না । যদি তারা সৎপথ দেখতে পায় তবুও তারা সে পথকে পথরুপে গ্রহণ করবে না, অথচ যদি তারা ভ্রান্ত পথ দেখতে পায় তবে তাকেই পথ হিসেবে গ্রহণ করবে । তা এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, আর তারা ছিল সে সম্ন্ধে গাফেল (সুরা আ'রাফ-৭ঃ১৪৬) ।

অবশ্যই যারা বাছুরকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর এ পার্থিব জীবনেই তাদের রবের তরফ থেকে গজব ও অবমাননা আপতিত হবে । আর আমি এরুপই শাস্তি দিয়ে থাকি মিথ্যা রচনাকারীদের । (সুরা আ'রাফ-৭ঃ ১৫২) ।

নিশ্চয় যারা আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে কুফরী করেছে এবং মুশরিকরা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে । এরাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম । (সুরা বায়্যিনা-৯৮ঃ ৬) ।

অতঃপর যখন তারা সীমালংঘন করে যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল তা করতে লাগল, তখন আমি তাদের বললাম ঃ "হয়ে যাও ঘৃণিত বানর ।"(সুরাঃ আ'রাফ-৭ঃ ১৬৬) ।

আর আমি তাদের দুনিয়ায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি ; তাদের মধ্যে কতক নেক্কার এবং কতক অন্য রকম । আর আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দ দ্বারা যাতে তারা ফিরে আসে । (সুরা আ'রাফ-৭ঃ১৬৮) ।

আর আপনি তাদের সে লোকের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলী দান করেছিলাম ; কিন্ত সে তা বর্জন করে বেরিয়ে গেল এবং শয়তান তার পেছনে লেগে গেল, ফলে সে পথভ্রষ্টদের শামিল হয়ে গেল ।(সুরাঃ আ'রাফ-৭ঃ ১৭৫) ।

আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য এমন অনেক জ্বিন ও মানুষ যাদের অন্তর আছে বটে, কিন্ত তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্ত তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্ত তা দিয়ে তারা শোনে না । তারা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তারা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর । তারাই গাফেল- উদাসীন । (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৭৯) ।

যেন সত্যকে তিনি সত্য এবং অসত্যকে তিনি অসত্য প্রতিপন্ন করে দেন যদিও অপরাধীরা অপছন্দ করে । (সুরা আনফাল-৮ঃ৮) ।

নিশ্চয় নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহ্‌র কাছে ঐ সব বধির ও মূক যারা অনুধাবন করে না । (সুরা আনফল-৮ঃ২২) ।

সুখ-সম্পদ আকাংখাই মানুষের তৃপ্তি মিটে না, কিন্ত কোন দুঃখ-দেন্য তাকে স্পর্শ করলে সে নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । (সুরা ফুসিলাত-৪১ঃ৪৯) ।

আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, দোযখের সামনে তাদেরকে উপস্হিত করা হচ্ছে, তারা লাঞ্ছিত হওয়ার দরুন অবনিমিত হয়ে অলস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে । আর মুমিনারা বলবেঃ কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্হ তারাই, যারা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে । জেনে রেখ, নিশ্চয় জালিমরা অনন্ত শাস্তির মধ্যে নিপতিত থাকবে । (সুরা শুরা-৪২ঃ ৪৫) ।

অতঃপর হে বিপদগামী মিথ্যারোপকারীরা (সুরা ওয়াকিয়া-৫৬ঃ৫১) ।

শয়তান তাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে, আর সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দিয়েছে । তারা তো শয়তানের দল । জেনে রেখ শয়তানের দল নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত । (সুরা মুজদালা -৫৮-১৯) ।
আপনি কি মুনাফেকদেরকে দেখেননি ? তারা তাদের আহলে কিতাবের ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও তবে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারও কথা মানব না । আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব । অথচ আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দেন যে, তারা তো মিথ্যাবাদী । (সুরা হাশর-৫৯ঃ ১১) ।

না, তা কখনও হবে না । সে তো আমার আয়াতসমূহের প্রকট বিরোধী । (সুরা মুদ্দাচ্ছির-৭৪ঃ১৬) ।
এবং সে তা উপেক্ষা করবে, যে অতিশয় হতভাগা । (সুরা আলা-৮৭ঃ১১) ।

তার এরুপ করা কখনই উচিত নয়, যদি সে এরুপ করা থেকে ফিরে না আসে তবে আমি অবশ্যই তাকে ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাব । সে কেশগুচ্ছ মিথ্যাচারী, পাপাচারীর । (সূরা আলাক-৯৬ঃ১৫-১৬) ।

হে মু'মুনিগণ ! মুশরিকরা তো অপবিত্র । সুতরাং তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদে হারামের কাছে না আসে । তবে যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তাহলে আল্লাহ ইচ্ছে করলে স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন । নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা (সুরা তওবা-৯ঃ ২৮) ।

আর যদি আমি তাকে আস্বাদান করাই কোন নেয়ামত তার উপর আপতিত কোন দুঃখ-কষ্টের পরে, তবে সে তখন বলতে থাকে ঃ "আমার থেকে বিপদ-আপদ কেটে গেছে ।" আর সে আনন্দিত ও অহংকারী হয়ে পড়ে । (সুরাঃ হূদ-১১ঃ ১০) ।

আপনি বলে দিনঃ আমি কি তোমদের এসব বস্তর চেয়ে উত্তম কোন বস্তর সংবাদ দেব ? যারা মোত্তাকী তাদের জন্য রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে এমন বেহেশত যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর- তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে - আরও আছে তাদের জনা পবিত্র সঙ্গীনী ও আল্লাহর তরফ থেকে সন্তষ্টি । আল্লাহ্ বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা (সুরা আলে ইমরান-৩ঃ ১৫) ।

আর যখন আমি আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের বললাম, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল । সে আদেশ অমান্য করল এবং অহংকার করল । ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল । (সুরা বাকারা-২ঃ ৩৪) ।

যারা কফুরী করে তাদের উদাহরণ এমন, যে কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা কোন কিছুই শোনে না হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া বধির, মূক, অন্ধ । সুতরাং তারা কিছুই বুঝবে না । (সুরা বাকারা-২ঃ ১৭১) ।

অথবা আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা বোঝে ? তারা তো নিছক চতুস্পদ জন্তর মত, বরং তারা আরও অধিক অধম ! (সুরা ফুরকান-২৫ঃ ৪৪) ।

তিনি বললেন ঃ " এখান থেকে বেরিয়ে যাও লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্হায় । তাদের মধ্য থেকে যে কেউ তোমার অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব ।" (সুরা আ'রাফ -৭ঃ ১৮) ।

যারা অহংকার করেছিল তারা বলল ঃ তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ আমরা তো তা অবিশ্বাস করছি । (সুরা আ'রাফ-৭ঃ ৭৬) ।

(ফেরেশতাদ্বয়কে হুকুম করা হবে ঃ) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর দোযখে প্রত্যেক কঠোর হঠকারী কাফেরকে , নেক কাজে বাধা প্রদানকারী,সীমালংঘনকারী, সন্দেহ সৃষ্টিকারীকে । (সুরা কাফ-৫০ঃ ২৪-২৫) ।

তবে কি আমাদের মধ্য থেকে কেবল তারই উপর ওহী নাযিল করা হয়েছে ? বরং সে তো একজন ডাহা মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক । আগামীকল্যই তারা জানতে পারবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক । (সুরা কামার-৫৪ঃ ২৫-২৬) ।

আর অবশ্যই পাপচারীরা থাকবে দোযখে ; । (সুরা ইনফিতার -৮২ ঃ ১৪) ।

যখন সেদিন আসবে তখন কেউ আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন কথা বলতে পারবে না । তাদের মাধ্য কতক হবে দুর্ভাগা আর কতক হবে ভাগ্যবান । (সুরাঃ হুদ-১১ঃ ১০৫) ।

এটা তো আল্ল্যহ শুধু এজন্য করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় , যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে । আর সাহায্য তো শুধুমাত্র পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে । যাতে ধবংস করে দেন কাফেরদের কোন দলকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন তাদের, যেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায় । (সুরাঃ আলে- ইমরান-৩ ঃ ১২৬-১২৭) ।

কোরআনে উদ্ধৃত ফেরেশতা

শক্তিশালী ফেরেশতা ঃ জিবরাইল (আঃ)

নিশ্চয় এ কোরাআন এক সম্মানিত বার্তাবহ ফেরেশতার আনীত বাণী । (সুরা তাকবীর-৮১ঃ১৯) ।

তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, আরশের অধিপতি । তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে করেন নিজের নির্দেশসহ ওহী প্রেরণ করেন, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে । (সুরা মু'মিন-৪০ঃ১৫) ।

এ কোরআন ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়, যে সৃষ্টিগতভাবে শক্তিশালী; সে তার আসল আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল, (সুরা নাজম-৫৩ঃ ৪-৬) ।

তারপর সে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল । অতঃপর আমি তার কাছে আমার ফেরেশতা পাঠালাম, সে তার কাছে এক পূর্ণ মানুষ্যাকৃতি ধারণপূর্বক আত্মপ্রকাশ করল । ফেরেশতা বললঃ এরুপই হবে । আপনার রব বলেছেন ঃ এরুপ করা আমার পক্ষে সহজ । আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার তরফ থেকে রহমত স্বরুপ করতে চাই । তার এটা তো একটি স্হিরীকৃত বিষয় । (সুরা মারইয়াম -১৯ ঃ ১৭-২১) ।

জিবরাইল (আঃ) এর উজ্জল দীপ্তিশীল সৌন্দর্য

এ কোরআন ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়, যে সৃষ্টিগতভাবে শক্তিশালী; সে তার আসল আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল, (সুরা নাজম-৫৩ঃ ৪-৬) ।

নবী হযতর মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক জিবরাইল (আঃ) কে দর্শন

তিনি তো উক্ত ফেরেশতাকে আরও একবার দেখেছেন, সিদ্‌রাতুল মনতাহার সন্নিকটে । যার কাছেই অবস্হিত জান্নাতুল মাওয়া । যখন সিদ্‌রাতুল মুনতাহাকে আচ্ছাদিত করছিল, যা আচ্ছাদিত করার ছিল, তখন তাঁর দৃষ্টিবিভ্রমও হয়নি এবং তিনি সীমালংঘনও করেননি । তিনি তো স্বীয় রবের মহান নির্দশনসমূহ দর্শন করছেন । (সুরা নাজম -৫৩ঃ ১৩-১৮) ।

দিগন্তে জিবরাইল (আঃ) এর আবির্ভাব

আর তিনি তো সেই ফেরেশ্‌তাকে দেখেছেন প্রকাশ্য দিগন্তে । (সুরা তাকবীর-৮১ঃ ২৩) ।

জিবারাইল (আঃ) সুপুরুষের রুপ ধারণ করে মারইয়াম (আঃ) এর নিকট আগমন

তারপর সে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল । অতঃপর আমি তার কাছে আমার ফেরেশতা পাঠালাম, সে তার কাছে এক পূর্ণ মানুষ্যাকৃতি ধারণপূর্বক আত্মপ্রকাশ করল । মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাইছি, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর । ফেরেশতা বললঃ আমি তো শুধূ আপনার রবের প্রেরিত ফেরেশ্‌তা, আপনাকে এক পবিত্র সন্তান দান করার জন্য এসেছি । (সুরা মারইয়াম-১৯ঃ ১৭-১৯) ।

প্রত্যেক মানুষের ঘাড়ের দুই পার্শ্বে মানুষের প্রত্যেক দিনের কাজের পর্যবেক্ষনকারী ও নথিভূক্তকারী দুইজন ফেরেশতা

আর আমিই সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং আমি জানি তার প্রবৃত্তি তা যে কুমন্ত্রণা দেয় তা । আর আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও তার অধিক নিকটবর্তী । যখন গ্রহণকারী দুই ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কার্যাবলী গ্রহণ করে, সে কোন কথাই উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্ত একজন অপেক্ষমান সদা প্রস্তত প্রহরী তার কাছে বিদ্যমান থাকে । (সুরা কাফ-৫০ঃ ১৬-১৮) ।

নিশ্চয় তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফেরেশতাগণ ; সম্মানিত লেখকবৃন্দ ; তারা জানে তোমরা যা কর । (সুরা ইনফিতার- ৮২ ঃ ১০-১২) ।
প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে ফেরেশতা রয়েছে যাদের পালাক্রমে বদলি করা হয়ে থাকে, যারা আল্লাহর নির্দেশে তার হেফাযত করে । নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির অবস্হার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্হার পরিবর্তন না

করে । আর যখন আল্লাহ কোন জাতির উপর কোন অমংগল চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নেই । (সুরা রা'দ-১৩ঃ১১) ।

বাণী বাহক ফেরেশ্‌তারা দুই, তিন এবং চার ডানা বিশিষ্ট

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং তিনি ফেরেশতাদেরকে করেছেন বাণীবাহক, যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার ডানাবিশিষ্ট । তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছে বৃদ্ধি করেন । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । (সুরা ফাতির-৩৫ঃ ১) ।

দোযখের আগুনের নিয়োজিত কঠোর ও শক্তিমান ফেরেশ্‌তারা

হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যেথায় নিয়োজিত রয়েছে কঠোর স্বভাব ও শক্তিমান ফেরেশতারা, যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তার নাফরমানী করে না, আর তারা তা-ই করে, যা তাদেরকে করতে আদেশ করা হয় । (সুরা তাহরীম-৬৬ঃ৬)

আল্লাহর উপস্হিতিতে ফেরেশতাদের অবতরণ যখন এক দিন সমান পঞ্চাশ হাজার বছর

ফেরেশতাগন এবং রূহ আল্লাহর শমীপে আহরণ করে যায় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর ।

ফেরেশতাদের স্বাক্ষী

স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করত ? ফেরেশতারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান ! আমাদের সম্পর্ক তো কেবল আপনার সাথে, তাদের সাথে নয় । তারা তো বরং জ্বিনদের উপাসনা করত এবং তাদর অধিকাংশই জ্বিনদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল । (সূরা সাবা-৩৪ঃ ৪০, ৪১)

কিন্ত আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন (আপনার নুবুওয়াতের) আপনার প্রতি তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তা দিয়ে যা তিনি নাযিল করেছেন সজ্ঞানে, এবং ফেরেশ্‌তারাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে । সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট । (সুরা নিসা-৪ঃ ১৬৬) ।

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, ফেরেশতা ও জ্ঞানীবর্গও ; আল্লাহ্‌ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত । তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই । তিনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ । (সুরা আলে ইমরান-৩ঃ ১৮) ।

আল্লাহর সান্নিধ্য ফেরেশ্‌তাদের বশ্যতা

মসীহ কখনও লজ্জাবোধ করেন না এতে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করে না । আর যে ব্যক্তি লজ্জাবোধ করবে তাঁর ইবাদত করতে এবং অহংকার করবে, তবে তিনি তাদের সবাইকে তাঁর কাছে সমবেত করবেন । (সুরা নিসা-৪ ঃ ১৭২) ।

আরশের চতুর পার্শ্বে চক্রাকারে ফেরেশতাদের অবস্থান

আর আপনি দেখবেন যে, ফেরেশ্‌তারা আরশের চতুস্পার্শে চক্রাকারে অবস্হান করে স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা- মহিমা ঘোষনা করছে আর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়া হবে সঠিকভাবে এবং বলা হবেঃ সকল প্রশংসা বিশ্বপালক একমাত্র আল্লাহর । (সুরা মু'বিন-৪০-৭৫) ।

ফেরেশতারা প্রত্যেকের জন্য নিদিষ্ট স্হান অনুযায়ী অবস্থান করে আল্লাহ তাস্‌বীহ পাঠে নিয়োজিত

(ফেরেশতারা বলে) আমাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে এব নির্দিষ্ট স্হান, আর আমরা তো রয়েছি সারিবদ্ধভাবে দন্ডয়মান, এবং আমরা তো তাস্‌বীহ পাঠে নিয়োজিত আছি । (সুরা সাফ্‌ফাত-৩৭ঃ ১৬৪-১৬৬) ।

বজ্র নির্ঘোষ প্রসংশার সাথে তাঁর মহিমা- পবিএতা ঘোষনা করে এবং অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে । আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তাকে তা দিয়ে আঘাত করেন । তথাপি তারা আল্লাহ সম্মন্ধে বিতর্ক করে । অথচ তিনি মহাশক্তিমান । (সুরা রা'দ-১৩ঃ১৩) ।

আসমানসমুহ তাদের উপর দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফেরেশতারা স্বীয় রবের সপ্রশংসা পবিএতা- মহিমা বর্ণনা করে এবং বিশ্ববাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে । জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সুরা শুরা-৪২ ঃ ৫) ।

নবী আদম (আঃ) কে ফেরেশতাদের সিজদা

আর স্মরণ কর, তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তখন তারা বললঃ আপনি কি সেথায় এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে ? আর আমরা তো সদা আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিএতা ঘোষনা করছি । তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি জানি ,যা তোমরা জান না । আর তিনি শিখালেন আদমকে সব কিছুর নাম । তারপর সে সবকিছু ফেরেশতাদের সামনে উপস্হাপন করলেন এবং বললেনঃ তোমরা আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক । তার বললঃ আপনি পবিত্র । আপনি যা আমাদের শিহিয়েছেন তাছাড়া আমাদে কোন জ্ঞানই নেই । নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । তিনি বললেন ঃ হে আদম, বলে দাও তাদের এ সব কিছুর নাম । তারপর যখন সে বলে দিল সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও জমিনের সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগত এবং তাও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন রাখ । আর যখন আমি আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের বললাম, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল । সে আদেশ অমান্য করল এবং অহংকার করল । ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল । (সুরাঃ বাকারা-২ঃ৩০-৩৪)

ফেরেশ্তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যেভাবে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে

আর আল্লাহ্কেই সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানে এবং যে সকল জীবজন্ত আছে জমিনে এবং ফেরেশতারাও, তারা অহংকার করে না । তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রবকে ভয় করে এবং তারা করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয় । (সুরা নাহ্ল-১৬ঃ ৪৯-৫০) ।

ফেরেশতারাও দলে দলে অবস্থান করবে

এবং যখন আপনার রব উপস্হিত হবেন এবং দলে দলে ফেরেশতারাও ; (ফজর-৮৯ ঃ ২২) ।

ফেরেশতারা বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করে যেন আল্লাহ্ তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন

হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরন কর, এবং সকালে ও সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করা । তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন । যেন আল্লাহ তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আনেন । তিনি মু'মিনদের প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল । (সুরা আহ্যাব -৩৩ঃ ৪১-৪৩) ।

ফেরেশতারা নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা করে

নিশ্চয় আল্লাহ্ রহমত প্রেরণ করেন নবীর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা করে । হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরাও নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা কর এবং তার প্রতি প্রচুর পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক । (সুরা আহযাব-৩৩ঃ ৫৬) ।

ফেরেশতারা বিশ্বাসীদের নিকট অবতরন করে এবং তাদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করে

নিশ্চয় যারা বলে ঃ "আমাদের রব আল্লাহ", তারপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশ্তা নাযিল হয় (এবং বলে) ঃ তোমরা ভয় কর না এবং চিন্তাও কর না, আর আনন্দিত হও সেই জান্নাতের জন্য যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল । আমরাই তোমাদের বন্ধু ছিলাম দুনিয়ার জনীবনে এবং আখিরাতেও থাকব । সেথায় তোমাদের জনা রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চাইবে

এবং সেথায় তোমাদের জন্য আছে যা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করবে । এটা হবে সাদর আপ্যায়ন পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে । (সুরা হা-মীম আস্ সাজদা-৪১ঃ ৩০-৩২) ।

বিশ্বাসীদের আল্লাহ্ ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেন

স্মরণ কর, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করে ছিলে তোমাদের রবের কাছে, তিনি তোমাদের প্রার্থনার জবাবে বললেনঃ অবশ্যই আমি তোমাদের সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে, যারা ক্রমান্বয়ে এসে পৌছিবে । আর আল্লাহ্ এ সাহায্য করলেন শুধু সু-সংবাদ দেয়ার জন্য এবং যেন তোমাদের অন্তর প্রশান্ত হয় । আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহর তরফ থেকে হয় । নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও হেকমতওয়ালা ।(সুরা আনফাল-৮ঃ ৯-১০) ।

আর এ তো সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ বদর যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল । সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা শোকরগুজারী করতে পার । স্মরণ কর, আপনি যখন মু'মিনদের বলছিলেন ঃ তোমাদের জন্য একি যথেষ্ট নয় যে, আসমান থেকে নাযিল হওয়া তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন ? হাঁ, অবশ্যই । যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর; তবে কাফের বাহিনী অতর্কিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন । এটা তো আল্লাহ শুধু এজন্য করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয়, যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে । আর সাহায্য তো শুমূমাত্র পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে, যাতে ধ্বংস করে দেন কাফেরদের কোন দলকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন তাদের, যেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায় । (সূরা আলে-ইমরান-৩ঃ ১২৩-১২৭)

হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল, তখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম এক প্রচন্ড বায়ু এবং এমন এক বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি । তোমরা যা কর, আল্লাহ তা অবশ্যই অবলোকন করেন । (সূরা আহযাব-৩৩ঃ ৯) ।

ফেরেশতারা মহিমান্বিত রাতে আল্লাহ্র আদেশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়

নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি এ কোরআন মহিমান্বিত রাতে ; আর আপনি কি জানেন মহিমান্বিত রাত কি ? মহিমান্বিত রাতে হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ । সেই রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ এবং রূহ তাদের রবের আদেশক্রমে নাযিল হয় । সেই রাত শান্তিই শান্তি, ফজর হওয়া পর্যন্ত । (সূরা কদর-৯৮ঃ ১-৫) ।

অবিশ্বাসীদের উপর অভিসম্পাত

নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্হায় মৃত্যবরণ করে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত । (সূরা বাকারা-২ঃ ১৬১) ।

ফেরেশতারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা

তারা বলে ঃ ''দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন ।'' ''তিনি পবিত্র, মহান, এবং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা । তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না, তারা তো তাঁরই আদেশানুযায়ী কাজ করে থাকে । আল্লাহ্ অবগত আছেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে । তারা শুধু তাদের জন্য সুপারিশ করে যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট । আর তারা তার ভয়ে অন্ত্রস্ত থাকে । আর তাদের মধ্য থেকে যে বলবে ঃ ''আমিই মা'বুদ তিনি ছাড়া'', তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব । এমনিভাবে আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি । (সূরা আম্বিয়া-২১ঃ ২৬-২৯) ।

নবী ইবরাহীম (আঃ) এর নিকট আগত ফেরেশতারা

আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন ইবরাহীমের মেহমানদের কথা, তারা যখন তার কাছে উপস্হিত হল এবং ঃ সালাম; তখন সে বললঃ আমরা তোমাদের ব্যাপারে আতঙ্কিত । তারা বলল ঃ ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি । তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ এমন অবস্হায় যখন আমার উপর বার্ধক্য এসে পড়েছে ? অতএব তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ ? তারা বলল ঃ আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়েরই সুসংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন না । তিনি বললেন ঃ স্বীয় রবের রহমত থেকে কে নিরাশ হয়, পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতিরেকে ? তিনি বললেন ঃ এখন তোমাদের আর কি বিশেষ কাজ আছে, হে ফেরেশতারা ? তারা বলল ঃ আমরা প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কওমের প্রতি, তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে রক্ষা করব, কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়, কেননা আমরা সাব্যস্ত করেছি যে, সে তো পশ্চাতে থেকে যাওয়া লোকদের শামিল । (সূরা হিজর-১৫ঃ ৫১-৬০) ।

আর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা অবশ্যই এসেছিল ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে। তারা বলল ঃ সালাম । তিনিও বললেন ঃ সালাম । তারপর তিনি একটি কাবাব করা বাছুর নিয়ে এলেন । কিন্তু যখন তিনি দেখলেন তাদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করলেন এবং তাদের সম্পর্কে মনে মনে ভয় অনুভব করতে লাগলেন । তারা বলল ঃ ভয় করবেন না । আমরা তো প্রেরিত হয়েছি লূতের কওমের প্রতি । আর তার স্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল । তারপর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, এবং ইসহাকের পরে তার (পুত্র) ইয়াকুবের সুসংবাদও দিলাম । সে বলল ঃ হায় কপাল ! আমি করব সন্তান প্রসব ? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এবং আমার স্বামী সম্পূর্ণ বৃদ্ধ ! নিশ্চয় এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার ! তারা বলল ঃ 'তুমি কি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে বিস্ময় বোধ করছ? হে এ পরিবারের লোক ! তোমারে উপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও তাঁর প্রভূত বরকত । নিশ্চিয় তিনি অতি প্রশংসিত, মহিমাময় । (সূরা হূদ-১১ ঃ ৬৯-৭৩) ।

নবী লূত (আঃ) এর কাছে যে ফেরেশতারা এসেছিল

তারপর ফেরেশতারা যখন লূতের পরিবারবর্গের কাছে এল, তখন লূত বলল ঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক । তারা বলল ঃ না, বরং আমরা আপনার কাছে সে বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্বন্ধে তারা সন্দেহ করত, আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি, এবং আমরা তো সত্যবাদী ; সুতরাং আপনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নিয়ে রাতের কোন এক সময়ে সরে পড়ুন এবং আপনি তাদের সকলের পেছনে চলুন, আর আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে ফিরে না দেখে । আপনারা সেখানে যান যেখানে যেতে আদিষ্ট হয়েছেন । (সূরা হিজর-১৫ঃ ৬১-৬৫) ।

তারপর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাদের কারণে বিষন্ন হয়ে পড়লেন এবং তাদের রক্ষায় নিজেকে অক্ষম মনে করলেন । তখন তারা বলল ঃ ভয় করবেন না এবং চিন্তাও করবেন না, আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে অবশ্যই রক্ষা করব, আপনার স্ত্রীকে ছাড়া, কেননা সে তো পশ্চাতে অবস্হানকারীদের শামিল । আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের উপর আসমান থেকে অবশ্যই আযাব নাযিল করব তাদের অশ্লীল কর্মের শাস্তিস্বরূপ । (সূরা আনকাবুত-২৯ঃ ৩৩-৩৪) ।

তারপর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের কাছে এল তখন তাদের কারণে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তাদেরকে রক্ষা করতে সঙ্কুচিত বোধ করল এবং বললঃ আজ অত্যন্ত সঙ্কটময় দিন । (সূরা হূদ-১১ঃ ৭৭) ।

নবী জাকারিয়া (আঃ) এর নিকট আগত ফেরেশতারা

তারপর যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল ঃ আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার ; সে হবে আল্লাহর বাণীর সত্যায়কারী, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী । যাকারিয়া বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদেগার ! কেমন করে আমার পুত্র হবে ? আমার তো বার্ধক্য এসে গেছে এবং আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা । আল্লাহ বললেন ঃ এ অবস্হাতেই হবে । আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা করে দেন । সে বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার জন্য কিছু লক্ষণ দাও । আল্লাহ বললেন ঃ তোমার লক্ষণ এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না, তবে ইশারা-ইংগিতে পারবে । আর তোমার পালনকর্তাকে বেশি করে স্মরণ করবে এবং সন্ধায় ও সকালে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে । (সূরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ৩৯-৪১) ।

হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া ; ইতিপূর্বে আমি এ নামে কারও নামকরণ করিনি। যাকারিয়া বললেন ঃ হে আমার রব ! কিরূপে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের প্রান্ত সীমায় উপনীত হয়েছি ? আল্লাহ বললেন ঃ এরূপেই হবে । তোমার রব বলেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে সহজ । ইতিপূর্বে আমি তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না । যাকারিয়া বললেন ঃ হে আমার রব ! আমাকে একটি নিদর্শন দিন । তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে সুস্হ থাকা সত্ত্বেও কোন কথা বলবে না । (সূরা মারইয়াম - ১৯ঃ ৭-১০) ।

মারইয়াম (আঃ) এর নিকট আগত ফেরেশতারা

আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল ঃ হে মরিয়ম ! আল্লাহ্ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে বিশ্বনারী সমাজের উর্দ্ধে মনোনীত করেছেন। হে মরিয়ম ! তুমি আনুগত্য কর তোমার পালনকর্তার এবং সিজদা কর আর রুকূ'কারীদের সাথে রূকূ'কর । এসব হল গায়েবী সংবাদ যা আমি আপনাকে ঐশী বাণী দিয়ে জানাই । আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করছিল এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের মধ্য থেকে মরিয়মের অভিভাবক কে হবে তা নির্ধারণ করতে । তারা যখন নিজেরা বাদানুবাদ করছিল তখনও আপনি তাদের কাছে ছিলেন না । স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল ঃ হে মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রতফ থেকে তোমাকে একটি কলেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মসীহ ঈসা ইবন মরিয়ম, সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখেরাতে এবং সে আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম । সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় থাকা অবস্হায় এবং প্রাপ্ত বয়সেও এবং সে হবে নেককারদের অন্যতম । মরিয়ম বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদেগার ! কেমন করে আমার সন্তান হবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করিনি । আল্লাহ বললেন ঃ এভাবেই হবে । আল্লাহ সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছে করেন । যখন তিনি কোন কাজ করতে মনস্হ করেন তখন তাকে শুধু বলেন ''হও'', অমনি তা হয়ে যায় । (সূরা আলে -ইমরান-৩ঃ ৪২-৪৭) ।

তারপর সে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল । অতঃপর আমি তার কাছে আমার ফেরেশতা পাঠালাম, সে তার কাছে এক পূর্ণ মনুষ্যাকৃতি ধারণ পূর্বক আত্মপ্রকাশ করল । মারইয়াম বলল ঃ আমি তোমা থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাইছি, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর । ফেরেশতা বলল ঃ আমি তো শুধু আপনার রবের প্রেরিত ফেরেশতা, আপনাকে এক পবিত্র সন্তান দান করার জন্য এসেছি । মারইয়াম বলল ঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে ! অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি এবং আমি অসতীও নই ? ফেরেশতা বলল ঃ এরূপই হবে । আপনার রব বলেছেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে সহজ । আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার রতফ থেকে রহমত স্বরূপ করতে চাই । আর এটা তো একটি স্হিরীকৃত বিষয় । (সূরা মারইয়াম-১৯ঃ ১৭-২১) ।

জীবন হরণকারী ফেরেশতা

প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে ফেরেশতা রয়েছে যাদের পালাক্রমে বদলি করা হয়ে থাকে, যারা অল্লাহর নির্দেশে তার হেফাযত করে । নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির অবস্হার পরিবর্তন করেন না , যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্হার পরিবর্তন না করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির উপর কোন অমঙ্গল চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের জন্য কোন সহায্যকারীও নেই। (সূরা রা'দ-১৩ঃ ১১) ।

অতত্রব তাদের কি অবস্হা হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করবে তাদের মুখমন্ডলে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে করে ? তা এজন্য যে, তারা এমন বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ বিফল করে দেন । (সূরা মুহাম্মাদ-৪৭ঃ ২৭-২৮) ।

নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর জুলুম করে, ফেরেশতারা তাদের জান কবজের সময় বলবে ঃ ''তোমরা কি অবস্হায় ছিলে ?'' তারা বলবে ঃ ''আমরা দুনিয়ায় অসহায় অবস্হায় ছিলাম ।'' ফেরেশতারা বলবে ঃ ''আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা সেখানে হিজরত করে চলে যেতে ?'' অতএব এদেরই ঠিকানা হল জাহান্নাম । আর কতই মন্দ এ ঠিকানা ? (সূরা নিসা-৪ঃ ৯৭) ।

আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথবা বলে ঃ ''আমার প্রতি ওহী নাযিল হয় '', যদিও তার প্রতি কোন ওহী আসেনি ; এবং যে বলে ঃ ''আমিও নাযিল করতে পারি যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন ?'' আর যদি আপনি দেখেন যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে ঃ ''বের কর তোমাদের প্রাণ ! আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব প্রদান করা হবে, কেননা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবুল করা থেকে অহংকার করতে ।'' (সূরা আন'আম-৬ঃ ৯৩) ।

যাদের জান কবজ করে ফেরেশতারা এমতাবস্হায় যে, তারা নিজেদের উপর জুলুম করতে পারে । তারপর তারা আত্নসমর্পণ করে বলবে ঃ আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না । আল্লাহ বলবেন ঃ হাঁ, অবশ্যই করতে । তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন। সুতরাং জাহান্নামের দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেখায় অনন্তকাল থাকার নিমিত্তে । বস্তুত কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্হল! যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের রব কি নাযিল করেছেন ? তারা বলবে ঃ মহা কল্যাণ । যারা এ দুনিয়ায় নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আখেরাতের আবাস আরো উত্তম । মোত্তাকীদের আবাসস্হল কত চমৎকার- তা হল অনন্তকালের স্হায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, প্রবাহিত হবে তার পাদদেশে নহরসমূহ, তাদের জন্য সেথায় তা-ই থাকবে যা তারা কামনা করবে । এভাবেই আল্লাহ প্রতিদান দেবেন মোত্তাকীদেরকে, যাদের জান কবজ করে ফেরেশতারা তাদের পবিত্র থাকা অবস্হায় । ফেরেশতারা বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । তোমরা যা করতে তার প্রতিদান জান্নাতে প্রবেশ কর । তারা কি শুধু এর অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে অথবা আপনার রবের আদেশ পৌঁছবে ? তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপই করেছিল । আল্লাহ তাদের উপর কোন অবিচার করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর অবিচার করত । (সূরা নাহল-১৬ঃ২৮-৩৩) ।

আরশ বহনকারী ফেরেশতারা

আর আসমান হয়ে যাবে বিদীর্ণ এবং সেদিন তা নিস্তেজ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, ফেরেশতাগণ আসমানের কিনারায় কিনারায় থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের রবের আরশকে নিজেদের উপর ধারণ করবে । (সূরা হাককা-৬৯ঃ ১৬-১৭) ।

হারূত এবং মারূত

তারা তা অনুসরণ করল যা শয়তানরা আবৃত্তি করত সুলায়মানের রাজত্বকালে । সুলায়মান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল । তারা মানুষকে যাদু এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিখাত । তারা কাউকে একথা না বলে শিখাত না যে, “আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না । ” তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত যা বিচ্ছেদ ঘটাত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে । আর তারা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না । তারা শিখত এমন কিছু যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকার করতে পারত না । আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। কতইনা নিকৃষ্ট তা যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্নাকে বিক্রি করছে, যদি তারা জানত ! (সূরা বাকারা-২ঃ ১০২) ।

ফেরেশতাদের কর্তৃক সিন্দুক বহন

আর তাদের নবী তাদের বলেছিল ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য শাসক করে দিয়েছেন । তারা বলেছিল ঃ তা কেমন করে হয় যে, তার কর্তৃত্ব চলবে আমাদের উপর ? অথচ তার চেয়ে আমরা কর্তৃত্বের অধিক হকদার এবং সম্পদের দিক দিয়েও সে ততটা সচ্ছল নয় । নবী বলল ঃ আল্লাহই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞানে ও দেহে প্রাচুর্য দিয়েছেন । আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন স্বীয় কর্তৃত্ব প্রদান করেন । আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ । আর তাদের নবী তাদের আরো বলল , তালূতের কর্তৃত্বের আলামত হল ঃ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির জন্য, তাতে থাকবে মূসা ও হারূনের বংশধরদের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী যা ফেরেশতারা বয়ে আনবে । অবশ্যই এতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন, যদি তোমরা প্রকৃত মু’মিন হও । (সূরা বাকারা-২ঃ ২৪৭-২৪৮) ।

পুনরূত্থান দিবসের ফেরেশতারা

আর যেদিন আসমান মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে, সেদিন সত্যিকারের রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফেরদের পক্ষে সেদিনটি হবে বড়ই কঠিন । (সূরা ফুরকান-২৫ঃ ২৫-২৬) ।

এবং যখন আপনার রব উপস্হিত হবেন এবং দলে দলে ফেরেশতারাও; সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে এবং মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এ স্মরণ তার কি উপকারে আসবে ? (সূরা ফাজর-৮৯ঃ ২২-২৩) ।

সেদিন সংঘটিত হবে সেই সুনিশ্চিত সত্য ঘটনা মহাপ্রলয়, আর আসমান হয়ে যাবে বিদীর্ণ এবং সেদিন তা নিস্তেজ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, ফেরেশতাগণ আসমানের কিনারায় কিনারায় থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের রবের আরশকে নিজেদের উপর ধারণ করবে । (সূরা হাককা-৬৯ঃ ১৫-১৭) ।

সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারি বদ্ধভাবে দাঁড়াবে । দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমিত দিবেন, সে ছাড়া অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে । (সূরা নাবা-৭৮ঃ ৩৮) ।

বেহেশতের ফেরেশতারা

যাদের জান কবজ করে ফেরেশতারা তাদের পবিত্র থাকা অবস্হায় । ফেরেশতারা বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । তোমরা যা করতে তার প্রতিদান জান্নাতে প্রবেশ কর । (সূরা নাহ্ল-১৬ঃ ৩২) ।

আর যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে দলে দলে ; এমনকি যখন তারা বেহেশতের কাছে পৌঁছবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে তখন তাদেরকে বেহেশতের রক্ষীরা বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক এবং অনন্তকাল অবস্হানের জন্য বেহেশতে প্রবেশ কর (সূরা জুমআ-৩৯ঃ ৭৩) ।

স্হায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও এবং প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে, বলবে ঃ তোমাদের প্রতি অনাবিল শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে, আর তোমাদের এ পরিণাম কত উত্তম ! (সূরা রা'দ-১৩ঃ ২৩-২৪) ।

দোযখের ফেরেশতারা

এই সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন ফেরেশতা । আর আমি দোষখের প্রহরী কেবল ফেরেশতাদেরকেই নিযুক্ত করেছি । আমি তাদের সংখ্যা এরূপ রেখেছি কাফেরদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মু'মিনরা সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা ও কাফেরেরা বলে যে, ‘‘আল্লাহ এ অভিনব উক্তি দিয়ে কি বুঝাতে চেয়েছেন ? এমনিভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন পথভ্রষ্ট করে থাকেন এবং যাকে ইচ্ছে করেন সৎপথে পরিচালিত করে থাকেন । আপনার রবের সেনাবাহিনীর সংখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না । আর দোযখের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য কেবল উপদেশ মাত্র । (সূরা মুদ্দাচ্ছির-৭৪ঃ ৩০-৩১) ।

হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, সেথায় নিয়োজিত রয়েছে কঠোর স্বভাব ও শক্তিমান ফেরেশতারা, যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তার নাফরমানী করে না, আর তারা তা-ই করে, যা তাদেরকে করতে আদেশ করা হয় । (সূরা তাহরীম-৬৬ঃ ৬) ।

ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে ; যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখনই জাহান্নামের প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি ? (সূরা মূলক-৬৭ঃ ৮) ।

আর তাড়িয়ে নেয়া হবে কাফেরদেরকে দোযখের দিকে দলে দলে ; এমনকি তখন তারা দোযখের কাছে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং দোযখের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমোদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ পাঠ কের শুনাতেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের এ দিনের আগমন সম্বন্ধে সতর্ক করতেন ? তারা বলবেঃ হাঁ, অবশ্যই এসেছিলেন । কিন্তু কাফেরদের উপর আযাবের কথা সাব্যস্ত হয়ে আছে । তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা দোযখের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর সেথায় অনন্তকাল অবস্হানের জন্য । কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্হল ! (সূরা জুমআ-৩৯ঃ ৭১-৭২) ।

তারা দোযখের দারোগাকে ডেকে বলবে ঃ ‘‘হে মালেক ! তোমার রব যেন আমাদের কাজ শেষ করে দেন ।’’ ফেরেশতারা বলবে ঃ ‘‘তোমরা তো এ অবস্হায়ই থাকবে ।’’ (আল্লাহ বলবেন ঃ) আমি তো তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছেয়েলিছাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ ছিল সত্যের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী । (সূরা যুখরুফ-৪৩ঃ ৭৭-৭৮) ।

কোরআনে বর্ণিত জ্বিন

আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল মাত্র এ জন্য যে, যেন তারা আমার ইবাদত করে । (সূরা জারিযাত-৫১ঃ ৫৬) ।

জ্বিনেরা আগুনের তৈরী

এবং এর আগে জ্বিন সৃষ্টি করেছি অত্যুষ্ণ আগুন থেকে । (সূরা হিজর-১৫ঃ২৭) ।

জ্বিনেরা কখনও কোরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করতে সক্ষম হবে না

আপনি বলে দিন ঃ যদি সকল মানুষ ও জ্বিন এ উদ্দেশ্যে সমবেত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ কোরআন রচনা করে আনবে এবং তার পরস্পরের সাহায্যকরাী হয় তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ আনতে পারবে না । (সূরা বনী ইসরাঈল-১৭ঃ ৮৮) ।

সূরা আল জ্বিন-কোরআন

আপনি বলুন ঃ আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা নিজ কওমের কাছে ফিরে গিয়ে বলল ঃ আমরা তো শুনে এসেছি এক বিস্ময়কর কোরআন- যা সরল পথ প্রদর্শন করে । অতএব আমরা তাতে ঈমান এনেছি । আর আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না । আর অবশ্যই আমাদের রবের মর্যাদা অতি উচ্চ ; তিনি কোন স্ত্রীও গ্রহণ করেননি এবং কোন সন্তানও গ্রহণ করেননি । আমাদের মধ্যের নির্বোধেরা আল্লাহ সম্পর্কে সীমা বহির্ভূত কথা বলত, আর আমরা মনে করতাম যে, মানুষ ও জ্বিন কখনও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে পারে না । আর অনেক মানুষ অনেক জ্বিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত । আর তারা ধারণা কত, যেমন তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ কাউকে কখনও পুনরুজ্জীবিত করবেন না । আমরা আসমানের সংবাদ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম তা পরিপূর্ণ কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দিয়ে ; আর পূর্বে আমরা সংবাদ শ্রবণ করার জন্য আসমানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে গিয়ে বসে থাকতাম, কিন্তু এখন কেউ আসমানের সংবাদ শুনতে চাইলে, সে তার জন্য প্রস্তুত এক জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড পায় । আর আমরা জানি না যে, পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল সাধনই অভিপ্রেত, না তাদের রব তাদেরকে হেদায়াত করতে ইচ্ছে করেছেন । আমাদের মধ্যে রয়েছে কতক নেককার এবং কতক এর ব্যতিক্রমও । আমরা ছিলাম বিভিন্ন পন্থার উপর; এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা কখনও আল্লাহকে পৃথিবীতে পরাজিত করতে পারব না, পলায়ন করেও তাঁকে কখনও পরাজিত করতে পারব না ; আর আমরা যখন হেদায়াতে বাণী শুনেছি, তখনই আমরা তাতে ঈমান এনেছি । অতএব যে ব্যক্তি স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আনবে, তার কোন আশংকা থাকবে না লোকসানের, আর না অন্যায়ের । আর আমাদের মধ্যে কতক তো মুসলিম এবং কতক সীমালংঘনকারী । সুতরাং যারা মুসলিম, তারা তো সত্যপথ খুঁজে নিয়েছে । আর যারা সীমালংঘনকারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন ; তারা যদি সরল পথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম ; যেন আমি তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি । আর যে ব্যক্তি স্বীয় রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন কঠিন আযাবে । আর মাসজিদ সমূহ আল্লাহরই স্মরণের জন্য । সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেক না ; আর যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল, তখন তারা তার কাছে ভীড় জমাল । বলুন ঃ আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি, এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না । বলুন ঃ আমি তোমাদের কোন ক্ষতিসাধনেরও ক্ষমতা রাখি না এবং কোন হিত সাধনেরও না । বলুন ঃ আল্লাহর গযব থেকে আমাকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতিরেকে আমি কোন আশ্রয়ও পাব না, কিন্তু কেবল আল্লাহর তরফ থেকে পৌছান ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ । আর যে ব্যক্তি অমান্য করে আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন । সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । এমনকি যখন তারা দেখতে পাবে প্রতিশ্রুতি শাস্তি, তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম । বলুন ঃ আমি জানি না, তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, তা নিকটবর্তী, না আমার রব-এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করে রেখেছেন । তিনিই গায়েবের একমাত্র জ্ঞানী । তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত কোন রাসূল ব্যতিরেকে । তখন তিনি সেই রাসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে রক্ষী নিযুক্ত করেন ; যেন তিনি জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের বাণী পৌঁছিয়েছেন কিনা । আর তাদের কাছে যা আছে, তা তিনি আয়ত্তে রেখেছেন এবং তিনি সবকিছুর সংখ্যায় হিসাব রাখেন । (সূরা জ্বিন-৭২ ঃ ১-২৮) ।

জ্বিনদের সীমিত ক্ষমতা

হে জ্বিন ও মানবজাতি ! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান ও জমিনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার, তবে বের হয়ে যাও; কিন্তু ক্ষমতা ব্যতিরেকে তোমরা বের হতে পারবে না । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে ? তোমাদের উভয় জাতির উপর নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিশিখা এবং ধূম্ররাশি, তখন তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না । (সূরা আর-রহমান-৫৫ঃ ৩৩-৩৫) ।

ইবলিস প্রকৃত পক্ষে একজন জ্বিন

স্মরণ কর, আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ ‘‘আদমকে সিজদা কর,’’ তখন সবাই সিজদা করল ইবলিস ছাড়া । সে ছিল জ্বিনদের একজন । সে তার রবের আদেশ অমান্য করল । সুতরাং তবুও কি তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে ও তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তো তোমাদের শত্রু । এটা জালিমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল । (সূরা কাহফ-১৮ঃ৫০) ।

জ্বিনরা কোরআন শ্রবণ করে এবং তা তাদের জাতির অপর লোকদেরকে শোনায়

স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল । যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল তখন পরস্পর বলল ঃ ‘‘নীরবে শ্রবণ কর ।’’ অতঃপর যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল । তারা বলল ঃ হে আমাদের কওম ! আমরা এক কিতাব পাঠ শুনেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে , যা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং সত্য ও সরল-সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে । হে আমাদের কওম ! তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তার কোন সাহায্যকারীও থাকবে না । এরূপ লোকেরাই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত রয়েছে । (সূরা আহ্‌কাফ-৪৬ ঃ ২৯-৩২) ।

পৃথিবীতে জ্বিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে

স্মরণ কর, যেদিন তিনি সমবেত করবেন সকল সৃষ্ট জীবকে এবং বলবেন ঃ হে জ্বিন জাতি ! তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছিলে । মানুষের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে ঃ হে আমাদের রব ! আমরা একে অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছিলাম এবং আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন আমরা এখন তাতে উপনীত হয়েছি । সেদিন আল্লাহ বলবেন ঃ দোযখ তোমাদের ঠিকানা, সেথায় তোমরা চিরকাল থাকবে, তবে আল্লাহ ইচ্ছে করলে ভিন্ন কথা । নিশ্চয় আপনার রব হেকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ । এভাবেই আমি জালিমদের কতককে কতকের বন্ধু করে থাকি তাদের কৃতকর্মের দরুন । হে জ্বিন ও মানজাতি ! তোমাদের কাছে কি আসেনি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ যারা তোমাদের কাছ আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করত এবং তোোদের আজকের এ দিনের সন্মুখীন হবার ব্যাপারে সতর্ক করত ? তারা বলবে ঃ আমরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করছি । বস্তুত পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছিল । আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ কথাও স্বীকার করবে যে, তারা কাফের ছিল । (সূরা আন’আম-৬ঃ১২৮-১৩০) ।

জ্বিনরা নবী বা সংবাদ বাহকদের সহায়তা করে এবং তাদের সাহায্য সমূহ

মহা বলিষ্ট এক জ্বিন বলল ঃ আমি তা আপনার কাছে এনে দিব আপনি আপনার আসন ত্যাগ করার পূর্বেই এবং এ কাজ করতে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত । (সূরা নাম্‌ল্‌-২৭ঃ৩৯) ।

আর আমি সুলায়মানের বশীভূত করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং আমি তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম তরল তামার এক ঝরনা । তার সামনে তার রবের আদেশে জ্বিনদের কতেক কাজ করত । তাদের মধ্য থেকে যে আমার আদেশ অমান্য করে তাকে আমি আস্বাদন করাব দোযখের আযাব । (সূরা সাবা-৩৪ঃ১২) ।

সুলায়মান বললেন ঃ এখন আমি দেখব, তুমি সত্য বলছ, নাকি তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন । তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তা তাদের কাছে নিক্ষেপ কর, অতঃপর তাদের থেকে একটু দূরে সরে থেক এবং লক্ষ্য কর তারা পরস্পর কি বলে ? যে স্ত্রীলোকটি বলল ঃ হে সভাসদবৃন্দ! আমার কাছে একটি সম্মানিত পত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে ; (সূরা নামল-২৭ঃ ২৭-২৯) ।

এবং বশিভূত করেছিলাম শয়তানদেরকেও, যারা ছিল ইমারত নির্মাণকারী ও ডুবুরী ; এবং আরো অনেকে, যারা শৃংখলে অবদ্ধ থাকত । (সূরা সাদ-৩৮ঃ৩৭-৩৮) ।

সোলায়মানের জন্য তার সেনাবাহিনীতে সমবেত করা হয়েছিল জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে এবং এদেরকে বিন্যস্ত করা হয়েছিল বিভিন্ন ব্যূহে (সূরা নামল-২৭ঃ১৭) ।

অবিশ্বাসীরা আল্লাহর রাজ্যে অংশীদ্বারীত্ব আছে বলে দাবী করে

আর তারা আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে কুটুম্বিতা সাব্যস্ত করেছে । অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তারা পাকড়াও হয়ে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্তিত হবে । (সূরা সাফফাত-৩৭ঃ১৫৮) ।

বিতর্ককারীরা জ্বিনকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে

তারা জ্বিনকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, অথচ তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন আর তারা আল্লাহর জন্য পুত্র ও কন্যা আবিস্কার করেছে কোন প্রমাণ ছাড়া । তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তিনি তার অনেক উর্দ্ধে । (সূরা আন'আম-৬ঃ১০০) ।

কিছু মানুষ জ্বিনকে পূজা করে

ফেরেশতারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান ! আমাদের সম্পর্ক তো কেবল আপনার সাথে, তাদের সাথে নয় । তারা তো বরং জ্বিনদের উপাসনা করত এবং তাদের অধিকাংশই জ্বিনদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল । (সূরা সাবা-৩৪ঃ৪১) ।

জ্বিন মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়

তার অপকারিতা থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় আত্নগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, হোক সে জ্বিন জাতীয় কিংবা মানব জাতীয় । (সূরা নাস-১১৪ঃ৪-৬) ।

নবীদের শত্রু জ্বিন

এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি শয়তানদেরকে মানুষ ও জ্বিনদের থেকে-তাদের একে অপরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মনভুলানো বাক্যে কুমন্ত্রণা দেয় । যদি আপনার রব চাইতেন তবে তারা এ কাজ করত না । সুতরাং আপনি ছেড়ে দিন তাদের এবং তাদের মিথ্যা রচনাকে । (সূরা আন'আম-৬ঃ১১২) ।

তারা তাদের অনুসারীদের একান্ত সঙ্গী হিসেবে ছিল

আর আমি তাদের জন্য কতক সঙ্গী নিযুক্ত করে রেখেছিলাম, যারা তাদের অগ্র-পশ্চাতের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল । আর তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে । নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত । (সূরা ফুসিলাত-৪১ঃ২৫) ।

শেষ বিচারের দিন জ্বিনেরা

যেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে, সেদিন তা লাল রঙ্গে রঞ্জিত চামড়ার মত লাল হয়ে যাবে । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে? সেদিন কারো অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে না কোন মানুষকে, আর না কোন জ্বিনকে । (সূরা আর-রহমান-৫৫ঃ৩৭-৩৯) ।

অবিশ্বাসী জীন দোযখে প্রবেশ করবে

আমি যদি ইচ্ছে করতাম, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; কিন্তু আমার এ বাণী স্হিরীকৃত হয়ে রয়েছে যে, আমি অবশ্যই জ্বিন ও মানুষ সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব । (সূরা সাজদা-৩২ঃ১৩) ।

আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য এমন অনেক জ্বিন ও মানুষ যাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না । তারা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তারা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর । তারাই গাফেল-উদাসীন । (সূরা আ'রাফ-৭ঃ১৭৯) ।

আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা দোযখে প্রবেশ কর জ্বিন ও মানুষের ঐসব দলের সাথে যারা তোমাাদের পূর্বে গত হয়েছে । যখনই কোন দল প্রবেশ করবে, তখনই অন্য দলের উপর লা'নত করবে, এমনকি যখন সবাই তাতে সমবেত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তী লোকদের সম্বন্ধে বলবে ঃ হে আমাদের রব ! এরাই আমাদের গোমরাহ করেছিল, সুতরাং এদের দোযখের দ্বিগুণ আযাব দিন । আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জান না । (সূরা আ'রাফ-৭ঃ ৩৮) ।

কোরআনে সময় সম্পর্কে ধারণা এবং সময়ের আনুপাতিক তুলনা

একজন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ একশ বছরের জন্য মৃত রেখেছিলেন এবং পরবর্তীতে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন

অথবা তুমি কি দেখনি সে ব্যক্তিকে যে এমন এক জনপদ দিয়ে অতিক্রম করছিল যার ঘর-বাড়িগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়েছিল ? সে বলল ঃ কেমন করে আল্লাহ মৃত্যুর পর একে জীবিত করবেন? তারপর আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত অবস্হায় রাখলেন, তারপর তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন, বললেন ঃ তুমি কতকাল এভাবে ছিলে? সে বলল ঃ একদিন কিংবা একদিনেরও কম সময় এভাবে ছিলাম । তিনি বললেন ঃ না, বরং তুমি তো একশ বছর অবস্হান করেছ । তুমি চেয়ে দেখ তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে, তা পচে যায়নি এবং লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির প্রতি । আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চাই । আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, কিভাবে আমি এগুলোকে সংযোজিত করি, তারপর তাতে মাংসের আবরণ পরাই । যখন তার কাছে এ অবস্হা সুস্পষ্ট হল তখন সে বলে উঠল, আমি জানি নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান । (সূরা বাকারা-২ঃ২৫৯) ।

গুহা বাসীরা

তারপর আমি তাদেরকে সে গুহায় বহু বছর ঘুমন্ত অবস্হায় রেখে দিলাম । পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম, যেন জেনে নেই যে, দু'দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্হানকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে । (সূরা কাহফ-১৮ঃ১১-১২) ।

আর এরূপে আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম, যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে । তাদের মধ্য থেকে একজন বলল ঃ তোমরা কতক্ষণ অবস্হান করেছ ? কেউ কেউ বলল ঃ আমরা একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্হান করেছি । কেউ কেউ বলল ঃ তোমাদের রবই ভাল জানেন তোমরা কতক্ষণ অবস্হান করেছ । এখন তোমরা তোমাদের একজনকে এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর, সে যেন যাচাই করে দেখে যে, কোন খাদ্য উত্তম এবং তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসে ; সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কাউকে যেন তোমাদের সংবাদ জানতে না দেয় । (সূরা কাহফ-১৮ঃ১৯) ।

তারা তাদের গুহায় তিনশ বছর অবস্হান করেছিল, আরও নয় বছর অধিক । তারা কতকাল অবস্হান করেছিল, তা আল্লাই ভাল জানেন । আসমান ও জমিনের গায়েবের জ্ঞান তাঁরই । তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা এবং কত সুন্দর শ্রোতা । তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী নেই । তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না । (সূরা কাহফ-১৮ঃ২৫-২৬) ।

কিয়ামত দিবসের সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর সময়ের তুলনা

যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং আমি অপরাধীদেরকে সেদিন এমন অবস্হায় একত্র করব যে, তাদের চক্ষু ফ্যাকাশে নীল বর্ণের হবে, তারা নিজেদের মাঝে চুপিসারে বলাবলি করবে ঃ তোমরা কেবলমাত্র দশ দিন অবস্হান করেছিলে । তারা কি বলবে তা আমি খুব ভালভাবে জানি, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি বলবে ঃ তোমরা তো কেবলমাত্র একদিন অবস্হান করেছিলে । (সূরা ত্বাহা-২০ঃ১০২-১০৪) ।

আল্লাহ বলবেন ঃ বছরের গণনায় তোমরা পৃথিবীতে কত সময় অবস্হান করেছিলে ? তারা বলবেন ঃ আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্হান করেছিলাম । অতএব আপনি গণনাকারী ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করুন । আল্লাহ বলবেন ; তোমরা সেখানে অল্প সময়ই অবস্হান করেছিলে যদি তোমরা তা জানতে ? (সূরা নূর-২৪ঃ১১২-১১৪) ।

অতএব আপনি সবর করুন যেভাবে দৃঢ়চেতা রাসূলগণ সবর করেছিলেন এবং ওদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না । ওদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখবে, তখন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মূহুর্তের বেশি পৃথিবীতে অবস্হান করেনি । এটা সংবাদ পৌঁছে দেয়ামত্র । তারাই ধ্বংস হবে, যারা পাপাচারী । (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ঃ৩৫) ।

যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের অধিক অবস্হান করেনি । এরূপই তারা বিপরীত দিকে চলত । (সূরা রূম-৩০ঃ৫৫) ।

আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এক দিন সমান পৃথিবীর এক হাজার বছর

আর তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করার জন্য তাগাদা করছে । অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না । নিশ্চয় আপনার রবের কাছে একদিন তোমাদের গণনার এ হাজার বছরের সমান । (সূরা আল-হজ্জ ২২ঃ ৪৭) ।

আল্লাহ্‌র নিকট ফেরেশতাদের আরোহণের সময়সীমা

যা সংঘটিত হবে আল্লাহর তরফ থেকে, যিনি সোপানসমূহের অধিপতি। ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহর সমীপে আরোহণ করে যায় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর । (সূরা মা'আরিজ-৭০ঃ৩-৪) ।

কোরআনে উদ্বৃত এবাদত করার নির্দিষ্ট সময়সমূহ

সুতারাং আপনি তাদের কথায় ধৈর্যধারণ করূন এবং আপনার রবের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করূন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে, আর রাতের কিছু অংশে ও দিবাভাগের প্রান্তসমূহেও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করূন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন । (সূরা ত্বাহা-২০ঃ১৩০) ।

অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধায় ও সকালে- এবং আপরাত্রে ও যোহরের সময়; আর আসমানে ও জমিনের সকল প্রশংসা তো তাঁরই । (সূরা রূম-৩০ঃ১৭-১৮) ।

এবং সকালে ও সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর । (সূরা আহযাব-৩৩ঃ৪২) ।

সূরাতাং আপনি সবর করূন । নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য । আপনি আপনার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করূন এবং সকাল-সন্ধায় স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করূন । (সূরা গাফীল-৪০ঃ৫৫) ।

আর আপনি ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করূন আপনার রবের হুকুমের জন্য । আপনি তো আছেন আমার চোখের সামনে । আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করূন যখন আপনি নিদ্রা থেকে উঠেন, এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করূন রাতের কিছু অংশে ও নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়ার পরও । (সূরার তূর-৫২ঃ৪৮-৪৯) ।

নামায কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রথম ভাগে । নেক কাজ অবশ্যই মিটিয়ে দেয় বদ কাজ । যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটি এক উপদেশ । (সূরা হূদ-১১ঃ১১৪) ।

সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামাযও কায়েম কর । নিশ্চয় ফজরের নামায (ফেরেশতাদের) উপস্হিতির সময় । আর রাত্রির কিছু অংশের মধ্যে তাহাজ্জুদ কায়েম করূন । এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত । আশা করা যায়, আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করবেন । (সূরা বনী ইসরাঈল-১৭ঃ ৭৮-৭৯) ।

কোরআনে আয়াতে উদ্বৃত্ত রাত ও দিন

বলুনঃ কে তোমাদেরকে 'রহমান' থেকে রক্ষা করবে রাত্রিকালে এবং দিনের বেলায়? বরং তারা তাদের রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (সুরা আম্বিয়া-২১ঃ৪২) ।

অহংকারবশে, এ বিষয়ে অর্থহীন রাত্রের গল্প-গুজব করতে করতে । (সুরা মু'মিনুন-২৩ঃ৬৭) ।

আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণস্বরুপ এবং বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন নিদ্রা, আর দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময় । (সুরা ফুরকান-২৫ঃ৪৭) ।

আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামীরুপে তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে অথবা শোকর করতে চায় (সুরা ফুরকান-২৫ঃ ৬২) ।

তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি রাতকে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা তাতে বিশ্রাম করতে পারে এবং দিনকে সৃষ্টি করেছি আলোকময় । অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন মু'মিন লোকদের জন্য । (সুরা নাম্‌ল-২৭ঃ ৮৬) ।

বলুনঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাতকে একাধারে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্হায়ী করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে ? তবুও কি তোমরা শ্রবণ করবে না ? বলুন ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর দিনকে একাধারে কেয়ামতের দিবস পর্যন্ত স্হায়ী করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদেরকে রাত এনে দিতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না ? আর তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যেন তাঁর শোকর কর । (সুরা কাসাস্-২৮ঃ ৭১-৭৩) ।

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের অন্বেষণ করা । অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে ঐ সকল লোকের জন্য যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে । (সুরা রুম-৩০ঃ ২৩) ।

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান ? আর তিনিই কাজে নিয়োজিত রেখেছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকেই চলতে থাকবে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত । তোমরা যা কর অল্লাহ অবশ্যই তা সম্যক অবহিত । (সুরা লুকমান-৩১ঃ ২৯) ।

তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান । তিনি কার্যরত রেখেছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে ; প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে । তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, তাঁরই জন্য সার্বভৌমত্ব । তাঁকে ছেড়ে যাদেরকে তোমরা ডাকছ, তারা তো খেজুরের আঁটির বাকলেরও মালিক নয় । (সুরা ফাতির-৩৫ঃ ১৩) ।

আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত । আমি তার উপর থেকে দিনকে অপসারিত করি, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । (সুরা ইয়াসীন-৩৬ঃ ৩৭) ।

তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে । তিনি রাত দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন। তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে । প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে । জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমাশালী, পরম ক্ষমাশীল । (সুরা যুমার-৩৯ঃ ৫) ।

আপনি ধৈর্যসহকারে নিজেকে তাদেরই সংসর্গে নিবদ্ধ রাখুন যারা ইবাদত করে নিজেদের রবের সকালে ও সন্ধায় শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের প্রত্যাশায় আপনি তাদের থেকে স্বীয় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না । আর আপনি এমন লোকের আনুগত্য করবেন না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে । (সুরা কাহ্ফ-১৮ঃ২৮) ।

ফেরেশতাদের প্রসংশা

আর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা তো রাতে ও দিনে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তারা এতে একটুও ক্লান্ত হয় না ।(সুরা ফুসিলাত -৪১ঃ ৩৮) ।

নবী মূসা (আঃ) ফিরআউনের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিল

সে বললঃ হে মূসা ! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ তোমার যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ? তবে আমরাও তোমার বিরুদ্ধে এর অনুরুপ যাদু অবশ্যই উপস্হিত করব, অতএব স্হির কর আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি সময়, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না, তা হবে এক মধ্যবর্তী স্হানে । মুসা বললেন ঃ তোমাদের নির্ধারিত সময় তোমাদের “মেলার দিন ” এবং লোকজন যেন বেলা উঠলেই সমবেত হয় । (সুরা ত্বাহা-২০ঃ ৫৭-৫৯) ।

নবী মুসা (আঃ) তাঁর জাতির লোকজনকে নিয়ে রাত্রিতে বের হলেন

আমি তো মুসার প্রতি এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুস্ক পথ করে দাও । পেছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশংকা কর না এবং অন্য কোন ভয়ও কর না । (সুরা ত্বাহা-২০ঃ ৭৭) ।

সেই সময় যখন ফেরাউনের সৈন্যদল মুসা (আঃ) ও তার জাতীর পিছে ধাওয়া করল

ফেরাউনের লোকেরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে উপস্হিত হল । (সূরা শু’আরা-২৬ঃ৬০) ।

নবী যাকারিয়া (আঃ) তিন রাত্রি সকলের সাঙ্গে কথা বলা বন্ধ রেখেছিল

যাকারিয়া বললেন ঃ হে আমার রব ! আমাকে একটি নিদর্শন দিন । তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিনি দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে সুস্হ থাকা সত্ত্বেও কোন কথা বলবে না । তারপর তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে এলেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে বললেন । (সূরা মারইয়াম-১৯ঃ ১০-১১) ।

বাতাসকে নবী সোলায়মান (আঃ) এর আওতাধীন করা হয়েছিল

আর আমি সুলায়মানের বশীভূত করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং আমি তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম তরল তামার এক ঝরনা । তার সামনে তার রবের আদেশে জ্বিনদের কতেক কাজ করত । তাদের মধ্য থেকে যে আমার আদেশ অমান্য করে তাকে আমি আস্বাদন করাব দোযখের আযাব । (সূরা সাবা-৩৪ঃ১২) ।

কোরআনে উদ্ধৃত খাবারের সময়

হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে, নবীর ঘরে, তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত, প্রবেশ করবে না ; তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং খাওয়া শেষ হলে নিজেরাই চলে যাবে, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না । তোমাদের এ আচরণ অবশ্যই নবীকে পীড়া দেয় । তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন । কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না । তোমরা যখন তার পত্নীদের কাছ থেকে কোন কিছু চাইবে, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে । এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র উপায় । আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের কারও পক্ষে কখনও বৈধ নয় । এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর অপরাধ । (সূরা আহযাব-৩৩ঃ৫৩) ।

যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের প্রভাত

যখন তাদের আঙিনায় আযাব এসে পড়বে, তখন সতর্ককৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ! (সূরা সাফফাত-৩৭ঃ১৭৭) ।

শয়তান কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছে অবকাশের জন্য আবেদন জানাল

এবং তোমার প্রতি আমার অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত । সে বলল ঃ হে আমার রব ! আপনি আমাকে অবকাশ দিন কেয়ামত দিবস পর্যন্ত । আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া গেল । নির্দিষ্ট সময় উপস্হিত হওয়ার দিন পর্যন্ত । (সূরা সাদ-৩৮ঃ৭৮-৮১) ।

পুনরুত্থিত হওয়ার সময়ের আগমন

নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে না । আর তোমাদের রব বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব । অবশ্য যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে দাখিল হবে । তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিবসকে করেছেন আলোকময় । নিশ্চয় আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃজ্ঞতা স্বীকার করে না । (সূরা মু'মিন-৪০ঃ ৫৯-৬১) ।

এবং কেয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা কবরে আছে তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চয় পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন । (সূরা আল-হজ্জ-২২ঃ৭) ।

পুনরুত্থানের সময়

কাফেররা বলে ঃ আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না । আপনি বলে দিন, কেন আসবে না ? কসম আমার রবের ! অবশ্যই তা তোমাদের উপর আসবে । তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা । আসমানে ও জমিনে রেণু পরিমাণ বস্তুও তাঁর অগোচরে নয়, কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রও নেই এবং বৃহৎও নেই, কিন্তু এ সবই সুস্পষ্ট কিতাবে আছে । (সূরা সাবা-৩৪ঃ৩) ।

আর যারা কুফরী করেছে তারা তাতে সর্বদা সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে অকস্মাৎ কেয়ামত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এক অমঙ্গল দিনের শাস্তি । (সূরা আল-হজ্জ-২২ঃ৫৫) ।

আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে । (সূরা রূম-৩০ঃ১২) ।

আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন মানুষ পৃথক থৃথক হয়ে যাবে । (সূরা রূম-৩০ঃ১৪) ।

যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের অধিক অবস্হান করেনি । এরূপই তারা বিপরীত দিকে চলত । (সূরা রূম-৩০ঃ৫৫) ।

পবিত্র কোরআনে গায়েব সম্পর্কে ধারণা এবং একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে কেহ কিছু জানে না

বলুন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আসমান ও জমিনে কেউই গায়েবের খবর জানে না এবং তারা এও জানে না যে, তাদেরকে কখন পুনরায় জীবিত করা হবে । বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে, বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, বরং তারা এ বিষয়ে অন্ধ । (সূরা নামল-২৭ঃ৬৫-৬৬) ।

আর তারা বলে ঃ "কেন নাযিল করা হয় না তার উপর কোন মু'জিযা তার রবের তরফ থেকে ?" আপনি বলে দিন ঃ " গায়েবের খবর তো কেবল আল্লাহরই আছে । সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম ।" (সূরা ইউনুস-১০ঃ২০) ।

আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভান্ডার আছে, আর আমি গায়েব জানি এ দাবিও করি না, আর এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা । তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় আমি তাদের সম্বন্ধে বলি না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও কল্যাণ দান করবেন না । আল্লাহ ভাল জানেন যা আছে তাদের অন্তরে । অতএব, এরূপ কথা বললে আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব । (সূরা হূদ-১১ঃ৩১) ।

কাফেররা বলে ঃ আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না । আপনি বলে দিন, কেন আসবে না ? কসম আমার রবের ! অবশ্যই তা তোমাদের উপর আসবে । তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা । আসমানে ও জমিনে রেণু পরিমাণ বস্তুও তাঁর অগোচরে নয়, কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রও নেই এবং বৃহৎও নেই, কিন্তু এ সবই সুস্পষ্ট কিতাবে আছে । যেন তিনি পুরস্কৃত করেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে । তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা । (সূরা সাবা-৩৪ঃ৩-৪) ।

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনের যাবতীয় গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত । অন্তরে যা কিছু রয়েছে সে সম্বন্ধেও তিনি সবিশেষ অবগত । (সূরা ফাতির-৩৫ঃ৩৮) ।

কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই উপর ন্যস্ত । তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণ থেকে বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না । আর সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ আমার শরীকরা কোথায় ? উত্তরে তারা বলবে ঃ আমরা আপনার সমীপে নিবেদন করছি যে, আমাদের মধ্যে কেওই এর দাবিদার নয় ।' (সূরা ফুসিলাত-৪১ঃ৪৭) ।

তাঁর কাছে কি গায়েবী জ্ঞান আছে যে, সে তা দেখছে ? (সূরা নাজম-৫৩ঃ৩৫) ।

যদি তোমরা তাদেরকে ডাকও, তবুও তারা তোমাদের ডাক শুনবে না । আর যদি তারা শুনেও, তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না । কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করবে । কেওই তোমাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারে না সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় (সূরা ফাতির-৩৫ঃ১৪) ।

পবিত্র গ্রন্থের উৎস (লওহে মাহফুয)ঃ এটা সেই পরিস্কার গ্রন্থ যেখানে সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ আছে

বস্তুত এ এক মহা সম্মানিত কোরআন, যা লওহে মাহফুযে সংরক্ষিত আছে । (সূরা বুরূজ-৮৫ঃ২১-২২) ।

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা গায়েবী সম্পর্কে অবগত করেন

এসব গায়েবের খবর যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করি । এসব ইতিপূর্বে না আপনি জানতেন আর না আপনার কওমের লোকেরা জানত । অতএব ধৈর্য ধারণ করুন । নিশ্চয় শুভ পরিণাম মোত্তাকীদেরই জন্য । (সূরা হূদ-১১ঃ৪৯) ।

যদি তোমরা তাদেরকে ডাকও, তবুও তারা তোমাদের ডাক শুনবে না । আর যদি তারা শুনেও, তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না । কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক সাব্যস্ত করাকে অস্বীকার করবে । কেওই তোমাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারে না সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় (সূরা ফাতির-৩৫ঃ১৪) ।

এ ঘটনা গায়েবী ঘটনাসমূহের একটি যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি। আর আপনি তাদের কাছে তখন উপস্হিত ছিলেন না যখন তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল এবং তারা ষড়যন্ত্র করছিল । (সূরা ইউসুফ-১২ঃ১০২) ।

এসব হল গায়েবী সংবাদ যা আমি আপনাকে ঐশী বাণী দিয়ে জানাই । আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করছিল । এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের মধ্য থেকে মরিয়মের অভিভাবক কে হবে তা নির্ধারণ করতে । তারা যখন নিজেরা বাদানুবাদ করছিল তখনও আপনি তাদের কাছে ছিলেন না । (সূরা আলে-ইমরান-৩ঃ৪৪) ।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে গুহা বাসীদের বিষয়ে যে তথ্য উদ্ধৃত করেছেন

আর এরূপে আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম, যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে । তাদের মধ্য থেকে একজন বলল ঃ তোমরা কতক্ষণ অবস্হান করেছ ? কেউ কেউ বললঃ আমরা একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্হান করেছি । কেউ কেউ বলল ঃ তোমাদের রবই ভাল জানেন তোমরা কতক্ষণ অবস্হান করেছ । এখন তোমরা তোমাদের একজনকে এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর, সে যেন যাচাই করে দেখে যে, কোন খাদ্য উত্তম এবং তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসেন ; সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কাউকে যেন তোমাদের সংবাদ জানতে না দেয় । (সূরা কাহফ-১৮ঃ১৯) ।

তাদের কেউ কেউ বলবে ঃ তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর ; এবং কেউ কেউ বলবে ঃ তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর এ ছিল অদৃশ্য বিষয়ে অনুমাননির্ভর কথা । আবার তাদের কেউ কেউ বলে ঃ তারা সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর । আপনি বলে দিন ঃ আমার রবই তাদের সংখ্যা খুব ভাল জানেন । তাদের সংখ্যা অতি অল্প লোকেই জানে । আপনি সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে এদের কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না । (সূরা কাহ্ফ-১৮ঃ২২) ।

তারা কতকাল অবস্হান করেছিল, তা আল্লাহই ভাল জানেন । আসমান ও জমিনের গায়েবের জ্ঞান তাঁরই । তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা এবং কত সুন্দর শ্রোতা । তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী নেই । তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না । (সূরা কাহফ-১৮ঃ২৬) ।

আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআনে জুলকার নাইন সম্পর্কে যা বলেছেন

এরূপই হল প্রকৃত ঘটনা । আর আমি তো তার বৃত্তান্ত সম্যক অবগত আছি । (সূরা কাহফ-১৮ঃ৯১) ।

আল্লাহ্তায়ালা তার এক বান্দাকে গায়েব সম্পর্কে অবগত করেন, যে ছিল একজন জ্ঞানী ব্যক্তি

তারপর তারা (সেথায় পৌঁছে) আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার তরফ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে এক বিশেষ জ্ঞান । মূসা তাকে বললেন ঃ আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকেও শেখাবেন ? তিনি বললেন ঃ আপনি কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না । আর কেমন করেই বা আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্যধারণ করবেন যা আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় ? মূসা বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না । তিনি বললেনঃ আচ্ছা, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই ইচ্ছে করেন, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত আমি সে বিষয়ে আপনাকে কিছু না বলি । অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন, অবশেষে তারা যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন । মূসা বললেন ঃ আপিন কি নৌকাটিকে এ উদ্দেশ্যে ছিদ্র করলেন যে, এর আরোহীদের ডুবিয়ে দেবেন ? নিঃসন্দেহে আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করে ফেলেছেন । তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা বললেন ঃ আমি ভুলে যা করে ফেলেছি সেজন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার এ ব্যাপারে আমার প্রতি অধিক কঠোরতা আরোপ করবেন না । তারপর তারা উভয় চলতে লাগলেন, এমনকি যখন তারা একটি বালককে দেখলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন । মূসা বললেন ঃ আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই ? নিঃসন্দেহে আপনি তো এক মারাত্বক অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন । তিনি বললেন ঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা বললেন ঃ এরপরও যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না । নিশ্চয় আপনি আমার পক্ষ থেকে ওযরের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন । অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন ; অবশেষে যখন তারা কোন এক গ্রামবাসীদের কাছে এলেন, তখন

তারা তাদের কাছে কিছু খাদ্য চাইলেন ; কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। ইতিমধ্যে তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ধবসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং তিনি তা ঠিক করে দিলেন । মূসা বললেন ঃ আপনি ইচ্ছে করলে এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক অবশ্যই গ্রহণ করতে পারতেন । তিনি বললেন ঃ এখানেই সম্পর্কচ্ছেদ হল আমার ও আপনার মধ্যে । তবে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, আমি তার প্রকৃত তত্ত্বকথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি ঃ নৌকাটির ব্যাপার-তা ছিল কতিপয় দরিদ্র লোকের । তারা সাগরে জীবিকা অন্বেষণ করত । আমি নৌকাটিকে খুঁত বিশিষ্ট করতে ইচ্ছে করলাম, কেননা তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপূর্বক সব নিখুঁত নৌকা ছিনিয়ে নিত । আর বালকটির ব্যাপার -তার মাতাপিতা ছিল মু'মিন । আমি আশঙ্কা করলাম যে, পাছে সে অবাধ্যতা ও কুফরীর দরূন তাদেরকে বিব্রত করে ? অতএব আমি চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে এর বদলে এমন এক সন্তান দান করেন, যে তার চাইতে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর হবে । আর প্রাচীরের ব্যাপার- তা ছিল নগরের দু'টি এতিম বালকের এবং এর নিচে ছিল তাদের জন্য প্রোথিত কিছু ধন ; আর তাদের পিতা ছিলেন একজন নেককার লোক । আপনার রব দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছে করলেন যে, তারা যেন যৌবনে উপনীত হয় এবং নিজেদের ধনভান্ডার বের করে নেয় । আর আমি এসবের কিছুই নিজ থেকে করিনি । আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, এ হল তার প্রকৃত তত্ত্বকথা । (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ঃ৬৫-৮২) ।

আল্লাহ্‌কে না দেখে যারা ভয় করে

কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না । যদি কোন বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যক্তি কাউকে তার বোঝা বহন করতে ডাকে, তবে তা থেকে কিছুই বহন করা হবে না, যদিও সে নিকট-আত্মীয়ও হয় । আপনি তো কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারেন, যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে । আর যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে তো পরিশুদ্ধ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর আল্লাহরই কাছে সকলের প্রত্যাবর্তন । (সূরা ফাতির-৩৫ঃ১৮) ।

আপনি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারেন, যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে । অতএব আপনি তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের । (সূরা ইয়াসিন-৩৬ঃ১১) ।

আসমান ও জমিনের কুঞ্জি তাঁরই অধিকারে রয়েছে

আসমান জমিনের কুঞ্জি তাঁরই অধিকারে রয়েছে। আর যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করে, তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা যূমার-৩৯ ঃ ৬৩) ।

আত্মা সম্পর্কে মানুষকে খুব কমই জ্ঞান দেয়া হয়েছে

আর তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিনঃ রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে খুব সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৭ ঃ ৮৫) ।

কুরআনের উদ্ধৃত মোজেজা

নবী ইব্রাহিম (আঃ) কে দেখানোর জন্য মৃত পাখিকে জীবিত করা

আর স্মরণ কর যখন ইব্রাহিম বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর। তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি বিশ্বাস করনা? সে বলল ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে দেখতে চাই এজন্য যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। তিনি বললেন ঃ তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও এবং সেগুলোকে তোমার বশীভূত কর। তারপর সেগুলোর দেহের এক এক অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও,তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। (সূরা বাকারা-২ঃ২৬০) ।

নবী ইব্রাহিম (আঃ) কে আগুন থেকে রক্ষা

তারা বললঃ ইব্রাহিমকে আগুনে পুড়েয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও। (সূরা আম্বিয়া-২১ঃ৬৮) ।

তারা বলল ঃ এর জন্য একটি অগ্নিকুন্ড নির্মাণ কর এবং তাকে সে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ কর। (সূরা সাফফাত-৩৭ ঃ ৯৭) ।

আমি নির্দেশ দিলাম ঃ হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহিমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইব্রাহিমের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৬৯, ৭০) ।

বস্তুত তারা তার বিরুদ্ধে বিরাট চক্রান্তের সংকল্প করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে পরাভূত করে দিলাম। (সূরা সাফফাত-৩৭ ঃ ৯৮)।

নবী মূসা (আঃ) এর মোজেজা সমূহ

ফেরাউনের লোকেরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে উপস্থিত হল। অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মূসা বললেন ঃ কখনও নয়; আমার রব তো আমার সাথে আছেন, তিনিই আমাকে এখনই পথ দেখাবেন। অতঃপর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর। ফলে তৎক্ষণাৎ সাগর বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগই বিরাটকায় পর্বতের মত ছিল; আর সেখানে আমি পৌঁছিয়ে দিলাম অপর দলটিকে। এবং আমি মূসাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে উদ্ধার করলাম। অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমান আনেনি। আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরা শু'আরা-২৬ ঃ ৬০ - ৬৮) ।

মূসা বললেন ঃ আমি যদি তোমার কাছে কোন স্পস্ট প্রমাণ নিয়ে আসি, তবুও কি? ফেরাউন বলল ঃ আচ্ছা, তবে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও! অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তৎক্ষণাত তা এক সুস্পস্ট অজগরে পরিণত হল; এবং তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাত তা দর্শকদের কাছে শুভ-উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। (সূরা শু'আরা-২৬ ঃ ৩০ - ৩৩)।

মূসা বললেন ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুক্রিয়ার প্রভাবে মুসার ধারণা হতে লাগল, যেন হঠাৎ তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। অতএব মূসার অন্তরে কিঞ্চিত ভয়ের সঞ্চার হল। আমি বললাম ঃ ভয় করনা, নিশ্চয়ই তুমি বিজয়ী হবে। (সূরা ত্বাহা-২০ ঃ ৬৬ - ৬৮)।

অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মুসা বলল ঃ তোমরা যা কিছু এনেছ তা সবই যাদু, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এখনই এসব বাতিল সাব্যস্ত করে দেবেন। আল্লাহ্ তো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হতে দেন না। আল্লাহ্ স্বীয় বাণী অনুযায়ী সত্যকে সত্যে পরিণত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে। (সূরা ইউনূস-১০ ঃ ৮১, ৮২)।

তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর তা তারা যা করেছে সেসব গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল মাত্র। আর যাদুকর যেখানেই যায়, কখনও সফলকাম হয়না। (সূরা ত্বাহা-২০ ঃ ৬৯)।

তারপর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ দিলাম ঃ "তুমি নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি"। নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে তা যাদুকররা যা বানিয়েছিল সে সব গিলতে লাগল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা বানিয়েছিল তা বিলীন হয়ে গেল। সুতরাং তারা সেখানে পরাজিত হল এবং নিতান্ত অপদস্থ হল; (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ১১৭ - ১১৯)।

নবী ইউনূস (আঃ) কে মাছের পেট থেকে উদ্ধার

যখন তিনি পালিয়ে বোঝাই নৌযানে গিয়ে পৌঁছালেন, অতঃপর তিনি লটারীতে শরীক হলেন এবং অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। তারপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন। (সূরা সাফফাত-৩৭ ঃ ১৪০ - ১৪২)।

আর স্মরণ কর, যুন-নূন এর কথা, যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়ে ছিলেন এবং ধারনা করেছিলেন যে, আমি তাকে পাকড়াও করবনা। তারপর তিনি অন্ধকারের মধ্য থেকে ডাকলেন ঃ ‘‘আপনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, আপনি পবিত্র, মহান। আমি তো জালিম’’। তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে মুক্তি দিলাম দুশ্চিন্তা থেকে। আমি এভাবেই মু’মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বিয়া - ২১ ঃ ৮৭, ৮৮)।

সুতরাং যদি তিনি আল্লাহ্‌র তাস্‌বীহ পাঠকারী না হতেন, তবে তিনি অবশ্যই থেকে যেতেন মাছের পেটে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক ময়দানে এবং তিনি ছিলেন পীড়িত। আর আমি উৎপন্ন করলাম তার উপর এক লাউ গাছ। (সূরা সাফফাত - ৩৭ ঃ ১৪৩ - ১৪৬)।

নবী ঈসা (আঃ) এর মোজেজা

এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন। সে বলবে ঃ আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে নিদর্শন নিয়ে। তা এই যে, তোমাদের জন্য আমি কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতির ন্যায় আকার গঠন করব, তারপর তাতে ফুঁৎকার দেব, ফলে তা আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হবে। আর আমি আরোগ্য করব জন্মান্ধকে ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে এবং জীবিত করব মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি তোমাদের বলে দেব যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা তোমাদের ঘরে মওজুদ কর। নিশ্চয় এতে রয়েছে যথেষ্ট প্রমাণ তোমাদের জন্য যদি তোমরা মু’মিন হও। (সূরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ৪৯)।

তারপর মাইয়াম শিশু পুত্রের প্রতি ইঙ্গিত করল। তারা বলল ঃ আমরা এমন শিশুর সাথে কিরূপে কথা বলব, যে এখনও কোলে। শিশু বলল ঃ আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ২৯, ৩০)।

একজন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ শত বছর মৃত রেখেছিলেন এবং পূণরায় জীবন দান করেছেন

অথবা তুমি কি দেখনি সে ব্যক্তিকে যে এমন এক জনপদ দিয়ে অতিক্রম করছিল যার ঘর-বাড়িগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়েছিল? সে বলল ঃ কেমন করে আল্লাহ্‌ মৃত্যুর পর একে জীবিত করবেন? তারপর আল্লাহ্‌ তাকে একশ’ বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন, তারপর তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন, বললেন ঃ তুমি কতকাল এভাবে ছিলে? সে বলল ঃ একদিন কিংবা একদিনেরও কম সময় এভাবে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ না, বরং তুমি তো একশ’ বছর অবস্থান করেছ। তুমি চেয়ে দেখ তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে, তা পচে যায়নি এবং লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির প্রতি। আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চাই। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, কিভাবে আমি এগুলোকে সংযোজিত করি, তারপর তাতে মাংসের আবরণ পরাই। যখন তার কাছে এ অবস্থা সুস্পস্ট হল তখন সে বলে উঠল, আমি জানি নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারা - ২ ঃ ৫৯) ।

গুহাবাসীরা তাদের গুহার মধ্যে শত বছর ছিল এবং তার পর ঘুম থেকে জেগে উঠে ছিল

তারা তাদের গুহায় তিনশ’ বছর অবস্থান করেছিল, আরও নয় বছর অধিক। তারা কতকাল অবস্থান করেছিল, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। আসমান ও জমিনের গায়েবের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা এবং কত সুন্দর স্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি নিজ কর্তৃতে কাউকে শরীক করেননা। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ২৫, ২৬) ।

বাতাসকে নবী সুলায়মান (আঃ) এর করায়ত্ব করেছিল

আর আমি সুলায়মানের বশীভূত করে ছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং আমি তার জন্য প্রবাহিত করছিলাম তরল তামার এক ঝরনা। তার সামনে তার রবের আদেশে জ্বিনদের কতেক কাজ করত। তাদের মধ্য থেকে যে আমার আদেশ অমান্য করে তাকে আস্বাদন করাব দোযখের আযাব। (সূরা সাবা - ৩৪ ঃ ১২)।

কুরআনে শাস্তি সম্পর্কে ধারনা

দোযখের অধিবাসীরা ভয়ংকর পরিস্তিতির সম্মুখীন হবে

অচিরেই আমি তার নাকে দাগ লাগিয়ে দেব ।(সুরা আল কালাম-৬৮ঃ৬) ।

তাদের দৃষ্টি অদোমুখি হয়ে থাকবে এবং হীনতা তাদেরকে আচ্ছোন্ন করে ফেলবে ।এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত ।(সুরা মা'আরিজ-৭০ঃ৪৪) ।

আর অনেক মুখমন্ডল সেদিন মলিন থাকবে (সুরা কেয়ামা-৭৫ঃ২৪) ।

অবিস্বাসীদের জন্য লোহার তৈরী চাবুক থাকবে

অতঃপর আপনার রব তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত আনলেন ।(সুরা ফজর-৮৯ঃ১৩)।

এবং তাদের জন্য রয়েছে লোহার গুর্জ্জ সমূহ ।(সুরা আলহাজ-২২ঃ২১)।

তাদের দেহ সমূহকে আগুনে ঝলসানো হবে

সে দিনের যখন জাহান্নামের আগুনে তা উওপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে দাগিয়ে দেয়া হবে তাদের কপাল, তাদের পাঁজর এবং তাদের পৃষ্ঠদেশ, বলা হবে ঃ " এগুলো হল তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে ।সুতরাং যা তোমরা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ কর ।" (সুরা তওবা-৯ঃ ৩৫)।

তাদেরকে শিকল পরানো হবে

সেদিন তুমি অপরাধীদের দেখবে শৃংখলে আবদ্ধ ।(সুরা ইব্রাহীম -১৪ঃ৪৯)।

নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও দোযখ ।(সুরা মুজ্জাম্মেল -৭৩ঃ ১২) ।

তাদেরকে শিকল ও লোহার বেড়ি পরানো হবে

আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান আগুন ।(সুরা দাহর-৭৬ ঃ ৪) ।

আর যদি অপনার আশ্চার্য বোধ হয়, তবে বাস্তবিক আশ্চর্য বটে তাদের উক্তি ঃ " আমরা যখন মাটিই হয়ে যাব, তখন কি আমরা আবার নতুনভাবে সৃষ্ট হব ? " তারাই নিজেদের রবকে অস্বীকার করে এবং তাদেরই গর্দানে থাকবে লোহার বেড়ি ।আর এরাই হবে দোযখবাসী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । (সুরা রা'দ-১৩ ঃ ৫)।

যারা দুর্বল ছিল তারা প্রবলদেরকে বলবে ঃ "বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে, যেন আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর জন্য শরীক সাব্যস্ত করি ।" যখন তারা আযাব দেখতে পাবে, তখন তারা নিজেদের অনুতাপ গোপন রাখবে ।আর আমি কাফেরদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেব ।তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে ।(সুরা সাবা-৩৪ঃ৩৩)।

আর আমি তাদের গ্রীবাদেশে চিবুক পর্যন্ত বেডি পরিয়েছি, ফলে তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে ।(সুরা ইয়াসীন -৩৬ঃ৮)।

যখন বেড়ি ও শৃংখল তাদের গলদেশে পরানো হবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ।(সুরা মু'মিন-৪০ঃ ৭১)।

যেখানে থাকবে জলন্ত আগুনের শাস্তি

নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অবশ্যই আমি তাদের আগুনে জ্বালাব; যখনই তাদের চামড়া জ্বলে -পুড়ে যাবে, তখনই তা আমি পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করে । নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমাশালী, হেকমতওয়ালা । (সুরা নিসা-৪ঃ ৫৬) ।

দোযখের আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে বীভৎস চেহারায় থাকবে । (সুরা মু'মিনুন-২৩ঃ ১০৪) ।

সে দিনের যখন জাহান্নামের আগুনে তা উওপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে দাগিয়ে দেয়া হবে তাদের কপাল, তাদের পাঁজর এবং তাদের পৃষ্ঠদেশ, বলা হবে ঃ "এগুলো হল তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে । সুতরাং যা তোমরা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ কর ।" (সুরা তওবা-৯ঃ ৩৫) ।

অবিশ্বাসীরা হবে দোযখের আগুনের পুড়ানোর জন্য কাঠ ও তেল

আর যারা সীমালংঘনকারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন । (সুরা জ্বিন-৭২ঃ১৫) ।

হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যেথায় নিয়োজিত রয়েছে কঠোর স্বভাব ও শক্তিমান ফেরেশতারা, যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তার নাফরমানী করে না, আর তারা তা-ই করে, যা তাদেরকে করতে আদেশ করা হয় । (সুরাঃ তাহরীম-৬৬ঃ৬) ।

যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি আল্লাহর কাছে কোন কাজে আসবে না । আর এরাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন । (সুরা আল ইমরান-৩ঃ১০) ।

নিঃসন্দেহে তোমরা এবং তোমাদের ঐ সব দেবতা যাদের তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে পূজা করছ সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে । তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে । (সুরা আম্বিয়া-২১ঃ ৯৮) ।

ফুটন্ত পানি দিয়ে তাদেরকে আমন্ত্রন জানানো হবে

আর দুরে সরে থাক এরুপ লোক থেকে যারা নিজেদের দীনকে ক্রীড়া ও কৌতুকরুপে গ্রহন করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে । কোরআনের মাধ্যমে তাদের উপদেশ দাও, যেন কেউ নিজ কর্মের দরুন এমনভাবে জড়িয়ে না পড়ে যে, আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর যদি দুনিয়ার সব বিনিময়ও প্রদান করা হয়, তবুও তা গ্রহণ করা হবে না । এরা এরুপ যে, তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য জড়িয়ে পড়েছে । যেহেতু তারা কুফরী করত, তাই তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব । (সুরা আন'আম-৬ঃ৭০) ।

কিন্ত সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও পথভ্রষ্টদের মধ্য থেকে হয়, তবে তার আপ্যায়ন হবে ফুটান্ত পানি এবং দোযখের দহন দিয়ে; (সুরা ওয়াকি'আ-৫৭ঃ৯২-৯৪) ।

যেমন তীব্র উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে । আদেশ হবে ঃ একে ধর এবং হেঁচড়ে নিয়ে যাও দোযখের মাঝখানে, তারপর ঢাল তার মাথার উপর আযাবের ফুটন্ত পানি, বলা হবে ঃ আস্বাদন কর, তুমি তো বড় প্রতাপশালী, এসব তো তাই, যে সমম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে । (সুরা দুখান-৪৪ঃ ৪৬-৫০) ।

আর বাম দিকের দল, কতই না হতভাগা বাম দিকের দল ; তারা থাকবে আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে । (সুরা ওয়াকি'আ-৫৬ঃ৪১-৪২) ।

তদুপরি তাদের জন্য থাকবে পুঁজের সাথে মিশ্রিত ফুটন্ত পানি । অতঃপর তাদের গন্তব্য হবে দোযখেরই দিকে । (সুরা সাফ্‌ফাত -৩৭ঃ৬৭-৬৮) ।

এটা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ, অতএব তারা তা আস্বাদান করুক । (সুরা সা'দ-৩৮ঃ৫৭) ।

তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত ঝরণা থেকে (সুরা গাসিয়া-৮৮ঃ৫) ।

তাঁরই কাছে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে । আল্লাহর ওয়াদা যথার্থ সত্য । নিঃসন্দেহে তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তিনিই তা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন, যেন ন্যায় বিচারের সাথে বিনিময় প্রদান করেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে । আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় এবং যন্ত্রাণাদায়ক আযাব, তারা যে কুফরী করত তার জন্য । (সুরা ইউনুস-১০ঃ ৪) ।

এরা দু'টি বিবদমান দল, তারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে । অতএব যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তত করা হয়েছে; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে । (সুরা আল- হাজ্জ-২২ঃ১৯) ।

দোযখ ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং কুয়াশাচ্ছন্ন

এবং কৃষ্ণ বর্ণের ধূম্রের ছায়ায়, যা ঠান্ডাও নয় এবং আরাম দায়কও নয় । (সুরা ওয়াকিয়া-৫৬ঃ৪৩-৪৪) ।

তাদেরকে সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে

এবং যখন তাদেরকে দোযখের কোন সংকীর্ণ স্হানে হাত-পা বাঁধা অবস্হায় নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেথায় কেবল মৃত্যুকেই ডাকবে । তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেক না, বরং বহু মৃত্যুকে ডাক । (সুরা ফুরকান-২৫ঃ ১৩-১৪) ।

তারা আযাব ত্বরান্বিত করার জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করে । জাহান্নাম তো কাফেরদেরকে অবশ্যই ঘিরে ফেলবে ; সেদিন তাদেরকে আযাব আচ্ছন্ন করে ফেলবে তাদের মাথার উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে । আর তিনি বলবেনঃ তোমরা যা করতে তা আস্বাদন কর । (সুরা আনকাবুত-২৯ঃ ৫৪-৫৫) ।

তাদেরকে খাদ্য হিসাবে দেয়া হবে যাক্কুম এবং কাঁটাযুক্ত গুল্ম

এ সকল আপ্যায়নই উত্তম, নাকি যাকুম বৃক্ষ ? আমি তো তা সৃষ্টি করেছি জালিমদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ । এটি এমন বৃক্ষ, যা উৎপন্ন হয় দোযখের তলদেশ থেকে, এর মোচা যেন শয়তানের মাথা, তখন কাফেররা এ বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করবে এবং তা দিয়ে উদর পূর্ণ করবে । (সুরা সাফ্ফাত-৩৭ঃ ৬২-৬৬) ।

তাদের জন্য কোন খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত শুষ্ক লতাগুল্ম ছাড়া, যা তাদেরকে পুষ্টও করবে না এবং ক্ষুধাও নিরারণ করবে না (সুরা গাশিয়া- ৮৮ ঃ ৬-৭) ।

সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত না, এবং উৎসাহিত করত না মিসকিনদেরকে আহার্য প্রদানে; অতএব আজকের দিনে এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ সহায় নেই; এবং কোন খাদ্য নেই, বিধৌত পানি ছাড়া, যা গুনাহাগার ব্যতিরেকে কেউ খাবে না । (সুরা হাক্কা-৬৯ ঃ ৩৩-৩৭) ।

তার পিছনে রয়েছে জাহান্নাম, তাকে পুঁজতুল্য পানি পান করানো হবে, এবং সে তা ঢোক গিলে অতিকষ্টে পান করবে, সহজে সে তা গিলতে পারবে না এবং সব দিক থেকে তার কাছে মিত্যু আসবে, কিন্তু সে মরবে না । তাকে আরো কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে । (সুরা ইব্রাহীম-১৪ ঃ ১৬-১৭) ।

নিশ্চয় যাকুম বৃক্ষ, পাপীদের খাদ্য; গলিত তাম্রের মত, পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে, যেমন তীব্র উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে । আদেশ হবেঃ একে ধর এবং হেঁচড়ে নিয়ে যাও দোযখের মাঝখানে, (সুরা দুখান-৪৪ ঃ ৪৩-৪৭) ।

তাদের শরীরে থাকবে আগুনের পোষাক

এরা দুটি বিবদমান দল, তারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে । অতএব যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোষাক প্রস্তুত করা হয়েছে ; তাদের মাথার উপরে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে । (সুরা আল হাজ্জ-২২ ঃ ১৯) ।

তাদের জামা হবে আলকাতরার

তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং তাদের মুখমন্ডলকে আগুনে ঢেকে ফেলবে (সুরা ইব্‌রাহীম-১৪ ঃ৫০) ।

দোযখের দেওয়াল অবিশ্বাসীদের ধরে রাখবে

বলুন ঃ সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে; অতএব যার ইচ্ছে হয় ঈমান আনুক এবং যার হচ্ছে হয় কুফরী করুক । নিশ্চয় আমি প্রস্তুত করে রেখেছি যালিমদের জন্য আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে । আর যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা মুখমন্ডল দগ্ধ করে দেবে । কত নিকৃষ্ট পানীয় ও কত নিকৃষ্ট আশ্রয় । (সুরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ২৯) ।

দোযখের বিকট শব্দ তারা শুনতে পাবে

আর যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব, তা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল । যখন তারা সেথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা তার বিকট শব্দ শুনতে পাবে এবং তা উত্তেজিত হতে থাকবে । (সুরা মুলক-৬৭ ঃ ৬-৭) ।

আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের সাথে কথা বলবেন না

নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার পরিবর্তে এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে সামান্য বিনিময় গ্রহন করে তাদের জন্য আখেরাতের কোন অংশ নেই । আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবে না, তাদের দিকে করুনার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না; তাদের জন্য নির্ধারিত আছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি । (সুরা ইমরান-৩ ঃ ৭৭) ।

তারা দুর থেকে দোযখের তর্জ্বন গর্জন শুনতে পাবে

যখন দুর থেকে দোযখ তাদেরকে দেখতে পাবে, তখন তারা তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে । (সুরা ফোরকান-২৫ঃ১২) ।

তাদেরকে লাঞ্চিত করা হবে

হে আমাদের পালন কর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে দাখিল করলে তাকে তো লাঞ্ছিত করলে ; আর যালিমদের জন্যতো কোন সাহায্যকারী নেই । (সুরা ইমরান-৩ ঃ ১৯২) ।

সেদিন অনেক মুখমন্ডল মবে লাঞ্ছিত । (সুরা গাশিয়া - ৮৮ ঃ ২) ।

সেখানে তারা তাদের ভুল স্বীকার করবে

ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে; যখন তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখনই জাহান্নামের প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো পড়ে আছ মহাবিভ্রান্তি তে । তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম কিংবা বিবেক-বুদ্ধি খাটাতাম, তা হলে আমরা জাহান্নামে থাকতাম না । অতঃপর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে । অতএব লা'নত দোযখবাসীদের প্রতি । (সুরা মুলক-৬৭ ঃ ৮-১১) ।

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন । সুতারাং আমরা আমাদের যাবতীয় অপরাধ স্বীকার করছি । অতঃপর এখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি ? (সুরা মু'মিন-৪০ ঃ ১১) ।

তারা বেহেস্তের অধিবাসীদের নিকট পানি চাবে এবং তার ব্যবস্থা করতে বলবে কিন্তু তাদের দেয়া হবে না

দোযখবাসীরা বেহেশতবাসীদের ডেকে বলবে ঃ ঢেলে দাও আমাদের উপর কিছু পানি, অথবা আল্লাহ তোমাদের রিযিক হিসাবে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও । তারা বলবে ঃ আল্লাহ তো এ দু'টিই কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন, (সুরা আ'রাফ -৭ ঃ ৫০) ।

তারা দোযখের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে ফেরত আসতে চাইবে

তারা সেথায় আর্ত চিৎকার করে বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের এখান থেকে বের করুন, আমরা নেক কাজ করব, যা পূর্বে করতাম তা করব না । আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদের এতটা আয়ু দেইনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহন করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত ? তাছাড়া তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল । অতএব শাস্তি আস্বাদন কর, জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই । (সুরা ফাতির-৩৫ ঃ ৩৭) ।

দোযখ থেকে কেউ নিস্তার পাবে না

আর অপরাধীরা দোযখ দেখতে পাবে । তখন তারা বুঝতে পারবে যে, অবশ্যই তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে নিস্তারের কোন পথ পাবে না । (সুরা কাহ্ফ-১৮ ঃ ৫৩) ।

তারা ধ্বংসের জন্য ইচ্ছা পোষন করবে

এবং যখন তাদেরকে দোযখের কোন সংকীর্ণ স্থানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেথায় কেবল মৃত্যুকেই ডাকবে । তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেক না, বরং বহু মৃত্যুকে ডাক । (সুরা ফুরকান-২৫ ঃ ১৩-১৪) ।

আমি তো তোমাদেরকে এক আসন্ন আযাবের ভয় প্রদর্শন করলাম; সেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে স্বহস্তে অগ্রে প্রেরণ করেছিল; আর তখন কাফের ব্যক্তি বলবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম ! (সুরা নাবা-৭৮ ঃ ৪০) ।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নী তাদের হৃৎপিন্ড পর্যন্ত পৌঁছবে

কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়, আপনি কি জানেন 'হুতামা' কি? তা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি । যা হৃৎপিন্ড পর্যন্ত পৌছবে । সে আগুন তাদের উপর বেঁধে দেয়া হবে, বড় বড় লম্বা খুঁটিতে । (সুরা হুমাজা-১০৪ ঃ ৪-৯) ।

অহংকারীরা অতিশয় দুর্দশা অবস্থায় দোযখে প্রবেশ করবে

আর তোমাদের রব বলবেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব । অবশ্য যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে দাখিল হবে । (সুরা মু'মিন-৪০ ঃ ৬০) ।

আর তাড়িয়ে নেয়া হবে কাফেরদেরকে দোযখের দিকে দলে দলে, এমনকি যখন তারা দোযখের কাছে পৌছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং দোযখের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে রসুলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াত সমুহ পাঠ করে শুনাতেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের এ দিনের আগমন সমন্ধে সতর্ক করতেন ? তারা বলবে হ্যাঁ, অবশ্যই এসেছিল । কিন্তু কাফেরদের উপর আযাবের কথা সাব্যস্ত হয়ে আছে । তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা দোযখের দরজাসমুহ দিয়ে প্রবেশ কর সেথায় অনন্তকাল অবস্থানের জন্য । কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল! (সুরা জুমার-৩৯ ঃ ৭১-৭২) ।

একে অপরের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে

আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা দোযখে প্রবেশ কর জ্বিন ও মানুষের ঐসব দলের সাথে যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে । যখনই কোন দল প্রবেশ করবে, তখনই অন্য দলের উপর লা'নত করবে, এমনকি যখন সবাই তাতে সমবেত হবে, তখন পরবর্তীরা পূববর্তী লোকদের সম্বন্ধে বলবে ঃ হে আমাদের রব! এরাই আমাদের গোমরাহ করেছিল । সুতরাং এদের দোযখের দ্বিগুন আযাব দিন । আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুন, কিন্তু তোমরা জান না । (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ৩৮) ।

এইতো একদল, তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে । তাদের জন্য নেই কোন অভিনন্দন । তারা তো দোযখে জ্বলবে । অনুগামীরা বলবে ঃ বরং তোমরাও । তোমাদের জন্যও কোন অভিনন্দন নেই । তোমরাই তো এ বিপদ আমাদের সামনে এনেছ । বস্তুত অতি নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল ! তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব ! যে ব্যক্তি এ বিপদকে আমাদের সম্মুখীন করেছে, তাকে দোযখে দ্বিগুন শাস্তি বর্ধিত করুন । তারা আরও বলবে ঃ আমাদের কি হল ? আমরা যেসব লোককে নিকৃষ্ট বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না ! তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক হাস্যস্পদ বানিয়েছিলাম, না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছে ? নিশ্চয়, জাহান্নামীদের এ বাক-বিতন্ডা সত্য । (সুরা সাদ-৩৮ ঃ ৫৯-৬৪) ।

তারা সেখানে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে ঃ আল্লাহর কসম আমরা তো ছিলাম প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে, যখন আমরা তোমাদের রাব্বুল 'আলামীনের সমকক্ষ মনে করতাম আর আমাদেরকে তো কেউ পথভ্রষ্ট করেনি এই অপরাধীরা ছাড়া । তাই আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই, এবং কোন খাঁটি বন্ধুও নেই । সুতরাং কতই না উত্তম হত যদি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আমাদের একবার ঘটত, তবে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতাম । অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন, তবুও তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না । (সুরা শু'আরা -২৬ ঃ ৯৬-১০৩) ।

তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করবে

অতএব যারা দুর্ভাগা তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ চলতে থাকবে । (সুরা হূদ-১১ ঃ ১০৬) ।

সেখানে তারা আর্তনাদ করবে

সেখানে তারা আর্তনাদ করতে থাকবে এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পারবে না । (সুরা আম্বিয়া-২১ ঃ ১০০) ।

সেখানকার অপমানকর শাস্তি

যেদিন কাফেরদেরকে দোষখের কাছে উপস্হিত করা হবে সেদিন তাদেরকে বলা হবে, " তোমরা তো তোমাদের পার্থিব জীবনে তোমাদের সুখ-সম্ভার নিঃশেষ করেছ এবং তা খুব উপভোগ করেছ । অতএব আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেয়া হবে, কারণ তোমরা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে ।" (সূরা আহ্কাফ-৪৬ঃ২০) ।
আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে দোযখে দাখিল করবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে । আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি । (সূরা নিসা-৪ঃ১৪) ।

আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথবা বলে ঃ ‘‘আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়’’, যদিও তার প্রতি কোন ওহী আসেনি; এবং যে বলে ঃ ‘‘আমিও নাযিল করতে পারি যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন ?’’ আর যদি আপনি দেখেন যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে ঃ ‘‘বের কর তোমাদের প্রাণ ! আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব প্রদান করা হবে, কেননা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবুল করা থেকে অহংকার করতে ।’’ (সূরা আন্‌আম-৬ঃ৯৩) ।

তাদের কোন বন্ধু থাকবে না

অতএব আজকের দিনে এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ সহায় নেই । (সূরা হাককা-৬৯ঃ৩৫) ।

অবিশ্বাসীদের মাটিতে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে

তার এরূপ করা কখনই উচিত নয়, যদি সে এরূপ করা থেকে ফিরে না আসে, তবে আমি অবশ্যই তাকে ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাব । যে কেশগুচ্ছ মিথ্যাচারী, পাপাচারীর । অতঃপর সে তার সহচরদের ডাকুক ! (সূরা আলাআক-৯৬ঃ ১৫-১৭) ।

যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে-হেঁচড়ে নেয়া হবে দোযখের মধ্যে, সেদিন বলা হবে ঃ আস্বাদন কর দোযখের আগুনের পরশ । (সূরা কামার-৫৪ঃ৪৮) ।

যখন বেড়ী ও শৃংখল তাদের গলদেশে পরানো হবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে । (সূরা মু’মিন-৪০ঃ৭১) ।

অবিশ্বাসীদের প্রার্থনার কোন জবাব দেয়া হবে না

যারা দোযখে থাকবে তারা দোযখের প্রহরীদেরকে বলবে ঃ তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের থেকে কোন একদিনের আযাব লঘূ করে দেয় । তারা বলবে ঃ ‘‘ তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তোমাদের রাসূলগণ আসতেন না ? ’’ তারা বলবে ঃ ‘‘হাঁ, অবশ্যই আসতেন ।’’ তখন প্রহরীরা বলবে ঃ ‘‘তবে এখন তোমরাই প্রার্থনা কর ।’’ আর কাফেরদের প্রার্থনা তো একেবারেই নিষ্ফল (সূরা মু’মিন-৪০ঃ৪৯-৫০) ।

তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব ! আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়; হে আমাদের রব ! এখান থেকে আমাদেরকে বের করে দিন ; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় এরূপ করি, তবে নিশ্চয় আমরা হব জালিম । আল্লাহ বলবেনঃ ধিকৃত অবস্হায় এখানেই পড়ে থাক, আর আমার সাথে কোন কথা বল না । আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা প্রার্থনা করতঃ হে আমাদের রব ! আমরা ঈমান এনেছি, অবএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন; আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু । তখন তোমরা তাদেরকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে রেখেছিলে, এমনকি, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণই ভুলিয়ে দিয়েছিল । তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে । (সূরা মু’মিন-২৩ঃ১-১০৬-১১০) ।

তাদেরকে অধোমুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে

আর যে ব্যক্তি মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাদেরকে অধোমুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে (তাদের বলা হবে) তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে । (সূরা নাম্‌ল্‌-২৮ঃ৯০) ।

তারা একেঅপরকে অস্বীকার করবে এবং তাদের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে

যাদের অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন তাদের অনুসরণকারীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে ঃ হায় ! যদি একবার আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত, তাহলে আমারও তাদের অস্বীকার করে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে করেছে । এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম পরিতাপরূপে তাদের দেখাবেন; কিন্তু তারা কখনও আগুন থেকে বের হতে পারবে না (সূরা বাকারা-২ঃ১৬৬-১৬৭) ।

তারা তীব্রভাবে অনুতপ্ত হবে

যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে ঃ হায় ! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম ! তারা আরও বলবে ঃ হে আমাদের রব ! আমরা তো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের নেতাদের এবং আমাদের প্রাধানদের । অতএব তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল ; হে আমাদের রব ! তাই আপনি তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদের প্রতি লা'নত করুন মহা লা'নত । (সূরা আহ্যাব-৩৩ ঃ ৬৬-৬৮) ।

আর যদি আপনি দেখতে পেতেন যখন তাদের দাঁড় করান হবে দোযখের কিনারে, তখন তারা বলবে ঃ হায় ! কতইনা ভাল হত যদি আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ করা হত, তবে আমরা আমাদের রবের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম । (সূরা আন'আম-৬ ঃ ২৭) ।

তারা বলবে ঃ হাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো পড়ে আছো মহাবিভ্রান্তিতে । তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম কিংবা বিবেক-বুদ্ধি খাটাতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামের মধ্যে থাকতাম না । অতঃপর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে । অতএব লা'নত দোযখবাসীদের প্রতি । (সূরা মুলক-৬৭ ঃ ৯-১১) ।

তারা সেখানে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে ঃ আল্লাহ্র কসম আমরা তো ছিলাম প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে, যখন আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল'আলামীনের সমকক্ষ মনে করতাম । আর আমাদেরকে তো কেউ পথভ্রষ্ট করেনি এই অপরাধীরা ছাড়া । তাই আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই, এবং কোন খাঁটি বন্ধুও নেই । সুতরাং কতই না উত্তম হত যদি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ আমাদের একবার ঘটত, তবে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম । অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন, তবুও তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না । (সূরা শু'আরা-২৬ ঃ ৯৬-১০৩) ।

সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে এবং মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এ স্মরণ তার কি উপকারে আসবে ? সে বলবে ঃ হায় ! আমি যদি আমার এ জীবনের জন্য অগ্রে কিছু পাঠাতাম ? (সূরা ফাজর-৮৯ ঃ ২৩-২৪) ।

তারা একেঅপরকে অবজ্ঞাভরে পদদলিত করার চেষ্টা করবে

কাফেররা বলবে ঃ হে আমাদের রব ! জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে আমাদের দেখিয়ে দিন, আমরা তাদের উভয়কে পদদলিত করব, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয় । (সূরা ফুসিলাত-৪১ ঃ ২৯) ।

তাদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্ট লোকদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ; (সূরা শু'আরা-২৬ ঃ ৯৪) ।

তারা হতাশাগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত এবং অপমানিত হবে

আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, দোযখের সামনে তাদেরকে উপস্হিত করা হচ্ছে, তারা লাঞ্ছিত হওয়ার দরূন অবনমিত হয়ে অলস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে । আর মু'মিনরা বলবে ঃ কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতিসাধন করেছে । জেনে রেখ, নিশ্চয় জালিমরা অনন্ত শাস্তির মধ্যে নিপতিত থাকবে । (সূরা শুরা-৪২ ঃ ৪৫) ।

পৃথিবীতে শাস্তি

পৃথিবীতে তারা ভাগ্যহত হবে

তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর একবার কি দু'বার বিপর্যস্ত হয় ? তবুও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না । (সূরা তওবা-৯ঃ১২৬) ।

অতঃপর আপনার রবের তরফ থেকে বাগানের উপর এক বিপর্যয় আপতিত হল, আর তারা ছিল তখন নিদ্রিত । (সূরা কালাম-৬৮ঃ১৯) ।

তারা মানসিক যন্ত্রনার মধ্যে থাকবে

হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফরী করেছে এবং নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যখন তারা পৃথিবীতে অভিযানে বের হয় কিংবা ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়-তারা যদি আমাদের সাথে থাকত তবে মরতও না, নিহতও হত না । যেন আল্লাহ্ এটাকে তাদের অন্তরে পরিতাপের কারণ করে দেন । আল্লাহই জীবন দেন এবং প্রাণ সংহার করেন । তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা । (সূরা আলে-ইমরান-৩ঃ১৫৬) ।

এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে ঃ হায় ! যদি একবার আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত, তাহলে আমরাও তাদের অস্বীকার করে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে করেছে । এভাবেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম পরিতাপরূপে তাদের দেখাবেন; কিন্তু তারা কখনও আগুন থেকে বের হতে পারবে না । (সূরা বাকারা-২ঃ১৬৭) ।

তারা দুর্দশাগ্রস্ত এবং অতিষ্ট

যখন সেদিন আসবে তখন কেউ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন কথা বলতে পারবে না । তাদের মধ্যে কতক হবে দুর্ভাগা আর কতক হবে ভাগ্যবান । (সূরা হূদ-১১ঃ১০৫) ।

আর যারা বাম দিকের দল, কতইনা হতভাগ্য সেই বাম দিকের দল ; (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ঃ৯) ।

সে উপদেশ গ্রহন করবে, যে আল্লাহকে ভয়করে এবং সে তা উপেক্ষা করবে, যে অতিশয় হতভাগা । সে ভয়ঙ্কর অগ্নিতে প্রবেশ করবে । (সূরা আ'লা-৮৭ঃ১০-১২) ।

আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে, তাতে কেবল তারাই প্রবেশ করবে, যারা নিতান্ত হতভাগ্য । (সূরা লাইল-৯২ঃ১৪-১৫) ।

তাদের বক্ষ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং কলুষিত

যাকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করতে চান তিনি তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান তার বক্ষকে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে । যারা ঈমান আনে না আল্লাহ তাদের এরূপে লাঞ্ছিত করেন (সূরা আন'আম-৬ঃ১২৫) ।
আল্লাহ্ কৃপাদৃষ্টি দান করলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতিও, যারা তার অনুসরণ করেছিল অতি কঠিন সময়, এরপরও যখন তাদের এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল । তারপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন । নিশ্চয়

আল্লাহ তাদের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু, আর ঐ তিন ব্যক্তির প্রতিও তিনি কৃপাদৃষ্টি দান করলেন যাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হয়েছিল ।এমনকি যখন জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবনও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ল।আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া ছাড়া কোন আশ্রয় পাওয়ার উপায় নেই, তখন তিনি তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করলেন, যাতে তারা তওবা করে ।নিশ্চয় আল্লাই পরম তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।(সূরা তওবা-৯ঃ১১৭-১১৮) ।

তারা মিথ্যা আশায় ছলনা করে

কাফেররা কোন কোন সময় আকাঙক্ষা করবে যে, যদি তারা মুসলিম হত ! আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা খেয়ে নিক, ভোগ করে নিক এবং অলীক আশা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক, অতি সত্বর তারা (প্রকৃত অবস্হা) জানতে পারবে (সূরা হিজর-১৫ ঃ ২-৩) ।

সে তাদের প্রতিশ্রূতি দেয় এবং বৃথা আশ্বাস দেয় ।শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রূতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয় ।(সূরা নিসা-৪ ঃ ১২০) ।

তারা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে ঃ "আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?" তারা বলবে ঃ "হাঁ, ছিলে তো ঠিকই, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, প্রতীক্ষা করেছ (আমাদের জন্য অমঙ্গলের), সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল আল্লাহর আদেশ না আসা পর্যন্ত ।আর আল্লাহ সম্বন্ধে মহাপ্রতারক শয়তান তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল ।" (সূরা হাদীদ-৫৭ ঃ ১৪) ।

সমুদ্ররের দ্বিখন্ডন এবং অবিশ্বাসীসের ডুবানো

আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছিলাম এবং তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরআউনের লোকদের ডুবিয়ে দিয়েলিাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে ।(সূরা বাকার-২ ঃ ৫০) ।

আকাশ থেকে আযাব অবতীর্ণ

কিন্তু যারা জুলুম করেছিল তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তার স্হলে অন্য কথা বলল।সুতরাং আমি আসমান থেকে জালিমদের উপর আযাব অবতীর্ণ করলাম, কারণ তারা নির্দেশ অমান্য করেছিল ।(সূরা বাকারা-২ ঃ ৫৯) ।

আর আমি তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম ।লক্ষ কর, অপরাধীদের পরিনতি কেমন হয়েছিল (সূরা আরাফ-৭ ঃ ৮৪) ।

তবে আশা করি অচিরেই আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু দান করবেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে কোন আকস্মিক বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, ফলে তা উদ্ভিদশূন্য একটি পরিস্কার মাঠে পরিণত হয়ে যাবে ; (সূরা কাহফ-১৮ ঃ ৪০) ।

ডুবানো

তারপর ফেরাউন বনী ইসরাইল দেশ থেকে নির্মুল করে দেওয়ার সংকল্প করল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে ডুবিয়ে দেলাম ।(সূরা বনী ইসরাইল-১৭ ঃ ১০৩) ।

এরপর অবশিষ্ট সবাইকে আমি নিমজ্জিত করে দিলাম ।(সূরা শুআরা-২৬ ঃ ১২০) ।

অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল ।তখন আমি তাকে এবং যারা তার সাথে নৌকায় ছিল তাদের রক্ষা করলাম ।আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল তাদের ডুবিয়ে দিলাম ।অবশ্য তারা হয়ে গিয়েছিল অন্ধ (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ৬৪) ।
আর তারা নূহকে মিথ্যাবাদী বলল ।তারপর আমি তাকে ও তার সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে আবাদ করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম ।সুতরাং লক্ষ্য কর, কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়েছিল তাদের যাদের সতর্ক করা হয়েছিল ! (সূরা ইউনুস-১০ ঃ ৭৩) ।

আর স্মরণ কর নূহের কওমের কথা, যখন তারা রাসূলদেরকে অস্বীকার করল তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং মানবজাতির জন্য তাদেরকে নিদর্শনস্বরূপ করে রাখলাম । আর আমি জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা ফুরকান-২৫ ঃ ৩৭) ।

অতঃপর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর । ফলে তৎক্ষণাত সাগর বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগই বিরাটকায় পর্বতের মত ছিল ; আর সেখানে আমি পৌঁছিয়ে দিলাম অপর দলটিকে এবং আমি মূসাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে উদ্ধার করলাম অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম (সূরা শু'আরা-২৬ ঃ ৬৩-৬৬) ।

এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম ঐ সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল । নিশ্চয় তারা ছিল অতি মন্দ লোক, সুতরাং আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম । (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৭৭) ।

সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম । দেখ, জালিমদের পরিণাম কেমন হয়েছিল !(সূরা কাসাস-২৮ ঃ ৪০) ।

অতঃপর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম (সূরা যুখরূফ-৪৩ ঃ ৫৫) ।

আর সমুদ্রকে শান্ত-স্হীর থাকতে দেও । তারা তো এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে । (সূরা দুখান-৪৪ ঃ ২৪) ।

ফলে আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, অতঃপর তাদেরকে সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করলাম, আর সে তো ছিল তিরস্কৃত । (সূরা যারিয়াত-৫৩ ঃ ৪০) ।

ভূ-কম্পন এবং ভূমির উলাট পালট

আর তিনিই লূত এর সম্প্রদায়ের উপড়ানো জনপদকে শূন্যে উত্তলন করে নিক্ষেপ করেছেন । (সূরা নাজম-৫৩ ঃ ৫৩) ।

কোরআনের বৈচিত্রসমূহ

কোরআনের কোন কোন আয়াতে কিছু কিছু বৈচিত্রতার বিষয় উদ্ধৃত হয়েছে । এই বৈচিত্র সমূহ প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানবান মহান আল্লাহ্ তায়ালা এমন ভাবে তৈরী করেছেন যে, যখন কেউ কুরআন পড়ে তার জন্য তা বোঝা খুবই সহজ হয়ে যায় বা পরিস্কার হয়ে যায় অথবা সহজেই পাঠক ঐ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে । এই সমস্ত প্রত্যেকটিই আয়াতের বৈচিত্রতার মধ্যদিয়ে বিশদভাবে ও পরিস্কারভাবে বিষয়কে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং তার প্রতি অহংকার দেখায় তাদের জন্য আসমানের দ্বারসমূহ খোলা হবেনা, আর তারা কখনও বেহেশ্তে প্রবেশ করবেনা যে পর্যন্ত না উট সুচের ছিদ্র দিয়ে অতিক্রম করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদের শাস্তি দেই। (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ৪০)।

আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করবো এবং সেগুলো উৎক্ষিপ্ত ধুলোরাশির ন্যায় করে দিব। (সুরা ফুরকান-২৫ ঃ ২৩)।

আর যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের উপমাঃ তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে ঝড়ের দিনে প্রবল বাতাস বয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করেছিল তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবেনা। এটাই হল ঘোরতর গোমরাহী। (সূরা ইব্রাহীম-১৪ ঃ ১৮) ।

যারা কুফরী করে তাদের উদাহরণ এমন, যেন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা কোন কিছুই শোনে না হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বুঝবে না। (সূরা বাকারা-২ ঃ ১৭১)।

যারা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ মাকড়সার ন্যায়, যে একটি ঘর বানিয়েছে; এবং নিঃসন্দেহে সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই অধিক দূর্বল। যদি তারা জানত। (সূরা আনকাবুত-২৯ ঃ ৪১)।

হে মু'মিনগণ, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির মত বরবাদ কর না যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্র প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি ছিল, তারপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হল, ফলে তাকে পরিস্কার করে রেখে দিল। যা তারা উপার্জন করেছিল তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (সুরা আল বাকারা-২ ঃ ২৬৪)।

তারা এ পার্থিব জীবনে যা কিছু ব্যয় করে তার উদাহরণ ঐ বায়ুর ন্যায় যাতে রয়েছে প্রচন্ড হিম, যা আঘাত করল এমন লোকদের শস্যক্ষেত্রকে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, ফলে সে বায়ু শস্যক্ষেত্রটি ধ্বংস করে দিল । আল্লাহ তাদের প্রতি কোন অন্যায় করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করেছে (সুরা আলে-ইমরান -৩ঃ১১৭)

সত্যের আহবান তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট । যারা তাঁকে ছাড়া অপরকে ডাকে, তারা তাদেরকে কোনই সাড়া দেয়নি । এর দৃষ্টান্ত এরুপ, যেমন কোন ব্যক্তি তার দু'হাত পানির দিকে প্রসারিত করে, যেন পানি তার মুখে পৌছে, অথচ তা তার মুখে কিছুতেই পৌছবার নয় । আর কাফেরদের আহবান মাত্রই নিস্ফল । (সুরা রা'দ-১৩ ঃ ১৪)।

যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজেদের চিত্ত সুদৃঢ় করার জন্য স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন উচ্চ ভুমিতে অবস্হিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, ফলে সেথায় ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে । আর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয় তবুও হালকা বর্ষণই যথেষ্ট । তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক প্রত্যক্ষ করেন । (সুরা বাকারা-২ ঃ ২৬৫)।

আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত না করে । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়ল । তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্হানে নিক্ষেপ করল । (সুরা আল-হাজ্জ-২২ ঃ ৩১) ।

অবশ্য আমি যদি চাইতাম তবে তাকে সে নিদর্শনাবলীর বদৌলতে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল । ফলতঃ তার অবস্হা কুকুরের মত ; যদি তুমি তাকে আক্রমণ কর তবুও সে হাঁপাতে

থাকে, অথবা যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও তবুও সে হাঁপাতে থাকে । এ হল সে সকল লোকের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব আপনি এসব বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা করে । (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৭৬)

আর তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না । আর স্বরণ কর আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহ যা তোমাদের উপর রয়েছে-তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে মহব্বত সৃষ্টি করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা ছিলে এক অগ্নিকুন্ডের কিনারে, আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেন। এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলতে পার। (সুরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ১০৩)

তবে কি সে ব্যক্তি উত্তম যে স্বীয় গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্ ভীতির উপর এবং তার সন্তুষ্টি বিধানের উপর স্হাপন করেছে, না কি ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার গৃহের ভিত্তি স্হাপন করেছে এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায়, ফলে সে গৃহ তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয় ? আল্লাহ্ জালিম কওমকে পথ দেখান না । (সুরা তওবা-৯ ঃ ১০৯) ।

আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলেঃ '' একটি সূরা নাযিল হয় না কেন ? অতঃপর যখন কোন দ্বর্থ্যহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদেরও উল্লেখ থাকে, তখন আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে কপটতার ব্যাধি রয়েছে তারা আপনার দিকে মৃত্যুভয়ে বেহুঁশ মানুষের মত তাকাচ্ছে অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য । আনুগত্য ও ন্যায়সংগত কথা তাদের জন্য উত্তম ছিল । সুতরাং যখন জেহাদের ব্যাপারে চুড়ান্ত হয়, তখন যদি তারা আল্লাহ্‌র কাছে ঈমানের দাবিতে সত্য থাকত, তবে তা তাদের জন্য খুবই মঙ্গলজনক হত । (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ ঃ ২০ - ২১) ।

যখন তারা তোমাদের উপর দিক থেকে এবং তোমাদের নিম্ন দিক থেকেও তোমাদের উপর আক্রমণ করেছিল, এবং যখন তোমাদের চক্ষু ভয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল আর তোমরা আল্লাহ্ সমন্ধে নানা রকম ধারণা করতে শুরু করেছিলে, তখন মু'মিনদেরকে পরীক্ষ করা হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল । (সূরা আহ্‌যাব-৩৩ ঃ ১০-১১) ।

আর তুমি কখনও মনে কর না যে, জালিমরা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ বেখবর । তবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফাতির হবে । ভীত-বিহ্বল চিত্তে মস্তক উর্ধ্বমুখী করে তারা দৌড়াতে থাকবে, নিজেদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর হবে শুন্য । (সূরা ইব্‌রাহীম-১৪ ঃ ৪২ - ৪৩) ।

শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে স্বীয় রবের দিকে ছুটে যাবে (সূরা ইয়াসীন-৩৬ঃ৫১) ।

তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে । তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে । আবার ফেরাও দৃষ্টি, কোন ক্রটি দৃষ্টিগোচর হয় কি ? তারপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফেরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তোমার দিকে । (সূরা মুলক- ৬৭ঃ৩-৪) ।

কোরআনের উল্লেখিত শপথসমূহ
যে সমস্ত শপথের জন্য মানুষকে পাকড়াও করা হবে

তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদের ধরবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য । আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা বাকারা-২ ঃ ২২৫) ।

অমনোযোগী শপথ

আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্ত তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন সেসব শপথের জন্য যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর । আর এর কাফ্ফারা হল দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা, মধ্যম ধরনের খাদ্য যা তোমরা সাধারণত তোমাদের পরিবারের লোকদের খেতে দাও ; অথবা তাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা ; অথবা একজন ক্রীতদাস/দাসী মুক্ত করা; কিন্তু যে ব্যক্তি সামর্থ রাখে না তার জন্য তিন দিন রোজা রাখা। এ হল তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ করবে । তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা কর । এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর । (সূরা মায়িদা-৫ ঃ ৮৯) ।

কসম যা নিজের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য করা হয়

আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি সে সম্পত্তির যা ছেড়ে যায় পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়রা । আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছ তাদের দিয়ে দাও তাদের প্রাপ্য অংশ । নিশ্চিয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা । (সূরা নিসা-৪ ঃ ৩৩) ।

ওহে যারা ঈমান এনেছে! তোমাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্হিত হয় তখন তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে অসিয়ত করার সময় সাক্ষী রাখবে ; যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদের মৃত্যুর মুসিবত উপস্হিত হয় তবে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে। তোমাদের সন্দেহ হলে তাদের উভয়কে নামাযের পর অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে ঃ " আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করতে চাই না যদিও সে আত্মীয় হয়, আর আমরা আল্লাহ্র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে শামিল হব ।" তবে যদি জানা যায় যে, তারা দু'জন কোন পাপে জড়িত হয়েছে তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জন তাদের স্হলাভিষিক্ত হবে এবং আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে ঃ " অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি ; করলে তো আমরা অবশ্যই জালিমদের অন্তরর্ভূক্ত হব ।" এ পদ্ধতিতে অধিক সম্ভাবনা রয়েছে যে, লোকেরা যথাযথভাবে সাক্ষ্যদান করবে অথবা তারা ভয় করবে যে, কসমের পর আবার তাদের কসম করান হবে । তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং শ্রবণ কর-আল্লাহ্ ফাসিক লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা মায়িদা-৫ ঃ ৬ - ৮) ।

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরুপ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে এভাবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারবার কসম করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী । (সূরা নূর-২৪ঃ৬)

যারা ভাল কিছু না করার জন্য কসম করে

তোমরা নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে লক্ষ্যবস্ত বানিও না সৎকাজ থেকে, আত্মসংযম থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে । আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । (সূরা বাকারা -২ঃ২২৪) ।

যারা প্রতারনা করার উদ্দেশ্যে কসম করে

তোমরা হয়ো না ঐ উন্মাদিনী নারীর মত, যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেলে । তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য নিজেদের কসমকে ব্যবহার করে থাক যাতে একদল অন্য দল অপেক্ষা অধিক লাভবান হয়ে যায় । এতদ্বারা আল্লাহ্ তো শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন । অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের কাছে কেয়ামতের দিন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে । (সূরা নাহ্‌ল-১৬ঃ৯২) ।

আর তোমরা তোমাদের কসমকে নিজেদের মাঝে প্রবঞ্চনার জন্য ব্যবহার কর না । করলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধাদান করার জন্য তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে ; আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি । (সূরা নাহ্‌ল-১৬ঃ৯৪) ।

যারা তাদের কসম কে ছল হিসাবে ব্যবহার করে

তারা তাদের শপথকে ঢালস্বরুপ করে রেখেছে, এভাবে তারা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে । তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি । (সূরা মুজাদালা -৫৮ঃ১৬) ।

তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল্বরুপে ব্যবহার করে । অতঃপর তারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে । তারা যা করে তা কত মন্দ ! (সূরা মুনাফিকুন-৬৩ঃ২) ।

যারা টাকার বিনিময়ে কসম অথবা শপথ বিক্রি করে

নিশ্চিয় যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত ওয়াদা পরিবর্তন এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে সামান্য বিনিময় গ্রহন করে তাদের জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই । আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না; তাদের জন্য নির্ধারিত আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । (সূরা আলে-ইমরান-৩ঃ৭৭)

যারা তাদের শপথ বা কসম বরখেলাপ করে

আর যদি তারা ভঙ্গ করে তাদের অঙ্গীকার তাদের চুক্তির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সমন্ধে, তবে তোমরা যুদ্ধ করবে কাফেরদের প্রধানদের বিরুদ্ধে । কেননা তাদের কোন অঙ্গীকারই বহাল নেই । হয়ত তারা নিরস্ত্র হতে পারে । তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের অঙ্গীকার এবং সংকল্প করেছে রাসূলকে দেশান্তরিত করতে ? আর এরাই তোমাদের বিরুদ্ধে প্রথমে বিবাদ সৃষ্টি করেছে । তবে কি তোমরা তাদের ভয় কর ? বস্তুত আল্লাহই অধিক হকদার যে, তোমরা তাঁকেই ভয় করবে, যদি তোমরা ম'মিন হয়ে থাক । (সূরা তওবা-৯ ঃ ১২-১৩) ।

যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর তখন তা পূর্ণ কর এবং আল্লাহকে জামিন করে নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর তোমরা তা ভঙ্গ কর না । নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর । তোমরা হয়ো না ঐ উন্মাদিনী নারীর মত, যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর তার পাক খুলে টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেলে । তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য নিজেদের কসমকে ব্যবহার করে থাক যাতে একদল অন্য দল অপেক্ষা অধিক লাভবান হয়ে যায় । এতদ্বারা আল্লাহ্ তো শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন । অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের কাছে কেয়ামতের দিন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে । (সূরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ৯১-৯২) ।

যারা মিথ্যা কসম করে বা মিথ্যা শপথ করে

তাদের কি দশা হবে যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের উপর কোন মসিবত আপতিত হবে? তারপর তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে । আমরা তো কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু চাইনি । (সূরা নিসা-৪ ঃ ৬২) ।

আর যারা ইমান এনেছে তারা বলবে ঃ এরাই কি সেসব লোক যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, "তারা তো তোমাদেরই সাথে আছে ?" তাদের কৃতকর্মসমূহ নিস্ফল হয়েছে । ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । (সূরা মায়িদা-৫ ঃ ৫৩) ।

আর সে তাদের উভয়ের সামনে কসম করে বললঃ "আমি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গল কামীদের একজন "(সূরা আরাফ-৭ঃ২১)

যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকত এবং সফরও সহজ হত, তবে তারা অবশ্যই আপনার অনুগামী হত, কিন্তু তাদের কাছে যাত্রাপথ দীর্ঘ মনে হল । আর তারা এখনই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে ঃ আমাদের সাধ্য থাকলে নিশ্চিয়ই আমরা তোমাদের সাথে বের হতাম । তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে । আল্লাহ জানেন যে, তারা তো মিথ্যাবাদী । (সূরা তওবা-৯ ঃ ৪২) ।

তারা তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য । অথচ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ বিষয়ে অধিক হকদার যে, তারা তাঁকেই সন্তুষ্ট করে, যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে । (সূরা তওবা-৯ ঃ ৬২) ।

যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র নামে কসম করবে যাতে তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্হার উপর ছেড়ে দাও ; সুতরাং তোমরা তাদের থেকে বিরত থাক । তারা তো অপবিত্র । আর তাদের বাসস্হান হল জাহান্নাম । এটা তারা যা কামাই করত তার প্রতিফল । তারা তোমাদের সামনে কসম করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি রাজি হও । যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও তবুও আল্লাহ এসব ফাসেক লোকদের প্রতি রাজি হবেন না । (সূরা তওবা -৯ ঃ ৯৫ - ৯৬) ।

তারা বলল ঃ যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, অথচ আমরা একটি সংহত দল রয়েছি, তবে তো আমরা সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ব । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ১৪) ।

তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, আপনি যদি তাদেরকে আদেশ করেন, তবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে ; আপনি বলে দিন ঃ তোমরা কসম খেয়ো না, যখন যথার্থ আনুগত্যই কাম্য । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন । (সূরা নুর-২৪ ঃ ৫৩) ।

আর তারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলত যে, যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসে, তবে তারা অন্য যেকোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত কবুলকারী হবে । অতঃপর যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী আগমন করল তখন শুধু তাদের ঘৃণাই বৃদ্ধি পেল । (সূরা ফাতিত-৩৫ ঃ ৪২) ।

আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা বন্ধুত্ব করে এমন লোকদের সাথে, যাদের উপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন ? তারা আপনাদেরও দলভূক্ত নয় এবং তাদেরও দলভূক্ত নয় । তারা জেনে-শুনে মিথ্যা কথার উপর কসম করে । (সুরা মুজদালা-৫৮ ঃ ১৪) ।

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন, তখন তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে থাকে এবং তারা এরূপ ধারনা করবে যে, এতে তাদের কোন কাজ হবে । শুনে রেখ, তারা তো নিরেট মিথ্যাবাদী ! (সুরা মুজদালা-৫৮ ঃ ১৮) ।

আর আপনি এমন ব্যক্তির অনুস্বরণ করবেনা, যে কথায় কথায় কসম করে, যে হীন প্রকৃতির (সুরা কালাম-৬৮ ঃ ১০) ।

অবিশ্বাসীদের অর্থহীন শপথ/কসম

দেখ, এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা কসম করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া করবেন না । (তাদের বলা হবে) তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর । তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না । (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ৪৯) ।

অথবা আমি কি তোমাদের সাথে কেয়ামত পর্যন্ত বলবত এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা তোমাদের জন্য যা সিদ্ধান্ত করবে তা-ই পাবে ? (সুরা কালাম-৬৮ ঃ ৩৯) ।

আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে কসম করে বলেঃ যে ব্যক্তি মারা যায় আল্লাহ তাদের পুনরায় জীবিত করবেন না । অবশ্যই করবেন, এ ওয়াদা তো আল্লাহ নিজের উপর অবশ্য পালনীয় করে রেখেছেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না, (সুরা নাহল -১৬ ঃ ৩৮) ।

এরূপ প্রতিশ্রুতি তো আমাদেরকেও অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও দেয়া হয়েছে । এটা তো পূর্বপুরুষদের কথিত নিছক ভিত্তিহীন কল্পকথা ছাড়া আর কিছু নয় । (সুরা মু'মিন -২৩ ঃ ৮৩) ।

মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য শয়তানের শপথ/কসম

সে বললঃ হে আমার রব ! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন, সুতরাং আমিও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে পাপকার্যসমুহকে শোভন করে দেখাব এবং তাদের সবাইকে পথ ভ্রষ্ট করে দেব । (সুরা হিজর-১৫ ঃ ৩৯) ।

তারা শপথ/কসম করে দাবী করে যে তারা বিশ্বাসী যদিও তারা বিশ্বাস করে না

আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা বন্ধুত্ব করে এমন লোকদের সাথে, যাদের উপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন ? তারা আপনাদেরও দলভূক্ত নয় এবং তাদেরও দলভূক্ত নয় । তারা জেনে-শুনে মিথ্যা কথার উপর কসম করে । (সুরা মুজদালা-৫৮ ঃ ১৪) ।

আর তারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম করে বলে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা তাতে ঈমান আনবে । আপনি বলুনঃ নিদর্শনাবলী তো একমাত্র আল্লাহর অধিকার । কিভাবে তোমাদের বুঝান যাবে যে, নিদর্শনাবলী তাদের কাছে এসে গেলেও তারা ঈমান আনবে না ? (সুরা আন'আম-৬ ঃ ১০৯) ।

আর তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই দলভূক্ত, অথচ তারা তোমাদের দলের লোক নয়, কিন্তু তারা এমন লোক যারা ভয় করে (সুরা তওবা-৯ ঃ ৫৬) ।

যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ইসলামের ক্ষতিসাধনের জন্য, কুফরী করার জন্য, মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং ঐ ব্যক্তির জন্য ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে পূর্ব থেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে এবং তারা অবশ্যই কসম করে বলবেঃ আমরা তো কেবল মঙ্গলই চেয়েছি । কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী । (সুরা তওবা-৯ ঃ১০৭) ।

আর তারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলত যে, যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসে, তবে তারা অন্য যেকোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর হেদায়েত কবুলকারী হবে । অতঃপর যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী আগমন করল তখন শুধু তাদের ঘৃনাই বৃদ্ধি পেল । (সুরা ফাতির-৩৫ ঃ ৪২) ।

যারা নিজেদের স্ত্রীকে মাতার সমতুল্য বলে কসম করে (যিহার) এ প্রসংগে অনুশাসন বা আইন

তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, তারা জেনে রাখুক, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয় । তাদের মাতা তো কেবল মাত্র তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে । তারা তো একটি অসঙ্গত ও মিথ্যা কথাই বলেছে । আর আল্লাহ

তো অতীব পাপ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করতে চায়, তাদের কর্তব্য একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম আজাদ করে দেয়া । এ নির্দেশ দিয়ে তোমাদেরকে নসিহত করা যাচ্ছে। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন । (সুরা মুজাদালা-৫৮ ঃ ২-৩) ।

আল্লাহ কোন মানুষের জন্য তার বক্ষের মধ্যে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' কর তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি, আর তোমাদের পোষ্য-পুত্রদেরকেও তোমাদের পুত্র করেননি । এসব তোমাদের মুখের কথা মাত্র । আল্লাহই বলেন সত্য কথা এবং তিনিই দেখান সরল পথ । (সুরা আহযাব-৩৩ ঃ ৪) ।

যারা স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাকবে এই বলে শপথ বা কসম করে- এ প্রসংগে অনুশাসন বা আইন

যারা স্ত্রীগমন না করার শপথ করে তার চার মাস অপেক্ষা করবে । তারপর যদি তারা আপোসে মিটমাট করে নেয় তবে তো আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সুরা বাকারা-২ ঃ ২২৬) ।

শপথ/কসম সম্পর্কে ব্যতিক্রম অনুশাসন বা আইন

আল্লাহ তো তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন কসম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা। আল্লাহ তোমাদের বন্ধু। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরা তাহরীম-৬৬ ঃ ২) ।

আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না তোমাদের মিথ্যা শপথের জন্য, কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন সে সব শপথের জন্য যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর । আর এর কাফ্ফারা হল দশজন মিসকিনকে খাদ্যদান করা, মধ্যম ধরনের খাদ্য যা তোমরা সাধারণত তোমাদের পরিবারের লোকদের খেতে দাও; অথবা তাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা; অথবা একজন ক্রীতদাস/দাসী মুক্ত করা; কিন্তু যে ব্যক্তি সামর্থ রাখে না তার জন্য তিন দিন রোজা রাখা। এ হল তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ করবে । তোমরা তোমাদের শপথসমুহ রক্ষা কর । এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমুহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর । (সুরা মায়িদা-৫ ঃ ৮৯) ।

যে সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহ শপথ করেছেন

সুতরাং কসম আপনার রবের ! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে প্রশ্ন করব। (সুরা হিজর-১৫ ঃ ৯২) ।

আর আমি তো জানি যে, তারা যা বলে তাতে আপনার হৃদয় ব্যথিত হয়। (সুরা হিজর-১৫ ঃ ৯৭) ।

কসম জ্ঞান গর্ব কোরআনের । (সুরা ইয়াসীন-৩৬ ঃ ২) ।

কসম তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান, এবং তাদের যারা কঠোভাবে বাঁধাদানকারী, এবং তাদের যারা যিকর তেলওয়াতকারী । (সুরা সাফ্ফাত-৩৭ ঃ ১-৩) ।

সোয়াদ, কসম কোরআনের যা উপদেশে পরিপূর্ণ (সুরা সাদ-৩৮ ঃ১) ।

কসম সুস্পষ্ট কিতাবের (সুরা যুখ্রুফ-৪৩ ঃ ২) ।

কসম ঝঞ্ঝাবায়ুর, কসম পানি বহনকারী মেঘমালার, কসম মৃদুগতিতে চলমান নৌযানের, কসম বন্টনকারী ফেরেশতাদের । (সুরা যারিয়াত -৫১ ঃ ১-৪) ।

কসম বহুপথ বিশিষ্ট আসমানের । (সুরা যারিয়াত-৫১ ঃ ৭) ।

কসম আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের, এটা এমন সত্য, যেমন তোমরা পরস্পর কথাবার্তা বলছ । (সুরা যারিয়াত-৫১ ঃ ২৩) ।

কসম তুর পাহাড়ের, কসম লিখিত কিতাবের, খোলাপত্রের, কসম বাইতুল মা'মুরের, কসম সুউচ্চ আসমানের, কসম উত্তাল সমুদ্রের । (সুরা রতুর-৫২ ঃ ১-৬) ।

কসম নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয় । (সুরা নাজম -৫৩ ঃ১) ।

আমি কসম করছি তারকারাজির অস্তাচলের, নিশ্চিয় এটা এক বিরাট কসম, যদি তোমরা জানতে । (সুরা ওয়াকিআ-৫৬ ঃ ৭৫-৭৬) ।

নূন, কসম কলমের এবং যা তারা লিপিবদ্ধ করে তার । (সুরা কালাম -৬৮ ঃ ১) ।

আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখ এবং যা তোমরা দেখনা তারও । (সুরা হাক্কা-৬৯ ঃ ৩৮-৩৯) ।

আমি কসম করছি উদয়াচল ও অস্তাচল সমুহের মালিকের যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমতা রাখি । (সুরা মা'আরিজ -৭৫ ঃ ৪০) ।

কখনই নয় । তারা উপদেশ শুনবে না । কসম চন্দ্রের; কসম রাতের, যখন তা অতিক্রান্ত হতে থাকে; আর কসম প্রভাতের, যখন তা অলোকিত হয়; (সুরা মুদ্দাচ্ছির-৭৪ ঃ ৩২-৩৪) ।

আমি কসম করছি কিয়ামত দিবসের, আরও কসম করছি সেই আত্মার, যে নিজেকে তিরস্কার করে থাকে । (সুরা কিয়ামা-৭৫ ঃ ১-২) ।

কসম হিতসাধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বায়ুর; আর কসম প্রবল বেগে প্রবাহিত ঝটিকার; এবং মেঘমালাকে সঞ্চালনকারী বায়ুর; আর মেঘমালাকে বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর এবং তাদের, যারা অন্তরে উদ্রেক করে আল্লাহর স্মরণ । (সুরা মুরসালাত-৭৭ ঃ ১-৫) ।

কসম সেই ফেরেশতাদের, যারা কঠোরভাবে রূহ্ কবয করে, আর কসম তাদের, যারা মৃদুভাবে রূহের বাঁধন খুলে দেয়, এবং কসম তাদের, যারা রূহ নিয়ে দ্রুতগতিতে সন্তরণ করে, এবং কসম তাদের যারা দ্রুতবেগে দৌড়ায়, তারপর যারা যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে পরিচালনা করে । (সুরা নাযি'আত-৭৯ ঃ ১-৫) ।

আমি কসম করি সেসব নক্ষত্রের যা পশ্চাতে সরে যায়, যা চলতে থাকে ও আত্মগোপন করে, আর কসম রাতের, যখন তা গমনোদ্যত হয়, এবং ভোরের, যখন তার আবির্ভাব হয় । (সুরা তাকবীর-৮১ ঃ ১৫-১৮) ।

আমি কসম করি সূর্যাস্তকালীন লালিমাযুক্ত পশ্চিমাকাশের; আর রাতের এবং রাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার; এবং চন্দ্রের, যখন তা পরিপূর্ণ হয় । (সুরা ইনশিকাক্-৮৪ ঃ ১৬-১৮) ।

কসম বরূজ বিশিষ্ট আসমানের, এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, এবং দ্রষ্টার ও দৃষ্টের । (সুরা বুরূজ-৮৫ ঃ ১- ৩) ।

কসম আসমানের এবং রাত্রিকালে যা আত্মপ্রকাশ করে তার, আপনি কি জানেন, রাত্রিকালে যা আত্মপ্রকাশ করে তা কি? তা সমুজ্জ্বল নক্ষত্র । (সুরা তারিক-৮৬ ঃ ১-৩) ।

কসম আসমানের যা থেকে বৃষ্টিপাত হয়, এবং কসম জমিনের, যা (বীজ অকুরিত হওয়াকালে) বিদীর্ণ হয় । (সুরা তারিক-৮৬ ঃ ১১-১২) ।

কসম ফজরের সময়ের, কসম দশ রাতের, কসম জোড় ও বেজোড়ের, এবং কসম রাতের, যখন তা গমনোদ্যত হয় । (সুরা ফাজর-৮৯ ঃ ১-৪) ।

না, আমি কসম করছি এই নগরীর, আর এই নগরীতে আপনার জন্য যুদ্ধ করা সিদ্ধ হবে, কসম জন্মদাতা ও সন্তান-সন্ততির । (সুরা বালাদ-৯০ঃ ১-৩) ।

কসম সূর্যের ও তার কিরণের, এবং কসম চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে, আর কসম দিবসের যখন সে সূর্যকে উদ্ভাসিত করে ফেলে, এবং কসম রাতের, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে ফেলে, আর কসম আসমানের এবং যিনি তা বিছিয়ে দিয়েছেন, তাঁর, এবং কসম জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর, কসম মানুষের আত্মার এবং যিনি তাকে আকৃতিতে সুঠাম করেছেন; তাঁর, অতঃপর তাকে তার মন্দকর্ম ও তার তাকওয়ার জ্ঞান দান করেছেন । (সুরা শামস-৯১ঃ ১-৮) ।

কসম রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে আর কসম দিবসের, যখন সে উদ্ভাসিত হয়, আর কসম তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী- নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের । (সুরা লাইল-৯২ঃ ১-৪) ।

কসম পূর্বাহ্নের, আর কসম রাতের, যখন তা নিঝুম- নিস্তব্ধ হয় । (সুরা দোহা -৯৩ঃ ১-২) ।

কসম আনজীরের ও যায়তুনের, এবং শিনাই প্রান্তরে অবস্থিত তূরের, আর এই নিরাপদ নগরীর । (সুরা তীন-৯৫ঃ১-৩) ।

কসম ঐ সমস্ত অশ্বের যারা উর্ধবশ্বাসে দৌড়ায়, যার পায়ের ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে অতঃপর প্রভাতকালে অতর্কিতে আক্রমণ করে, তখন উৎক্ষিপ্ত করে ধূলিরাশি, তারপ শত্রুদলের মধ্যস্হলে ঢুকে পড়ে । (সুরা আদিয়াত-১০০ঃ ১-৫) ।

কসম যমানার (সুরা আসর-১০৩ ঃ১) ।

কোরআনে দ্রষ্টব্য প্রাকৃতিক কার্যাবলী

বাতাস

তিনিই বায়ুকে সুসংবাদবাহীরুপে প্রেরণ করেন বৃষ্টির পূর্বে । এমনকি যখন তা ঘন মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে এক নির্জীব জনপদের দিকে চালনা করি, তারপর তা থেকে বৃষ্টি বর্যণ করি । তা দিয়ে সর্বপ্রকারে ফলমুল উওোলন করি, এরুপেই আমি মৃতদের জীবিত করে উঠাব, যাতে তোমরা অনুধাবন কর । (সুরা আ'রাফ-৭ঃ ৫৭) ।

আর আমিই প্রেরণ করি বায়ুরাশিকে যা বহন করে পানিপূর্ণ মেঘমালাকে, তারপর আমিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করাই । বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই । (সুরা হিজর-১৫ঃ২২) ।

আর আমি প্রবল বায়ুকে সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, তা তার আদেশে সেদেশের দিকে প্রবাহিত হত সেখানে আমি বরকত দিয়ে রেখেছি । আর আমি সব বিষয়েই সম্যক জ্ঞাত আছি । (সুরা আম্বিয়া -২১ঃ ৮১) ।

অথবা তিনি, যিনি স্হলের ও জলের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথের সন্ধান দেন এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন ? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি ? তারা যা শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে । (সুরা নামল-২৭ঃ৬৩) ।

আর আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে । অতঃপর আমি তা পরিচালতি করি মৃত ভূখন্ডের দিকে, তারপর আমি তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করে দেই । এমনিভাবে হবে পনরুত্থান । (সুরা ফাতির-৩৫ঃ৯) ।

তিনি ইচ্ছে করলে বায়ুকে বন্ধ করে দিতে পারেন, তখন জাহাজগুলো সমুদ্রের উপরিভাগে অচল হয়ে পড়বে । নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ।(সুরা শুরা-৪২ঃ ৩৩) ।

আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে, এবং আসমান থেকে আল্লাহ যে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে, আর বায়ুর পরিবর্তনে, বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য । (সুরা জাছিয়া-৪৫ঃ ৫) ।

বৃষ্টি

তিনি সেই পালনকর্তা যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরুপ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেন । অতএব, তোমরা জেনে-বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় কর না । (সুরা বাকারা-২ঃ২২) ।

তারা কি দেখেনি যে, তাদের পুর্বে কত মানবগোষ্টিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের আমি দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমন তোমাদেরও করিনি । আর আমি তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং প্রবাহিত করেছিলাম তাদের নিম্নদেশে নহরসমুহ । তারপর তাদের পাপের দরুন আমি তাদের ধবংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য মানবগোষ্টি সৃষ্টি করেছি । (সুরা আন'আম-৬ঃ৬) ।

তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন ; তারপর আমি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; আর আমি তা থেকে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি, আর সৃষ্টি করি আংগুরের বাগান , যায়তুন ও আনারের ; এগুলো পরস্পর সদৃশ ও বিসদৃশ । লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতিও । অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে । (সুরা আন'আম-৬ঃ ৯৯) ।

হে আমার কওম! তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে, তারপর তাঁরই দিকে ফিরে এস; তিনি তোমাদের উপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন । কিন্তু তোমরা অপরাধে লিপ্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না । (সুরা হুদ-১১ঃ৫২) ।

তিনি সেই সত্তা যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষন করেন; তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে পানীয় এবং সেই পানি থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যাতে তোমরা পশুচারণ কর । (সুরা নাহ্ল-১৬ঃ ১০) ।

আর আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন । নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা কথা শোনে । (সুরা নাহ্ল -১৬ঃ ৬৫) ।

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষন করেন যাতে ভুপৃষ্ঠ সবুজ - শ্যামল হয়ে উঠে । নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় সুক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত । (সুরা আল- হাজ্জ-২২ ঃ ৬৩) ।

আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমাণ মত, তারপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি । আর আমি তা অপসারিত করতেও অবশ্যই সক্ষম । (সুরা মু'মিনুন-২৩ঃ ১৮) ।

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন । তারপর মেঘ খন্ডলোকে একত্র করেন এবং পরে তা পুঞ্জীভুত করেন স্তরে স্তরে ; অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, সে মেঘের মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টি । আর তিনি আসমানস্হিত পাহাড়সদৃশ মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেন শিলা এবং তা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন এবং যার উপর থেকে তিনি ইচ্ছে করেন তা দূরে সরিয়ে দেন । সে মেঘের বিদ্যুতের চমক এমন, যেন মনে হয় দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয় । (সুরা নূর-২৪ঃ ৪৩) ।

তিনিই স্বীয় রহমতের বৃষ্টির পুর্বে সুসংবাদবাহীরুপে বায়ুকে প্রেরণ করেন এবং আমি আসমান থেকে পবিত্র বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি । যাতে আমি তা দিয়ে মৃত ভূখন্ডকে সজীব করে দেই এবং তা পান করাই আমার সৃষ্ট বহু জীবজন্তু ও অসংখ্য মানুষকে । (সুরা ফুরকান-২৫ঃ ৪৮-৪৯) ।

অথবা তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন? অতঃপর তার সাহায্যে আমি মনোরম উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করি ; তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তো তোমাদের নেই । আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? বরং তারা এমন লোক যারা আল্লাহর সমকক্ষ করে । (সুরা নাম্ল-২৭ঃ ৬০) ।

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেসা করেন ঃ কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ? তবে তারা অবশ্যই বলবে ঃ "আল্লাহ " । আপনি বলুন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য । কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না । (সুরা আনকাবুত-২৯ঃ ৬৩) ।

নিশ্চয় আল্লাহরই কাছে রয়েছে কেয়ামত সন্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর তিনিই জানেন যা কিছু আছে গর্ভাধারে । কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্হানে সে মৃতুবরণ করবে । নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন । (সুরা লুকমান-৩১ঃ ৩৪) ।

তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুস্ক ও পতিত জমিনে পানি প্রবাহিত করি, তারপর তার সাহায্যে শস্য উৎপন্ন করি, তা থেকে খায় তাদের চতুস্পদ জন্তুরা এবং তারা নিজেরাও । তবে কি তারা দেখে না ? (সুরা সাজদা-৩২ঃ২৭) ।
তুমি কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন । তারপর আমি তদ্দারা নানা বর্ণের ফলমুল উৎপন্ন করি । আর পর্বতমালারও রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ সাদা, লাল ও ঘোর কাল । (সুরা ফাতির -৩৫ঃ ২৭) ।

আর তাঁর কুদরতের নিদর্শনসমুহের মধ্যে একটি এই যে, তুমি জমিনকে মৃতবৎ অনুর্বর দেখতে পাও, অতঃপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে উঠে । নিশ্চয় যিনি জমিনকে জীবিত করনে, তিনিই মৃতদেরকে জীবনদানকারী । নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । (সুরা ফজিল্‌ত-৪১ঃ ৩৯) ।

আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন । তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, অতিশয় প্রশংসার্হ । (সুরা শুরা-৪২ঃ ২৮) ।

আর আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে আমি উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য (সুরা কাফ-৫০ঃ ৯) ।

বিদ্যুৎ

তিনিই তোমাদের দেখান বিদ্যুৎ যা আশংকা ও আশা সঞ্চার করে এবং তিনিই পানিতে পরিপুর্ণ মেঘমালা উত্থিত করেন, বজ্র নির্ঘোষ প্রশংসার সাথে তাঁর মহিমা- পবিত্রতা ঘোষনা করে এবং অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে । আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তাকে তা দিয়ে আঘাত করেন । তথাপি তারা আল্লাহ সমন্ধে বিতর্ক করে । অথচ তিনি মহাশক্তিমান । (সুরা রা'দ-১৩ ঃ ১২-১৩) ।

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন । তারপর মেঘহন্ডগুলোকে একত্র করেন এবং পরে তা পুঞ্জীভূত করেন স্তরে স্তরে; অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, সে মেঘের মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টি । আর তিনি আসমানস্হিত পাহাড়সদৃশ মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেন শিলা এবং তা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন এবং যার উপর থেকে তিনি ইচ্ছে করেন তা দুরে সরিয়ে দেন । সে মেঘের বিদ্যুতের চমক এমন, যেন মনে হয় দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয় । (সুরা নুর-২৪ঃ ৪৩) ।

দিন এবং রাত্রের সৃষ্টি

নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য কল্যাণ সাধনকারী সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমুহে, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর যে পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে, সব ধরনের জীবজন্তু সেথায় বিস্তার করেন, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য । (সূরা বাকার-১ঃ১৬৪) ।

তিনিই ভোরের উন্মেষ ঘটান, তিনিই সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র । এ সবই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ । (সূরা আন'আম-৬ঃ৯৬) ।

নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আসমান ও জমিনে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে মোত্তাকী লোকদের জন্য । (সূরা ইউনুস-১০ঃ৬) ।

তিনিই বিস্তৃত করেছেন ভূমন্ডলকে এবং সেখানে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা ও নদ-নদী এবং সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনিই দিনকে রাত্রি দিয়ে আবৃত করেন । এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য । (সূরা রা'দ-১৩ ঃ ৩) ।

তিনিই তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে, সূর্য ও চন্দ্রকে ; আর নক্ষত্ররাজিও তাঁরই নির্দেশে বশীভূত রয়েছে । নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিদর্শন । (সূরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ১২) ।

আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। রাতের নিদর্শনকে করে দিয়েছি নিষ্প্রভ এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব, আর আমি প্রতিটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি ।(সূরা বনী ইসরাঈল-১৭ ঃ ১২) ।

তিনিই জীবন দান করেন এবং প্রাণ সংহার করেন, আর রাত ও দিনের বিবর্তন তাঁরই ইখতিয়ারে ।তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (সূরা মু'মিনুল-২৩ ঃ ৮০) ।

আল্লাহ্ রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান ।নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ । (সূরা নূর-২৪ ঃ ৪৪) ।

তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান ।তিনি কার্যরত রেখেছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে ; প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে ।তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, তাঁরই জন্য সার্বভৌমত্ব ।তাঁকে ছেড়ে যাদেরকে তোমরা ডাকছ, তারা তো খেজুরের আঁটির বাকলেরও মালিক নয় ।(সূরা ফাতির-৩৫ ঃ ১৩) ।

তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিবসকে করেছেন আলোকময় ।নিশ্চয় আল্লাহ তো মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না ।(সূরা মু'মিন-৪০ঃ৬১) ।

বেহেশতের সৃষ্টি

নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন । তিনিই আবৃত করেন রাত্রি দ্বারা দিনকে যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে ।তিনিই সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আদেশের অনুবর্তী ।জেনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদান করা । আল্লাহ বরকতময়, সারাজাহানের প্রতিপালক ।(সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ৫৪) ।

তিনি এমন যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সবকিছু ।তারপর তিনি মনোযোগ দিলেন আকাশের প্রতি এবং বিন্যস্ত করলেন তা সাত আসমানরুপে ।আর তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত ।(সুরা বাকারা-২ঃ ২৯) ।

মাস এবং সপ্তাহের সময়সীমা

তিনিই ভোরের উন্মেষ ঘটান, তিনিই সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র ।এ সবই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।(সূরা আন'আম-৬ঃ৯৬) ।

তিনি এমন সত্তা যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে প্রচন্ড দীপ্তিময় এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময় এবং নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল যাতে তোমরা জানতে পর বছরের গণনা ও হিসাব ।আল্লাহ এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।তিনি বিশদভাবে বিবৃত করেন আয়াতসমূহ সেসব লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।(সুরাঃ ইউনুস-১০ঃ ৫) ।

তিনিই আল্লাহ, তিনি উর্ধ্বে স্হাপন করেছেন আসমানসমূহকে কোন স্তম্ভ ছাড়া, তোমরা তা দেখছ ।তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশের উপর এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল মোতাবেক আবর্তন করে চলছে । তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন যাবতীয় বিষয়, তিনিই বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমুহ, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্হাপন করতে পার ।(সুরা রা'দ-১৩ ঃ ২) ।

আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি ।রাতের নিদর্শনকে করে দিয়েছি নিষ্প্রভ এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব, আর আমি প্রতিটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি ।(সূরা বনী ইসরাঈল-১৭ ঃ ১২) ।

কোরআনে উল্লেখিত প্রাকৃতিক ভূ-চিত্র

পর্বতমালা

আর আমি আসমানকে সৃষ্টি করেছে একটি সংরক্ষিত ছাদরুপে, কিন্ত তারা তার নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে । (সুরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৩২) ।

তিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা দেখছ । তিনি পৃথিবীতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্হাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এখানে সব ধরনের জীব-জন্ত দিয়েছেন । আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর পৃথিবীতে উৎপন্ন করেছি সর্বপ্রকার উত্তম উদ্ভিদ । (সুরা লুকমান-৩১ ঃ ১০) ।

আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর-কে তোমাদের উপর তুলে ধরে বলেছিলামঃ আমি তোমাদের যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার । (সুরা বাকারা-২ ঃ ৬৩) ।

স্মরণ কর, যখন আমি তামাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম, বলেছিলামঃ দৃঢ়ভাবে ধর যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং শোন । তারা বলেছিল ঃ আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম । কুফরের কারণে তাদের হৃদয়ে বাছুর-প্রীতি সিঞ্চত হয়েছিল । আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস যার আদেশ দেয় তা কতই না মন্দ । (সুরা বাকারা -২ ঃ ৯৩) ।

তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় তোমাদের কোন পাপ নেই । তারপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসবে তখন মাশআরুল হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তাঁকে ঠিক সেভাবে স্মরণ করবে যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও ইতিপুর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে । (সুরা বাকারা-২ ঃ ১৯৮) ।

আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বললঃ হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর । তিনি বললেন ঃ তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না ? সে বললঃ অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে দেখতে চাই এজন্য যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। তিনি বললেন ঃ তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও এবং সেগুলোকে তোমার বশীভুত কর । তারপর সেগুলোর দেহের এক এক অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও । তারপর তাদের ডাক দাও, তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে । জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমাশালী, মহাবিজ্ঞ । (সুরা বাকারা-২ ঃ ২৬০) ।

আর তোমরা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের ‘আদ জাতির পরে তাদের স্হলাভিষিক্ত করেছেন এবং এমনভাবে তোমাদের ভুপৃষ্টে বাসস্হান দিয়েছেন যে, তোমরা সমতল ভুমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ । সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়িও না । (সুরা আ’রাফঃ ৭৪) ।
তারপর মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এসে হাজির হল এবং তার সাথে তার রব কথা বললেন, তখন সে বললঃ হে আমার রব ! আমাকে আপনার দর্শন দিন, যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই । তিনি বললেন ঃ তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। তবে তুমি এ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যদি তা স্বস্হানে স্হির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে । তারপ যখন তার রব পাহাড়ের উপর জ্যোতির বিকাশ ঘটালেন তখন তা পাহাড়টিকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলল এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বললঃ আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং মু’মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম । (সুরা আ’রাফ-৭ ঃ ১৪৩) ।

স্মরণ কর, যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ধরলাম, আর তা ছিল সামিয়ানার মত ; এবং তারা ভাবতে লাগল যে, তা তাদের উপর পড়ে যাবে, তখন আমি বললাম ঃ দৃঢ়ভাবে ধর যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা মোত্তাকী হতে পার । (সুরা আ’রাফ-৭ ঃ ১৭১) ।

তারপর নৌকাখানি তাদের নিয়ে বয়ে চলল পর্বতসম তরঙ্গের মধ্যে ; আর নূহ ডেকে বলল তাঁর পুত্রকে, যেছিল পৃথক স্হানেঃ হে আমার পুএ ! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গে থেক না । সে বলল ঃ আমি এখনই আশ্রয় নেব কোন পাহাড়ে যা আমাকে রক্ষা করবে প্লাবন থেকে । নুহ বললঃ আজ কেউই রক্ষাকারী নেই আল্লাহর হুকুম থেকে একমাত্র সে ছাড়া যাকে তিনি দয়া করবেন । তারপর তাদের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে পড়ল এবং সে হয়ে গেল নিমজ্জিত । তারপর নির্দেশ দেয়া হলঃ হে 'পৃথিবী' ! তুমি তোমার পানি চুষে নাও, হে আসমান ! তুমি ক্ষান্ত হও । এরপর বন্যা প্রশমিত হল এবং কাজের সমাপ্তি ঘটল, আর নৌকাটি জুদী পাহাড়ের উপর এসে স্হির হল ; আর ঘোষনা দেয়া হল ঃ ধবংস হোক জালিম সমপ্রদায় । (সুরা হুদ-১১ ঃ ৪২-৪৪) ।

আর যদি এমন কোন কোরআন হত, যার সাহায্যে পর্বতমালাকে চলমান করা যেত, অথবা তার সাহায্যে জমিনকে খন্ডিত করা যেত, অথবা তার সাহায্যে মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা ঈমান আনত না । বরং আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে সকল বিষয় । তবে কি মু'মিনরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ চাইলে, তাহলে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন ? আর যারা কুফরী করেছে, তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর সব সময় বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, তাদের আশেপাশে বিপর্যয় আপতিত হতেই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে । আল্লাহ তো ওয়াদা খেলাফ করেন না । (সুরা রা'দ-১৩ ঃ ৩১) ।

তারা ভীষণ চক্রান্ত করছিল, আর তাদের চক্রান্ত আল্লাহর সামনেই ছিল । বস্তুত তাদের চক্রান্ত এমন ছিল যে, তাতে যেন পাহাড়সমুহ টলে যেত । (সুরা ইবরাহীম-১৪ ঃ ৪৬) ।

তারা নিরাপদ বাসের জন্য পাহাড় কেটে নিজেদের বাসগৃহ নির্মাণ করত । (সুরা হিজর-১৫ ঃ ৮২) ।

আর তিনি পৃথিবীতে গুরুভার পর্বতমালা স্হাপন করেছেন যাতে তোমাদেরকে নিয়ে তা দুলতে আরম্ভ না করে , এবং নদ-নদী ও নানা ধরনের পথ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা নিজ গন্তব্যস্হলে পৌঁছতে পার (সুরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ১৫) ।

স্মরণ কর সেদিনটিকে, যেদিন আমি সঞ্চালিত করব পর্বতসমুহকে এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে এক উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি সেদিন সবাইকে একত্র করব, তাদের মধ্য থেকে কাউকে ছাড়ব না (সুরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ৪৭) ।

তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও । অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্হান পূর্ণ হয়ে সমান হয়ে গেল, তখন সে বললঃ তোমরা তাপ দিতে থাক; এমনকি যখন তারা তাপিয়ে তা অগ্নিবৎ করে ফেলল, তখন সে বললঃ এখন তোমরা আমার কাছে গলিত তাম্র নিয়ে এস, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই । (সুরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ৯৬) ।

নিশ্চয় তোমরা এক জঘন্য কাজ করে বসেছ, এতে যেন আসমান ফেটে পড়বে, জমিন খন্ডথবিখন্ড হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে ধসে পড়বে । (সুরা মারইয়াম-১৯ ঃ ৮৯-৯০) ।

তারা আপনাকে পর্বত মালা সম্পর্কে প্রশ্ন করে । আপনি বলে দিন ঃ আমার রব সে সব শমূলে উৎপাটন করে উড়িয়ে দেবেন (সুরা ত্বাহা-২০ ঃ ১০৫) ।

এবং (সে পানির সাহয্যে) সৃষ্টি করি এক প্রকার বৃক্ষ যা তূরে সাইনায়ে জন্মায় এবং এতে উৎপন্ন হয় তৈল ও ব্যঞ্জন ভক্ষণকারীদের জন্য । (সুরা মু'মিনুন-২৩ ঃ ২০) ।

অঞ্চল / এলাকা

আর পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন ভূখন্ড একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং রয়েছে আংগুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র, খেজুরের গাছ যার কতক এক শিরবিশিষ্ট কতক একাধিক শিরবিশিষ্ট, যা একই পানি দিয়ে সেচ করা হয় । আর ফলের স্বাদে আমি এদের একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি । এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য । (সূরা রা'দ - ১৩ ঃ ৪) ।

উপত্যকা

আমিই তোমাদের রব, তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল, কেননা, তুমি পবিত্র তূওয়া উপত্যকায় রয়েছ, (সূরা ত্বাহা - ২০ ঃ ১২) ।

যখন মূসা উক্ত আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন উপত্যকার ডান দিক থেকে সেই পবিত্র স্থানটির একটি বৃক্ষ থেকে ডেকে বলা হলঃ হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের পালনকর্তা, (সূরা কাসাস্ - ২৮ ঃ ৩০) ।

আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তার রব তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহবান করে বলেছিলেনঃ (সূরা নাযি'আত-৭৯ ঃ ১৫, ১৬) ।

আর কবিদেরকে তো বিভ্রান্ত লোকেরাই অনুসরণ করে। তুমি দেখ না যে, তারা প্রত্যেক ময়দানে উদভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়? (সূরা নাম্‌ল-২৭ ঃ ২২৪, ২২৫) ।

এমনকি যখন তারা পিপীলিকাদের ময়দানে এসে পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা বললঃ হে পিপীলিকার দল! তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তার সেনাদল অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদদলিত করে না ফেলে। (সূরা নামল্-২৭ঃ১৮)

উদ্যান এবং ঝরনা

অবশেষে আমি ফেরাউনের দলকে বের করলাম তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝরনাসমূহ থেকে (সূরা - শু'আরা-২৬ ঃ ৫৭) ।

আর তোমরা ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন সেসব বস্তু দিয়ে, যা তোমরা জান; তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু দিয়ে এবং সন্তান-সন্ততি দিয়ে; বাগ-বাগিচা দিয়ে এবং ঝরনাসমূহ দিয়ে। (সূরা শু'আরা-২৬ ঃ ১৩২ - ১৩৪) ।

বাগ-বাগিচার মধ্যে, ঝরনাসমূহের মধ্যে, শস্যক্ষেত্র ও মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? তোমরা তো পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ নৈপুণ্যের সাথে। (সূরা- শু'আরা-২৬ ঃ ১৪৭-১৪৯) ।

তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝরনা (সূরা দুখান-৪৪ ঃ ২৫) ।

সমুদ্র

অথবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন বাসস্থান এবং তার মাঝে মাঝে সন্নিবিষ্ট করেছেন নহরসমূহ এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, আর দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এক অন্তরায়! আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (সূরা নামল্-২৭ ঃ ৬১) ।

অথবা তিনি, যিনি স্থলের ও জলের অন্ধকারে তোমাদের পথের সন্ধান দেন এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন? আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? তারা যা শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে বহু উর্ধ্বে । (সূরা নামল্-২৭ ঃ ৬৩) ।

স্থলভাগে ও জলভাগে মানুষের কৃতকর্মের দরুন ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কিছু কিছু কাজের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা রূম-৩০ ঃ ৪১) ।

আর সমুদ্র দু'টি সমান নয়-একটি তো মিঠা পানি বিশিষ্ট পিপাসা নিবারণকারী, এর পানি পান করা সহজ, আর অপরটি লবণাক্ত পানি বিশিষ্ট, বিস্বাদ। তোমরা প্রত্যেকটি থেকেই টাটকা গোশত খাও এবং অহরণ কর মণি-মুক্তার অলংকার যা তোমরা পরিধান কর। এবং তুমি দেখতে পাও তার বুক চিরে জাহাজ চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা ফাতির-৩৫ ঃ ১২)।

আল্লাহ্ই সেই সত্তা, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযান সমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার ও তাঁর শোকরগুজারী কর। (সূরা জাছিয়া-৪৫ঃ১২)।

ভূপৃষ্ঠ এবং আকাশ

তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তিনি তা প্রবেশ করান জমিনের প্রস্রবণসমূহের মধ্যে, অতঃপর তদ্বারা নানা বর্ণের শস্য উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তখন তুমি তা হরিৎ বর্ণের দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে খড়-কুটায় পরিণত করেন? অবশ্য এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবানদের জন্য। (সূরা যুমার-৩৯ ঃ ২১)।

আল্লাহ্ই সেই সত্তা, যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য করেছেন বাসস্থান এবং আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ। আর তিনিই তোমাদের আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করেছেন অতি সুন্দর; আর তিনিই তোমাদেরকে দান করেছেন উত্তম রিযিক। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ কত মহান বরকতময়! (সূরা মু'মিন-৪০ ঃ ৬৪)।

আর তাঁর কুদরতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, তুমি জমিনকে মৃতবৎ অনুর্বর দেখতে পাও, অতঃপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে উঠে। নিশ্চয় যিনি জমিনকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতদেরকে জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা হা-মীম আস্ সাজদা-৪১ ঃ ৩৯)।

আর আমি আসমান, জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই সৃষ্টি করিনি ক্রীড়াচ্ছলে, (সূরা- দুখান-৪৪ ঃ ৩৮)।

আর তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের উাপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে জমিনে সবই। এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন ঐসব লোকের জন্য যারা চিন্তা করে। (সূরা জাছিয়া-৪৫ ঃ ১৩)।

আর আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা এবং তথায় উৎপন্ন করেছি সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম বস্তু। (সূরা কাফ-৫০ ঃ ৭)।

রাস্তা

আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন বিস্তৃত, যাতে তোমরা তার মুক্ত পথসমূহে চলাফেরা করতে পার। (সূরা নূহ-৭১ ঃ ১৯, ২০)।

আর তিনি পৃথিবীতে গুরুভার পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে তোমাদেরকে নিয়ে তা দুলতে আরম্ভ না করে, এবং নদ-নদী ও নানা ধরনের পথ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ ১৫)।

যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করে দিয়েছেন বিছানাসদৃশ এবং তাতে বানিয়ে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার পথ; আর তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। আর আমি তা দিয়ে নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। (সূরা ত্বাহা-২০ ঃ ৫৩)।

আর আমি জমিনের উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি যাতে তাদেরকে নিয়ে জমিন ঝুঁকে না পড়ে; এবং আমি সেখানে প্রশস্ত রাস্তা সৃষ্টি করেছি যেন তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে । সূরা (আম্বিয়া -২১ ঃ ৩১) ।

তুমি কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ্‌ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন । তারপর আমি তদ্বারা নানা বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করি । আর পর্বতমালারও রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ সাদা, লাল ও ঘোর কাল । (সূরা ফাতির - ৩৫ ঃ ২৭) ।

যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা স্বরূপ করে দিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন যাতায়াতের পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও; (সূরা যুখরুফ-৪৩ ঃ ১০) ।

কসম বহু পথ বিশিষ্ট আসমানের (সূরা যারিয়াত-৫১ ঃ ৭) ।

কোরআনে বর্ণিত পানি

এরপরও আরও কঠিন হয়ে গেল, তা পাথরের মত অথবা তার চেয়েও কঠিন। কতক পাথর এমনও আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক পাথর এমন আছে যে, বিদীর্ণ হয় ও পরে তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এরূপ আছে যা আল্লাহ্‌র ভয়ে খসে পড়ে। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন। (সূরা বাকারা-২ ঃ ৭৪)।

বেহেশ্‌তের পানি

তাদের রবের কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার অনন্তকালের জন্য বসবাসের জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য যে নিজের রবকে ভয় করে । (সূরা বায়্যিনা - ৯৮ ঃ ৮)।

অবশ্যই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। এটাই মহা সাফল্য। (সূরা বুরূজ-৮৫ ঃ ১১)।

মোত্তাকীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার পাদদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং তার ফল ও তার ছায়া চিরস্থায়ী। যারা মোত্তাকী এটা তাদের কর্মের প্রতিদান, আর কাফেরদের পরিণাম দোযখ। (সূরা রা'দ-১৩ ঃ ৩৫)।

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে স্থান দান করব জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদসমূহে, যার নিম্নদেশে নহর প্রবাহিত হয়; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার ঐ সকল নেককারদের জন্য- (সূরা আনকাবুত-২৯ ঃ ৫৮)।

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে অবশ্যই আমি দাখিল করব তাদের জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ। আর আমি তাদের দাখিল করব চির স্নিগ্ধ ছায়ায়। (সূরা নিসা-৪ ঃ ৫৭)।

আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি বাগান; অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? উক্ত বাগানদ্বয় বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ হবে; অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে? উভয় বাগানে রয়েছে প্রবহমান দু'টি প্রস্রবণ । (সূরা আর্-রহমান-৫৫ ঃ ৪৬-৫০) ।

দোযখের পানি

তার পেছনে রয়েছে জাহান্নাম, তাকে পুঁজতুল্য পানি পান করানো হবে । (সুরা ইব্রাহীম-১৪ঃ১৬)।

বলুন ঃ সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে; অতএব যার ইচ্ছে হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছে হয় কুফরী করুক । নিশ্চয় আমি প্রস্তত করে রেখেছি জালিমদের জন্য আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে । আর যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা মুখমন্ডল দগ্ধ করে দেবে । কত নিকৃষ্ট পানীয় ও কত নিকৃষ্ট আশ্রয় । (সুরা কাহ্‌ফ-১৮ঃ২৯)।

এটা ফুটান্ত পানি ও পুঁজ, অতএব তারা তা আস্বাদন করুক। (সুরা সা'দ-৩৮ঃ ৫৭)।

ফুটন্ত পানির দিকে, তারপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে । (সুরা মু'মিন-৪০ঃ৭২) ।

তদুপরি তাদের জন্য থাকবে পুঁজের সাথে মিশ্রিত ফুটন্ত পানি । (সুরা সাফ্‌ফাত-৩৭ঃ৬৭) ।

আর দুরে সরে থাক এরুপ লোক থেকে যারা নিজেদের দীনকে ক্রীড়া ও কৌতুকরুপে গ্রহন করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে । কোরআনের মাধ্যমে তাদের উপদেশ দাও, যেন কেউ নিজ কর্মের দরুন এমনভাবে জড়িয়ে না পড়ে আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর যদি দুনিয়ার সব বিনিময়ও প্রদান করা হয়, তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। এরা এরুপ যে, তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য জড়িয়ে পড়েছে । যেহেতু তারা কুফরী করত, তাই তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব । (সুরা আন'আম-৬ঃ৭০) ।

অতঃপর তোমাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি । আবার সেই পান করাও পিপাসার্ত উটের ন্যায় । (সুরা ওয়াকি'আ-৫৬ঃ৫৪-৫৫) ।

দোযখবাসীরা বেহেশতবাসীদের ডেকে বলবে ঃ ঢেলে দাও আমাদের উপর কিছু পানি, অথবা আল্লাহ তোমাদের রিযিক হিসেবে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও। তারা বলবে ঃ আল্লাহ তো এ দু'টিই কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন। (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ৫০) ।

আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন

আল্লাহ তিনিই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করিয়ে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমুল উৎপন্ন করেন, তিনি নৌযানসমূহকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্রে চলে এবং তিনি তোমদের উপকারার্থে নিয়োজিত করেছেন নদ-নদীকে (সুরাঃ ইব্‌রাহীম-১৪ঃ৩২) ।

আর আমিই প্রেরণ করি বায়ুরাশিকে যা বহন করে পানিপূর্ণ মেঘমালাকে, তারপর আমিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করাই । বস্তত তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই । (সুরা হিজর-১৫ঃ২২) ।

তিনি সেই সত্তা যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন; তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে পানীয় এবং সে পানি থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যাতে তোমরা পশুচারণ কর । (সুরা নাহ্‌ল-১৬ঃ১০) ।

আর আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করনে । নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা কথা শোনে । (সুরা নাহ্‌ল-১৬ঃ ৬৫) ।

যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করে দিয়েছেন বিছানাসদৃশ এবং তাতে বানিয়ে দিয়েছেন তোমদের জন্য চলার পথ; আর তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করনে । আর আমি তা দিয়ে নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। (সুরা ত্বাহা-২০ঃ৫৩) ।

আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন ঃ তাহল পানির ন্যায়, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি, যার সাহায্যে ভুমিজ উদ্ভিদ শ্যামল-সবুজ হয়ে উদগত হয়, তারপর তা শুকিয়ে এমন চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় । আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান । (সুরা কাহ্‌ফ-১৮ঃ ৪৫) ।

আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমাণ মত, তারপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি। আর আমি তা অপসারিত করতেও অবশ্যই সক্ষম (সুরা মু'মিনুন-২৩ঃ১৮) ।

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন । তারপর মেঘখন্ডগুলোকে একত্র করেন এবং পরে তা পুঞ্জীভূত করেন স্তরে স্তরে ; অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, সে মেঘের মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টি । আর তিনি আসমানস্হিত পাহাড়সদৃশ মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেন শিলা এবং তা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন এবং যা উপর থেকে তিনি ইচ্ছে করেন তা দুরে সরিয়ে দেন। সে মেঘের বিদ্যুতের চমক এমন যেন মনে হয় দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয় । আল্লাহ রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান। নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহনের উপকরণ । আর আল্লাহ্

প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে ।আল্লাহ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন ।নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।(সুরা নূর-২৪ঃ ৪৩-৪৫)।

তিনিই স্বীয় রহমতের বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহীরুপে বায়ুকে প্রেরণ করেন এবং আমি আসমান থেকে পবিত্র বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।(সুরা ফুরকান-২৫ঃ৪৮) ।

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে জমিনকে তার মুত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ? তবে তারা অবশ্যই বলবেঃ "আল্লাহ।" আপনি বলুন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য ।কিন্ত তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না ।(সুরা আনকাবুত-২৯ঃ৬৩) ।

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ তিনি তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন বিদ্যুতের চমক, যাতে ভয়ও থাকে এবং আশাও থাকে; আর তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে ভুমিকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন । নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন ঐ লোকদের জন্য যারা বোধশক্তি সম্পন্ন ।(সুরা রুম-৩০ঃ ২৪) ।

তিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা দেখছ ।তিনি পৃথিবীতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এখানে সব ধরনের জীব-জন্ত দিয়েছেন ।আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর পৃথিবীতে উৎপন্ন করেছি সর্বপ্রকার উত্তম উদ্ভিদ ।(সুরা লুকমান-৩১ঃ১০) ।

তুমি কি লক্ষ্য করনি ? আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন ।তারপর আমি তদ্দারা নানা বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করি । আর পর্বতমালারও রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ সাদা, লাল ও ঘোর কাল ।(সুরা ফাতির-৩৫ঃ২৭) ।

তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তিনি তা প্রবেশ করান জমিনের প্রস্রবণসমূহের মধ্যে, অতঃপর তদ্দারা নানা বর্ণের শস্য উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তখন তুমি তা হরিৎ বর্ণের দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে খড়-কুটায় পরিনত করেন ? অবশ্য এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবানদের জন্য । (সুরা যুমার-৩৯ঃ২১) ।

আর যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন নিদিষ্ট পরিমাণে ।তারপর আমি সে পানির সাহায্যে মৃত জমিনকে সঞ্জীবিত করি ।এরুপেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে ।(সুরা যুখরুফ-৪৩ঃ১১) ।

আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে, এবং আসমান থেকে আল্লাহ যে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে, আর বায়ুর পরিবর্তনে, বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য ।(সুরা জাছিয়া-৪৫ঃ৫) ।

আর আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করি এবং তা দিয়ে আমি উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য ।(সুরা কাফ-৫০ঃ ৯) ।

অতঃপর আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাসমূহ মূষলধারে বারি বর্ষণের মাধ্যমে, এবং জমিন থেকে জারি করে দিলাম ফোয়ারাসমূহ; তারপর আসমান ও জমিনের পানি মিলিত হল এক অবধারিত ব্যাপারের জন্য ।(সুরা কামার-৫৪ঃ১১-১২)।

বস্তত পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরুপে, যেমন আসমান থেকে আমি পানি বর্ষণ করি, পরে তা সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যা থেকে মানুষ ও জীব - জন্তরা খেয়ে থাকে ।তারপর যখন জমিন তার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয় উঠে আর জমিনের মালিকেরা ধারণা করে যে, তারা এখন এগুলোর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন এসে পড়ে তার উপর আমার নির্দেশ রাতে কিংবা দিনে, ফলে আমি তা এমন নিশ্চিত করে দিলাম যেন গতকালও এর অস্তিত্ব ছিল না ।এরুপই আমি বিশদভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি চিন্তাশীল লোকদের জন্য ।(সুরা ইউনুস-১০ঃ ২৪) ।

তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় । তারপর প্লাবন তার উপরিস্হিত আবর্জনা বয়ে নিয়ে আসে । আর যখন কোন পদার্থকে আগুনে উত্তপ্ত করা হয় অলংকার কিংবা তৈজসপত্র তৈরি করার জন্য তখনও তাতে এরুপেই ময়লা-গাদ উপরে আসে । এভাবেই আল্লাহ হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন । বস্তত যা আর্বজনা তা তো ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের কাজে আসে তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে । এভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন । (সুরা রা'দ-১৩ঃ১৭) ।

আল্লাহ্ খাবার পানি সরবরাহ করেন

তোমরা যে পানি পান কর, সে সমন্ধে ভেবে দেখছ কি? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তার বর্ষণকারী ? যদি আমি ইচ্ছে করি তবে তা করে দিতে পারি তিক্ত-বিস্বাদ, তবুও কেন তোমরা শোকর কর না ? (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ঃ৬৮-৭০) ।

আল্লাহ্ বৃষ্টি সৃষ্টি করেন

আল্লাহ এমন সত্তা যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন অতঃপর বায়ু মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে; তার পর তিনি মেঘরাশিকে যেমন ইচ্ছে আসমানের শূন্য মন্ডলের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে দেন, এবং কখনও তা খন্ডবিখন্ড করে দেন ; অতঃপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসে বৃষ্টিধারা । তিনি যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে তা পৌছে দেন, তখন তারা আনন্দ করতে থাকে । (সূরা রূম-৩০ ঃ ৪৮) ।

আল্লাহ্ পানি দ্বারা পৃথিবীতে জীবন সঞ্চালন করেন

আর তাঁর কুদরতের নিদের্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তুমি জমিনকে মৃতবৎ অনুর্বর দেখতে পাও, অতঃপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে উঠে । নিশ্চয় যিনি জমিনকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতদেরকে জীবনদানকারী । নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । (সূরা হা-মীম আস্ সাজদা-৪১ঃ৩৯) ।

আর পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন ভূখন্ড একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্য ক্ষেত্র, খেজুরের গাছ যার কতক একাধিক শিরাবিশিষ্ট ও কতক এক শিরবিশিষ্ট, যা একই পানি দিয়ে সেচ করা হয় । আর ফলের স্বাদে আমি তদের একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি । এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য । (সূরা রা'দ-১৩ঃ৪) ।

আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন । তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, অতিশয় প্রশংসার্হ (সূরা শুরা-৪২ঃ২৮)

দুই সমুদ্রের মধ্যে অদৃশ্য বাধা

আর তিনিই সমান্তরালে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেন দুটি সমুদ্রকে, যার একটি মিষ্ট, শান্তিদায়ক, অপরটি লবনাক্ত, বিস্বাদ । এবং উভয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন একটি অন্তরায়, একটি দূর্ভেদ্য আড়াল । আর তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, অতঃপর তিনি তাকে করেছেন বংশ-সম্পর্ক বিশিষ্ট । আপনার রব তো সর্বশক্তিমান । (সূরা ফুরকান-২৫ঃ ৫৩-৫৪) ।

অথবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন বাসস্হান এবং তার মাঝে মাঝে সন্নিবিষ্ট করেছেন নহরসমূহ এবং তাতে স্হাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, আর দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এক অন্তরায়! আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানেন না । (সূরা নাম্‌ল্-২৭ঃ ৬১)

তিনিই মুক্তভাবে পবাহিত করে দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক পর্দা, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না (সূরা আর্-রহমান-৫৫ ঃ ১৯-২০) ।

সমুদ্রে চলমান নৌযান সমূহ

তুমি কি দেখ না যে, নৌযানমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সমূদ্রে চলাচল করে, যেন তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু দেখান? নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য যে খুব সবর করে ও খুব শোকর করে । আর যখন তরঙ্গরাজি চাঁদোয়ার ন্যায় তাদেরকে ঘিরে ফেলে তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে । কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্হলভাগের দিকে আনেন, তখন তাদের মধ্যের কতক লোক সৎপথে থাকে । আর কেবল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে । হে মানুষ ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে এবং ভয় কর সেদিনকে, যেদিন পিতা সন্তানের কোন কাজে আসবে না, আর না সন্তান পিতার কোন কাজে আসবে । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য । সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং প্রতারক শয়তানও যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত না করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে কেয়ামত সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর তিনিই জানেন যা কিছু আছে গর্ভাধারে । কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্হানে সে মৃত্যুবরণ করবে । নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন । (সূরা লুকমান-৩১ঃ ৩১-৩৪) ।

তিনিই সমুদ্রকে বশীভূত করেছেন যেন তোমরা তা থেকে টাটকা গোশ্‌ত (অর্থাৎ মাছ) খেতে পার এবং যেন তা থেকে বের করতে পার মণিমুক্তা যা তোমরা পরিধান কর; আর তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে ; এসব এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (সূরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ১৪) ।

পানির বিভিন্ন উৎস সমূহ

আর সমুদ্র দু’টি সমান নয়-একটি তো মিঠা পানিবিশিষ্ট পিপাসা নিবারণকারী, এর পানি পান করা সহজ, আর অপরটি লবণাক্ত পানিবিশিষ্ট, বিস্বাদ। তোমরা প্রত্যেকটি থেকেই টাটকা গোশ্‌ত খাও এবং আহরণ কর মনি-মুক্তার অলংকার যা তোমরা পরিধান কর । এবং তুমি দেখতে পাও তার বুক চিরে জাহাজ চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (সূরা ফাতির-৩৫ ঃ ১২) ।

আল্লাহ্ সমুদ্রকে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন

তিনিই সমুদ্রকে বশীভূত করেছেন যেন তোমরা তা থেকে টাটকা গোশত (অর্থাৎ মাছ) খেতে পার এবং যেন তা থেকে বের করতে পার মণিমুক্তা যা তোমরা পরিধান কর; আর তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে ; এসব এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (সূরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ১৪) ।

আল্লাহ্ পানি দিয়ে শস্য উৎপাদন করেন

তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুস্ক ও পতিত জমিনে পানি প্রবাহিত করি, তারপর তার সাহায্যে শস্য উৎপন্ন করি, তা থেকে খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তুরা এবং তারা নিজেরাও । তবে কি তারা দেখে না । (সূরা সাজদা-৩২ঃ ২৭) ।

পার্থিব জীবনের বৈচিত্র

তোমরা জেনে রেখ, পার্থিব জীবনে কেবল খেল-তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের চেয়ে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা মাত্র । যেমন বৃষ্টির দৃষ্টান্ত । এর দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দান করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় তখন তুমি তা হরিদ্রা বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা পরিণত হয় খড়-কুটায় । আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি । আর পার্থিব জীবন নিছক ছলনাময় ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয় । (সূরা হাদীদ-৫৭ঃ ২০) ।

বস্তত পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরুপে, যেমন আসমান থেকে আমি পানি বর্ষণ করি, পরে তা সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যা থেকে মানুষ ও জীব - জন্তরা খেয়ে থাকে । তারপর যখন জমিন তার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয় উঠে আর জমিনের মালিকেরা ধারণা করে যে, তারা এখন এগুলোর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন এসে পড়ে তার উপর আমার নির্দেশ রাতে কিংবা দিনে, ফলে আমি তা এমন নিশ্চিত করে দিলাম যেন গতকালও এর অস্তিত্ব ছিল না । এরুপই আমি বিশদভাবে আয়াতসমুহ বর্ণনা করি চিন্তাশীল লোকদের জন্য । (সুরা ইউনুস-১০ঃ ২৪) ।

আল্লাহ্‌র আরশ

আর তিনিই আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল, যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? আর যদি আপনি বলেনঃ নিশ্চয় মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে , তখন যারা কাফের তারা অবশ্যই বলবে । এটা তো সূস্পষ্ট যাদু । (সূরা হূদ-১১ঃ ৭) ।

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক বিন্ধু শুক্র থেকে

তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে শুক্র থেকে । অথচ মানুষ প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে গেছে । (সুরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ৪) ।

হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক তবে ভেবে দেখ, আমি তো তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর এমন কিছু থেকে যা লেগে থাকে, তারপর মাংসপিন্ড থেকে যা পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে, তোমাদের কাছে আমার কুদরত প্রকাশ করার জন্য । আর আমি গর্ভাধারে স্হিত রাখি যা ইচ্ছে করি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুর আকারে মাতৃগর্ভ থেকে বের করি, অতঃপর যেন তোমরা যৌবনে উপনীত হও । আর তোমাদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা যৌবনের পুর্বেই মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাদেরকে পৌছানো হয় অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত, ফলে যে বিষয়ে তার জানা ছিল, তা সে মনে রাখতে পারে না । তুমি জমিনকে দেখতে পাও শুস্ক, তারপর যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে আন্দোলিত হয় এবং নানা রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উৎপন্ন করে । (সূরা আল-হাজ্জ- ২২ঃ৫) ।

তার পর তার বংশধরকে সৃষ্টি করেন নগণ্য পানির নির্যাস থেকে । (সুরা সাজদা- ৩২ঃ ৮) ।

মানুষ কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাকে শুক্র বিন্ধু থেকে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে হয়ে পড়ল প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী । (সুরা ইয়াসীন-৩৬ঃ৭৭) ।

সে কি এক বিন্ধু শুক্র ছিল না, যা মাতৃগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? (সুরা কিয়ামা-৭৫ঃ৩৭) ।

আমি তো মানুষকে মিশ্রশুক্র বিন্ধু থেকে সৃষ্টি করেছি তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ কারনে আমি তাকে করেছি শ্রবন শক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন । (সূরা দাহর-৭৬ঃ২) ।
আল্লাহ্‌ তাকে কেমন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্র থেকে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরিমিত করেছেন (সূরা আবাসা-৮০ঃ১৮-১৯) ।

আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমান ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম; এবং প্রাণবান সবকিছু আমি সৃষ্টি করলাম পানি থেকে । তবুও কি তারা ঈমান আনবে না। (সূরা আম্বিয়া-২১ঃ৩০) ।

আর আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু' পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে । আল্লাহ্ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । (সূরা নূর-২৪ঃ৪৫)।

আল্লাহ্ সালেহ (আঃ) এর জনগণকে পানি দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন

সালেহ বললেনঃ একটি উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা, আর তোমাদের জন্যও আছে পানি পানের পালা, নির্দিষ্ট এক এক দিনে। (সূরা শু'আরা-২৬ঃ১৫৫) ।

আরি তাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী পাঠাব, অতএব আপনি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং সবর করুন; এবং তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তাদের মধ্যে পানির পালা ভাগ করে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেকে পানির নির্ধারিত পালাক্রমে উপস্হিত হবে (সূরা কামার- ৫৪ঃ২৭-২৮) ।

নবী মূসা (আঃ) কে শিশু অবস্থায় পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল

যখন আমি গায়েবী নির্দেশে তোমার মাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যা জানাবার ছিল, যে তুমি মূসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও; পরে দরিয়া তাকে তীরে নিয়ে ফেলবে; তাকে উঠিয়ে নিবে এমন এক ব্যক্তি যে আমরাও শত্রু এবং তারও শত্রু। আর আমি তোমার উপর আমার তরফ থেকে ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম; যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। (সূরা ত্বাহা-২০ ঃ ৩৮, ৩৯)।

আর আমি মূসার মাতাকে গায়েবী নির্দেশ প্রদান করলাম যে, তুমি তাকে স্তন্য দান করতে থাক। পরে যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা করবে, তখন তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, এবং ভয়ও করনা, চিন্তাও করনা। আমি তাকে তোমার কাছে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসুলদের একজন করব। (সূরা কাসাস-২৮ ঃ ৭)।

নবী মূসা (আঃ) এর লাঠির আঘাতে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে শুকনা পথের সৃষ্টি

আমি তো মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী প্রেরণ করে ছিলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক পথ করে দাও। পেছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশংকা কর না এবং অন্য কোন ভয়ও করনা। তারপর ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, এবং সমুদ্র তাদের সম্পূর্নরূপে নিমজ্জিত করে ফেলল। (সূরা তাহা-২০ ঃ ৭৭, ৭৮)।

অতঃপর আমি ওহীর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর। ফলে তৎক্ষনাত সাগর বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগই বিরাটকায় পর্বতের মত ছিল; (সূরা শু'আরা-২৬ ঃ ৬৩)।

ফেরাউন ও তার সৈন্যদলকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল

অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত করলাম। (সূরা শু'আরা - ২৬ ঃ ৬৬)।

আর আমি বনী ইসরাইলকে নদী পার করিয়ে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদনুসরণ করল ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী নিপীড়ন ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলল ঃ ''আমি ঈমান আনলাম যে, কোন মা'বুদ নেই তিনি ছাড়া যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল এবং আমি একজন মুসলিম''। এখন ঈমান এনেছে? অথচ এর পূর্ব মুহুর্তেও তুমি নাফরমানি করছিলে এবং তুমি ছিলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত। আজ আমি তোমার লাশকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহনের বস্তু হয়ে থাক। আর বাস্তবিকপক্ষে অনেক লোক আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফেল রয়েছে। (সূরা ইউনুস-১০ ঃ ৯০-৯২)।

মাদইয়ানের পানির উৎস স্থলে নবী মুসা (আঃ) এর আগমন

যখন তিনি মাদইয়ানের পানির কুপের কাছে উপনীত হলেন, তখন তিনি সেখানে লোকদের একটি দলকে দেখতে পেলেন, তারা নিজ নিজ জন্তুকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পেছনে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন, তারা তাদের জন্তুগুলোকে আগলে রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার উদ্দেশ্য কি? তারা বললঃ আমরা পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত না রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে দূরে সরে যায়। আর আমাদের পিতা নিতান্ত বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের পক্ষে পশুগুলোকে পানি পান করালেন, তারপর সরে গিয়ে ছায়ার নীচে বসলেন এবং দোয়া করলেনঃ হে আমার রব! যে অনুগ্রহই আপনি আমার প্রতি করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী। (সূরা কাসাস-২৮ ঃ ২৩, ২৪)।

নবী মূসা (আঃ) এর জনগণ কর্তৃক পূজাকৃত মূর্তিকে তিনি আগুনে পুড়িয়ে ছাঁইয়ে পরিণত করলেন এবং ঐ ছাঁই বিক্ষিপ্ত ভাবে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন

মূসা বললেন ঃ হে সামেরী ! তোমার বক্তব্য কি? সে বললঃ আমি দেখেছিলাম এমন কিছু যা আন্যেরা দেখেনি। তারপর আমি নিয়েছিলাম প্রেরিত দূতের পদচিহ্নের থেকে এক মুষ্টি মাটি এবং তা আমি নিক্ষেপ করেছিলাম । আমার মন আমাকে এরূপ করতে প্ররোচিত করেছিল। মূসা বললেন ঃ দূর হয়ে যা, তোর জন্য সারাজীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই কেবল বলে বেড়াবি, '' আমাকে কেউ স্পর্শ কর না'', এবং তোর জন্য আরও একটি ওয়াদা আছে যা তোর বেলায় টলবার নয় । আর তুই তোর ঐ মা' বুদের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুই লেগেছিলি; আমরা তা এখনই জ্বালিয়ে দিচ্ছি, তারপর তা বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করব। (সূরা ত্বাহা-২০ ঃ৯৫-৯৭)।

শয়তানরা নবী সুলায়মান (আঃ) এর জন্য ডুবুরীর কাজ করত

শয়তানদের মধ্যে কেউ কেউ সুলায়মানের জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এছাড়া আরও অনেক কাজ করত। আর আমিই তাদেরকে আয়ত্তে রাখতাম । (সূরা আমিম্বয়া-২১ ঃ ৮২)

নবী সুলায়মান (আঃ) প্রাসাদ

তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর । যখন সে তা দেখল তখন সে তাকে একটি স্বচ্ছ গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পায়ের উভয় গোছা খুলে ফেলল । সুলায়মান বললেন ঃ এটা তো একটি প্রাসাদ, যা স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত । সে বলল ঃ হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; আমি সুলায়মানের সাথে রাব্বুল 'আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম । (সূরা নামল-২৭ ঃ৪৪)।

নবী আইয়ুব (আঃ) আল্লাহ্তালা কর্তৃক যে পানি প্রদান করা হয়েছিল

স্বরণ কর, আমার বান্দা আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তার রবকে আহবান করে ছিলেনঃ শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে । (আদেশ করলাম) আপনার পা দিয়ে জমিনে আঘাত করুন । (আঘাত করতেই একটি প্রস্রবণ উৎপন্ন হল) তাতে ছিল সুশীতল গোসলের পানি এবং পানীয় । সূরা সাদ-৩৮ ঃ৪১-৪২) ।

মরিয়ম (আ ঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার দয়া ঃ ঝরণা

তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা নিয়ে কোন দূরবর্তী নির্জন স্হানে চলে গেল । অবশেষে প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল ঃ হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এ বং মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম! পরক্ষণে ফেরেশতা তার নিম্নদিক থেকে ডেকে বলল ঃ আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার রব আপনার নিম্নদিকে একটি ঝরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর আপনি ঐ খেজুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন তাতে আপনার কাছে টাটকা পাকা খেজুর ঝড়ে পড়বে। অতএব আহার করুন, পান করুন ও চক্ষু জুড়ান । যদি মানুষের মধ্যে কাউকে দেখেন তবে বলে দিন ঃ আমি দয়াময় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রোজা মানত করেছি, সুতরাং আজ আমি কিছুতে কোন মানুষের সাথে কথা বলব না । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ২২-২৬) ।

মরিয়ম এবং নবী ইসা (আ ঃ) কে আল্লাহ্ তা'লা পাহাড়ের ঝরণার পাশে আশ্রয় দিলেন

আমি মারইয়ামের পুত্রকে ও তাঁর মাতাকে করেছিলাম বড় নিদর্শন এবং তাদের উভয়কে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক সুউচ্চ প্রস্রবণবিশিষ্ট নিরাপদ ভুমিতে । (সূরা মু'মিনুন-২৩ ঃ৫০) ।

যে জনপদের উপর অভিশপ্ত বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে

তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার উপর ভীষণভাবে অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল; তবে কি তারা তা দেখে না ? বরং তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা করে না । (সূরা ফুরকান-২৫ ঃ৪০) ।

শতর্ককারীদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি

আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম । ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল অতি নিকৃষ্ট । (সূরা শু'আরা-২৬ ঃ১৭৩) ।

আল্লাহ্ অবিশ্বাসি জাতীদের পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন

অতঃপর আমি তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ পাপের জন্য পাকড়াও করেছিলাম । তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরবাহী প্রচন্ড বায়ু তাদের কাউকে পাকড়াও করল বিকট শব্দ, তাদের কাউকে আমি ধ্বসিয়ে দিয়েছি ভূগর্ভে এবং তাদের কতককে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি । আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করেন । কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করত। (সূরা আনকাবুত-২৯ ঃ৪০) ।

ইরামের বন্যা

পরে তারা আদেশ অমান্য করল । ফলে আমি তাদের উপর বাঁধাভাঙ্গা প্লাবন প্রবাহিত করলাম এবং তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে রয়ে গেল বিস্বাদযুক্ত ফলমূল, ঝাউ গাছ, আর কিছু কুলগাছ । (সূরা সাবা-৩৪ ঃ১৬) ।

কুরআনের দ্রষ্টব্য ফলফলাদী, শাকসবজি এবং গাছপালা

কুরআনে দ্রষ্টব্য ফল-ফলাদী

খেজুর

আর তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ, যার কতক মাচান আবলম্বী এবং কতক মাচান অবলম্বী নয়, এবং খেজুরবৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র, যাতে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, আর যয়তুন ও আনার যা পরস্পর সদৃশ ও বিসদৃশ এগুলো থেকে ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং ফসল কাটার দিন তার হক দান কর এবং অপচয় কর না । নিশ্চিয় তিনি অপচয়কারীদের ভালবাসেন না । (সূরা আন'আম-৬ ঃ ১৪১) ।

আর পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন ভূখন্ড একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্য ক্ষেত্র, খেজুরের গাছ যার কতক একাধিক শিরবিশিষ্ট ও কতক এক শিরবিশিষ্ট, যা একই পানি দিয়ে সেচ করা হয় । আর ফলের স্বাদে আমি এদের একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি । এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য । (সূরা রা'দ-১৩ ঃ৪) ।

আর খেজুর ফল ও আঙ্গুর থেকে তোমরা মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করে থাক; অবশ্যই এতে রয়েছে বূদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন । (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ৬৭) ।

আর তারা বলে ঃ আমরা কখনও আপনার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষন পর্যন্ত না আপনি জমিন থেকে আমাদের জন্য একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেন । অথবা আপনার জন্য খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে এবং আপনি সে বাগারে মধ্যে বহু নহর প্রবাহিত করে দেবেন । (সূরা বনী হসরাঈল-১৭ ঃ ৯০-৯১) ।

আর আপনি তাদের কাছে ঐ দু' ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন যাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং দু'টির মধ্যে শস্যক্ষেত্রও করে রেখেছিলাম । (সূরা কাহ্ফ-১৮ ঃ৩২) ।

অবশেষে প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল । সে বলল ঃ হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম! পরক্ষণে ফেরেশতা তার নিম্নদিক থেকে ডেকে বলল ঃ আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার রব আপনার নিম্নদিকে একটি ঝরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন । আর আপনি ঐ খেজুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন তাতে আপনার কাছে টাটকা পাকা খেজুর ঝড়ে পড়বে । (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ২৩-২৫) ।

তারপর আমি সে পানির সাহায্যে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফল এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক । (সূরা মু'মিনুন-২৩ ঃ১৯) ।

শস্য ক্ষেত্র ও মঞ্জুতির খেজুর বাগানের মধ্যে ? (সূরা সুহারা-২৬ ঃ১৪৮) ।

আমি তাকে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে প্রস্রবণ সমূহ । (সুরা ইয়াসিন-৩৬ সঃ৩৪) ।

এবং লম্বা লম্বা খেজুর গাছ, যাতে রয়েছে ঘনসন্নিবেশিত গুচ্ছ । (সূরা কাফ-৫০ ঃ১০) ।

সেখানে রয়েছে নানা প্রকার ফলমুল এবং খোসা যুক্ত খেজুরের বৃক্ষ । (সূরা আর রহমান-৫৫ ঃ১১) ।

সে বাগানদ্বয়ে মধ্যে রয়েছে নানা জাতীয় ফল, খেজুর এবং আনার । (সূরা আর রহমান-৫৫ ঃ৬৮) ।

এবং যয়তুন ও খেজুর (সূরা আবাসা-৮০ ঃ২৯) ।

ডালিম/আনার

তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন; তারপর আমি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; আর আমি তা থেকে সবুজ পাতা উদ্গত করি, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিশষ্ট শস্য-দানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি, আর সৃষ্টি করি আঙ্গুরের বাগান, যায়তুন ও আনারের; এগুলো পরস্পর সদৃশ ও বিসদৃশ । লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতিও অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে । (সূরা আন'আম-৬ ঃ ৯৯) ।

সে বাগানদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে নানা জাতীয় ফল, খেজুর এবং আনার। (সূরা আর রহমান-৫৫ ঃ ৬৮)।

কলা

কাঁদি ভরা কলাগাছ । (সূরা ওয়াকিয়া-৫৬ ঃ ২৯)।

আনজির/ডুমুর

কসম আনজিরের ও যয়তুনের । (সূরা তীন-৯৫ ঃ ১)।

আঙ্গুর

তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান থাকবে, যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে এবং যাতে সব ধরনের ফলমূল থাকবে, যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হবে আর তার থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্ততি, তারপর বয়ে যাবে ঐ বাগানের উপর দিয়ে এক অগ্নিগর্ভ প্রবল ঘূর্ণিঝড়, ফলে বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে ? এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনা বলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার । (সূরা বাকারা-২ ঃ ২৬৬)।

তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন; তারপর আমি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; আর আমি তা থেকে সবুজ পাতা উদ্গত করি, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিশষ্ট শস্য-দানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি, আর সৃষ্টি করি আঙ্গুরের বাগান, যায়তুন ও আনারের; এগুলো পরস্পর সদৃশ ও বিসদৃশ । লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতিও অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে । (সূরা আন'আম-৬ ঃ ৯৯)।

আর পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন ভূখন্ড একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্য ক্ষেত্র, খেজুরের গাছ যার কতক একাধিক শিরবিশিষ্ট ও কতক এক শিরবিশিষ্ট, যা একই পানি দিয়ে সেচ করা হয় । আর ফলের স্বাদে আমি এদের একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি । এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য । (সুরা রা'দ -১৩ ঃ ৪) ।

আর তারা বলে ঃ আমরা কখনও আপনার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি জমিন থেকে আমাদের জন্য একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেন, অথবা আপনার জন্য খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে এবং আপনি সে বাগানের মধ্যে বহু নহর প্রবাহিত করে দিবেন । (সুরা বনী ইসরাইল-১৭ ঃ ৯০-৯১) ।

আর আপনি তাদের কাছে ঐ দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন যাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম এবং এ দু'টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দিয়ে পরিবেষ্টিত করেছিলাম আর এ দু'টির মধ্যে শস্যক্ষেত্রও করে রেখেছিলাম । (সুরা কাহ্ফ-১৮ ঃ ৩২) ।

তারপর আমি সে পানির সাহায্যে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি ; তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর পরিমানে ফল এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (সুরা মু'মিনুন-২৩ ঃ১৯) ।

আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে প্রস্রবণ সমুহ । (সুরা ইয়াসিন-৩৬ ঃ ৩৪) ।
উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর । (সুরা নাবা-৭৮ ঃ ৩২) ।

কোরআনে দ্রষ্টব্য তরিতরকারি সমূহ

আর তোমরা যখন বললে ঃ হে মূসা, আমরা কখনও একই রকম খাদ্যে ধৈর্যধারণ করব না। সুতারাং আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি যেন আমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করেন তরকারি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ । মূসা বলল ঃ তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও ? তাহলে কোন নগরীতে তোমরা অবতরণ কর, সেখানে তোমরা যা চাও তা পাবে । তাদের উপর আরোপিত হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র । আর তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে ঘুরতে রইল । এরূপ হল এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত । তারা নাফরমানি ও সীমালংঘন করেছিল বলেই এমন পরিণতি হয়েছিল । (সুরা বাকারা-২ ঃ৬১) ।

উদ্ভিদ / বৃক্ষ সমূহ

তিনি সেই সত্তা যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন ; তোমাদের জন্য রয়েছে তাতে পানীয় এবং সে পানি থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যাতে তোমরা পশুচারণ কর । (সুরা নাহ্ল-১৬ ঃ১০) ।

আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছিল যে, মৌচাক বানিয়ে নাও পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে । (সুরা নাহ্ল-১৬ ঃ৬৮) ।

মূসা বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, এর উপর আমি ভর দেই এবং এর সাহায্যে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে ফেলি, আর এতে আমার আরও অনেক প্রয়োজন রয়েছে । (সুরা ত্বাহা-২০ ঃ১৮) ।

তুমি কি দেখনি যে, নিশ্চিয় আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে আসমানে, যা কিছু আছে জমিনে, সুর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে এবং অনেক মানুষ এমনও আছে যাদের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি । আর আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই । নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা-ই করে থাকেন । (সুরা আল হাজ্জ-২২ ঃ১৮) ।

যখন মূসা উক্ত আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন উপত্যকার ডান দিক থেকে সেই পবিত্র স্থানটির একটি বৃক্ষ থেকে ডেকে বলা হল ঃ হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, জগতসমূহের পালনকর্তা । (সুরা কাসাস্-২৮ ঃ ৩০) ।

এভাবে সে তাদের উভয়কে ধোঁকা দিয়ে অধঃপতিত করল । তারপর যখন তারা সে গাছের ফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে নগ্ন হয়ে পড়ল এবং তারা বেহেশতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল । তখন তাদের রব তাদের ডেকে বললেন ঃ "আমি কি তোমাদের এ গাছের থেকে নিষেধ করিনি এ বং আমি কি তোমাদের বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?" (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ২২) ।

কোরআনে উদ্ধৃত উদ্ভিদ সমুহ

যায়তুন এবং অন্যান্য

তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন ; তারপর আমি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি ; আর আমি তা থেকে সবুজ পাতা উদ্গত করি, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শষ্য-দানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি, আর সৃষ্টি করি আংগুরের বাগান, যায়তুন ও আনারের ; এগুলো পরস্পর সদৃশ ও বিসদৃশ । লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতিও । অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে । (সূরা আন'আম-৬ ঃ ৯৯) ।

আর তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন বাগানসমূহ, যার কতক মাচান অবলম্বী আর কতক মাচান অবলম্বী নয়, এবং খেজুর বৃক্ষ ও শষ্যক্ষেত্র, যাতে বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, আর যয়তুন ও আনার যা পরস্পর সদৃশ ও বিসদৃশ । এগুলো থেকে ফল খাও যখন ফল বান হয় এবং ফসল কাটার দিন তার হক দান কর এবং অপচয় কর না । নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের ভালবাসেন না । (সূরা আন'আম-৬ ঃ ১৪১) ।

তিনি তোমাদের জন্য এ পানি দিয়ে উৎপাদন করেন শস্য, যায়তুন, খেজুর, আংগুর এবং সব রকম ফল । নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন । (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ ১১) ।
আল্লাহ আসমান ও জমিনের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির দৃষ্টান্ত যেন একটি তাক, তাতে আছে একটি প্রদীপ, সে প্রদীপটি একটি কাঁচের ফানুসের মধ্যে রয়েছে, কাঁচের ফানুসটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, সে প্রদীপ জ্বালানো হয় পূত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দিয়ে, যা পূর্বমুখীও নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয় ; অগ্নি তা স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল নিজেই উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে ; জ্যোতির উপর জ্যোতি । আল্লাহ্ যাকে চান নিজেদের জ্যোতির দিকে হেদায়েত দান করেন । আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন । আর আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে খুব ভালরূপে অবগত আছেন । (সূরা নূর-২৪ ঃ ৩৫) ।

কোরআনে যে সমস্ত উদ্ভিদ রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে

যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি শস্য- বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রতিটি শীষে একশ' করে শস্যকণা । আল্লাহ্ যাকে চান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন । আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ । (সূরা বাকারা-২ ঃ ২৬১) ।

আর যে ভূ-খন্ড উত্তম, তার ফসল তার রবের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং নিকৃষ্ট তাতে কিছুই জন্মায় না কঠোর পরিশ্রম ব্যতিরেকে। এরূপেই আমি বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য বর্ণনা করি। (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ৫৮)।

যে গুলোর মধ্যে সুস্থ্যতার নিয়ামত আছে

আর আপনি ঐ খেজুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন তাতে আপনার কাছে টাটকা পাকা খেজুর ঝরে পড়বে। অতএব আহার করুন ও চক্ষু জুড়ান। (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ২৫-২৬)।

বেহেশ্তের উদ্ভিদ সমূহ

আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আংগুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে প্রস্রবণমূহ। (সূরা ইয়াসিন-৩৬ ঃ ৩৪)।

এবং লম্বা লম্বা খেজুর গাছ, যাতে রয়েছে ঘন সন্নিবেশিত গুচ্ছ (সূরা কাফ-৫০ ঃ ১০)।

সেখানে রয়েছে নানা প্রকার ফল-মূল এবং খোসাযুক্ত খেজুরের বৃক্ষ (সূরা আর-রহমান-৫৫ ঃ ১১)।

সে বাগানদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে নানা জাতীয় ফল, খেজুর এবং আনার (সূরা আর-রহমান-৫৫ ঃ ৬৮)।

তারা থাকবে এমন বাগানে, যেখানে রয়েছে কাটা হীনকুল বৃক্ষ, কাঁদি ভরা কলাগাছ । (সূরা ওয়াকিআ-৫৬ ঃ ২৮-২৯)।

দোযখের উদ্ভিদ সমূহ

কাটাযুক্ত গুল্ম

তাদের জন্য কোন খাদ্য থাকবেনা কাটাযুক্ত শুস্ক লতাগুল্ম ছাড়া। (সূরা গাশিয়া-৮৮ ঃ ৬)।

যাক্কুম

এ সকল আপ্যায়নই উত্তম, নাকি যাক্কুম বৃক্ষ ? (সূরা সাফ্ফাত -৩৭ ঃ ৬২)।

নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ, পাপীদের খাদ্য ; গলিত তাম্রের মত, পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে, যেমন তীব্র উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে। (সূরা জাছিয়া-৪৫ ঃ ৪৩-৪৬)।

অতঃপর হে বিপথগামী মিথ্যারোপকারীরা, তোমাদেরকে অবশ্যই ভক্ষণ করতে হবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে। (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ ৫১-৫২)।

কোরআনে উদ্ধৃত জন্তু সমূহ

তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ পশুর উপকারার্থে । (সূরা নাযিয়াত-৭৯ ঃ ৩৩) ।

তিনি সৃষ্টি করেছেন গবাদিপশুর মধ্যে কতক বোঝা বহনকারী ও কতক ক্ষুদ্রাকার । আল্লাহ্ রিযিক হিসেবে তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করনা, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ; (সূরা আন'আম-৬ ঃ ১৪২) ।

আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ; এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের সম্বল, আরও রয়েছে অনেক উপকার, এবং তা থেকে তোমরা কিছু সংখ্যক খেয়েও থাক । (সূরা নাহ্ল -১৬ ঃ ৫) ।

নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর মধ্যে । আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যস্থল থেকে খাঁটি দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু । (সূরা নহ্ল-১৬ ঃ ৬৬) ।

বন্য জন্তু সমূহ

যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে । (সূরা তাকবীর -৮১ ঃ ৫) ।

বাছুর

আর যখন আমি মূসার সাথে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম, তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে বাছুর বানিয়ে নিয়েছিলে ; তোমরা ছিলে জালিম । (সূরা বাকারা-২ ঃ ৫১) ।

আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা বাছুর বানিয়ে নিজেদের উপর ঘোর অত্যাচার করেছ । সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও এবং নিজেদের হত্যা কর । এটাই কল্যাণকর তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার কাছে। তারপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন । তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা-২ ঃ ৫৪) ।

অতঃপর সামেরী তাদের জন্য একটি গো-শাবক বানিয়ে বের করল, যা শব্দকারী একটি আকৃতি ছিল । কওমের লোকেরা বলল ঃ এটাই তোমাদের মা' বুদ এবং মূসার মা'বুদ, কিন্তু মূসা তা ভুলে গেছে । (সূরা ত্বাহা-২০ ঃ ৮৮) ।

তারপর তিনি নিজের পরিবারের কাছে গেলেন এবং একটি হৃষ্টপুষ্ট ভাজা গো-বাছুর নিয়ে এলেন । (সূরা যারিয়াত-৫১ ঃ ২৬) ।

আর মূসা তো তোমাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট মু'জিযাসহ, তারপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুর বানিয়ে নিয়েছ, তোমরা তো সীমা লংঘনকারী । স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম, বলেছিলাম ঃ দৃঢ়ভাবে ধর যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং শোন । তারা বলেছিল ঃ আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম । কুফরের কারণে তাদের হৃদয়ে বাছুর-প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল । আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস যার আদেশ দেয় তা কতই না মন্দ! (সূরা বাকারা-২ ঃ ৯২-৯৩) ।

গৃহ-পালিত জন্তু

আর এরূপে মানুষ, বিভিন্ন প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তু বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে । আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে । নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল । (সূরা ফাতির-৩৫ ঃ ২৮) ।

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে । তারপর তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু । তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে । তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই । তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই । অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ ? (সূরা যুমার-৩৯ ঃ ৬) ।
তিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা । তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোরও জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এভাবে জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন । কোন বস্তু তাঁর সদৃশ নয় । তিনি সব শুনেন সব দেখেন । (সূরা শূরা - ৪২ ঃ ১১) ।

গরু / গাভী

মূসা বলল ঃ তিনি বলেন, এটি এমন গাভী যা জমি চাষে এবং ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, এটি সুস্থ্য, নিখুঁত । তারা বলল ঃ এবার তুমি সঠিক তথ্য এনেছ । তারপর তারা সেটা জবাই করল, যদিও তারা জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না । (সূরা বাকারা-২ ঃ ৭১) ।

আর বাদশাহ বলল ঃ আমি তো স্বপ্নে দেখেছি সাতটি গাভী খুব মোটাতাজা, এদেরকে খেয়ে ফেলছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী ; এবং দেখেছি সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ । হে পারিষদবর্গ! আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাকে ব্যাখ্যা দাও যদি তোমরা স্বপ্নের তাবীর বলতে পারদর্শী হও । (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৪৩) ।

স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে আদেশ দিয়েছেন । তখন তারা বলেছিল ঃ তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? মূসা বলল ঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি মূর্খদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে । (সূরা বাকারা-২ঃ৬৭) ।

দুম্বা

এ লোকটি আমার ভাই ; এর আছে ৯৯টি দুম্বা আর আমার আছে মাত্র ০১টি দুম্বা । এরপরও সে বলে ঃ ঐটিও আমার জিম্মায় দিয়ে দাও । এবং কথার জোরে সে আমাকে পরাস্ত করে । দাউদ বললেন ঃ এ ব্যক্তি তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবশ্যই জুলুম করেছে । আর অধিকাংশ শরীকরাই একে অন্যের উপর অন্যায় আচরণ করে থাকে, তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে থাকে তারা নয়, অবশ্য এরূপ লোক খুবই বিরল । আর দাউদ বুঝতে পারলেন যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি । অতএব, তিনি স্বীয় রবের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন ও তাঁর অভিমুখী হলেন । (সূরা সাদ-৩৮ ঃ ২৩-২৪) ।

শূকর

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং তা যার উপর জবাইর সময় আল্লাহ্র নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে । কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয় তার কোন পাপ হবে না । নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা বাকারা-২ ঃ ১৭৩) ।

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা পশু, উচ্চস্থান থেকে পতনের কারণে মৃত পশু, শিং-এর আঘাতে মৃত পশু, হিংস্র জানোয়ারে ভক্ষণ করা পশু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ, তাছাড়া যা মূর্তিপূজার বেদীতে বলি দেয়া হয় এবং যা লটারীর তীর দিয়ে ভাগ হয় । এসব পাপ কাজ । আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে নিরাশ হয়ে পড়েছে । সুতরাং তাদের ভয় কর না, বরং আমাকেই ভয় কর । আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম । যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়ে কিন্তু কোন পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তবে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা মায়িদাহ-৫ঃ৩) ।

গাধা

আর তুমি তোমার চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বণ করবে এবং তোমার কন্ঠস্বর নিচু রাখবে । নিঃসন্দেহে স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অধিক না পছন্দনীয় । (সূরা লুকমান -৩১ ঃ ১৯) ।

যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত বন্যা গাধা । (সূরা কিয়ামা-৭৫ ঃ ৫০) ।

যাদেরকে তাওরাত অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তদনুযায়ী আমল করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে । কত নিকৃষ্ট তাদের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে! আর আল্লাহ জালিম কওমকে সৎপথে পরিচালিত করেন না । (সূরা জুমু'আ-৬২ ঃ ৫) ।

ঘোড়া

মানুষের কাছে মনোরম করা হয়েছে আকর্ষণীয় কাম্য বস্তুসমূহের মহব্বত - যেমন নারীর, সন্তান-সন্ততির, স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গবাদি-পশুরাজির এবং ক্ষেত-খামারের। এ সবই হল পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু । আর আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। (সূরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ১৪)।

আর তোমরা প্রস্তুত রাখবে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু তোমাদের সাধ্য হয় অস্ত্রাদি ও অশ্ববাহিনী থেকে, এসব দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরও যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর যা কিছু তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে তা তোমাদের পুরাপুরিই প্রত্যর্পণ করা হবে এবং তোমাদের প্রতি মোটেও অবিচার করা হবে না। (সূরা আনফাল-৮ ঃ ৬০)।

যখন সন্ধ্যার সময় তার সামনে পেশ করা হল উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি, তখন তিনি বললেন ঃ আমি তো আমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে সম্পদের মোহে মশগুল হয়ে পড়েছি, এমনকি সূর্য পর্দার আড়ালে চলে গেছে। (সূরা সাদ - ৩৮ ঃ ৩১-৩২)।

আর আল্লাহ ইহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে গণীমত দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছে বিজয়ী করে দেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (সূরা হাশর-৫৯ ঃ ৬)।

কসম ঐ সমস্ত অশ্বের যারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, যারা পায়ের ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে। (সূরা আদিয়াত-১০০ ঃ ১-২)

ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা

তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু যা তোমরা জান না। (সুরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ৮) ।

উট

সালেহ বললেন ঃ এটি একটি উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা, আর তোমাদের জন্যও আছে পানি পানের পালা, নির্দিষ্ট এক এক দিনে । (সুরা শু'আরা-২৬ ঃ১৫৫) ।

আবার সেই পান করাও পিপাসার্থ উটের ন্যায় । (সুরা ওয়াকিআ -৫৬ ঃ৫৫) ।

আর আল্লাহ ইহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যে গণীমতে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছে বিজয়ী করে দেন । আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । (সুরা হাশর-৫৯ ঃ৬) ।

যেমনতা পীত বর্ণের বড় বড় উট । (সুরা মুরসালাত -৭৭ ঃ ৩৩) ।

যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী সমুহ উপেক্ষীত হবে । (সুরা তাকবীর -৮১ ঃ ৪) ।

তবে কি তারা উটের প্রতি লক্ষ্য করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে ? (সুরা গাশিয়া-৮৮ ঃ ১৭) ।

তখন তাদেরকে আল্লার রাসূল বললেন ঃ আল্লাহর উটনী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সাবধান হও । কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল এবং উটনীটিকে বধ করল । ফলে তাদের রব তাদের পাপের কারণে তাদের উপর সর্বগ্রাসী ধ্বংস প্রেরণ করে একাকার করে দিলেন। (সুরা শাম্‌স -৯১ ঃ ১৩-১৪) ।

পাখি

এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসুল হিসেবে মনোনীত করবেন । সে বলবে ঃ আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের প্রতি পালকের তরফ থেকে নিদর্শন নিয়ে । তা এই যে, তোমাদের জন্য আমি কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতির ন্যায় আকার গঠন করব, তারপর তাতে ফুঁৎকার দেব, ফলে তা আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হবে । আর আমি আরোগ্য করব জন্মান্ধকে ও শ্বেতকুষ্ট রোগীকে এবং জীবিত করব মৃতকে আল্লাহর হুকুমে । আর আমি তোমাদের বলে দেব যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা তোমাদের ঘরে মওজুদ কর। নিশ্চয় এতে রয়েছে যথেষ্ট প্রমাণ তোমাদের জন্য যদি তোমরা মু'মিন হও । (সুরা আলে ইমরান-৩ ঃ ৪৯) ।

যখন আল্লাহ বলবেন ঃ "হে ঈসা ইবন মারইয়াম! তুমি স্মরণ কর তোমার প্রতি ও তোমার মায়ের প্রতি আমার নেয়ামতের কথা, যখন আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম জিব্রাঈলকে দিয়ে, তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে মাতৃক্রোড়েও এবং পরিণত বয়সেও ; আর যখন আমি তোমকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব, হেকমত, তাওরাত ও ইনজিল ; আর যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে আমার আদেশে পাখী সদৃশ আকৃতি তৈরি করতে এবং তাতে ফুঁদিতে, ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেত ; আর আমার আদেশে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ট রোগীকে নিরাময় করতে ; আর যখন তুমি আমার আদেশে মৃতকে (কবর থেকে) বের করে নিয়ে আসতে ; আর যখন আমি নিবৃত্ত রেখেছিলাম বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে, যখন তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমানাদি নিয়ে এসেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলেছিল ঃ এ তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয় "(সুরা মায়িদাহ-৫ ঃ১১০) ।

আর পৃথিবীতে যত প্রকার বিচরণশীল প্রানী আছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদেরই মত এক একটি উম্মত। আমি কোন কিছু কিতাবে লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি । অবশেষে সবাইকে তাদের রবের কাছে একএ করা হবে । (সুরা আন'আম-৬ ঃ ৩৮) ।

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই এবং উড়ন্ত পক্ষীকুলও ? প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রার্থনা ও তাসবীহ-এর পদ্ধতি অবগত আছে ; এবং তারা যা করে আল্লাহ তা সম্যক জ্ঞাত । (সূরা নূর -২৪ ঃ ৪১) ।

আর আমি দাউদকে তো দিয়েছিলাম আমার তরফ থেকে প্রাচুর্য, (যেমন বলেছিলাম) হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে পুন ঃ পুন ঃ আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এ বং পক্ষীকুলকেও এরুপ নির্দেশ দিয়েছিলাম । আর তার জন্য আমি লৌহকে নরম করেছিলাম । (সুরা সাবা-৩৪ ঃ১০) ।

এবং পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সকলেই ছিল তাঁর অভিমুখী । (সুরা সাদ-৩৮ ঃ ১৯) ।

এবং তাদের রুচি সম্মত পাখির গোশ্ত নিয়ে । (সুরা ওয়াকিআ -৫৬ ঃ ২১) ।

তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উপরে পক্ষীকুলের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে এবং তা গুটিয়ে নেয় ? কেউ তাদেরকে শূন্যে স্হির রাখেননি, দয়াময় আল্লাহ ব্যতিরেকে । তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা । (সুরা মুলক-৬৭ ঃ ১৯) ।

আর তিনি পাঠালেন তাদের বিরুদ্ধে দলে দলে আবাবীল পাখি ।(সুরা ফীল -১০৫ ঃ৩) ।

কাক

তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে মাটি খনন করতে লাগল, তাকে দেখাবার জন্য যে, কিভা ব সে তার ভাইয়ের শবদেহ গোপন করবে । সে বলল ঃ আফসোস ! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না যে, আমার ভাইয়ের শবদেহ গোপন করতে পারি ? তারপর সে অনুতপ্ত হল । (সুরা মায়িদাহ-৫ ঃ ৩১) ।

তিতির (সালওয়া)

আর আমি মেঘমালা দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি মান্না ও সালওয়া । "তোমরা খাও সেসব পবিত্র বস্তু যা আমি তোমাদের দান করেছি ।" তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল । (সুরা বাকারা-২ ঃ ৫৭) ।

আর আমি তাদের বারটি গোত্রে বিভক্ত করে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দল নির্ধারিত করে ছিলাম । যখন মুসার কাছে তার কওম পানি চাইল তখন আমি তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, " তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর " । ফলে তা থেকে ফুটে বেরিয়ে এল বারটি প্রস্রবণ । প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ পানস্হান । আর আমি মেঘ দিয়ে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম এবং তাদের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম (এবং বলেছিলাম) তোমরা আহার কর তোমাদের যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে । তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করছিল । (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ১৬০) ।

হে বনী ইসরাঈল ! আমি তো তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রুর কবল থেকে এবং আমি তোমাদেরকে তূর পাহাড়ের ডান পার্শ্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম । (সুরা ত্বাহা-২০ ঃ ৮০) ।

মাছ

তারপর যখন তারা চলতে চলতে দুই সাগরের সঙ্গমস্হলে পৌঁছলেন, তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেলেন । আর মাছটি সুড়ঙ্গের মত পথ করে সাগরের মধ্যে চলে গেল । (সুরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ৬১) ।

সঙ্গী বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখন্ডের কাছে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম । শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল । আর মাছটি সাগরের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ ধরে চলে গেল । (সুরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ৬৩) ।

তারপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন । (সুরা সাফ্‌ফাত-৩৭ ঃ ১৪২) ।

সিংহ

যেন তারা ভীত-সন্ত্রাস্ত বন্য গাধা, যা সিংহ থেকে পলায়ন করছে । (সুরা মুদ্দাচ্ছির-৭৪ ঃ ৫০-৫১) ।

হাতি

আপনি কি দেখেননি, আপনার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন ? (সুরা ফীল-১০৫ ঃ ১) ।

ডাঁশ-মশা

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না উপমা দিতে কোন বস্ত দিয়ে, হোক তা মশা কিং বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কিছু । সুতরাং ঈমান এনেছে তারা জানে যে, তাদের পালনকর্তার তরফের এ উপমা নির্ভুল ও সঠিক । কিন্ত যারা কাফের তারা বলে, আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে এ তুচ্ছ বস্তুর উপমা দিয়েছেন ? এ দিয়ে আল্লাহ অনেককে বিপথগামী করেন এবং অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন । তবে ফাসেকদের ছাড়া অন্য কাকে তিনি এরুপ উপমা দিয়ে গোমরাহ করেন না । (সুরা বাকারা-২ ঃ২৬) ।

মৌমাছি

আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানিয়ে নাও পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে ; তারপর চোষণ করে নাও প্রত্যেক ফুল থেকে এবং চল স্বীয় রবের সহজ - সরল পথে । তার পেট থেকে বের হয় নানা রঙের পানীয়, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার । নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন । (সুরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ৬৮-৬৯) ।

পঙ্গপাল

সেদিন তারা অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় বের হবে । (সুরা কামার-৫৪ ঃ৭) ।

অতঃপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ; এগুলো ছিল স্পষ্ট মু'জিযা । কিন্তু তারা অহংকারই করতে রইল, আর তারা ছিল অপরাধী কওম । (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ১৩৩) ।

মাকড়সা

যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবকরুপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত ঐ মাকড়সার ন্যায়, যে একটি ঘর বানিয়েছে ঃ এবং নিঃসন্দেহে সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই অধিক দুর্বল । যদি তারা জানত । (সুরা আনকাবুত -২৯ ঃ ৪১) ।

ঘুণ কীট

অতঃপর যখন আমি তার প্রতি মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম তখন কোন কিছুই তাদেরকে তার মৃত্যুর বিষয় জানায়নি ঘুণকীট ব্যতিরেকে, যা তার লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল । যখন তিনি পড়ে গেলেন, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েবী বিষয় জানত তবে তারা এ অপমানকর আযাবে অবস্হান করত না । (সুরা সাবা-৩৪ ঃ ১৪) ।

সাপ

অতঃপর তিনি নিক্ষেপ করলেন, তৎক্ষনাৎ তা এক ধাবমান সাপে পরিণত হলো । (সুরা ত্বাহা-২০ ঃ ২০) ।

আর আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি ; অতঃপর যখন তিনি লাঠিটিকে দেখলেন যে, সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করছে, তখন তিনি পৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন করলেন, পেছনে ফিরেও দেখলেন না । হে মুসা ! ভয় করবেন না । নিশ্চয় আমি তো আছি, আমার কাছে রাসুলগন ভয় পায় না । (সুরা নামল-২৭ ঃ ১০) ।

এবং আরও বলা হল ঃ তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর । তারপর যখন তিনি লাঠিকে সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন তখন তিনি পৃষ্টপ্রদর্শন করে পলায়ন করলেন, পেছনে ফিরেও তাকালেন না । তখন তাকে বলা হল ঃ হে মুসা! সামনে এস, ভয় কর না ; অবশ্যই তুমি নিরাপদ । (সূরা কাসাস্-২৮ ঃ ৩১) ।

মাছি

হে মানুষ ! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হল, মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের পূজা কর, তার তো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে কখনও পারবে না, যদিও এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হয় । আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা তাও তার কাছ থেকে উদ্ধার করেত পারবে না । পূজারী ও দেবতা উভয়ই কত অক্ষম ! (সূরা আল হাজ্জ -২২ ঃ৭৩) ।

রুপক / উপমা হিসেবে কোরআনে ব্যবহৃত জন্তু সমূহ

যারা কুফরী করে তাদের উদাহরণ এমন, যেন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা কোন কিছুই শোনে না হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া বধির, মূক, অন্ধ । সুতরাং তারা কিছুই বুঝবে না । (সুরা বাকারা-২ ঃ ১৭১) ।

আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য এমন অনেক জ্বিন ও মানুষ যাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এ বং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না । তারা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তারা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর । তারাই গাফেল- উদাসীন । (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৭৯) ।

নিশ্চয় আল্লাহ্ দাখিল করবেন সে সকল লোককে, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে এমন বেহেশতে যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমুহ। আর যারা কুফরী করেছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেছে এবং চতুস্পদ জন্তুরা যেভাবে খায় সেভাবে খেয়েছে, তাদের বাসস্হান দোযখ । (সুরা মুহাম্মদ-৪৭ ঃ ১২) ।

বানর এ বং শূকরের মত

তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল, তোমরা তাদের ভালরুপে জানতে । আমি তাদের বলেছিলাম ঃ তোমরা ঘৃর্ণিত বানর হয়ে যাও । (সূরা বাকারা-২ ঃ ৬৫) ।
আপনি বলুন ঃ আমি কি তোমাদের বলে দেব, এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণাম কার রয়েছে, আল্লাহর কাছে ? যাকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, যার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকরে রুপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা তাগূতের উপাসনা করে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ থেকেও বহু দূরে বিচ্যুত । (সুরা মায়িদাহ-৫ ঃ৬০) ।

কুকুরের মত

অবশ্য আমি যদি চাইতাম তবে তাকে সে নিদর্শনা বলীর বদৌলতে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল । ফলত ঃ তার অবস্হা কুকুরের মত ; যদি তুমি তাকে আক্রমন কর তবুও সে হাঁপাতে থাকে, অথবা যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও তবুও সে হাঁপাতে থাকে । এ হল সে সকল লোকের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে । অতএব আপনি এসব বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা করে । (সুরা আ'রাফ -৭ ঃ ১৭৬) ।

গাধার মত

যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত বন্য গাধা। (সূরা কিয়ামা-৭৫ ঃ ৫০)।

যে সমস্ত জন্তুদের মানুষের করায়ত্ত্ব করা হয়েছে

আর আমি মেঘমালা দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি মান্না ও সালওয়া । “ তোমরা খাও সেসব পবিত্র বস্তু যা আমি তোমাদের দান করেছি।” তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল। (সূরা বাকারা-২ ঃ৫৭) ।

তিনি সৃষ্টি করেছেন গবাদিপশুর মধ্যে কতক বোঝা বহনকারী ও কতক ক্ষুদ্রাকার । আল্লাহ্ রিযিক হিসেবে তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ; (সূরা আন'আম-৬ ঃ১৪২) ।

আর তোমরা প্রস্তুত রাখবে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু তোমাদের সাধ্য হয় অস্ত্রাদি ও অশ্ববাহিনী থেকে, এসব দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরও যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর যা কিছু তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে তা তোমাদের পুরাপুরিই প্রত্যর্পণ করা হবে এবং তোমাদের প্রতি মোটেও অবিচার করা হবে না। (সূরা আনফাল-৮ ঃ ৬০)।

আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ; এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের সম্বল, আরও রয়েছে অনেক উপকার, এবং তা থেকে তোমরা কিছু সংখ্যক খেয়েও থাক । আর তোমাদের জন্য এদের মধ্যে শোভাও রয়েছে, যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে এদেরকে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন চারণভূমিতে নিয়ে যাও। আর এরা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমন শহরে যেখানে তোমরা পেঁৗছতে পারতে না নিজেদেরকে শ্রান্ত ক্লান্ত করা ব্যতিরেকে । নিশ্চয় তোমাদের রব অতিশয় কৃপাশীল, পরম দয়ালু। তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু যা তোমরা জান না (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ৫-৮) ।

নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর মধ্যে । আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্হিত গোবর ও রক্তের মধ্যস্হল থেকে খাঁটি দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু । আর খেজুর ফল ও আঙ্গুর থেকে তোমরা মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করে থাক; অবশ্যই এতে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন । আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানিয়ে নাও পাহাড়ে, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহে নির্মাণ করে তাতে; তারপর চোষন করে নাও প্রত্যেক ফল থেকে এবং চল স্বীয় রবের সহজ-সরল পথে । তার পেট থেকে বের হয় নানা রঙের পানীয়, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার । নিশ্চিয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নির্দশন । (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ৬৬-৬৯)।

আর আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে আবাসের জায়গা এবং তিনি করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্হা; তোমরা তা সফর কালে সহজে বহন করতে পার এবং অবস্হানকালে সহজে খাটাতে পার; আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্হা করেন পশম, লোম ও চুল থেকে কিছুকালের আসবাবপত্রাদি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি । (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ৮০) ।

আর উটকে আমি করেছি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শনা বলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন, তোমাদের জন্য এতে রয়েছে মঙ্গল । সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো অবস্হায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর ; তারপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা থেকে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে এবং যাচঞাকারী অভাবগ্রস্তদেরকেও । আমি এভাবে ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যেন তোমরা শোকর কর। (সূরা আল হাজ্জ-২২ ঃ৩৬) ।

নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে চতুষ্পদ জন্তর মধ্যে শিক্ষাণীয় বিষয় ; আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্হিত বস্তু থেকে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে তাদের মধ্যে অনেক উপকারিতা এবং তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর, এবং তোমরা তাদের পিঠে ও নৌযানে আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক । (সূরা মু'মিনুন-২৩ ঃ২১-২২)।

তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে ? অত ঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়। আর আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা খায়। তাদের জন্য এগুলোর মধ্যে রয়েছে আরও অনেক উপকারিতা এবং নানা ধরনের পানীয় । তবুও কি তারা শুকরিয়া আদায় করবে না । (সূরা ইয়াসিন-৩৬ ঃ ৭১-৭৩)।

তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের কোনটিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার কর এবং কোনটিকে আহার কর। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে নানাবিধ উপকার । আর যেন তোমরা এতে আরোহণ করে তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার । আর এগুলোর উপর এবং নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয় । (সূরা মু'মিন-৪০ ঃ৭৯-৮০)।

বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ্‌র বর্ষিত রহমত সমূহ

পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ্‌র বর্ষিত রহমত সমূহ

পৃথিবীতেও তাদেরকে আল্লাহ্‌ উন্নত জীবন দান করেন

যে নেক কাজ করে এবং সে মু'মিন, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, আমি তাকে অবশ্যই দান করব এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করত তার জন্য তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব (সূরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ৯৭)।

আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের হৃদয় ঐক্যবদ্ধ করে দেন

আর তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না । আর স্বরণ কর আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহ যা তোমাদের উপর রয়েছে-তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, আল্লাহ্‌ তোমাদের হৃদয়ে মহব্বত সৃষ্টি করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে । তোমরা ছিলে এক অগ্নিকুন্ডের কিনারে, আল্লাহ্‌ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেন । এরূপে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলতে পার । (সূরা আলে-ইমরান-৩ ঃ১০৩)।

তবে তারা যদি আপনাকে ধোকা দিতে চায়, তাহলে আপনার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট । তিনি সেই সত্তা যিনি আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মু'মিনদের মাধ্যমে । আর তিনি তাদের অন্তরে ঐক্য-প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেন না । কিন্তু আল্লাহ্‌ই তাদের মধ্যে প্রীতি স্হাপন করেছেন । নিশ্চয় তিনি প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময় । হে নবী ! আল্লাহ্‌ই আপনার জন্য যথেষ্ট এবং মু'মিন আপনার অনুসরণ করে তারা । হে নবী! আপনি মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে ২০জন দৃঢ়পদ লোক থাকে তবে তারা ২০০'শর উপর জয়লাভ করবে । আর যদি তোমাদের মধ্যে ১০০শ' জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফেরের উপর জয়লাভ করবে, কেননা তারা এমন লোক যারা বোঝে না । (সূরা আন্‌ফাল-৮ ঃ৬২-৬৫)।

বিশ্বাসীদের সঙ্গী

আর যে ব্যক্তি আনুগত্য করবে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের, এরূপ ব্যক্তিরা সে ব্যক্তিদের সঙ্গী হবেন যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন, তারা হলেন ঃ নবী , সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ। আর কত উত্তম সঙ্গী এরা । (সূরা নিসা-৪ ঃ৬৯)।

আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের পছন্দ করেন

এমনিভাবে তোমার রব তোমাকে করবেন এবং তোমাকে শিক্ষা দেবেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর পূর্ণ করবেন তাঁর অনুগ্রহ তোমার প্রতি ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন তিনি ইতিপূর্বে তা পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি । নিশ্চয় তোমরা রব সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা । (সূরা ইউসূফ-১২ ঃ ৬)।

আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের সমস্ত কিছুই দিয়েছেন যা তারা আশা করেছেন

যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকেই । যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা কর, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবেন না নিশ্চয় মানুষ বড়ই সীমালংঘনকারী, অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইব্‌রাহীম-১৪ ঃ ৩৪)।

যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ১৮)।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের গৃহকে দান করেছেন নিরাত্তা ও শান্তির জায়গা

আর আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে আবাসের জায়গা এবং তিনি করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্হা ; তোমরা তা সফরকালে সহজে বহন করতে পার এবং অবস্হানকালে সহজে খাটাতে পার ; আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্হা করেন এগুলোর পশম, লোম ও চুল থেকে কিছুকালের আসবাপত্রাদিও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি । (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ৮০) ।

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি শান্তি বর্ষন করেন এবং তাদের হৃদয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করেন

নিশ্চয় আমি আপনাকে এক প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, যেন আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং পূর্ণ করেন আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, আর আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন, এবং আল্লাহ্ আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য । তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি করে নেয় । আসমান ও জমিনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই জন্য । আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় । তা এজন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে বেহেশ্তে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন । এটাই আল্লাহ্র সমীপে মহা সাফল্য । (সূরা ফাত্হ -৪৮ ঃ১-৫) ।

বিশ্বাসীরাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী

মূসা তার কওমকে বলল ঃ তোমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর ; এ জমিন তো আল্লাহ্র, তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন । আর শেষ সফলতা তো মোত্তাকীদের জন্য । (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ১২৮) ।

আর তিনি তোমাদেরকে মালিক করে দিলেন তাদের জমিনের, তাদের বাড়ি-ঘরসমূহের, তাদের ধন-সম্পদের এবং এমন জমিনেরও যার উপর তোমরা এখনও পা রাখনি । আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । (সূরা আহ্যাব-৩৩ ঃ ২৭) ।

আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকর রক্ষা করে, এবং যারা নিজেদের নামাযের হেফাযত করে, তারাই হবে উত্তরাধিকারী, তারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । (সূরা মু'মিন-২৩ ঃ ৮-১১) ।

সুলায়মান উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন দাউদের এবং তিনি বলেছিলেন ঃ হে মানুষ! আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সর্বপ্রকার বস্তু থেকে প্রদান করা হয়েছে । নিশ্চয় এটা তো সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব । (সূরা নামল-২৭ ঃ১৬) ।

আল্লাহ্ই সমস্ত অভাব মুক্ত করেন

তিনি পেয়েছেন আপনাকে নিঃস্ব অবস্হায়, তার পর অভাব মুক্ত করেছেন । (সূরা দোহা-৯৩ ঃ৮) ।

কোন কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না

আল্লাহ্ মোত্তাকীদেরকে নাজাত দেবেন তাদের সাফল্যের সাথে, কোন প্রকার কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না (সূরা যুমার-৩৯ ঃ৬১) ।

বিশ্বাসীদের ইহ্জগত ও পরজগত উভয় জগতেই কল্যাণ দান করা হবে

এ বং তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে বলে ঃ হে আমাদের প্রভু ; এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এ বং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং দোযখের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর । এদেরই জন্য অংশ রয়েছে এরা যা অর্জন করেছে তাতে । আর আল্লাহ অতি দ্রুতি হিসাব গ্রহনকারী । (সুরা বাকারা-২ ঃ২০১-২০২) ।
যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করেছিল তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের রব কি নাযিল করেছেন ? তারা বলবে ঃ মহা কল্যাণ । যারা এ দুনিয়ায় নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আখেরাতের আবাস আরো উত্তম । মোত্তাকীদের আবাসস্থল কত চমৎকার । (সুরা নাহ্ল-১৬ ঃ ৩০) ।

নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের দলভূক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর নেয়ামতের শোকরগুজার । আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন সরল সঠিক পথে । আর আমি তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছিলাম এবং আখেরাতেও তিনি হবেন নেককারদের অন্যতম । (সুরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ১২০-১২২) ।

এ সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাঁর সেসব বান্দাকে, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে। আপনি বলুন ঃ "আমি আমার দাওয়াতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্প্রীতি ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করি না।" যে কেউ কোন উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে আরও সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমতাশীল, অতিশয় গুণগ্রাহী । (সুরা শুরা-৪২ ঃ২৩) ।

যে নেক কাজ করে এবং সে মু'মিন, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, আমি তাকে অবশ্যই দান করব এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করত তার জন্য তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব । (সুরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ৯৭) ।

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের তাঁর ক্ষমতার আধিপত্য দান করেন

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, যেমন তিনি আধিপত্য দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন ; এবং অবশ্যই তিনি তাদের ভয়-ভীতির পরে তা পরিবর্তিত করে দেবেন নিরাপত্তা । তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর যারা এরপরও নাশোকরী করবে, তারাই তো নাফারমান । (সুরা নূর-২৪ ঃ৫৫) ।

তারাই সুখী এবং সফলকাম

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই প্রকৃত সফলকাম। তাদের রব তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় অনুগ্রহের ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী নেয়ামত । (সুরা তাওবা-৯ ঃ ২০-২১) ।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দেন

তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতেও। আল্লাহর বাণী কোন হেরফের হয় না। এটাই মহা সাফল্য । (সুরা ইউনুস-১০ ঃ ৬৪) ।

আর যারা তাগুতের পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্ অভীমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর তার মধ্যে যা উত্তম সে অনুযায়ী কাজ করে । এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালত করেছেন এবং এরাই তারা যারা জ্ঞানবান । (সুরা যুমার-৩৯ ঃ ১৭-১৮) ।

নিশ্চয় যারা বলে ঃ "আমাদের রব আল্লাহ," তারপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হয় (এবং বলে) ঃ তোমরা ভয় করো না এবং চিন্তাও করো না, আর আনন্দিত হও সেই জান্নাতের জন্য যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। আমরাই তোমাদের বন্ধু ছিলাম দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও থাকব। সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং সেথায় তোমাদের জন্য আছে যা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করবে। এটা হবে সাদর আপ্যায়ন পরম ক্ষমাশীল পরম দায়ালু আল্লাহর তরফ থেকে । (সুরা আস্ সাজদা-৪১ ঃ ৩০-৩২) ।

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা লুকমান-৩১ ঃ ৮-৯) ।
যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তোমরা কখনও তাদের মৃত ধারণা কর না ; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত। তারা পরিতুষ্ট তাতে যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন নিজ অনুগ্রহে এবং তারা আনন্দ প্রকাশ করেছে তাদের ব্যাপারে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের পেছনে রয়ে গেছে। কারণ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দু ঃখিতও হবে না। তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহর তরফ থেকে নেয়ামত ও অনুগ্রহ লাভের জন্য। আর আল্লাহ তো মু'মিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। আহত হওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের মধ্যে যারা ভালকাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। তারা এমন মানুষ যে, লোকেরা তাদের বলেছিল ঃ নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে কাফেররা বিরাট সাজ-সরঞ্জামের

সমাবেশ করেছে, সুতারাং তোমরা তাদের ভয় কর। একথা তাদের ঈমানের তেজ বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল ঃ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক। তারপর তারা ফিরে এল আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে, কোন অমঙ্গলই তাদের স্পর্শ করেনি। আর আল্লাহ যাতে রাজি তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আলল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল । (সুরা আলে ইমরান-৩ ঃ১৬৯-১৭৪) ।

বিশ্বাসীদের আত্মা প্রশান্ত এবং সন্তুষ্ট

হে প্রশান্ত আত্মা ! তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এস এমনভাবে যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট । (সুরা ফাজর-৮৯ ঃ২৭-২৮) ।

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সাহায্য করেন

আমি অবশ্যই সাহায্য করব আমার রাসুলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষ্যদাতারা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দাঁড়াবে সেদিনও। (সুরা মু'মিন-৪০ ঃ ৫১) ।

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা, যখন এক সম্প্রদায় সংকল্প করেছিল তোমাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে, তখন তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিয়েছিলেন। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে। আর আল্লাহরই উপর যেন মু'মিনরা ভরসা করে। (সুরা মায়িদাহ-৫ ঃ ১১) ।

যদি তোমরা রাসুলকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বহিস্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ বিষণ্ন হবে না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। তারপর আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি তাঁর উপর নাযিল করলেন এবং তাঁকে শক্তিদান করলেন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের কথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহর বাণীই সর্বোপরি সমুন্নত। আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা তাওবা-৯ ঃ ৪০) ।

যারা বহিস্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে, শুধু এজন্য যে, তারা বলে ঃ "আমাদের রব আল্লাহ।" আর আল্লাহ যদি মানুষের একদলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত নাসারাদের আশ্রম ও গীর্জা, ইহুদীদের সিনাগগ এবং মসজিদসমুহ যাতে অধিক পরিমানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত। তারা এমন লোক, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং নেক কাজের পরিণাম তো আল্লাহরই হাতে। (সুরা আল হাজ্জ-২২ ঃ ৪০-৪১) ।

অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল দুটো দলের পরস্পরের মোকাবেলার মধ্যে- একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল আর অন্য দলটি ছিল কাফেরদের- তারা মুসলিমদের স্বচক্ষে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে চান নিজ সাহায্যে শক্তি দান করেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। (সুরা আলে ইমরান-৩ ঃ ১৩) ।

আর এ তো সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ বদর যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা শোকরগুজারী করতে পার। স্মরণ কর, আপনি যখন মু'মিনদের বলেছিলেন ঃ তোমাদের জন্য একি যথেষ্ট নয় যে, আসমান থেকে নাযিল হওয়া তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন ? হাঁ, অবশ্যই। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর ; তবে কাফের বাহিনী অতর্কিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন । এটা তো আল্লাহ শুধু এ জন্য করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয়, যাতে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো শুধুমাত্র পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে । (সুরা আলে ইমরান-৩ ঃ ১২৩-১২৬) ।

আর আমি তো প্রেরণ করেছিলাম আপনার পূর্বে বহু রাসুল তাদের নিজ নিজ কওমের কাছে, তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, যারা অপরাধমূলক কাজ করেছিল। আর মু'মিনদের সাহায্য করা তো আমার দায়িত্ব । (সুরা রূম-৩০ ঃ ৪৭) ।

বেহেশতে বিশ্বাসীদের উপরে আল্লাহর দয়া বর্ষিত হবে

বিশ্বাসীদের কাজে প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তাদের বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবে

স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও এবং প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে, বলবে ঃ তোমাদের প্রতি অনাবিল শান্তি বর্ধিত হোক, কেননা তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে, আর তোমাদের এ পরিণাম কত উত্তম ! (সূরা রা'দ-১৩ ঃ ২৩-২৪) ।

তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ তাদের ধৈর্যধারণের জন্য এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে দোয়া ও সালাম সহকারে ; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে । তা কত উত্তম আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান ! (সূরা ফুরকান-২৫ঃ৭৫-৭৬) ।

যাদের জান কবজ করে ফেরেশতারা তাদের পবিত্র থাকা আবস্থায় । ফেরেশতারা বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । তোমরা যা করতে তার প্রতিদান জান্নাতে প্রবেশ কর । (সূরা নাহ্‌ল-১৬ ঃ ৩২) ।

সেদিন যাকে তার আমলনামা তার ডানে হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ নাও তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ ; আমি তো জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সন্মুখীন হতে হবে । সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবনযাপন করবে, সুমহান জান্নাতে, যার ফলসমূহ ঝুকে থাকবে, তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা সানন্দে খাও ও পান কর, তোমরা বিগতকালে যা করেছিলে তার বিনিময়ে । (সূরা হাককা-৬৯ ঃ ১৯-২৪) ।

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের বেহেশ্‌তে বিশাল রাজ্য এবং জাকজমক পূর্ণ জীবন দান করবেন

আর যখন তুমি সেথায় দেখবে, তখন দেখতে পাবে বিপুল নেয়ামত এবং বিশাল রাজ্য । (সূরা দাহর-৭৬ ঃ ২০) ।

তারা সেথায় পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে । আর বাগানদ্বয়ের ফল তাদের কাছে ঝুলতে থাকবে ; (সূরা আর-রহমান - ৫৫ ঃ ৫৪) ।

বিস্বাসীদের সেখানে বাগানে প্রবেশ করানো হবে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে অবশ্যই আমি দাখিল করব তাদের জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ । আর আমি তাদের দাখিল করব চির স্নিগ্ধ ছায়ায় । (সূরা নিসা-৪ ঃ ৫৭) ।

আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের গুনাহসমূহ এবং দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, প্রবাহিত হতে থাকবে যার নিম্নদেশে নহরসমূহ এবং এমন মনোরম গৃহে যা রয়েছে অনন্তকাল বাসের জন্য । এটাই মহা সাফল্য । (সূরা সাফ-৬১ ঃ ১২) ।

মহামহিমান্বিত তিনি, যিনি ইচ্ছে করলে আপনাকে দিতে পারেন তদপেক্ষা উত্তম বস্তু । অনেক বাগ- বাগিচা, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং আপনাকে আরও দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ । (সূরা ফুরকান-২৫ ঃ ১০) ।

মোত্তাকীদেরকে যে বেহেশতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে তার অবস্থা এরূপ ঃ সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু শরাবের নহর, আছে পরিশোধিত স্বচ্ছ মধূর নহর এবং তাদের জন্য সেখানে থাকবে সর্বপ্রকারের ফলমূল এবং তাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা। মোত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা অনন্তকাল দোযখে থাকবে এবং যাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে যা তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ? (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ ঃ১৫) ।

বিশ্বাসীরা থাকবে ঝরণা বহুল স্থানে

নিশ্চয় মোত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝরনা বহুল স্থানে, (সূরা মুরসালাত-৭৭ ঃ ৪১) ।

জান্নাতের এমন এক ঝরনা থাকে, যার নাম “সালসাবীল” । (সূরা দাহর-৭৬ ঃ১৮) ।

বেহেশ্‌ত হবে সবুজ

বাগান দুটি গাড়ো সবুজ বর্ণের । (সূরা আর'রহমান-৫৫ ঃ৬৪) ।

উক্ত বাগানদ্বয় বহু শাখা- পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ হবে । (সূরা আর' রহমান-৫৫ ঃ৪৮) ।

বেহেশ্‌তে থাকবে স্নীগ্ধছায়া

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে অবশ্যই আমি দাখিল করব তাদের জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ । আর আমি তাদের দাখিল করব চির স্নিগ্ধ ছায়ায় । (সূরা নিসা-৪ ঃ ৫৭) ।

সেথায় তারা পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে সমাসীন হবে, সেখানে তারা অতিশয় গরমও বোধ করবে না এবং অতিশয় শীতও বোধ করবে না। আর তার বৃক্ষছাড়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলাদি সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তে থাকবে। (সূরা দাহর-৭৬ ঃ১৩-১৪) ।

সেখানে থাকবে সুউচ্চ কক্ষ এবং প্রাসাদ

মহামহিমান্বিত তিনি, যিনি ইচ্ছে করলে আপনাকে দিতে পারেন তদপেক্ষা উত্তম বস্তু । অনেক বাগ- বাগিচা, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং আপনাকে আরও দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ । (সূরা ফুরকান-২৫ ঃ ১০) ।

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে , আমি অবশ্যই তাদেরকে স্হান দান করব জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদসমূহে, যার নিম্নদেশে নহর প্রবাহিত হয় ; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । কত উত্তম পুরস্কার ঐ সকল নেককারদের জন্য-(সূরা আন কাবুত-২৯ ঃ ৫৮) ।

কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য বেহেশ্‌তে এমন সব প্রাসাদ রয়েছে যার উপর আরও প্রাসাদ নির্মিত আছে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয় । আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ; আল্লাহ কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না । (সূরা যুমার-৩৯ ঃ২০) ।

সুউচ্চ আসন

সেথায় তারা পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে সমাসীন হবে, সেখানে তারা অতিশয় গরমও বোধ করবে না এবং অতিশয় শীতও বোধ করবে না । (সূরা দাহর-৭৬ ঃ১৩) ।

তারা স্বর্ণখচিত আসনে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখমোখি হয়ে বসবে। (সূরা ওয়াকিআ-৫৬ ঃ১৫-১৬) ।

সেথায় থাকবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানা

তারা সেথায় পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে । আর বাগানদ্বয়ের ফল তাদের কাছে ঝুলতে থাকবে । (সূরা আর্-রহমান-৫৫ ঃ৫৪) ।

তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ মসনদে এবং সুন্দর গালিচায় (সূরা আর-রহমান -৫৫ ঃ৭৬) ।

এবং সারি সারি সাজানো বালিশসমূহ । আর সবদিকে বিছানো গালিচাসমূহ (সূরা গাশিয়া-৮৮ ঃ১৫-১৬) ।

আর সেথায় থাকবে উচু উচু বিছানা (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ৩৪) ।

সেথায় তারা পরবে উকৃষ্ট রেশমি পোষাক ও স্বর্ণ অলংকার

আর তাদের সবরের বিনিময়ে তাদেরকে দেবেন জান্নাত, রেশমী পোষাক । (সূরা দাহর-৭৬ ঃ১২) ।

সেই বেহেশতীদের উপর থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোষাক এবং মোটা রেশমের পোষাকও । আর তাদেরকে রৌপ্যনির্মিত কংকনে অলংকৃত করা হবে, এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয় । (সূরা দাহর-৭৬ ঃ২১) ।

নিশ্চিয় আল্লাহ্‌ জান্নাতে দাখিল করবেন ঐসব লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের বালা ও মতির মালা এবং সেথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের । সূরা-আল হাজ্জ-২২ ঃ২৩) ।

তারা প্রবেশ করবে অনন্তকাল অবস্হানোপযোগী জান্নাতে, তথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা এবং তথায় তাদের পোষাক হবে রেশমের । (সূরা ফাতির-৩৫ ঃ৩৩) ।

বেহেশ্‌তের খাবার ও পানীয়

সেই বেহেশতীদের উপর থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোষাক এবং মোটা রেশমের পোষাকও । আর তাদেরকে রৌপ্যনির্মিত কংকনে অলংকৃত করা হবে, এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয় । (সূরা দাহর-৭৬ ঃ২১) ।

নিশ্চয় নেককারেরা এমন শরাবের পাত্রে পান করবে যাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকবে, এমন ঝরনা, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দারা পান করবে, যাকে তারা যথেচ্ছা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে । (সূরা দাহর-৭৬ ঃ৫-৬) ।

তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ শরাবে পূর্ণ পানপাত্র শুভ্র উজ্জ্বল, পানকারীদের জন্য খুব সুস্বাদু । তাতে শির ঃ পীড়ার উপাদানও থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না । (সূরা সাফ্‌ফাত-৩৭ ঃ৪৫-৪৭) ।

পানপত্র, কুঁজা এবং খাঁটি শরাবের পরিপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, যা পান করলে তাদের মাথা ব্যথাও হবে না এবং তাদের জ্ঞানেরও বিলুপ্তি ঘটবে না, আর নানা জাতীয় ফলমূল, যা তারা পছন্দ করবে, এবং তাদের রুচিসম্মত পাখির গোশ্‌ত নিয়ে । (সূরা ওয়াকি‘আ-৫৬ ঃ১৮-২১) ।

তারা থাকবে এমন বাগানে, যেখানে রয়েছে কাঁটাহীন কুল বৃক্ষ কাঁদি ভরা কলা গাছ (সূরা ওয়াকি‘য়া -৫৬-২৮-২৯) ।

এবং প্রচুর ফলমূল, যা কখনও শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না । (সূরা ওয়াকি‘আ -৫৬ ঃ৩২-৩৩) ।

মোত্তাকীদেরকে যে বেহেশতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে তার অবস্হা এরূপ ঃ সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু শরাবের নহর, আছে পরিশোধিত স্বচ্ছ মধুর নহর এবং তাদের জন্য সেখানে থাকবে সর্বপ্রকারের ফলমূল এবং তাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা। মোত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা অনন্তকাল দোযখে থাকবে এবং যাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে যা তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ? (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ ঃ১৫) ।

আর তার বৃক্ষছাড়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলাদি সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তে থাকবে। আর তাদেরকে পুনঃ পুনঃ পরিবেশন করা হবে রৌপাপাত্রে এবং স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পানপাত্রে, পরিবেশন করা হবে রূপালী স্ফটিক পাত্রে, যা পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে । সেথায় তাদেরকে এমন শরাবের পিয়ালায় পান করান হবে, যাতে আদ্রকের সংমিশ্রণ থাকবে। (সূরা দাহর-৭৬ ঃ১৪-১৭) ।

সে বাগানদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে নানা- জাতীয় ফল, খেজুর এবং আনার (সূরা আর রহমান-৫৫ ঃ৬৮) ।

সেথায় একজন বিশ্বাসী যা ইচ্ছা করবে তাই তাকে দেয়া হবে

তাদেরকে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হবে এবং সেখানে রয়েছে মন যা চায় ও নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, তা সবই ।আর তোমরা সেথায় অনন্তকাল থাকবে ।(সূরা যুখ্‌রুফ -৪৩ ঃ৭১) ।

আপনি জালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন ।আর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা থাকবে বেহেশ্‌তের বাগানে ।তারা যাকিছু চাইবে, তা-ই রয়েছে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে ।এটাই তো মহাঅনুগ্রহ ।(সূরা শূরা-৪২ ঃ২২) ।

তারা বলবে ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের ব্যাপারে তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন এবং আমাদেরকে বেহেশ্‌তের এ জমিনে মালিক করেছেন আমরা বেহেশ্‌তের যেখানে ইচ্ছে অবস্হান করব ।কত উত্তম পুরস্কার রয়েছে আমলকারীদের জন্য। (সূরা যুমার-৩৯ ঃ৭৪) ।

সেখানে থাকবে সুখ ও শান্তি

তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন মনোরম স্হানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে ।নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল ।(সূরা আল হাজ্জ-২২ ঃ৫৯) ।

তবে তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে ।তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে ।তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ৬০) ।

সেদিন অনেক মুখমন্ডল হর্ষোৎফুল্ল হবে, নিজেদের কৃতকর্মের কারণে সন্তুষ্ট হবে (সূরা গাশিয়া-৮৮ ঃ৮-৯) ।

সুতরাং যারা ঈমান এনেছিল এবং নেক কাজ করেছিল, তারা তো জান্নাতে আনন্দে থাকবে ।(সূরা রূম-৩০ ঃ১৫) ।

তুমি তাদের মুখমন্ডলে দেখতে পাবে সুখ-শান্তির সজীবতা (সূরা মুতাফ্‌ফিন-৮৩ ঃ২৪) ।

সেখানে থাকবে নিরাপত্তা

আর তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয়, যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমার নিকটবর্তী করে দেবে ।অবশ্য যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তারাই তাদের কাজের বহু গুণ পুরস্কার পাবে এবং তারা বেহেশ্‌তের প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে ।(সূরা সাবা-৩৪ ঃ৩৭) ।

সেখানে থাকবে না কোন বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা

আমি দূর করে দেব যা কিছু বিদ্বেষ তাদের অন্তরে ছিল তা, ফলে তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে উচ্চাসনে বসবে। (সুরা হিজর-১৫ ঃ ৪৭) ।

আর আমি বিদূরিত করে দেই তাদের অন্তরে যা কিছু গ্লানি ছিল তা ।প্রবাহিত হবে তাদের দিম্নদেশে নহরসমূহ ।আর তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের এখান পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন ।আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদের পথ না দেখাতেন ।আমাদের রবের রাসূলগণ তো সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন ।তাদের সম্বোধন করে বলা হবে ঃ এই জান্নাত, তোমরা এর উওরাধিকারী, এটা তোমরা যা করতে তার প্রতিদান ।(সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ৪৩) ।

সেখানে কোন মিথ্যা বা নিরর্থক কথা বার্তা হবে না

তারা সেথায় শুনবে না কোন প্রকার নিরর্থক কথা, আর না কোন মিথ্যা বাক্য ।(সুরা নাবা-৭৮ ঃ ৩৫) ।

সেখানে তারা কোন নিরর্থক কথা বার্তা শুনবে না । (সুরা রাশিয়া -৮৮ ঃ ১১) ।

সেখানে থাকবে না কোন কষ্ট ও ক্লান্তি

যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে অনন্ত নিবাসে স্হান দিয়েছেন, যেখানে আমাদেরকে কোন কষ্টও স্পর্শ করে না এবং সেথায় আমাদেরকে কোন ক্লান্তিও স্পর্শ করে না । (সুরা ফাতির-৩৫ ঃ ৩৫) ।

সেখানে থাকবে না কোন ভয় ও দুঃখ

তারা পরিতুষ্ট তাতে যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন নিজ অনুগ্রহে এবং তারা আনন্দ প্রকাশ করছে তাদের ব্যাপারে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের পেছনে রয়ে গেছে । কারণ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দু ঃখিতও হবে না । (সুরা আলে - ইমরান-৩ ঃ ১৭০) ।

আর তারা বলবে ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূরীভুত করলেন । নিশ্চয় আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী । (সুরা ফাতির-৩৫ ঃ ৩৪) ।

সেখানে থাকবে পবিত্র এবং সুন্দরী সঙ্গীনীগণ

আমি তো সেখানকার নারীদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ ধরনে, তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, চিত্তাকর্ষক, সমবয়স্কা । (সুরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ ৩৫-৩৭) ।

শুভ সংবাদ দিন তাদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন বেহেশত্ যার পাদদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ । যখনই তাদের সেখানে কোন ফল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল তাই যা ইতিপূর্বে আমাদের দেয়া হত । বস্তুত সাদৃশ্য পূর্ণ ফলই তাদের দেয়া হবে এক । সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী । তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে । (সুরা বাকারা-২ ঃ২৫) ।

তাদের কাছে থাকবে আনত নয়না, প্রাশান্ত চক্ষু বিশিষ্ট হুরগন । (সুরা সাফফাত -৩৭ ঃ ৪৮) ।

আরো থাকবে ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট গৌর বর্ণের হুর, আবনে সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায় । (সুরা ওয়াকিআ-৫৬ ঃ২২-২৩) ।

এরুপই হবে । আরা আমি তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দিব ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের সাথে । (সুরা দুখান-৪৪ ঃ ৫৪) ।

সেথায় রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীরা, অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ? তারা তাবুতে সুরক্ষিতা গৌর বর্ণের হুর । (সুরা আর রাহমান - ৫৫ ঃ ৭০-৭২) ।

বেহেশ্তের সঙ্গীরা হবে চির কিশোর এবং সমবয়সী

তাদেরকে ঘুরে পরিবেশন করবে চির কিশোরেরা, তুমি তাদেরকে দেখলে মনে করবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত মুক্তা (সুরা দাহর-৭৬ ঃ১৯) ।

আমি তো সেখানকার নারীদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ ধরনে, তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, চিত্তাকর্ষক, সমবয়স্কা । (সুরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ ৩৫-৩৭) ।

বেহেশ্ত লাভই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিজয় এবং সুসংবাদ

নিশ্চয় প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । অবশ্যই কেয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল তোমরা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হবে । তারপর যাকে দোযখ থেকে দুরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করান হবে, সে-ই হবে সফলকাম । আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ-সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয় । (সুরা আলে - ইমরান-৩ ঃ ১৮৫) ।

আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের গুনাহসমূহ এবং দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, প্রবাহিত হতে থাকবে যার নিম্নদেশে নহরসমূহ এবং এমন মনোরম গৃহে যা রয়েছে অনন্তকাল বাসের জন্য । এটাই মহা সাফল্য । (সুরা সাফ্-৬১ ঃ ১২) ।

সেদিন আপনি দেখতে পাবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে যে, তাদের নূর ছুটাছুটি করছে তাদের সামনে ও তাদের ডানে তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ এমন জান্নাতের, যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমুহ, সেখানে তোমরা অনন্তকাল থাকবে । এটাই মহা সাফল্য । (সুরা হাদীদ-৫৭ ঃ ১২) ।

আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত

আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে জান্নাতের, প্রবাহিত হয় যার তলদেশে নহরসমুহ, সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং চিরস্হায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্হানের । আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ট নেয়ামত । এটাই মহা সাফল্য । (সুরা তওবা-৯ ঃ ৭২) ।

পবিত্র কোরআনে দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ

সিনাই পর্বত (তুর পর্বত)

আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর-কে তোমাদের উপর তুলে ধরে বলেছিলাম ঃ আমি তোমাদের যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার। (সুরা বাকারা-২ ঃ৬৩)।

অত ঃপর মূসা যখন তার মেয়াদকাল পুর্ণ করলেন এবং স্বপরিবারে (মিসরাভিমুখে) যাত্রা করলেন, তখন তিনি তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেলেন । তিনি তার পরিবার বর্গকে বললেন ঃ তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ সেখান থেকে আমি তোমাদের জন্য কোন খবর নিয়ে আসতে পারব, অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার । যখন মূসা উক্ত আগুনের কাছে পৌঁছিলেন, তখন উপত্যকার ডান দিক থেকে সেই পবিত্র স্হানটির একটি বৃক্ষ থেকে ডেকে বলা হল ঃ হে মুসা ! আমিই আল্লাহ্ জগতসমূহের পালনকর্তা (সুরা কাসাস-২৮ ঃ ২৯-৩০) ।

আর আমি তাকে ডেকেছিলাম তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং অন্তরঙ্গ আলাপের উদ্দেশ্যে আমি তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম । (সুরা ঃ মারইয়াম-১৯ ঃ৫২) ।

হে বনী ইসরাঈল ! আমি তো তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রুর কবল থেকে এবং আমি তোমাদেরকে তুর পাহাড়ের ডান পার্শ্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম ; (সুরা ত্বাহা-২০ ঃ ৮০) ।

এবং (সে পানির সাহায্যে) সৃষ্টি করি এক প্রকার বৃক্ষ যা তুরে সাইনায়ে জন্মায় এবং এতে উৎপন্ন হয় তৈল ও ব্যঞ্জন ভক্ষণকারীদের জন্য। (সুরা মু'মিনুন-২৩ ঃ ২০) ।

আর যখন আমি মুসাকে নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি (তুর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না । বরং আমি অনেক মানবগোষ্টি সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতি বাহিত হয়ে গেছে (তারপর আপনাকে পাঠিয়েছি) আর আপনি তো মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে অবস্হানকারী ছিলেন না, যাতে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন । কিন্তু আমিই রাসূল প্রেরণকারী । আর আমি যখন মূসাকে আহবান করেছিলাম, তখনও আপনি তুর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না । বস্তুত এটা আপনার রবের তরফ থেকে রহমতস্বরুপ, যাতে আপনি এমন এক কওমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে ঃ (সুরা কাসাস-২৮ ঃ ৪৪-৪৬) ।

এবং সিনাই প্রান্তরে অবস্হিত তুরের । (সুরা তীন্-৯৫ ঃ২) ।

কসম তুর পাহাড়ে (সুরা তুর-৫২ ঃ১) ।

তুওয়া উপত্যকা

তুয়া উপত্যকা একটা পবিত্র স্হান । যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা নবী মুসা (তা ঃ) এর সাথে প্রথম কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে জানিয়ে ছিলেন যে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন । এটাই সেই স্হান যেখানে নবী মুসা (আ ঃ) আগুন দেখতে পেয়েছিলেন এবং যা দেখে তিনি তাঁর পরিবারকে পিছনে ফেলে সেদিক পানে ধাবিত হয়েছিলেন এবং তথায় উপস্হিত হলে একটা গাছের নিকট থেকে গায়েবী আওয়াজ শুনতে পান এবং তাঁকে সেখানে দেয়া হয়েছিল মুযিজা । এই পবিত্র স্হান সম্পর্কে কোরআনে দুই আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

আমিই তোমার রব, তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল,কেননা ,তুমি পবিত্র তুয়া উপত্যকায় রয়েছে । (সুরা ঃ আহা-২০ ঃ১২) ।

যখন তার রব তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহবান করে বলেছিলেন ঃ (সুরা নাযিয়াত-৭৯ ঃ১৬) ।

মসজিদ-উল-হারাম-পবিত্র ঘর- প্রাচীন ঘর-কা' বা

পবিত্র কোরআনে কা’বা শরীফকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন প্রাচীন ঘর , পবিত্র ঘর এবং মসজিদ-উল-হারাম ।

ঘর

স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা’বা ঘরের ভিত নির্মাণ করছিল তখন তারা দোয়া করেছিল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের এ প্রয়াস কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা । (সুরা বাকারা-২ ঃ১২৭) ।

নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহর নিদর্শনসমুহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং যে কেউ কা’বাঘরের হজ্জ বা উমরা পালন করে তার পক্ষে এ দু’টির মধ্যে প্রদক্ষিণ করাতে কোন পাপ নেই । আর কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ তার পুরস্কার দেবেন, তিনি সর্বজ্ঞ । (সুরা বাকারা -২ ঃ ১৫৮) ।

নিশ্চয় সর্বপ্রথম যে ঘর মানুষের জন্য স্হাপিত হয়েছিল তা তো সে ঘর যা মক্কায় অবস্হিত যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত । এতে রয়েছে অনেক প্রকাশ্য নিদর্শন, ‘মাকামে ইব্রাহী’তার অন্যতম । যে কেউ এ ঘরে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায় । মানুষের মধ্যে তার উপর আল্যহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে । কিন্ত কেউ কুফরী করলে সে জেনে রাখুক , নিশ্চয় আল্লাহ সারাজাহান থেকে বেনিয়াজ -অমুখাপেক্ষী । (সুরা আলে -ইমরান-৩ ঃ ৯৬-৯৭) ।

যখন আমি ইবরাহীমকে কাবাগৃহের স্হান নির্ধারণ করে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কোন কিছু শরীক কর না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাযে দন্ডয়মান লোকদের জন্য ,রুকুকারী ও সিজদাকারীদের জন্য; (সুরা আল হাজ্জ-২২ ঃ২৬) ।

মসজিদ-উল-হারাম

বার বার আকাশের দিকে আপনার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি । কাজেই এমন কেবলার দিকে আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন । এখন আপনি আল- মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান । আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেদিকে মুখ কর । আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটাই তাদের পালনকর্তার প্রেরিত সত্য । আল্লাহ সে সম্বন্ধে বেখবর নন যা তারা করে । (সুরা বাকারা-২ ঃ১৪৪) ।

যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, তোমার মুখ আল-মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও । নিশ্চয় এটা হল তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে অবধারিত সত্য । তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন । (সুরা বাকারা-২ ঃ ১৪৯) ।

এবং যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, তোমার মুখ আল-মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেদিকেই মুখ ফেরাবে, যাতে মানুষের কোন অবকাশ না থাকে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করার, তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের কথা আলাদা । অতএব তাদের ভয় কর না , কেবল আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি আমার অনুগ্রহ পূর্ণরুপে তোমাদের দান করতে পারি এবং তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পারে । (সুরা বাকারা-২ ঃ ১৫০) ।

আর তাদের এমন কি আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা মসজিদুল হারামে যেতে বাধা প্রদান করে ? আর তারা সে মাসজিদের তত্ত্বাবধায়কও নয় । তার তত্ত্বাবধায়ক তো মোত্তাকীরা ছাড়া আর কেউ নয় । কিন্ত তাদের অধিকাংশই তা জানে না । (সুরা আনফাল-৮ ঃ৩৪) ।

কেমন করে আল্লাহর কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কার্যকর থাকবে ? তবে যাদের সাথে তোমরা মাসজিদুল হারামের কাছে অঙ্গীকারা বদ্ধ হয়েছে, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে । নিশ্চয় আল্লাহ মোত্তাকীদের ভাল বাসেন । (সুরা তওবা-৯ ঃ৭) ।

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে ঐ ব্যক্তির আমলের সমান সাব্যস্ত করে নিয়েছ, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে আল্যহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি আর জেহাদ করেছে আল্লাহর পথে ? এরা আল্লাহর কাছে সমান নয় । আর আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন না জালিম কওমকে । (সুরা তওবা-৯ ঃ১৯) ।

হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র । সতুরাং তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের কাছে না আসে । তবে যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তাহলে আল্লাহ ইচ্ছে করলে স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন । নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা । (সুরা তও বা-৯ ঃ ২৮) ।

পবিত্র ঘর

ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা হালাল মনে কর না আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে, আর না পবিত্র মাসসমূহকে, আর না কোরবানীর জন্য হরমে প্রেরিত পশুকে, আর না সেসব পশু যার গলায় চিহ্ন পরান হয়েছে, আর না ঐ সব লোককেকে যারা বায়তুল হারামের দিকে যাচ্ছে স্বীয় রবের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় । তোমরা যখন ইহরাম মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। মাসজিদে হারামে তোমাদের প্রবেশে বাধা দেয়ার দরুন কোন কওমের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনও সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে । তোমরা একে অন্যকে নেক কাজে এবং তাকওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে, কিন্তু পাপ কাজে ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করবে না । আল্লাহকে ভয় কর । নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর । (সুরা মায়িদাহ-৫ ঃ ২) ।

আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন মহাসম্মানিত ঘর কা'বাকে, সম্মানিত মাসকে, কোরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুকে এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকে । এর কারণ এই যে, তোমরা যেন জানতে পার যে, অবশ্যই আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে জমিনে, আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ । (সুরা মায়িদাহ-৫ ঃ৯৭) ।

হে আমাদের রব ! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কতককে চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে আবাদ করেছি । হে আমাদের রব ! যেন তারা নামায কায়েম করে । সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রুযীর ব্যবস্হা করুন, যাতে তারা শোকর করে । (সুরা ইবরাহীম-১৪ ঃ৩৭) ।

প্রাচীন ঘর

তারপর তারা যেন দূর করে ফেলে নিজেদের শরীরের অপরিচ্ছন্নতা এবং নিজেদের মানত পূর্ণ করে ও প্রাচীন কাবাগৃহের তাওয়াফ করে । (সুরা আল হাজ্জ-২২ ঃ২৯) ।

এসব চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিভিন্ন রকম উপকার রয়েছে ; অতঃপর এগুলোর কোরবানীর স্থান প্রাচীন করা গৃহের কাছে । (সুরা আল হাজ্জ-২২ ঃ৩৩) ।

সাফা-মারওয়া

নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং যে কেউ কা'বাঘরের হজ্জ বা উমরা পালন করে তার পক্ষে এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ করাতে কোন পাপ নেই । আর কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ তার পুরস্কার দেবেন, তিনি সর্বজ্ঞ । (সুরা বাকারা-২ ঃ ১৫৮) ।

মসজিদুল-আকসা

তিনি পবিত্র মহিমাময়, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চতুষ্পার্শ্বে আমি বরকতময় করেছি- যাতে আমি তাকে দেখাই আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা । (সুরা বনী ইসরাঈল-১৭ ঃ ১) ।

মক্কা

পবিত্র কোরআন শরীফে কাবা শরীফের স্থানকে মক্কা বলে অবহিত করা হয়েছে এবং ঐ স্থান অত্যন্ত পবিত্র জায়গা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া পবিত্র কোরআনে মক্কাকে বোঝাতে কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্কা বা শহরের মূল বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

নিশ্চয় সর্বপ্রথম যে ঘর মানুষের জন্য স্থাপিত হয়েছিল তা তো সে ঘর যা মক্কায় অবস্থিত যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত। (সুরা আলে ইমরান-৩ ঃ৯৬) ।

এ কোরআন এমন কিতাব যা আমি নাযিল করেছি, যা বরকতময়, পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী এবং এজন্য যে, আপনি ভয় প্রদর্শন করেন মক্কাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী লোকদের । আর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং তারা নিজেদের নামাযের হেফাযত করে । (সুরা আন’আম-৬ ঃ ৯২) ।

যদি তোমরা রাসুলকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাঁকে বহিস্কার (মক্কা হতে) করেছিল, তিনি ছিলেন দু’জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ বিষণ্ন হবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন । তারপর আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি তাঁর উপর নাযিল করলেন এবং তাঁকে শক্তিদান করলেন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাওনি । বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের কথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহর বাণীই সর্বোপরি সমুন্নত । আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময় । (সুরা তওবা-৯ ঃ ৪০) ।

তারা কি এর প্রতি লক্ষ্য করে না যে, আমি ‘হরমকে’ নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি ? অথচ তাদের আশপাশের লোকদের উপর অতর্কিতে হামলা করা হয় । তবুও কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নেয়ামতসমুহের নাশোকরী করবে? (সুরা আন কাবুত-২৯ঃ৬৭) ।

এরূপে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআনকে ওহীরূপে নাযিল করেছি, যেন আপনি সতর্ক করেন মক্কাবাসীদেরকে এবং তার আশপাশের লোকাদেরকে, এবং সতর্ক করেন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে, যার সংঘটন সমন্ধে কোন সন্দেহ নেই ; সেদিন একদল বেহেশ্তে এবং একদল দোযখে প্রবেশ করবে । (সুরা শুরা-৪২ ঃ৭) ।

আর তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর । তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা । (সুরা ফাত্হা-৪৮ ঃ ২৪) ।

মদিনা (ইয়াসরিব)

আর তোমাদের আশেপাশের মরুবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোক মোনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্য থেকেও কিছু লোক, তারা মোনাফেকীতে চরমে পৌঁছেছে । আপনি তাদের পরিচয় জানেন না, তাদের কেবল আমিই জানি । আমি তাদেরকে দু’বার শাস্তি দেব এবং পরে তাদেরকে ভীষণ আযাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে । (সুরা তওবা-৯ ঃ ১০১) ।

মদীনাবাসী ও তাদের পাশ্ববর্তী মরুবাসীদের পক্ষে সমীচীন নয় আল্লাহর রাসুলের সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসুলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা । এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, আর শত্রু পক্ষ থেকে যা কিছু তারা প্রাপ্ত হয়, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেক আমল লিখিত হয় । নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না । (সুরা তাওবা-৯ ঃ ১২০) ।

তাদের মধ্যে থেকে একদল বলেছিল ঃ হে মদীনাবাসী! এখানে তোমাদের তৃষ্টিবার স্থান নেই, অতএব ফিরে যাও । আর তাদের মধ্যে একদল নবীর কাছে অব্যহতি চেয়ে বলেছিল ঃ আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত । অথচ তা অরক্ষিত ছিল না । তারা তো শুধু পলায়ন করতেই চেয়েছিল । (সুরা আহযাব-৩৩ ঃ১৩) ।

তারা বলে ঃ “ আমরা যদি মদীনায় ফিরে যাই, তবে প্রতিপত্তিশালীরা সেখান থেকে হীন লোকদেরকে অবশ্যই বের করে দেবে ।” তাদের জেনে রাখা উচিত যে, ইজ্জত ও প্রতিপত্তি তো একমাত্র আল্লাহরই এবং তাঁর রাসুলের ও মু’মিনদের । কিন্তু মুনাফেকরা তা জানে না । (সুরা মুনাফিকুন-৬৩ ঃ ৮) ।
আর তাদেরও হক রয়েছে এ সম্পদে, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করছে এবং ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা নিজেদের অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না । আর নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে । আর যে ব্যক্তি মনের কার্পণ্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম । (সুরা হাশর-৫৯ ঃ৯) ।

যদি বিরত না হয় মুনাফেকরা ও যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা, তবে আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের উপর পরাক্রমশালী করব, অতঃপর এ শহরে আপনার প্রতিবেশীরূপে তারা অল্প কালই অবস্থান করতে পারবে । (সুরা আহ্যাব-৩৩ ঃ৬০) ।

মিশর

আর আমি ওহী পাঠালাম মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা উভয়ে তোমাদের কওমের জন্য মিসরে বাসস্থান বহাল রাখ এবং তোমাদের বাসগৃহগুলোকে নামাযের স্থানরূপে গণ্য কর, আর তোমরা নামায কায়েম কর ও মু'মিনদের সুসংবাদ দাও । (সুরা ইউনুস-১০ ঃ ৮৭) ।

আর মিশরে যে ব্যক্তি তাকে খরিদ করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ এর সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা কর। হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহন করে নেব। এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, আর এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তাকে শিক্ষা দেই স্বপ্ন-ফল বর্ণনা করা। আল্লাহ্ স্বীয় অভিপ্রেত কার্যে প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ ২১)।

আর তোমরা যখন বললে ঃ হে মূসা, আমরা কখনও একই রকম খাদ্যে ধৈর্যধারণ করব না। সুতারাং আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি যেন আমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করেন তরকারি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ । মূসা বলল ঃ তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও ? তাহলে কোন নগরীতে (মিসরে) তোমরা অবতরণ কর, সেখানে তোমরা যা চাও তা পাবে । তাদের উপর আরোপিত হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র । আর তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে ঘুরতে রইল । এরূপ হল এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত । তারা নাফরমানি ও সীমালংঘন করেছিল বলেই এমন পরিণতি হয়েছিল । (সুরা বাকারা-২ ঃ৬১) ।

আর এরূপেই আমি ইউসুফকে সে দেশে (মিসর) প্রতিষ্ঠিত করলাম । সে দেশে (মিসর) যেখানে ইচ্ছে সে বসবাস করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছে স্বীয় রহমত পৌছে দেই এবং আমি নেক্কারদের বিনিময় নষ্ট করি না । (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ ৫৬) ।

অবশেষে তারা যখন ইউসুফের কাছে পৌছল, তখন সে তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিল এবং বলল ঃ আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন । (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ ৯৯) ।

ফেরাউন তার দেশে (মিসর) অতিমাত্রায় উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল- তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রেখে দিত। বস্তুত সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী । (সুরা কাসাস্-২৮ ঃ ৪) ।

ইরাম

ইরাম গোত্রভূক্ত, যাদের দেহাবয়ব ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের মত, যাদের সদৃশ্য সারা বিশ্বের জনপদসমুহে কোন মানুষ সৃষ্টি হয়নি । (সুরা ফাজর-৮৯ ঃ ৭-৮) ।

বাবেল (ব্যবিলিয়ন)

তারা তা অনুসরণ করল যা শয়তানরা আবৃত্তি করত সুলায়মানের রাজত্বকালে। সুলায়মান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর যা অবর্তীর্ণ হয়েছিল তা শিখাত। তারা কাউকে এ কথা না বলে শিখাত না যে, " আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না।" তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত যা বিচ্ছেদ ঘটাত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। আর তারা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না। তারা শিখত এমন কিছু যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোন উপকার করতে পারত না । আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। কতইনা নিকৃষ্ট তা যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, যদি তারা তা জানত! (সুরা বাকারা-২ ঃ ১০২) ।

কোরআনে উদ্ধৃত স্থান সমুহ যেখানে নবীদেরকে এবং বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়েছিল

নবী ইউনুস (আঃ) - মাছ এবং জাহাজ

আর ইউনুসও ছিলেন রাসুলগণের একজন। যখন তিনি পালিয়ে বোঝাই নৌযানে গিয়ে পৌঁছলেন, অতঃপর তিনি লটারীতে শরীক হলেন এবং অপরাধী সাব্যস্ত হলেন । তারপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন। সুতরাং যদি তিনি আল্লাহর তাস্‌বীহ পাঠকারী না হতেন, তবে তিনি অবশ্যই থেকে যেতেন মাছের পেটে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক ময়দানে এবং তিনি ছিলেন পীড়িত। আর আমি উৎপন্ন করলাম তার উপর এক লাউ গাছ । (সুরা সাফ্‌ফাত-৩৭ ঃ১৩৯-১৪৬) ।

নবী ইউসুফ (আ ঃ)- কুয়া এবং কারাগারের জীবন

তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল ঃ তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর না ; তবে যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তাহলে তাকে কোন কুপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাতে কোন পথিক তাকে তুলে নিয়ে যায় । (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ ১০) ।

তারপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কুপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল, তখন আমি তাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলাম যে, অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে, অথচ তারা তোমাকে তখন চিনতে পারবে না । (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ১৫) ।

আর ঘটনাক্রমে একটি কাফেলা তথায় এল। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে নিজের বালতি কুপে ফেলল। সে বলল ঃ কি আনন্দ! এ যে এক উত্তম বালক! তারপর তারা তাকে পণ্যরূপে গোপন করে রাখল। তারা যা করেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত । (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ১৯) ।

ইউসুফ বলল ঃ হে আমার রব! কারাগারই আমার জন্য অধিক প্রিয়, এ নারীরা যে বিষয়ের প্রতি আমাকে আহবান করে তার চেয়ে। আপনি যদি তাদের চক্রান্ত থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং জাহেলদের শামিল হয়ে যাব। (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ৩৩) ।

তার সাথে আরও দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, শরাব নিঃসারণ করছি ; আর অপরজন বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, নিজের মাথায় রুটি বহন করছি এবং তা থেকে পাখি খাচ্ছে। তুমি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দাও, আমরা তো তোমাকে নেক্‌কার দেখছি । (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ৩৬) ।

হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়। বিভিন্ন উপাস্য শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ? (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ৩৯) ।

হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন স্বীয় মনিবকে শরাব পান করাবে এবং অপরজন শূলবিদ্ধ হবে, তারপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে । তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল, ইউসুফ তাকে বলল ঃ আমার কথা তোমার মনিবের কাছে উল্লেখ কর। কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল তার কথা তাঁর মনিবের কাছে বলতে। অতএব ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল । (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ ৪১-৪২) ।

গুহার বাসীরা - গুহা

স্মরণ করুন, যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল তারপর প্রার্থণা করল ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে দান করুন আপনার কাছ থেকে রহমত এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দিন। তারপর আমি তাদেরকে সে গুহায় বহু বছর ঘূমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম । সুরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ১০-১১) ।

এবং আমি তাদের অন্তর দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল ঃ আমাদের রব আসমান ও জমিনের পালন কর্তা, আমরা কখনও তাকে ছেড়ে অন্য উপাস্যের ইবাদত করব না, যদি করে বসি, তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এরা

তো আমাদেরই স্বজাতি, এরা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। এরা এদের সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য প্রমাণ কেন উপস্থিত করে না ? তবে তার চেয়ে অধিক জালিম কে, যে আল্লাহ্ সমন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে ? যখন তোমরা পৃথক হয়েছ তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর ; তোমাদের রব স্বীয় রহমত তোমাদের প্রতি বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের কাজ-কর্মকে তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করে দেবেন । আর তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন তা উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে ডানদিকে সরে যায় ; এবং যখন তা অস্ত যায়, তখন তা তাদেরকে বামদিক থেকে অতিক্রম করে, অথচ তারা সে গুহার প্রশস্ত চত্বরে ছিল। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর শামিল। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত পায়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন, আপনি কখনও তার জন্য কোন সাহায্যকারী পথপ্রদর্শক পাবেন না । (সুরা কাহ্ফ-১৮ ঃ১৪-১৭) ।

নবী মোহাম্মদ (সঃ)- গুহা

যদি তোমরা রাসূলকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বহিস্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ বিষন্ন হবে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন । তারপর আল্লাহ্ স্বীয় প্রশান্তি তাঁর উপর নাযিল করলেন এবং তাঁকে শক্তিদান করলেন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাওনি । বস্তুত আল্লাহ্ কাফেরদের কথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহ্র বাণীই সর্বোপরি সমুন্নত । আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময় । (সূরা তওবা-৯ ঃ৪০) ।

নামাজের স্থান সমূহ - যেখানে বিশ্বাসীরা বাস করে ও কোরআনে যে সমস্ত স্থান সমূহের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে

হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর এবং আহার কর ও পান কর, কিন্তু অপচয় কর না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের ভালবাসেন না। (সূরা আ'রাফ -৭ ঃ ৩১)।

মুশরিকদের এ অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহ্‌র মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের কর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে। আর এরা দোযখে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ্‌র মাসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ তো কেবল তারাই করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি, এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেনা। বস্তুত এদেরই সম্বন্ধে আশা করা যায় যে, তারা হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মাসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে ঐ ব্যক্তির আমলের সামনে সাব্যস্ত করে নিয়েছ, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি আর জেহাদ করেছে আল্লাহ্‌র পথে ? এরা আল্লাহর কাছে সমান নয়। আর আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন না জালিম কওমকে। (সূরা তওবা - ৯ ঃ ১৭-১৯)।

যারা বহিস্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর- বাড়ি থেকে, শুধু এজন্য যে, তারা বলে ঃ "আমাদের রব আল্লাহ্"। আর আল্লাহ্ যদি মানুষের একদলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত নাসারাদের আশ্রম ও গীর্জা, ইহুদীদের সিনাগগ এবং মাসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে, তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা- আল হাজ্জ - ২২ ঃ ৪০)।

আর আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে আবাসের জায়গা এবং তিনি করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা; তোমরা তা সফরকালে সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পার; আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন এগুলোর পশম, লোম ও চুল থেকে কিছুকালের আসবাবপত্রাদি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। (সূরা নাহ্‌ল - ১৬ ঃ ৮০)।

তারপর তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে এলেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে বললেন। (সূরা মারইয়াম - ১৯ ঃ ১১)।

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ কর না নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে যে পর্যন্ত না সেসব গৃহবাসীদের অনুমতি গ্রহণ কর এবং তাদেরকে সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। অতঃপর যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে সেখানে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত। যে গৃহে কেউ বাস করেনা কিন্তু তাতে তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে, এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর। (সূরা নূর - ২৪ ঃ ২৭ - ২৯)।

যেসব গৃহকে আল্লাহ্ মর্যাদায় সমুন্নত করতে ও যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে- (সূরা নূর - ২৪ ঃ ৩৬)।

অন্ধের জন্য কোন দোষ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোন দোষ নেই, রোগীর জন্য কোন দোষ নেই এবং তোমাদের জন্যও কোন দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে, অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে, অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে, অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে, অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে, অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে, অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে, অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে, অথবা ঐসব গৃহে যার চাবি রয়েছে তোমাদের হাতে, অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে ; তোমরা একত্রে আহার কর কিংবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করতে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে দোয়াস্বরূপ, যা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বরকতময় ও পবিত্র । এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পস্টরূপে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা নূর - ২৪ ঃ ৬১)।

তোমরা তো পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ নৈপুণ্যের সাথে । (সূরা শু'আরা -২৬ ঃ ১৪৯)।

যে স্থানে দুই সমুদ্র একত্রিত হয়েছে

তিনিই মুক্তভাবে প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক পর্দা, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। (সূরা আর্-রহমান - ৫৫ ঃ ১৯ - ২০)।

যে স্থানে সূর্য অস্ত যায়

এমনকি যখন সে চলতে চলতে সূর্যের অস্তগমনস্থলে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সে তথায় এক জাতিকে দেখতে পেল। আমি বললাম ঃ হে যুল-কারাইন! হয় শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ৮৬) ।

যে স্থানে সূর্য উদিত হয়

এমনকি যখন সে চলতে চলতে সূর্যোদয়স্থলে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখল যাদের জন্য আমি সূর্যের সামনে কোন আবরণ রাখিনি। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ৯০)।

দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান

অবশেষে সে চলতে চলতে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছল, তখন সে তথায় এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা কোন কথা একেবারেই বুঝতে চাইত না। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ৯৩)।

পূর্ব দিকের স্থান যেখানে মারইয়াম আশ্রয় নিয়েছিলেন

আর এ কিতাবে বর্ণনা করুন মারইয়ামের কথা, যখন সে নিজ পরিবারের লোকদের থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একটি নির্জন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল, (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ১৬)।

খেজুর গাছের নীচে

অবশেষে প্রসব - বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল ঃ হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম! পরক্ষণে ফেরেশতা তার নিম্নদিক থেকে তাকে ডেকে বলল ঃ আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার রব আপনার নিম্ন দিকে একটি ঝরনা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর আপনি ঐ খেজুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন তাতে আপনার কাছে টাটকা পাকা খেজুর ঝরে পড়বে। (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ২৩ - ২৫)।

যে স্থানে মারইয়াম (আঃ) ও নবী ঈসা (আঃ) আশ্রয় নিয়েছিলেন

আমি মারইয়ামের পুত্রকে ও তাঁর মাতাকে করেছিলাম বড় নিদর্শন এবং আমি তাদের উভয়কে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক সুউচ্চ প্রস্রবণ বিশিষ্ট নিরাপদ ভূমিতে। (সূরা মু'মিনুন - ২৩ ঃ ৫০)।

যে স্থানে গুহাবাসীরা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল

স্মরণ করুন, যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহন করল তারপর প্রার্থনা করল ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে দান করুন আপনার কাছ থেকে রহমত এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দিন। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ১০)।

আর তুমি সূর্যকে দেখবে, তখন তা উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে ডানদিকে সরে যায় ; এবং যখন তা অস্ত যায়, তখন তা তাদেরকে বামদিক থেকে অতিক্রম করে, অথচ তারা সে গুহার প্রশস্ত চত্বরে ছিল। এটা আল্লাহ্‌র নিদের্শনাবলীর শামিল। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন সে-ই হেদায়াত পায়, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন, আপনি কখনও তার জন্য কোন সাহায্যকারী পথপ্রদর্শক পাবেন না। (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ ১৭)।

চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকা

স্মরণ কর, ইবরাহীম বলেছিলেন ঃ হে আমার রব! এ নগরীকে নিরাপত্তামময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। হে আমার রব! এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে; তাই যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে তো আমার দলভুক্ত, কিন্তু যে আমার কথা অমান্য করবে, (আপনি তাকে হেদায়াত করুন), কেননা আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমার রব ! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কতককে চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে আবাদ করেছি। হে আমাদের রব! যেন তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রুযীর ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা শোকর করে। (সূরা ইব্‌রাহীম - ১৪ ঃ ৩৫ - ৩৭)।

বেহেশ্‌তে বসবাস

বিশ্বাসীদের জন্য বেহেশতই হচ্ছে প্রকৃত আবাসস্থল। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে তাদের পুনরুত্থানে, এ সমস্ত বিশ্বাসীদেরকেই বেহেশতে বাসস্থানে স্বাগত জানানো হবে এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান তৈরী করা হবে। পবিত্র কুরআনে বেহেশতের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হয়েছে । এই সমস্ত প্রত্যেকটি বর্ণনাই একটি থেকে আরেকটি সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সতন্ত্র এবং অতুলনীয় । প্রকৃত বেহেশতের সৌন্দর্য ও বিশালতার তুলনায় কুরআনে উল্লেখিত বর্ণনা খুব সামান্যই, কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বাসীদের জন্য এ সমস্ত নিয়ামতের খবর গোপন রেখেছেন।

আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যে, তার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এটা বিরাট সাফল্য। (সূরা তওবা - ৯ ঃ ৮৯)।

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদেরকে তাদের রব হেদায়েত দান করবেন তাদের ঈমানের বদৌলতে, তাদের (বাসস্থানে) সুখময় জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। (সূরা ইউনুস - ১০ ঃ ৯)।

নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন ঐসব লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের বালা ও মতির মালা এবং সেথায় তাদের পোষাক হবে রেশমের। (সূরা আল হাজ্জ-২২ ঃ ২৩)।

মোত্তাকীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার পাদদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং তার ফল ও তার ছায়া চিরস্থায়ী। যারা মোত্তাকী এটা তাদের কর্মের প্রতিদান, আর কাফেরদের পরিণাম দোযখ। (সূরা রা'দ-১৩ ঃ ৩৫)।

জান্নাতুল মাওয়া

তিনি তো উক্ত ফেরেশতাকে আরও একবার দেখেছেন, সিদ্‌রাতুল মুনতাহার সন্নিকটে । যার কাছেই অবস্হিত জান্নাতুল মাওয়া । (সূরা নাজম-৫৩ ঃ১৩-১৫)।

স্থায়ীই জান্নাত

স্হায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও এবং প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে । (সূরা রা'দ-১৩ ঃ২৩)।

তারা প্রবেশ করবে অনন্তকাল অবস্হানোপযোগী জান্নাতে, তথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা এবং তথায় তাদের পোষাক হবে রেশমের । (সূরা ফাতির-৩৫ ঃ৩৩)।

চির স্হায়ী জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত । (সূরা সাদ-৩৮ ঃ৫০)।

ফেরদৌস জান্নাত

তারা জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । (সূরা মু'মিনুন-২৩ ঃ১১)।

জান্নাত

যারা ঈমান এনেছিল এবং নেক কাজ করেছিল, তারা তো জান্নাতে আনন্দে থাকবে; (সূরা রূম-৩০ ঃ১৫)।

ছায়া

তারা এবং তাদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়াতলে, সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে । (সূরা ইয়াসিন-৩৬ ঃ ৫৬)।

সুবিস্তৃত ছায়া (সূরা ওয়াকি‘আ-৫৬ ঃ৩০)।

জান্নাতের প্রশস্ততা

তোমরা ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার মত; তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি । এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি তা দান করেন । আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল । (সূরা হাদীদ-৫৭ ঃ২১)।

সু মহান জান্নাতে (সূরা হাক্কা-৬৯ ঃ২২) ।

উথলিত ঝরণা

উভয় বাগানে রয়েছে দু’টি ঝরনা, যা উথলিত হতে থাকবে; (সূরা আর রহমান -৫৫ ঃ৬৬)।

তাঁবু

তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা গৌর বর্ণের হূর; (সূরা আর রহমান-৫৫ ঃ৭২)।

দোযখের আবাস সমূহ

সব থেকে খারাপ আবাসস্হল

আর যখন তাকে বলা হয় ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপে উদ্বুদ্ধ করে । সুতরাং দোযখই তার জন্য যথাযোগ্য স্হান । নিশ্চিয় তা হল নিকৃষ্ট আবাস । (সূরা বাকারা-২ ঃ২০৬) ।

আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে তার কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করবে অবশ্যই আমি তাকে সেদিকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে যায় । আর তাকে জাহান্নামে জ্বালাব । তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্হল (সূরা নিসা-৪ ঃ১১৫) ।

জাহান্নাম । সেথায় তারা প্রবেশ করবে, বস্তুত তা অতি নিকৃষ্ট আবাসস্হল ! এটা ফুটান্ত পানি ও পুঁজ, অতএব তারা তা আস্বাদন করুক; (সূরা সাদ-৩৮ ঃ৫৬-৫৭) ।

অবিশ্বাসীদের আবাসস্হল

নিঃসন্দেহে তারা কাফের যারা বলে, মসীহ ইব্‌ন মরিয়মই আল্লাহ্‌, অথচ মসীহ বলেছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব । নিশ্চয় যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ্‌ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার আবাসস্হল হয় দোযখ । জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই । (সূরা মায়িদাহ-৫ ঃ৭২) ।
নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাত লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতুষ্ট রয়েছে এবং তাতেই নিশ্চিন্ত প্রশান্তি অনুভব করে আর যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে গাফেল, এমন লোকদের বাসস্হান দোযখ তাদের কৃতকর্মের দরুন । (সূরা ইউনুস-১০ ঃ৭-৮) ।

অগ্নিই হবে তাদের আবাসস্থল

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দাখিল করবেন সে সকল লোককে, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে-এমন বেহেশতে যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ । আর যারা কুফরী করেছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেছে এবং চতুষ্পদ জন্তুরা যেভাবে খায় সেভাবে খেয়েছে, তাদের বাসস্হান অগ্নিগর্ব দোযখ । (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ ঃ১২) ।

জাহান্নামের বিছানা ও আচ্ছাদন

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং তার প্রতি অহংকার দেখায় তাদের জন্য আসমানের দ্বারসমূহ খোলা হবে না, আর তারা কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না উট সুচের ছিদ্র দিয়ে অতিক্রম করে । আর এভাবেই আমি অপরাধীদের শাস্তি দেই । তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের বিছানা এবং তাদের উপর তারই আচ্ছাদন । আর এভাবেই আমি জালিমদের শাস্তি দেই । (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ৪০-৪১) ।

তাদেরকে আগুনে বড় বড় লম্বা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হবে

আপনি কি জানেন, 'হুতামা' কি ? তা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত অগ্নি । যা হৃৎপিন্ড পর্যন্ত পৌঁছবে । সে আগুন তাদের উপর বেঁধে দেয়া হবে, বড় বড় লম্বা খুঁটিতে । (সূরা হুমাযা-১০৪ ঃ৫-৯) ।

তারা নিক্ষিপ্ত হবে দোযখের সংকীর্ণ স্হানে

এবং যখন তাদেরকে দোযখের কোন সংকীর্ণ স্হানে হাত-পা বাঁধা অবস্হায় নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেথায় কেবল মৃত্যুকেই ডাকবে । (সূরা ফুরকান-২৫ ঃ১৩) ।

সেথায় থাকবে কৃষ্ণবর্ণের ধূম্ররের ছায়া

তারা থাকবে আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে, এবং কৃষ্ণবর্ণের ধূম্রের ছায়ায়, যা ঠান্ডাও নয় এবং আরামদায়কও নয় (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ৪২-৪৪) ।

দোযখ প্রাচীরে ঘেরা থাকবে

সেদিন মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীরা মু'মিনদেরকে বলবেঃ " আমাদের জন্য তোমরা একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নুর থেকে কিছু আহরণ করতে পারি । " তাদেরকে বলা হবে ঃ "তোমরা তোমাদের পেছনের দিকে ফিরে যাও এবং আলো তালাশ কর ।" অতঃপর তাদের উভয় দলের মধ্যে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেয়া হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে । তার ভেতরের দিকে থাকবে রহমত এবং বাইরের দিকে থাকবে আযাব । (সূরা হাদীদ-৫৭ ঃ১৩) ।

বলুন ঃ সত্য তোমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে; অতএব যার ইচ্ছে হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছে হয় কুফরী করুক । নিশ্চয় আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জালিমদের জন্য আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে । আর যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা মুখমন্ডল দগ্ধ করে দেবে । কত নিকৃষ্ট পানীয় ও কত নিকৃষ্ট আশ্রয় । (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ২৯) ।

অগ্নি পরিবেষ্টিত

আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখান করে, তারাই দিকওয়ালা, হতভাগ্য । তারা হবে অগ্নি পরিবেষ্টিত বন্দী । (সূরা বালাদ-৯০ ঃ১৯-২০) ।

অবিশ্বাসীদের আগুনে পোড়ানো হবে

বলুনঃ যেদিন তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে (সূরা যারিয়াত-৫১ ঃ১৩) ।

দোযখে আছে শিকল এবং জ্বলন্ত আগুন

নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও দোযখ, আরও আছে গলায় আটকে পড়ার মত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব (সূরা মুয্‌যাম্‌মিল-৭৩ ঃ ১২-১৩) ।

সেখানে ৭০গজ দীর্ঘ শৃঙ্খল থাকবে

ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ঃ একে ধর, এর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, তারপর তাকে দোযখে প্রবেশ করাও, অতঃপর তাকে এমন শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর, যা ৭০গজ দীর্ঘ । (সূরা হাক্‌কা - ৬৯ ঃ ৩০ - ৩২) ।

অবিশ্বাসীদের জন্য শিকল, বেড়ি প্রস্তুত রাখা হয়েছে

আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান আগুন । (সূরা-দাহর-৭৬ ঃ ৪) ।

জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে

নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে ; তা নাফরমানদের জন্য আশ্রয়স্থল ; সেথায় তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে ; সেখানে তারা কোন প্রকার শীতলতার স্বাদও গ্রহন করতে পারবে না, আর না কোন পানীয় বস্তুরও ; ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতিরেকে ; (সূরা নাবা- ৭৮ ঃ ২১ - ২৫) ।

দোযখে খাবার হবে কন্টকযুক্ত গুল্ম এবং যাক্কুম বৃক্ষ

তারা প্রবেশ করবে দগ্ধকারী অগ্নিতে, তাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত ঝরনা থেকে, তাদের জন্য কোন খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত শুষ্ক লতাগুল্ম ছাড়া, যা তাদেরকে পুষ্টও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না । (সূরা গাশিয়া- ৮৮ ঃ ৪-৭) ।

নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ, পাপীদের খাদ্য ; গলিত তাম্রের মত, পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে, যেমন তীব্র উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে । আদেশ হবে ঃ একে ধর এবং হেঁচড়ে নিয়ে যাও দোযখের মাঝখানে, তারপর ঢাল তার মাথার উপর আযাবের ফুটন্ত পানি, (সূরা দুহান - ৪৪ ঃ ৪৩ - ৪৮) ।

দোযখ থেকে কেহ নিস্তার পাবে না

আর অপরাধীরা দোযখ দেখতে পাবে । তখন তারা বুঝতে পারবে, অবশ্যই তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে নিস্তারের কোন পথ পাবে না । (সূরা কাহ্ফ - ১৮ ঃ ৫৩) ।

কোরআনে বর্ণনাকৃত সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা

মোত্তাকীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্হা এই যে, তার পাদদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং তার ফল ও তার ছায়া চিরস্হায়ী ।যারা মোত্তাকী এটা তাদের কর্মের প্রতিদান, আর কাফেরদের পরিণাম দোযখ ।(সূরা রা'দ-১৩ ঃ ৩৫) ।

নিশ্চয় মোত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে, যা হবে প্রস্রবনবহুল ।(তাদের বলা হবে) তোমরা এখানে প্রবেশ কর শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে । আমি দূর করে দেব যা কিছু বিদ্বেষ তাদের অন্তরে ছিল তা, ফলে তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে উচ্চাসনে বসবে ।(সূরা হিজর-১৫ ঃ ৪৫-৪৭) ।

মোত্তাকীদেরকে যে বেহেশতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে তার অবস্হা এরূপ ঃ সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু শরাবের নহর, আছে পরিশোধিত স্বচ্ছ মধুর নহর এবং তাদের জন্য সেখানে থাকবে সর্বপ্রকারের ফলমূল এবং তাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা ।মোত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা অন্তকাল দোযখে থাকেব এবং যাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে যা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ? (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ ঃ ১৫) ।

উভয় বাগানে রয়েছে দু'টি ঝরনা, যা উথলিত হতে থাকবে ; (সূরা আর-রহমান -৫৫ ঃ ৬৬) ।

সোনা, মুক্তা, সিল্ক, রেশম এবং বিভিন্ন প্রকারের গহনা

তাদেরই জন্য রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের উপযোগী জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, তাদেরকে সেখানে পরানো হবে স্বর্ণের কংকন এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরূ রেশমের সবুজ পোশাক ও তারা সেথায় হেলান দিয়ে সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর উপবিশষ্ট থাকবে ।কত চমৎকার বিনিময় ও কত সুন্দর আশ্রয় ! (সূরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ৩১) ।

নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন ঐসব লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের বালা ও মতির মালা এবং সেথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের ।(সূরা আল হাজ্জ-২২ ঃ২৩) ।

তারা প্রবেশ করবে অনন্তকাল অবস্হানোপযোগী জান্নাতে, তথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের ।(সূরা ফাতির-৩৫ ঃ৩৩) ।

পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে বহু সংখ্যক আর পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে অল্প সংখ্যক ; তারা স্বর্ণখচিত আসনে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে ।তাদের কাছে ঘুরে বেড়াবে চির কিশোরেরা পানপাত্র, কুঁজা এবং খাঁটি শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, যা পান করলে তাদের মাথা ব্যথাও হবে না এবং তাদের জ্ঞানেরও বিলুপ্তি ঘটবে না, আর নানা জাতীয় ফলমূল, যা তারা পছন্দ করবে, এবং তাদের রূচিসম্মত পাখির গোশত নিয়ে ।আরও থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট গৌর বর্ণের হূর, আবরণে সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায়, এসব তারা প্রাপ্ত হবে, তারা যা করত তার পুরস্কার স্বরূপ ।তারা সেথায় শুনবে না কোন অনর্থক প্রলাপ, আর না কোন পাপ বাক্য, কেবল শুনবে " সালাম" " সালাম" আওয়াজ ।আর ডান দিকের দল, কতইনা ভাগ্য বান ডান দিকের দল, তারা থাকবে এমন বাগানে, যেখানে রয়েছে কাঁটাহীন কুল বৃক্ষ, কাঁদি ভরা কলা গাছ, সুবিস্তৃত ছায়া, সদা প্রবহমান পানি, এবং প্রচুর ফলমূল, যা কখনও শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না আর সেথায় থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা ।(সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ১৩-৩৪) ।

তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরূ রেশমের পোশাক এবং সামনা-সামনি হয়ে বসবে ।(সূরা দুখান-৪৪ ঃ ৫৩) ।

উচু প্রাসাদ এবং আবাসস্হল

তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর ।যখন সে তা দেখল তখন সে তাকে একটি স্বচ্ছ গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পায়ের উভয় গোছা খুলে ফেলল ।সুলায়মান বললেন ঃ এটা তো একটি প্রাসাদ, যা স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত ।সে বলল ঃ হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি ; আমি সুলায়মানের সাথে রাবব্বুল 'আলামীনের কাছে আত্মসমর্পর করলাম ।(সুরা নামল-২৭ ঃ ৪৪) ।

কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য বেহেশ্‌তে এমন সব প্রাসাদ রয়েছে যার উপর আরও প্রাসাদ নির্মিত আছে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রাবাহিত হয় । আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ; আল্লাহ্‌ কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না । (সুরা যুমার-৩৯ ঃ২০) ।

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে স্হান দান করব জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদসমুহে, যার নিম্নদেশে নহর প্রবাহিত হয় ; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । কত উত্তম পুরস্কার ঐ সকল নেককারদের জন্য । (সুরা আনকাবুদ-২৯ ঃ৫৮) ।

বাগান সমূহ

আর আমি সুলায়মানের বশীভূত করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং আমি তার জন্য প্রবাহিত করেছিলাম তরল তামার এক ঝরনা । তার সামনে তার রবের আদেশে জ্বিনদের কতেক কাজ করত । তাদের মধ্য থেকে যে আমার আদেশ অমান্য করে তাকে আমি আস্বাদন করাব দোযখের আযাব । জ্বিনেরা সুলায়মানের জন্য সেসব বস্ত নির্মাণ করত যা তিনি ইচ্ছে করতেন, যেমন বৃহৎ দুর্গ,মূর্তি,চৌবাচ্চার ন্যায় বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর দৃঢ়ভাবে স্হাপিত বৃহদাকার ডেগসমূহ । হে দাউদ-পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করে যাও । আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমই কৃতজ্ঞ । অতঃপর যখন আমি তার প্রতি মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম তখন কোন কিছুই তাদেরকে তার মৃত্যুর বিষয় জানায়নি ঘুণ কীট ব্যতিরেকে, যা তার লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল । যখন তিনি পড়ে গেলেন, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েবী বিষয় জানত তবে তারা এ অপমানকর আযাবে অবস্হান করত না । । সাবার বাসিন্দাদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন- দু'টি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অন্যটি বাম দিকে । তাদেরকে আদেশ প্রদান করা হয়েছিল ঃ "তোমরা খাও তোমাদের পালকর্তার প্রদত্ত রিযিক এবং তাঁর শোকরগুজরী কর । উত্তম এ শহর এবং পরম ক্ষমাশীল রব ।" (সুরা সাবা-৩৪ ঃ১২-১৫) ।

আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আংগুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে প্রস্রবণ সমূহ, যেন তারা এর ফলমুল খেকে ভক্ষণ করতে পারে । তাদের হাত এটা সৃষ্টি করেনি । তবুও কি তারা শোকরগুজারী করবে না ?(সুরা ইয়াসিন- ৩৬ ঃ ৩৪-৩৫) ।

তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝরনা, এবং কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য বাসস্হান, (সুরা দুখান-৪৪ ঃ ২৫-২৬) ।

সিংহাসন/পালংক

নিঃসন্দেহে বেহেশতবাসীরা এদিন আনন্দে মশগুল থাকবে । তারা এবং তাদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়াতলে, সুসজ্জিত পালংকের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে । সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকার ফলমুল এবং যা কিছু তারা চাইবে তা সবই । (সুরা ইয়াসিন-৩৬ ঃ ৫৫-৫৭) ।

সারি সারি সাজানো আসনের উপর তারা হেলান দিয়ে বসবে । আমি তাদেরকে সুনয়না সুন্দরী হুরের সাথে বিয়ে করিয়ে দেব । (সুরা তুর-৫২ ঃ ২০) ।

তারা সুসজ্জিত পাংলকে বসে অবলোকন করবে । (সুরা মুতাফ্‌ফিফীন-৮৩ ঃ ২৩) ।

সেখানে থাকবে উঁচু উঁচু সুসজ্জিত পালংক সমূহ (সুরা গাসিয়া -৮৮ ঃ ১৩) ।

তারা স্বর্ণখচিত আসনে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে । (সুরা ওযাকিআ-৫৬ ঃ১৫-১৬) ।

আমি দূর করে দেব যা কিছু বিদ্বেষ তাদের অন্তরে ছিল তা, ফলে তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে উচ্চাসনে বসবে । (সুরা হিজর-১৫ ঃ ৪৭) ।

তাদেরই জন্য রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের উপযোগী জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদ দেশে নহরসমূহ, তাদেরকে সেখানে পরানো হবে স্বর্ণের কংকন এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমের সবুজ পোশাক ও তারা সেথায় হেলান দিয়ে সুসজ্জিত পালম্কের উপর উপবিষ্ট থাকবে । কত চমৎকার বিনিময় ও কত সুন্দর আশ্রয় ! (সুরা কাহ্‌ফ-১৮ ঃ৩১) ।

তারা এবং তাদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়াতলে, সুসজ্জিত পালম্কের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে । (সুরা ইয়াসিন ঃ ৩৬-৫৬) ।

পান পাত্র

নানা রকম ফলমুল, এবং তারা হবে সম্মানিত, তারা থাকবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে, তারা পালম্কে আসীন হবে মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ শরাবে পূর্ণ পানপাত্র, শুভ্র উজ্জল, পানকারীদের জন্য খুব সুস্বাদ। তাতে শিরঃপীড়ার উপাদানও থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না । সুরা সাফ্‌ফাত-৩৭ ঃ ৪২-৪৭) ।

পান পাত্র, কুঁজা এবং খাঁটি সরাবে পরিপুর্ণ পেয়ালা নিয়ে । (সুরা ওয়াকিআ-৫৬ ঃ ১৮) ।

নিশ্চয় নেককারেরা এমন শরাবের পাত্রে পান করবে যাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকবে । (সুরা দাহর-৭৬ ঃ ৫) ।

সেথায় তাদেরকে এমন শরাবের পিয়ালায় পান করান হবে, যাতে আদ্রকের সংমিশ্রণ থাকবে । (সুরা দাহর-৭৬ ঃ ১৭) ।

স্বর্ণের থালা,পানপাত্র এবং কুঁজা

তাদেরকে স্বর্ণের থালা ও পানপত্র নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হবে এবং সেখানে রয়েছে মন যা চায় ও নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, তা সবই । আর তোমরা সেথায় অনন্তকাল থাকবে । (সুরা যুখ্‌রুফ-৪৩ ঃ ৭১) ।

পানপাত্র, কুঁজা এবং খাঁটি শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, (সুরা ওয়াকি’আ-৫৬ ঃ১৮) ।

রূপার ছাদ এবং দরজা

আর যদি এমন না হত যে, সব মানুষ একই পন্হাবলম্বী হয়ে যাবে, তবে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরী করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহসমূহের জন্য রৌপ্য- নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা আরোহণ করত, এবং তাদের গৃহের জন্য আরও দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা ও পালম্ক,যার উপর তারা হেলান দিয়ে বসত, আর এগুলো স্বর্ণেরও করে দিতাম । এসবই তো কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র । আর আখেরাত আপনার রবের কাছে মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে । (সুরা যুখরুফ-৪৩ ঃ ৩৩-৩৫) ।

তাঁবু

তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা গৌর বর্ণের হুর । (সুরা আর-রহমান- ৫৫ ঃ ৭২) ।

প্রাসাদ, যেখানে তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে

সেখানে তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট হবে । তারা সেখানে নানাবিধ ফলমুল ও পানীয় চাইবে । (সুরা সাদ-৩৮ ঃ৫১) ।

মুখোমুখি উপবিষ্ট হবে

তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমের পোষাক এবং সামনা-সামনি হয়ে বসবে । (সুরা দুখান-৪৪ ঃ৫৩) ।

হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে । (সুরা ওয়াকিআ-৫৬ ঃ১৬) ।

রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানা

তারা সেথায় পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে । আর বাগানদ্বয়ের ফল তাদের কাছে ঝুলতে থাকবে । (সুরা আর-রহমান-৫৪ ঃ ৫৫) ।

বিছানা এবং গালিচা

তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ মসনদে এবং সুন্দর গালিচায় (সুরা আর-রহমান-৫৫ ঃ ৭৬) ।

এবং সারি সারি সাজানো বালিশসমূহ । আর সবদিকে বিছানো গালিচাসমুহ । (সুরা গাশিয়া-৮৮ ঃ ১৫-১৬) ।

কুরআনে বর্ণনাকৃত অলংকারাদি

আল্লাহ অলংকারাদি দিয়ে উদাহরণ দেন

তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়। তারপর প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বয়ে নিয়ে আসে। আর যখন কোন পদার্থকে আগুনে উত্তপ্ত করা হয় অলংকার কিংবা তৈজসপত্র তৈরি করার জন্য তখনও তাতে এরূপেই ময়লা-গাদ উপরে আসে। এভাবেই আল্লাহ হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। বস্তুত যা আবর্জনা তা তো ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের কাজে আসে তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। এভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন। (সূরা রা'দ-১৩ ঃ১৭)।

নামাজের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান প্রসঙ্গে

হে নবী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর এবং আহার কর, কিন্তু অপচয় কর না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারী দের ভালবাসেন না। (সূরা আরাফ-৭ ঃ ৩১)।

সাজসজ্জা অনুমোদিত

বলুন ঃ আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও পবিত্র খাদ্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করল ? আপনি বলে দিন এসব পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কেয়ামতের দিনে তাঁদের জন্য যারা ঈমান আনে। এমনি ভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি জ্ঞানী লোকদের জন্য। (সূরা আরাফ-৭ ঃ ৩২)।

তারা যে গো'বাছুরটিকে পুজা করে ছিল তা অলংকার গলিয়ে বানানো হয়েছিল

আর মূসার কওম তার অনুপস্থিতির সময় নিজেদের অলংকার দিয়ে বানিয়ে নিল একটি বাছুর, যার একটি দেহ ছিল, যা হাম্বা রব করত। তারা কি লক্ষ্য করল না যে, সে বাছুর না তাদের সাথে কথা বলে, আর না তাদের পথ দেখায় ? তারা সেটিকে উপাস্যরূপে গ্রহন করল। তারা ছিল সীমালংঘনকারী। (সূরা আরাফ-৭ ঃ১৪৮)।

এ সমস্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব

তিনিই সমুদ্রকে বশীভূত করেছেন যেন তোমরা তা থেকে টাটকা গোশত (অর্থাৎ মাছ) খেতে পার এবং যেন তা থেকে বের করতে পার মণিমুক্তা যা তোমরা পরিধান কর ; আর তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে ; এসব এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ১৪)।

সমুদ্র থেকেই অলংকারাদি পাওয়া যায়

তিনিই সমুদ্রকে বশীভূত করেছেন যেন তোমরা তা থেকে টাটকা গোশত (অর্থাৎ মাছ) খেতে পার এবং যেন তা থেকে বের করতে পার মণিমুক্তা যা তোমরা পরিধান কর ; আর তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে ; এসব এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা নাহ্ল-১৬ ঃ১৪)।

স্বর্ণের থালা

তাদেরকে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হবে এবং সেখানে রয়েছে মন যা চায় ও নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, তা সবই। আর তোমরা সেথায় অনন্তকাল থাকবে। (সূরা যুখরুফ-৪৩ ঃ ৭১)।

স্বর্ণের বালা

নিশ্চয় আল্লাহ্ জান্নাতে দাখিল করবেন ঐসব লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের বালা ও মতির মালা এবং সেথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সূরা-আল হাজ্জ-২২ ঃ ২৩)।

তারা প্রবেশ করবে অনন্তকাল অবস্থানোপযোগী জান্নাতে, তথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্নের বালা ও মুক্তা এবং তথায় তাদের পোষক হবে রেশমের। (সূরা ফাতির-৩৫ ঃ ৩৩)।

তাদেরই জন্য রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের উপযোগী জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, তাদেরকে সেখানে পরানো হবে স্বর্নের কংকন এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমের সবুজ পোষাক ও তারা সেথায় হেলান দিয়ে সুসজ্জিত পালংকের উপর উপবিষ্ট থাকবে। কত চমৎকার বিনিময় ও কত সুন্দর আশ্রয়! (সূরা কাহ্ফ-১৮ ঃ ৩১)।

তাকে স্বর্নের বালা কেন দেয়া হল না, অথবা কেন ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ ভাবে তার সাথে আসল না ? (সূরা যুখরুফ-৪৩ ঃ ৫৩)।

রৌপ্যের বালা

সেই বেহেশতীদের উপর থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোষাক এবং মোটা রেশমের পোষাকও। আর তাদেরকে রৌপ্যনির্মিত কংকনে অলংকৃত করা হবে, এবং তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়। (সূরা দাহর -৭৬ ঃ ২১)।

কুরআনে উল্লেখিত বা দ্রষ্টব্য মূল্যবান পাথর সমূহ

প্রবাল

উভয় দরিয়া থেকে বের হয়ে থাকে মুক্তা ও প্রবাল (সূরা আর রহমান-৫৫ ঃ ২২)।

তারা যেন ইয়াকূত ও প্রবাল রত্ন ; (সূরা আর রহমান-৫৫ ঃ ৫৮)।

ইয়াকূত

তারা যেন ইয়াকূত ও প্রবাল রত্ন ; (সূরা আর রহমান-৫৫ ঃ ৫৮)।

মুক্তা

উভয় দরিয়া থেকে বের হয়ে থাকে মুক্তা ও প্রবাল (সূরা আর রহমান-৫৫ ঃ ২২)।
আবরণে সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায় (সূরা ওয়াকি’আ - ৫৬ ঃ ২৩)।

নিশ্চয় আল্লাহ্ জান্নাতে দাখিল করবেন ঐসব লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, সেথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের বালা ও মতির মালা এবং সেথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সূরা-আল হাজ্জ-২২ ঃ ২৩)।

আল্লাহ মুক্তাকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন

আবরণে সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায় (সূরা ওয়াকি'আ - ৫৬ ঃ ২৩) ।

তাদের সেবায় নিয়োজিত সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোরেরা তাদের কাছে ঘুরাফেরা করবে । (সূরা তূর-৫২ ঃ ২৪) ।

স্বর্ণের প্রতি মানুষের আকর্ষণ

মানুষের কাছে মনোরম করা হয়েছে আকর্ষণীয় কাম্য বস্তুসমূহের মহব্বত - যেমন নারীর, সন্তান-সন্ততির, স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গবাদি-পশুরাজির এবং ক্ষেত-খামারের । এ সবই হল পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু । আর আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল । (সূরা আলে-ইমরান-৩ ঃ ১৪) ।

তাকে স্বর্নের বালা কেন দেয়া হল না, অথবা কেন ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ ভাবে তার সাথে আসল না ? (সূরা যুখরুফ-৪৩ ঃ ৫৩) ।

কুরআনে বর্ণিত অফুরন্ততা ও বেহেশতের অফুরন্ততা

পানপাত্র, কুঁজা এবং পেয়ালা

তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ শরাবে পূর্ণ পানপাত্র। (সূরা সাফ্‌ফাত-৩৭ ঃ ৪৫)।

এবং শরাবে পরিপূর্ণ পানপাত্র (সূরা নাবা-৭৮ ঃ ৩৪)।

পানপাত্র, কুঁজা এবং খাটি শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, যা পান করলে তাদের মাথা ব্যথাও হবেনা এবং তাদের জ্ঞানেরও বিলুপ্তি ঘটবে না। (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ ১৮-১৯)।

তাদের মনে যে সমস্ত ফল খাওয়ার ইচ্ছা হবে তাই পাবে

আর নানা জাতীয় ফলমূল, যা তারা পছন্দ করবে (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ ২০)।

তারা সেখনে প্রশান্তচিত্তে প্রত্যেক প্রকারের ফল চাইবে (সূরা দুখান-৪৪ ঃ ৫৫)।

এবং প্রচুর ফলমূল যা কখনও শেষ হবে এবং যা নিষিদ্ধও হবে না। (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ ৩২-৩৩)।

সেখানে তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট হবে। তারা সেখানে নানাবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে (সূরা সা'দ-৩৮ ঃ ৫১)।

আমি তাদেরকে দিতে থাকবো ফলমূল ও গোশত তাদের আকাংখা অনুযায়ী (সূরা তূর-৫২ ঃ ২২)।

নানা রকম ফলমূল, এবং তারা হবে সম্মানিত। (সূরা সাফ্‌ফাত - ৩৭ ঃ ৪২)।

সে বাগানদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে নানা-জাতীয় ফল, খেজুর এবং আনার (সূরা আর রহমান - ৫৫ ঃ ৬৮)।

কাঁটাহীন কুল বৃক্ষ

তারা থাকবে এমন বাগানে, যেখানে রয়েছে কাটাহীন কুল বৃক্ষ। (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ ২৮)।

কলাগাছ

কাঁদি ভরা কলাগাছ (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ ২৯)।

তাদের খাওয়ার জন্য ফল হাতের কাছে ঝুলতে থাকবে

আর তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলাদি সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্বে থাকবে। (সূরা দাহর-৭৬ ঃ ১৪)।

তারা সেথায় পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। আর বাগানদ্বয়ের ফল তাদের কাছে ঝুলতে থাকবে ; (সূরা আর রহমান - ৫৫ ঃ ৫৪)।

যার ফল সমূহ ঝুঁকে থাকবে (সূরা হাক্কা-৬৯ ঃ ২৩)।

পাখির গোশ্‌ত

এবং তাদের রুচি সম্মত পাখির গোশ্ত নিয়ে । (সূরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ ২১) ।

গোশ্ত

আমি তাদেরকে দিতে থাকবো ফলমূল ও গোশ্ত তাদের আকাংখা অনুযায়ী (সূরা তূল-৫২ ঃ ২২) ।

সেখানে খাদ্য থাকবে অফুরন্ত

মোত্তাকীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার পাদদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং তার ফল ও তার ছায়া চিরস্থায়ী । যারা মোত্তাকী এটা তাদের কর্মের প্রতিদান, আর কাফেরদের পরিণাম দোযখ । (সূরা রা'দ-১৩ ঃ ৩৫) ।

খেজুর এবং আনার

সে বাগানদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে নানা- জাতীয় ফল, খেজুর এবং আনার । (সুরা আর রহমান-৫৫ ঃ ৬৮) ।

ফল মুল

সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল এবং যা কিছু তারা চাইবে তা সবই । (সূরা ইয়াসিন-৩৬ ঃ ৫৭) ।

সুস্বাদু পানীয়

শুভ্র উজ্জল,পানকারীদের জন্য খুব সুস্বাদু (সুরা সাফ্ফাত-৩৭ ঃ ৪৬) ।

সেখানে তারা কৌতুক করে শরাবের পেয়ালা নিয়ে কাড়াকাড়িও করবে,তাতে অনর্থক প্রলাপ নেই এবং পাপ কর্মও নেই । (সুরা তুর-৫২ঃ ২৩) ।

তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ শরাবে পূর্ণ পানপাত্র (সুরা সাফ্ফাত-৩৭ ঃ ৪৫) ।

তাতে শিরঃপীত্তার উপাদানও থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না । (সুরা সাফ্ফাত-৩৭ ঃ ৪৭) ।

যা পান করলে তাদের মাথা ব্যথাও হবে না এবং তাদের জ্ঞানেরও বিলুপ্তি ঘটবে না । (সুরা ওয়াকি'আ-৫৬ ঃ১৯) ।

নিশ্চয় নেককারেরা এমন শরাবের পাত্রে পান করবে যাতে কর্পুর মিশ্রিত থাকবে, এমন ঝরনা, যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে, যাকে তারা যথেচ্ছা প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে । (সুরা দাহর-৭৬ ঃ ৫-৬) ।

পান পাত্র এবং স্বর্ণের থালা

তাদেরকে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হবে এবং সেখানে রয়েছে মন যা চায় ও নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, তা সবই । আর তোমরা সেথায় অনন্তকাল থাকবে । (সুরা যুখরুফ-৪৩ ঃ ৭১) ।

যে নেয়ামতের কোন সমাপ্তি নেই এবং যার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হবে না

মোত্তাকীদেরকে যে বেহেশতের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে তার অবস্হা এরুপ ঃ সেখানে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়,আছে পানকারীদের জন্য বড়ই স্বস্বাদু শরাবের নহর, আছে পরিশোধিত স্বচ্ছ মধুর নহর এবং তাদের জন্য সেখানে থাকবে সর্বপ্রকারের ফলমুল এবং তাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা । মোত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা অনন্তকাল দোযখে

থাকবে এবং যাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে যা তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ? (সুরা মুহাম্মদ-৪৭ ঃ১৫) ।

মেহমানদের সংগে নবী ইব্রাহীম (আঃ) এর সৌজন্যমূলক ব্যবহার

আর আমার প্রেরিত ফেরেশতারা অবশ্যই এসেছিল ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে । তারা বলল ঃ সালাম । তিনিও বললেন ঃ সালাম । তারপর তিনি একটি কাবাব করা বাছুর নিয়ে এলেন । কিন্তু যখন তিনি দেখলেন তাদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি তাদেরকে আবাঞ্জিত মনে করলেন এবং তাদের সম্পর্কে মনে মনে ভয় অনুভব করতে লাগলেন । তারা বলল ঃ ভয় করবেন না । আমরা তো প্রেরিত হয়েছি লূতের কওমের প্রতি । (সুরা হুদ-১১ ঃ ৬৯ -৭০) ।

এসেছে কি আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মমানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত ? যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করল, অতঃপর তাকে সালাম করল । ইবরাহীমও বললেন ঃ ‘‘সালাম’’ এরা তো অপরিচত লোক ! তারপর তিনি নিজের পরিবারের কাছে গেলেন এবং একটি হৃষ্টপুষ্ট ভাজা গো- বাছুর নিয়ে এলেন, এবং তাদের সামনে রাখলেন । (তারা খাচ্ছে না দেখে) তিনি বললেন ঃ আপনারা খাচ্ছেন না কেন ? (সুরা যারিয়াত -৫১ ঃ ২৪-২৭) ।

আল্লাহ্ তায়ালা যে খাবার তাঁর শীর্ষদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন

ঈসা ইব্ন মারইয়াম বললেন ঃ ‘‘হে আল্লাহ আমাদের রব! প্রেরণ করুন আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা, যা হবে আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব স্বরুপ, আর আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে । আপনি আমাদের জীবিকা দান করুন, আর আপনিই শ্রেষ্ট রিযিকদাতা ।’’ (সুরা মায়িদাহ-৫ ঃ ১১৪) ।

যে দাসকে আল্লাহ্ তায়ালা বড় এবং সম্মানিত করেছেন ঃ ফেরেশতা

তারা বলে ঃ ‘‘দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন ।’’ তিনি পরিত্র, মহান, বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা । (সুরা আম্বিয়া-২১ ঃ২৬) ।

যে দাসকে আল্লাহ্ তায়ালা বড় এবং সম্মানিত করেছেন ঃ বেহেশতের সহচর

নানা রকম ফলমূল, এবং তারা হবে সম্মানিত (সুরা সাফ্ফাত-৩৭ ঃ ৪২) ।

আল্লাহ্র মহানুভবতা

আর অবশিষ্ট থাকবে শুধু আপনার রবের সত্তা, যিনি অধিপতি মহত্ব ও মহানুভবতার (সুরা আর্-রহমান-৫৫ ঃ২৭) ।

কত বরকতময় আপনার রবের নাম, যিনি অধিপতি মহত্ত্বের ও মহানুভবতার । (সুরা আর্-রহমান-৫৫ ঃ৭৮) ।

সকল বান্দার জন্য আল্লাহর মহত্ব ও মহানুভবতা

তবে মানুষ তো এরুপ যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, তাকে সম্মানিত করেন ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন সে বলে ঃ ‘‘আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন ’’ । (সুরা ফাজর-৮৯ ঃ ১৫) ।

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা সানন্দে খাও ও পান কর, তোমরা বিগতকালে যা করেছিল তার বিনিময়ে । (সুরা হাক্কা-৬৯ ঃ ২৪) ।

তুমি কি দেখনি সে লোকটিকে, যে ইব্রাহীমের সাথে তার পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল,এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন ? যখন ইব্রাহীম বলল ঃ আমার পালনকর্তা তিনি যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান । তখন সে বলল ঃ আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি । ইবরাহীম বলল ঃ আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন,পারলে তুমি তাকে

পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হত বুদ্ধি হয়ে পড়ল। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সুরা বাকারা-২ ঃ ২৫৮) ।

আর তোমরা যখন বললে ঃ হে মূসা, আমরা কখনও একই রকম খাদ্যে ধৈর্যধারণ করব না । সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি যেন আমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করেন তরকারি,কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ। মুসা বলল ঃ তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও ? তাহলে কোন নগরীতে তোমরা অবতরণ কর, সেখানে তোমরা যা চাও তা পাবে । তাদের উপর আরোপিত হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য । আর তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে ঘুরতে রইল । এরূপ হল এজন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত । তারা নাফরমানি ও সীমালংঘন করেছিল বলেই এমন পরিণতি হয়েছিল । (সুরা বাকারা -২ ঃ ৬১) ।

মরিয়ম (আঃ) প্রতি আল্লাহর উদারতা

অত ঃপর তার পালনকর্তা মরিয়মকে উত্তমরুপে গ্রহন করলেন এবং উত্তমরুপে তাকে লালন-পালন করার ব্যবস্হা করলেন আর তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তিনি যাকারিয়াকে দিলেন । যখনই যাকারিয়া মরিয়মের কক্ষে যেত তখনই তার কাছে কিছু পানাহারের বস্তু দেখতে পেত । সে জিজ্ঞেস করত ঃ হে মরিয়ম ! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে এল ? সে বলত ঃ এসব আল্লাহর কাছে থেকে আসে । নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন বেহিসেব রিযিক দান করেন । (সুরা আলে- ইমরান-৩ ঃ৩৭) ।

এতিমদেরকে বিশ্বাসীদের দান

আর তারা আল্লাহর মহবব্বতে খাদ্য দান করে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে । (সুরা দাহর-৭৬ ঃ ৮) ।

মান্না ও সালওয়া

আর আমি মেঘমালা দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি মান্না ও সালওয়া। ‘‘তোমরা খাও সেসব পবিত্র বস্তু যা আমি তোমাদের দান করেছি’’। তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল। (সূরা বাকারা-২ ঃ ৫৭) ।

আর আমি তাদের বারটি গোত্রে বিভক্ত করে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দল নির্ধারিত করে দিলাম । যখন মূসার কাছে তার কওম পানি চাইল তখন আমি তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, ‘‘তোমরা লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর’’। ফলে তা থেকে ফুটে বেরিয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ পানস্হান । আর আমি মেঘ দিয়ে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম এবং তাদের জন্য মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম (এবং বলেছিলাম) তোমরা আহার কর তোমাদের যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে । তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করছিল । (সুরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৬০) ।

হে বনী ইসরাঈল ! আমি তো তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রুর কবল থেকে এবং আমি তোমাদেরকে তূর পাহাড়ের ডান পার্শ্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম । (সূরা ত্বাহা-২০ ঃ ৮০) ।

পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্যতা

অনুমতি ব্যতিত অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ না করা

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ কর না নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে যে পর্যন্ত না সেসব গৃহবাসীদের অনুমতি গ্রহন কর এবং তাদেরকে সালাম কর । এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহন কর। অতঃপর যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে সেখানে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় । যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ‘ফিরে যাও’ তবে তোমরা ফিরে যাবে । এটাই তোমাদের জন্য উত্তম । আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত । যে গৃহে কেউ বাস করে

না কিন্তু তাতে তোমাদের দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে, এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই । আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর । (সূরা নূর-২৪ঃ২৭-২৯) ।

অন্ধের জন্য কোন দোষ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোন দোষ নেই, রোগীর জন্য কোন দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও কোন দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে, অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে, অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে, অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে, অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে, অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা এসব গৃহে যার চাবি রয়েছে তোমাদের হাতে, অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর কিংবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই । অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করতে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে দোয়ারস্বরূপ, যা আল্লাহ্র তরফ থেকে বরকতময় ও পবিত্র । এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার । (সূরা নূর-২৪ ঃ ৬১) ।

অনুমতি ব্যতিত আল্লাহ্র সংবাদ বাহকের সাহচর্য ত্যাগ করা উৎচিত নয়

মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং যখন তারা কোন সমষ্টিগত কাজে রাসূলের সাথে সমবেত হয় তখন তারা অনুমতি ব্যতিরেকে চলে যায় না । যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে । অতএব তারা যখন নিজেরদের কোন কাজের জন্য বাইরে যেতে আপনার অনুমতি চাইবে তখন তাদের মধ্যে আপনি যাকে ইচ্ছে করেন অনুমতি প্রদান করবেন । এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা নূর-২৪ ঃ ৬২) ।

কোরআন অনুমোদিত চলা এবং কথা বলার নিয়ম

আর তুমি তোমার চলনে মধ্যম পন্থা অবলমম্বন করবে এবং তোমরা কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে । নিঃসন্দেহে স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অধিক নাপছন্দনীয় (সূরা লুকমান-৩১ ঃ ১৯) ।

নবী স্ত্রীদের কথা বলার সৌজন্যতা

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীর মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপে এমনভাবে কোমল কণ্ঠে কথা বল না যাতে অন্তরে যার কুপ্রবৃত্তির রোগ রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা রীতি অনুসারে কথা বলবে । (সূরা আহ্যাব-৩৩ ঃ৩২) ।

কোরআনের নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রী জাতির পোষাক এবং ব্যবহার

আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্হান করবে এবং প্রাচীন মূর্খতা যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না ; তোমরা নামাজ কায়েক করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য করবে । হে নবী পরিবার ! আল্লাহ্ তো তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখতে চান । (সূরা আহ্যাব-৩৩ ঃ৩৩) ।

হে নবী ! আপনি আপনার পত্নীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের ওড়না নিজেদের উপর টেনে দেয় ; এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, ফলে তারা নির্যাতিতা হবে না । আর আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা আহ্যাব-৩৩ ঃ ৫৯) ।

নবীর বাসায় আচার / ব্যবহারের সৌজন্যতা

হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে, নবীর ঘরে, তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত, প্রবেশ করবে না; তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং খাওয়া শেষ হলে নিজেরাই চলে যাবে, কথা বার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না । তোমাদের এ আচরণ অবশ্যই নবীকে পীড়া দেয় । তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন । কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না । তোমরা যখন তার পত্নীদের কাছ থেকে কোন কিছু চাইবে, তখন পর্দার অন্তরাল

থেকেই চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র উপায়। আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের কারও পক্ষে কখনও বৈধ নয়। এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর অপরাধ। (সূরা আহ্‌যাব -৩৩-৫৩)।

বিশ্বাসীদের অতিথিদের প্রতি বিশ্বাসীদের ব্যবহার

যখন তারা তার কাছে প্রবেশ করল, অতঃপর তাকে সালাম করল। ইবরাহীমও বললেনঃ "সালাম," এরা তো অপরিচিত লোক! তারপর তিনি নিজের পরিবারের কাছে গেলেন এবং একটি হৃষ্টপুষ্ট ভাজা গো- বাছুর নিয়ে এলেন। (সূরা যারিয়াত-৫১ ঃ২৫-২৬)।

নবীর উপস্থিতিতে কথা বলার সৌজন্যতা

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা উঁচু কর না তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের উপর এবং তোমরা এমন উচ্চৈস্বরে তার সাথে কথা বল না, যেমন তোমরা একে অপরের সাথে উচ্চৈস্বরে কথা বলে থাক। এতে তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা টেরও পাবে না। নিশ্চয় যারা নিজেদেরক কণ্ঠস্বর আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে নিচু রাখে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাক্‌ওয়ার জন্য বিশুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার। যারা হুজরার পেছন থেকে আপনাকে চিৎকার করে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। (সূরা হুজুরাত-৪৯ ঃ২-৪)।

পবিত্র কোরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা

১৪শ বছর আগে, আল্লাহ্ তালা এই পবিত্র কুরআন প্রেরণ করেছেন মানবজাতীকে দিক নির্দেশনা দেয়া এবং তা অনুসরনের জন্য। তিনিই মানুষকে এই পবিত্র বই অনুসরনের মাধ্যমে সত্যের পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। কুরআন নাযিলের প্রথম দিন থেকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত মানবজাতীকে সত্যের পথে দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্যেই এই ঐশি গ্রন্থ পৃথিবীতে থেকে যাবে।

কোরআনের বিশেষ প্রজ্ঞাময়তা এবং এর বিশেষ ধরনের ভাষাশালী ও বর্ণনার কৌশলই সার্বিক ভাবে প্রমান করে যে, কুরআন একমাত্র আল্লাহ্‌র বাণী। এছাড়া কোরআনের অনেক বিস্ময়কর বৈশিষ্টও প্রমাণ করে যে কুরআন আল্লাহ কর্তৃক নাযিল করা হয়েছে। এ সকল অসংখ্য বিস্ময়কর বৈশিষ্টের মধ্যে কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক সত্য বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ফলে মানুষ মাত্র কিছু দিন পূর্বে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে অথচ সে সত্য গুলো ১৪শ বছর আগে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ।

অবশ্য কোরআন কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয়। কিন্তু এতদসত্বেও অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যও এ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য কোরআনের অনেক আয়াতের মধ্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে এবং গভীর জ্ঞান পূর্ণ ধারাবাহিকতায় এমন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলেই শুধুমাত্র জানা বা উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। অথচ কোরআন নাযিলের সময় এই সত্য উদঘাটন করা কখনই সম্ভবপর ছিল না । যা প্রমাণ করে যে, কোরআন আল্লাহর বাণী।

কোরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময় বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে সময় কোরআন নাযিল হয়েছিল, তখনকার বিজ্ঞান ছিল একেবারে অনগ্রসর।

সতের শতকের দিকে যখন কোরআন নাযিল হয় তখন আরব সমাজ বিজ্ঞান বলতে যা বুঝায় তা বুঝতে সক্ষম ছিল না । তাদের মাঝে ছিল বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার এবং ভিত্তিহীন বিশ্বাস । প্রযুক্তির অনগ্রসরতার জন্য সে সময়ে মহাবিশ্ব এবং প্রকৃতি সম্পর্কে তখনকার মানুষের খুব কমই জ্ঞান ছিল। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আরবের প্রাথমিক যুগে তারা তাদের অতীত বংশ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন লোক-কাহিনীতে বিশ্বাসী ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তারা বিশ্বাস করত যে পাহাড় আকাশকে উপরে ধরে রেখেছে। তারা আরও বিশ্বাস করত, পৃথিবীর আকৃতি সমতল এবং এর উভয় প্রান্তে উঁচু পর্বত যা খুঁটি হিসাবে কাজ করছে ও এই সমস্ত খুঁটি বেহেশতকে উপরে ধরে রেখেছে।

কিন্তু পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পরে ঐ সমস্ত কুসংস্কার বা লোক-কাহিনীর প্রতি বিশ্বাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। সুরা রা'দ এর ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে "তিনিই আল্লাহ, যিনি উর্দ্ধে স্হাপন করেছেন আসমান সমূহকে কোন স্তম্ভ ছাড়াই, তোমরা তা দেখছো । তিনিই আসমানকে কোন ধরনের সাহায্য ছাড়াই উপরে ধরে রেখেছেন"। পাহাড় আসমানকে ধরে রেখেছে এই বিশ্বাসকে উপরোল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে খন্ডন করা হয়েছে। এভাবে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে কোরআনের মাধ্যমে সে সময় মানুষকে অবগত করা হয়েছে যা সে সময়ে মানুষের পক্ষে জানা ছিল অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। কুরআন যে সময় নাযিল হয়েছিল তখন মানুষের পক্ষে মহাকাশ বিজ্ঞান/জ্যোতিষবিদ্যা, পদার্থ অথবা প্রাণী বিদ্যা/জীব বিদ্যা যা মহাবিশ্বের সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি, পরিবেশের আকার আকৃতি এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি জটিল বিষয় সম্পর্কে তখনকার মানুষের খুব কমই জ্ঞান ছিল বা এ সম্পর্কে খুব কমই জ্ঞান রাখত। এখন দেখা যাক এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিস্ময় সম্পর্কে সেই সময়ে নাযিলকৃত কোরআনে কি বলা হয়েছে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি বা শুরু

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

তিনি আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন শুন্য থেকে। (সূরা আনাম-৬ ঃ ১০১)। সে সময়ে নাযিলকৃত কুরআনে উল্লেখিত এই তথ্য বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ন বা সত্যতা প্রমাণ করে। উপসংহারে বলতে হয় আজকের এই মহাবিশ্ব বা সৌরমন্ডলী এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বস্তু ও সময় সৃষ্টি হয়েছে কোন এক মহাবিস্ফোরণের ফলে। যা ঘটেছিল মুহুর্তের মধ্যে কোন এক বিন্দুতে। বিশ্ব সৃষ্টির এই ঘটনা "বিগ ব্যাং" বলে পরিচিত। যা প্রমাণ করে যে, মহা এক বিস্ফোরণের ফলে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে শুন্য থেকে। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে একমত যে, একমাত্র "বিগ ব্যাং-ই" হচ্ছে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির অধিক যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভাব্য কারণ।

"বিগ ব্যাং" এর পূর্বে বস্তু বলতে কিছুই ছিলনা। সবকিছুই তখন ছিল শুন্য। ফলে ছিলনা বস্তু, শক্তি এমনকি সময় । এমন কোন উপায় ছিল না যার দ্বারা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, কিভাবে বস্তু, শক্তি ও সময়কে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে সত্যটি বর্তমানে

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে অতি সাম্প্রতিক সময়ে আমরা জানতে পেরেছি। অথচ এই বিষয়টি সম্পর্কে ১৪শ বছর পূর্বে নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে।

মহাবিশ্বের ক্রমাগত বিস্তার

পবিত্র কুরআন যা ১৪শ বছর আগে নাযিল হয়েছিল, তখন জ্যোতি বিদ্যা কোন রকমভাবে ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল, ঠিক সে সময়ে মহাবিশ্বের ক্রমাগত বিস্তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এভাবে ঃ

আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আসমানকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তার সমভাবে বিস্তার ঘটাচ্ছি। (সুরা যারিয়াত-৫১ ঃ ৪৭)।

উপরে উল্লেখিত আয়াতে "আসমান" শব্দকে কোরআনের বিভিন্ন অংশে উল্লেখ করা হয়েছে সৌরমন্ডল এবং নভোমন্ডলকে বুঝানোর জন্য। এখানেও এই শব্দকে সেই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে কুরআনে এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, সৌরমন্ডল ক্রমাগতভাবে বিস্তার করে চলেছে। অথচ এ বিষয়ে বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের ফলে আমরা সে সম্পর্কে জানতে পেরেছি বা উপলব্ধি করতে পারছি।

বিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্যায় পর্যন্ত বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের এ ধারনাই বদ্ধমূল ছিল যে, অসীম সময় থেকে এই মহাবিশ্ব এভাবেই স্থির আকারে চলে আসছে। আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে যে সমস্ত বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক হিসাব নিকাস করা হয়েছে তাতে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের একটা শুরু ছিল এবং সেই শুরু থেকে আজ অবধি ক্রমাগত ভাবে এই মহাবিশ্ব ক্রমান্বয়ে সমআকারে বিস্তার লাভ করে চলেছে।

বিশ শতকের শুরুর দিকে রাশিয়ান পদার্থবিদ আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান এবং বেলজিয়ামের সৌর তারকা বিশেষজ্ঞ জর্জলেমিটায়ার তাত্বিকভাবে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, মহাবিশ্ব ক্রমাগতভাবে গতিশীল এবং ক্রমান্বয়ে এটা বিস্তার লাভ করে চলেছে।

এই সত্যতা ১৯২৯ সালের পর্যবেক্ষণ পরিসংখ্যানে পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকার আকাশ বিজ্ঞানী এডুইন হাবেল টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণকালে আবিস্কার করেন যে, তারা ও ছায়াপথ সমূহ একে অপর থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে । মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু ক্রমাগতভাবে দূরে সরে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমান করে যে, মহাবিশ্ব ক্রমাগতভাবে বিস্তার লাভ করছে । পরবর্তী বৎসরেই এই পর্যবেক্ষনে পুনরায় মহাবিশ্বের ক্রমাগত বিস্তার হওয়ার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় । অথচ এই সত্যতা কুরআনে প্রকাশ হয়েছে এমন সময়ে যখন এ বিষয়ে মানুষ ছিল সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ । এর কারণ এটাই যে, কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী। যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং শাসক সমস্ত মহাবিশ্বের ।

পৃথিবী এবং আসমানের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া

কোরআনে অন্য একটি আয়াতে আসমান সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ঃ

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমান ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম ; এবং প্রাণবান সবকিছু আমি সৃষ্টি করলাম পানি থেকে । তবুও কি তারা ঈমান আনবে না ? (সূরা আম্বিয়া -২১ ঃ৩০)।

আরবী শব্দ "রাত্ক" এর বাংলা অর্থ মিলিত বা একসাথে জড়িত হওয়া । আরবীতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয় দুই ধরনের জিনিস একত্রে মিলে এক হওয়া কোন কিছুকে বোঝানোর জন্য । "তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম" এই বাক্যের আরবী ক্রিয়া শব্দ "ফাতাকা" যার বাংলা আভিধানিক অর্থ বুঝাতে যা বুঝায় তা হলো জড়িত কোন কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুনভাবে কোন কিছু তৈরী হওয়াকে। এই ধরণের কাজকে সহজে বোঝার জন্য মাটি থেকে বীজ ফেটে বের হওয়ার উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে ।

এই জ্ঞানকে মনে রেখে আমরা উক্ত আয়াতের প্রতি যদি দৃষ্টি সন্নিবেশ করি, তবে বুঝতে পারি যে, প্রাথমিক পর্যায়ে আসমান এবং জমিন "রাত্ক" অথাৎ একত্রিত অবস্থায় ছিল । পরবর্তীতে তা একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যায় (ফাতাকা) বা বের হয়ে যায় । কৌতুহল বশতঃ যদি আমরা বিগ ব্যাং এর প্রাথমিক মূহুর্তের কথা মনে করি তবে দেখতে পাই যে, এই মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু একটা বিন্দুতে সন্নিবেশিত ছিল । অন্য কথায় বলা যায়, সমস্ত কিছু তথা " আসমান এবং জমিন" যা তখন সৃষ্টি হয় নাই, সমস্ত কিছুই একত্রে মিলিত ছিল আরবী শব্দ "রাত্ক" রূপে । এই বিন্দুরই অতীতকালে কোন এক সময় মহাবিস্ফোরণ ঘটে । ফলে সমস্ত কিছু আলাদা হয়ে যায় এবং মহাবিশ্বের আকৃতি বা অবকাঠামো তৈরী হয় ।

উপরোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা আমরা যদি বর্তমানে উদ্‌ঘাটিত তথ্যের সংগে তুলনা করি তবে দেখতে পাই যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যাখ্যা একই অথ্যাৎ একে অপরের সত্যতা প্রমাণ করে । অপর কথায় বলা যায় এ সম্পর্কে বর্তমান বৈজ্ঞানিক উদ্‌ঘাটিত তথ্য সম্পূর্ণভাবে উপরোল্লিখিত আয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দেয় । আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, বৈজ্ঞানিকরা এই সত্যতা আবিস্কৃত হয় বিংশ শতাব্দীতে অথচ কোরআন নাযিল হয়েছিল ১৪শ' বছর আগে ।

কক্ষ পথ

কোরআনে সূর্য্য এবং চন্দ্রকে উল্লেখ করার সময় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকে তারা নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমন করছে ।

আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য্য ও চন্দ্র । সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে । (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ৩৩) ।

অন্য এক আয়াতে উল্লেখ আছে যে,

সূর্য্য স্হীর নয় বরং নির্দিষ্ট এক কক্ষ পথে পরিভ্রমন করছে । আর সূর্য্য স্বীয় গন্তব্য স্হানের দিকে চলতে থাকে । এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ । (সূরা ইয়াছিন-৩৬ ঃ৩৮) ।

মাহআকাশ বিজ্ঞানীরা কোরআনের এই সত্য বিংশ শতাব্দীতে তাদের মহাআকাশ গবেষনার মাধ্যমে আবিস্কার করতে সক্ষম হয় । বিজ্ঞানীরা গণনা করে বের করেণ যে, সূর্য্য ৭,২০,০০০ কি ঃ মি ঃ প্রতি ঘন্টায় প্রচন্ড গতিতে ভেগা নামের তারকার দিকে একটা নির্দিষ্ট কক্ষ পথে (যার নাম সৌর এ্যাপেক্স) পরিভ্রমণ করছে । এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সূর্য্য প্রতিদিন ১৭,২৮০,০০০ হাজার কি ঃ মি ঃ পথ অতিক্রম করছে । সূর্য্যের সঙ্গে অন্যান্য অসংখ্য গ্রহ এবং উপগ্রহ সমূহ যারা সূর্য্যের পার্শ্বে অবস্থিত তারাও একই দূরত্বে পরিভ্রমন করছে । একই সঙ্গে সমস্ত মহাবিশ্বের অন্যান্য তারকা সমূহও পরিকল্পিতভাবে পরিভ্রমন করছে ।

সমস্ত মহাবিশ্ব অসংখ্য পথ ও কক্ষপথে পরিপূর্ণ যা পবিত্র কোরআনে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ আছে ঃ

কসম বহু পথ বিশিষ্ট আসমানের । (সূরা যারিয়াত -৫১ ঃ ৭) ।

মহাবিশ্বে আনুমানিক দুইশো লক্ষ কোটি ছায়াপথ আছে এবং প্রত্যেকটি ছায়াপথে আবার আনুমানিক দুইশো লক্ষ কোটি নক্ষত্র আছে । অধিকাংশ নক্ষত্রের আবার গ্রহ আছে এবং অধিকাংশ গ্রহেরই আবার উপগ্রহ আছে । এ সকল মহাকাশীয় গ্রহ উপগ্রহ গুলি খুবই সুক্ষ্মভাবে নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমন করছে । দশ লক্ষ বছরের অধিক সময় ধরে উল্লেখিত গ্রহ উপগ্রহ গুলি তাদের নিজ নিজ কক্ষ পথে অত্যান্ত সু-শৃংখলভাবে একে অপরের সঙ্গে কোন ধরনের সংঘর্ষ ব্যতিরেকে সাঁতার কেটে চলেছে বা ভেসে বেড়াচ্ছে । শুধু তাই নয় অনেক নির্দিষ্ট ধুমকেতুও আবার এদের সঙ্গে কক্ষপথে পরিভ্রমন করে চলেছে ।

মহাবিশ্বের এই কক্ষপথ সমূহ আকাশ সংক্রান্ত গ্রহ উপগ্রহের জন্যই শুধু নির্দিষ্ট নয় । বরং ছায়াপথ সমূহও প্রচন্ড গতিতে এ সমস্ত কক্ষ পথ সমূহে পরিকল্পিতভাবে পরিভ্রমন করে চলেছে । এই পরিভ্রমনের সময় বা কালে মহাআকাশ সংক্রান্ত কোন গ্রহ উপগ্রহ কখনই একে অপরের কক্ষ পথে পরিভ্রমন করেনা বা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না ।

এটা নিশ্চিত যে, কোরআন যখন নাযিল হয়েছিল তখনকার মানুষের কাছে আজকের টেলিস্কোপও ছিল না অথবা যান্ত্রিক উৎকর্ষতাও ছিল না । যার ফলে তারা হাজার কিঃ মিঃ দূরের কোন কিছু দেখতে সক্ষম ছিল না, সর্বপরি সে সময়ের মানুষ আধুনিক পদার্থবিদ্যা এবং মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ । সুতরাং সেই সময়ে এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসাও সম্ভব ছিল যে, মহাকাশ অসংখ্য পথ এবং কক্ষ পথে পরিপূর্ণ। যেমনটি উল্লেখ আছে উপরের আয়াতে । অথচ সেই সময় নাযিলকৃত কোরআনে দ্ব্যার্থহীন ভাবে এই সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে। যা সত্যই বিস্ময়কর ! কারণ কোরআন আল্লাহ বানী এবং আল্লাহ্ই তা নাযিল করেছেন ।

গোলাকৃতি পৃথিবী

তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে । তিনি রাত দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন। (সুরা যুমার -৩৯ ঃ ৫) ।

পবিত্র কোরআনে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাসংগিক বা যথাউপযুক্ত । উপরোল্লেখিত আয়াতে যে আরবী শব্দ ‘তাকভীর’ ব্যবহার করা হয়েছে তার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে ‘আচ্ছাদিত’ । বাংলায় যা অর্থ দাঁড়ায় ‘একটার উপরে আর একটা দিয়ে ঢেকে দেওয়া’ অথবা বলা যায় কোন ‘লম্বা কাপড় গোল করে ভাজ করে একত্রিত করা’। এটা আরও সহজভাবে বোঝানোর জন্য উদাহারন স্বরূপ বলা যেতে পারে যেভাবে পাগড়ী মাথায় ঘুরিয়ে পরানো হয় ।

উপরোল্লেখিত আয়াতে রাত এবং দিনের একে অপরকে আচ্ছাদিত করার যে তথ্য দেয়া হয়েছে তার মাধ্যমে পৃথিবীর আকৃতির একটা ধারনা পাওয়া যায় । কেননা এই ধরনের দিন এবং রাত একে অপরকে শুধু তখনই আচ্ছাদন করতে পারে যদি পৃথিবী প্রকৃত পক্ষে গোলাকৃতি হয় । এর অর্থ এই যে, ১৪ শত বছর পূর্বে নাযিলকৃত কোরআন পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বা করছে।

আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে, সেই ১৪ শত বছর আগে জ্যোতিবিদ্যায় তখনকার মানুষের যে প্রচলিত জ্ঞান ছিল তাতে তারা পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষন করতো । তারা ধারনা করতো বা চিন্তা করতো যে পৃথিবীর আকৃতি সমতল এবং এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই সে সময় সমস্ত ধরনের গণনা এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা হতো । অথচ পবিত্র কোরআনের উপরোল্লেখিত আয়াতে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পাই, বিংশ শতাব্দীর মহাকাশ বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে কোরআনের ঐ সত্যতার প্রমাণ মেলে। যেহেতু কোরআন হচ্ছে আল্লাহর কথা সুতরাং এই মহাবিশ্ব ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যথাপোযুক্ত শব্দ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে ।

সুরক্ষিত ছাদ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা আসমানের কার্যকরীতা সম্পর্কে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

আর আমি আসমানকে সৃষ্টি করেছি একটি সুরক্ষিত ছাদরূপে, কিন্তু তারা তার নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে । (সুরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৩২) ।

বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলেই আসমানের বিশেষ গুণ সমুহের তথ্য প্রকাশিত হয় । পৃথিবীতে জীবণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য এর চারপাশের বায়ুমন্ডলের পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে পৃথিবীর চারিপাশের বায়ুমন্ডল ঐ সমস্ত অক্ষতিকারক এবং প্রয়োজনীয় রশ্মি, দৃশ্যমান আলো, অতি বেগুনী রশ্মি এবং বেতার তরঙ্গ সমুহকেই শুধুমাত্র পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেয় । উল্লেখ্য পৃথিবীতে জীবণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই সমস্ত দ্রব্যগুলির বিকীরণের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। অতি বেগুনী রশ্মি যার আংশিক পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করতে পারে, এর উপস্থিতি উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষন এবং অন্যান্য জীবণ বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুর্য্য থেকে বিকীরিত অতি বেগুনী রশ্মির অধিকাংশ অংশই পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ওজন স্তরের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে শুধুমাত্র সীমিত এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অতি বেগুনী রশ্মির আংশিক বর্ণচ্ছটা পৃথিবীতে এসে পৌঁছে ।

বায়ুমন্ডলের রক্ষাকবচ হিসাবে বায়ুমন্ডলের কাজ শুধূমাত্র এখানেই সমাপ্ত হয়নি । বরং একই সংগে পৃথিবীর এই বায়ুমন্ডল পৃথিবীকে মহাশুন্যের শীতলতার কারণে বরফ হয়ে জমে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে । কেননা মহাশুন্যের তাপমাত্রা মাইনাস ২৭০ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড।

পৃথিবীকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য শুধুমাত্র এই বায়ুমন্ডলই কাজ করে না । বরং এই বায়ুমন্ডলের সাথে ভ্যান এ্যালেন বেল্ট নামে একটি চুম্বকীয় ক্ষেত্র রয়েছে । যেটা একই ভাবে সমস্ত ক্ষতিকারক বিকীরণের বিপরীতে রক্ষাকবচ বা ঢাল হিসাবে কাজ করে । বিশেষ করে যে সমস্ত বিকীরণ পৃথিবীর জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকী স্বরূপ । এই সমস্ত বিকীরণ যা প্রধানত সুর্য্য এবং বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে ক্রমাগত বিকীরিত হচ্ছে তা পৃথিবীর জীবনের জন্য মৃত্যুকুপ স্বরূপ । যদি পৃথিবীর চারপাশে ভ্যান এ্যালেন বেল্ট না থাকত তবে সুর্য্যের মধ্যে প্রতি মুহুর্তে যে বিভিন্ন রাসায়নিক গ্যাসের মহাবিস্ফোরণ ক্রমাগত ঘটে চলেছে এবং বিভিন্ন শক্তি নির্গত হচ্ছে, তা মূহুর্তেই পৃথিবীর জীবন ধ্বংস করে দিতে পারতো ।

ডঃ হাগরস্ ভ্যান এ্যালেন বেল্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেন যে ঃ

'প্রকৃতপক্ষে আমাদের পৃথিবীর ঘনত্ব পৃথিবীর সৌরমন্ডলে যে কোন গ্রহ উপগ্রহগুলোর চেয়ে সব থেকে বেশী । পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের বৃহৎ নিকেল ও লৌহ স্তর এই চুম্বকীয় ক্ষেত্রের জন্যই সৃষ্টি হয় বা হচ্ছে । এই চুম্বকীয় ক্ষেত্রই ভ্যান এ্যালেন বিকীরণ ঢাল বা রক্ষাকবচ তৈরী করে । যা পৃথিবীকে সমস্ত ধরনের বিস্ফোরনের ক্ষতিকারক বিকীরণের হাত থেকে রক্ষা করে বা করছে । যদি এই ঢাল না থাকত তবে পৃথিবীতে জীবন বেঁচে থাকা অসম্ভব হতো । সৌরমন্ডলে আর শুধুমাত্র একটাই গ্রহ আছে যেখানে এই চুম্বকীয় ক্ষেত্র বিদ্যমান । আর সেটা হচ্ছে মারকিউরী । তবে সেখানে এই চুম্বকীয় ক্ষেত্রের শক্তি পৃথিবীর চুম্বকীয় শক্তির ১০০ গুন কম । এমনকি আমাদের নিকটতম গ্রহ ভেনাসেও কোন চুম্বকীয় ক্ষেত্র নাই । পৃথিবীর চারিপাশে এই ভ্যান এ্যালেন বিকীরণ ঢালের উপস্থিতি পৃথিবীর জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা চমকপ্রদ পরিকল্পনা ।'

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌর মন্ডলে এই ধরণের বিস্ফোরনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তা চিহ্নিত করে পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, এর শক্তি জাপানের হিরোশিমাতে বিস্ফোরিত আনবিক বোমার মত ১০০ লক্ষ কোটি আনবিক বোমার এক সাথে বিস্ফোরনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তার সমান । এ ধরনের এক বিস্ফোরনের ৫৮ ঘন্টা পরে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে কম্পাসের কাঁটা অস্বাভাবিকভাবে নড়ে চলছে এবং পৃথিবী থেকে বায়ুমন্ডলের ২৫০ কিঃমিঃ উপরে তাপমাত্রা হঠাৎ করে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০০ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেটে দাঁড়িয়েছে ।

সংক্ষেপে বলা যায় পৃথিবীর উর্দ্ধাকাশে একটা খুব উপযুক্ত পদ্ধতি বা ব্যবস্থা কাজ করছে । যেই ব্যবস্থা আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে ঘিরে আছে এবং অত্যন্ত ফলপ্রশুভাবে পৃথিবীকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করছে । শুধুমাত্র কয়েক শতক আগে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন । অথচ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বহু পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ঢাল আকারে পৃথিবীকে রক্ষা করছে ।

প্রত্যাবর্তীত আসমান

পবিত্র কোরআনে সুরা তারিকের ১১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করছেন 'প্রত্যাবর্তীত' আকাশের কাজ ঃ

কসম আসমানের যা প্রত্যাবর্তীত হয় । (সুরা তারিক-৮৬ ঃ ১১) ।

আমরা জানি পৃথিবীর চারিপাশে যে বায়ুমন্ডল আছে তা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত । প্রত্যেক স্তরেই পৃথিবীর জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । বিভিন্ন পরীক্ষা এবং গবেষনায় জানা যায় এই সমস্ত স্তর পৃথিবীর বাইরে থেকে যে সমস্ত ক্ষতিকারক বস্তু বা রশ্মি পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয় তাদেরকে পৃথিবীতে প্রবেশ করতে বাঁধা প্রদান করে । একই সংগে পৃথিবী থেকে যে সমস্ত ক্ষতিকারক বিষয়াদি উর্দ্ধাকাশের দিকে ধাবিত হয় তা পৃথিবীতে ফেরত পাঠায় । এখন কয়েকটি উদাহারনের মাধ্যমে দেখা যাক যে, পৃথিবীর চারিদিকের এই রক্ষাকবচ (বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তর) কিভাবে কাজ করছে বা করে ।

ট্রপোস ফেয়ার - এটা পৃথিবী থেকে ১৩-১৫ কিঃমিঃ উর্দ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত । এই স্তর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পানিকে বাস্প আকারে উর্দ্ধে উড়তে সাহায্য করে এবং পরবর্তীতে এই বাস্পকে ঘনিভূত করে পৃথিবীতে বৃষ্টি আকারে ফেরত পাঠায় ।

ওজন লেয়ার - এটা পৃথিবীর ১৫-২৫ কিঃমিঃ উর্দ্ধে অবস্থিত । এই স্তর সৌর মন্ডল থেকে যে বিকিরণ এবং অতি বেগুনী রশ্মি আসে তা প্রতিহত করে সৌর মন্ডলে ফেরত পাঠায় ।

আয়নস্ফেয়ার - এই স্তর পৃথিবী থেকে প্রচারিত বেতার তরঙ্গকে প্রত্যবর্তন করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ফেরত পাঠায় । এর কাজ অনেকটা মনুষ্য সৃষ্টি যোগাযোগ উপগ্রহের মত । আর এর জন্যই অধিক দুরত্বে ওয়্যারলেস, রেডিও এবং টেলিভিশনে যোগাযোগ ও সম্প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে ।

ম্যাগনেটোস্ফেয়ার- এই স্তর সূর্য্য ও অন্যান্য নক্ষত্র থেকে নির্গত/বিচ্ছুরিত বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক রঞ্জনরশ্মী পৃথিবীতে আগমনে বাধা প্রদান করে। প্রকৃত সত্য এই যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরের যে কার্যসমূহ আমরা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের ফলে জানতে পেরেছি অথচ এই স্তর সমূহ সম্পর্কে ১৪ শত বছর আগে নাযিলকৃত পবিত্র কোরআনে প্রকাশ করা হয়েছে। যা আরো একবার প্রমাণ করল যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কথা বৈ অন্য কিছু নয় ।

পর্বত সমূহের কাজ

পবিত্র কোরআন পর্বতের ভূ-তাত্ত্বিক অত্যান্ত গুরূত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষন করে উল্লেখ করেছে ঃ

আর আমি জমিনের উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি যাতে তাদেরকে নিয়ে জমিন ঝুকে না পড়ে (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ ৩১)।

উপরোল্লিখিত আয়াতে পর্বতের কাজ সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি যে, পর্বত মূলত জমিনকে নড়াচড়ার হাত থেকে রক্ষা করছে । কোরআন যখন নাযিল হয়েছিল । সে সময় এই সত্যটি সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণ ছিল অজ্ঞ । অথচ আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে বর্তমানে মানুষ এই সত্যটি সম্পর্কে জানতে পারে । এই আবিস্কার অনুযায়ী দেখা যায় ভূ-আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্তরের ফলকের ব্যাপক সঞ্চালনের এবং একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। যখন ভৃ-আভ্যন্তরে এধরনের দুই ফলক এক অপরের সঙ্গে সংঘর্ষিত হয় তখন অপেক্ষাকৃত শক্ত ফলকটি অপরটির নিচ দিয়ে পিছলিয়ে সঞ্চালিত হয় । ফলে উপরের ফলকটি বেঁকে উঁচু হয়ে যায় এবং পর্বতের সৃষ্টি হয় । অপর দিকে একইভাবে ফলকের আরেকটি স্তর ক্রমান্বয়ে মাটির গভিরে প্রবেশ করে মাটির ভিতরে শক্ত বর্ধিত অংশ তৈরী করে । এর অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে পর্বত এর যে অংশ আমরা মাটির উপরে উঁচু দেখতে পাই একইভাবে সমপরিমাণ অংশ মাটির গভীরে প্রবেশ করে ।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখায় পর্বতের আকার সম্পর্কে ব্যাখা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

যেখানে মহাদেশের স্তর ঘন যেমন পর্বত শ্রেনী সেখানে মাটির বিভিন্ন স্তরের আবরণ মাটির গভীরে প্রবেশ করে । কোরআনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, পর্বত সমূহকে পেরেক হিসাবে তুলনা করা হয়েছে ।

আমি কি জমিনকে করিনি বিছানা সাদৃশ্য ? এবং পাহাড় সমূহকে পেরেক স্বরূপ (সূরা নাবা -৭৮ ঃ ৬-৭) ।

অন্য দিকে এই পর্বত পৃথিবীর উপরে এবং ভিতরের দিকে বর্ধিত হয়ে ভূ-আভ্যন্তরীন ফলক সমূহের সংযোগ স্থলে আঁকড়িয়ে ধরে রাখে। এই ভাবে পর্বত পৃথিবীর আবরণকে নড়াচড়ার হাত থেকে রক্ষা করে । আমরা উদাহরণ হিসাবে পর্বত সমূহকে পেরেকের সঙ্গে তুলনা করতে পারি । সংক্ষেপে বলা যায় পেরেক বিভিন্ন কাঠের টুকরাকে এক সঙ্গে যেমন শক্তভাবে ধরে রাখে ঠিক তেমনি পর্বত পৃথিবীর ভূ-আভ্যন্তরীন আবরণ সমূহকে একসঙ্গে ধরে রাখে ।

আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান ও ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের ফলে পর্বতের এই গুরূত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে অধুনা আমরা এ সম্পর্কে জানতে পারি, অথচ শতশত বছর আগে পবিত্র কোরআন এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে মানুষকে অবগত করেছে । যা হেকমত ও প্রজ্ঞাময় মহান রাব্বুল আল আমিন আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্টির অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি ।

আর আমি জমিনের উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি যাতে তাদের কে নিয়ে জমিন ঝুঁকে না পড়ে । (সূরা আম্বিয়া-২১ ঃ৩১) ।

পর্বতের সঞ্চালন

কোরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি পর্বত সমূহ ক্রমাগতভাবে সঞ্চালন করে চলেছে অথ্যাৎ পর্বত সমূহ গতিহীন নয়।

আর তুমি পর্বত সমূহকে দেখে অটল-অচল মনে কর, অথচ এগুলো সেদিন মেঘরাশির ন্যায় চলমান হবে । (সূরা নাম্‌ল্-২৭ ঃ৮৮)। পৃথিবীর আবরনের সঞ্চালনই পর্বত সমূহের সঞ্চালনের কারণ । কেননা পৃথিবীর আবরণের উপরই পর্বত সমূহ অবস্থিত । পৃথিবীর আবরণ ভূ-গর্ভস্থ লাভার উপরে ভাসছে । বিশ শতকের প্রথম দিকে আলফ্রেড ওয়েগনার নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী ইতিহাসে সর্বপ্রথম আবিস্কার করেন যে, পৃথিবীর সকল মহাদেশ সমূহ পৃথিবী সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে একত্রে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো ধীরে ধীরে বিভিন্ন দিকে সরে যায় এবং এই সরে যাওয়ার ফলে একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে । ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা ১৯৮০ সালে আলফ্রেড ওয়েগনারের মৃত্যুর ৫০ বছর পর প্রমাণ পান যে, আলফ্রেড এর তথ্য সঠিক । ওয়েগনার ১৯১৫ সালে তার লিখিত একটা কলামে অবগত করেন যে, পৃথিবীর ভূ-ভাগ ৫০০ মিলিয়ন বছর আগে একত্রে সংযুক্ত ছিল । ওয়েগনারের ১৯১৫ সালের লিখিত এই বক্তব্য অনুযায়ী সেই সংযুক্ত ভূ-ভাগ ‘প্যানগিয়া’ নামে পরিচিত ছিল এবং যা ছিল দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্হিত ।

আনুমানিক ১৮০ মিলিয়ন বছর পূর্বে ‘প্যানগিয়া’ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায় । যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যায় । এ রকম একটা বৃহৎ মহাদেশ হচ্ছে গন্ডোওয়ানা, যা আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, এ্যানটাকটিকা এবং ইন্ডিয়াকে একত্র করে রেখেছিল এবং দ্বিতীয় মহাদেশটি ছিল লাওরেশিয়া, যা ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং ইন্ডিয়া ব্যতীত এশিয়া নিয়ে গঠিত ছিল । পরবর্তী ১৫০ মিলিয়ন বছর পরে গন্ডোওয়ানা এবং লাওরেশিয়া আবার ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যায় । ‘প্যানগিয়া’ বিভক্ত হওয়ার পরে সৃষ্ট এই মহাদেশ সমূহ ক্রমাগতভাবে পৃথিবীর উপরিভাগে বিভিন্ন শতক পর পর ক্রমান্বয়ে সঞ্চালন করে চলেছে । ফলশ্রুতিতে জল ও ভূ-ভাগের আনুপাতিক হারের পরিবর্তন হয়ে চলেছে ।

বিশ শতকের শুরুর দিকে ভূ-তাত্ত্বিক গবেষনার ফলে পৃথিবীর সঞ্চালনের এই বিষয়টি বের হয়ে আসে যা বিজ্ঞানীরা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

পৃথিবীর আবরণী এবং ভূ-আভ্যন্তরীণ লাভার উপরীভাগের গভীরতা প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ এবং এই গভীরতা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। যা ফলক হিসাবে পরিচিত। এই স্তরগুলোর মধ্যে ৬টি প্রধান ফলকসহ আরও অন্যান্য ফলক রয়েছে। প্লেটটেক্টোনিক্স সূত্র অনুযায়ী এই ফলক গুলি সমুদ্র তলদেশসহ মহাদেশ গুলোকে নিয়ে সঞ্চালন করে। প্রতি বছরে এই ধরনের সঞ্চলের পরিমাপ করে দেখা যায় যে, ১-৫ সেঃ সিঃ দুরত্ব অতিক্রম করে । যেহেতু এই সঞ্চালন ক্রমাগতভাবে হয়ে চলেছে, তাই পৃথিবীর ধীর ভৌগলিক পরিবর্তন হচ্ছে । উদাহরণ স্বরূপ প্রশান্ত মহাসাগর প্রতি বছরই আরও প্রশস্ত হয়ে চলেছে ।

এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পবিত্র কোরআনের আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা পর্বতের সঞ্চালন উল্লেখ করার সময় বলেছেন যে, পবর্ত সমূহ ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে । আধুনিক বিজ্ঞান মহাদেশের এই সঞ্চালনকে একইভাবে মহাদেশীয় সম্প্রসারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন । প্রশ্নাতীত ভাবে বলা যায় যে, এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনের একটি বিস্ময় যে, এই বৈজ্ঞানিক সত্য যা বিংশ শতাব্দীতে আবিস্কার হয়েছে অথচ ১৪শ’ বছর আগে কোরআনে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

সময়ের আপেক্ষিকতা

বর্তমান দিনে সময়ের আপেক্ষিকতা একটা প্রমাণিত বৈজ্ঞানীক সত্য । বিশ শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলর্বাট আইন স্টাইন সময়ের আপেক্ষিকতা সূত্রের আবিস্কার করেন। এর পূর্বে মানুষের সময়ের আপেক্ষিকতা সম্পর্কে কোনই ধারনা ছিল না যে, পরিস্হিতি পরিবেশ অনুসারে সময় পরিবর্তীত হতে পারে। সময়ের আপেক্ষিকতার এই সত্যতা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলর্বাট আইন স্টাইন প্রমাণ করে দেখান । তিনি প্রমাণ করেন সময়ের পরিবর্তন গতি ও ভরের উপর নির্ভরশীল। এর পূর্বে মানব ইতিহাসে এই সত্যতার পরিস্কার কোন ব্যাখা কেউ দিতে পারে নাই। একটু ব্যতিক্রম হলেও কোরআনে এই তথ্য দেয়া হয়েছে যে, সময় আপেক্ষিক। এ প্রসঙ্গে কুরআনের কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপঃ

আর তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করার জন্য তাগাদা করছে। অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। নিশ্চয়ই আপনার রবের কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। (সূরা-আলহাজ্জ -২২ ঃ ৪৭)।

তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন, অবশেষে তা তাঁর সমীপে এমন একদিনে পৌছাবে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনানুযায়ী হাজার বছরের সমান। (সুরা-সাজদা-৩২ ঃ ৫)।

ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্র সমীপে আরোহন করে যায় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (সূরা-মা’আরিজ-৭০ ঃ ৪) ।
কোন কোন আয়াতে এ ধরনের ইঙ্গিত দেয়া আছে যে, মানুষ সময়কে বিভিন্নভাবে অনুধাবন করবে এবং আবার অনেক সময় অনেক ছোট মুহুর্তও মানুষের কাছে দীর্ঘ সময় বলে অনুভূত হতে পারে। কেয়ামত দিবসে মানুষের বিচারের সময়ে তাদের আলাপচারিতা এ প্রসঙ্গে উপযুক্ত উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে ঃ

আল্লাহ্ বলবেন ঃ বছরের গণনায় তোমরা পৃথিবীতে কত সময় অবস্থান করেছিলে ? তারা বলবে ঃ আমরা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম। অতএব আপনি গণনাকারী ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করুন। আল্লাহ্ বলবেন ; তোমরা সেখানে অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে যদি তোমরা তা জানতে ? (সূরা নূর-২৪ ঃ ১১২-১১৪)।

প্রকৃত সত্য এই যে, সময়ের আপেক্ষিকতা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত সুস্পস্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছিল ৬১০ খ্রিস্টাব্দে যা প্রমাণ করে এটা একটা আসমানী কিতাব।

বৃষ্টির আনুপাতিকতা

পবিত্র কুরআনে বৃষ্টির বিষয়ে যে তথ্য দেয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে পরিমাণ বৃষ্টি পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় তা পরিমাপকৃত। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আয়াত নিম্নরূপ ঃ

আর যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন নির্দিষ্ট পরিমাণে। তারপর আমি সে পানির সাহায্যে মৃত জমিনকে সঞ্জীবিত করি। এরূপেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে। (সূরা যুখরুফ-৪৩ ঃ ১১)।

আধুনিক গবেষনায় বৃষ্টির এই নির্দিষ্ট পরিমাণের বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। গবেষনায় দেখা যায় যে, প্রতি সেকেন্ডে ১৬০ লক্ষ টন পানি পৃথিবী থেকে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এই হিসাবে বছরে ৫১৩ ট্রিলিয়ন টন পানি বাষ্পীভূত হয়। এই সংখ্যা প্রতি বছরে পৃথিবীতে যে পরিমান বৃষ্টি হয় তার সমান। এর অর্থ দাড়াচ্ছে যে, ক্রমাগতভাবে সমপরিমাণ পানি চক্রাকারে বাষ্পীভূত হচ্ছে এবং বৃষ্টি হিসাবে পৃথিবীতে বর্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ বৃষ্টি ‘‘পরিমাণকৃত’’। আর পৃথিবীর জীব বৈচিত্র এই পানি চক্রের উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, মানুষ যদি পৃথিবীর সমস্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বা নিযুক্ত করে তার পরেও এই ধরনের কৃত্রিম পানি চক্র তৈরী করতে ব্যর্থ হবে। এই পানি চক্র কার্যক্রমের কোন এক ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশেও যদি কোন ধরনের ভিন্নতা কখনও ঘটে বা ঘটে যায়, তবে সমস্ত জীব বৈচিত্রের উপর খুব শীঘ্রই অত্যন্ত ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে এবং যা পৃথিবীতে জীবন অবসান ঘটানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তুর সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবোধী এত সময় অক্রিান্ত হলেও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এই পানি চক্র প্রতি বছরই যথাযথভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রতি বছরই যথাযথ বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে যেভাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে।

বৃষ্টির সৃষ্টি

বৃষ্টি কিভাবে সৃষ্টি হয়? এ সম্পর্কে অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ রহস্যাবৃত ছিল। এ বিষয়ে মানুষ শুধুমাত্র কিছু শতক আগে রাডার আবিষ্কারের ফলে জানতে পারে যে, বৃষ্টি কয়েক স্তরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এ আবিষ্কার অনুযায়ী বৃষ্টি সৃষ্টি হতে তিন স্তরের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ ‘‘বৃষ্টির কাঁচামাল’’ (ধূলা ও জলীয় বাষ্প) বাতাসের মাধ্যমে উপরে উঠে যায়। অতঃপর মেঘের সৃষ্টি হয় এবং এরপর বৃষ্টিবিন্দু পড়তে থাকে। পবিত্র কুরআনে ঠিক একই ভাবে বৃষ্টি সৃষ্টির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের এক আয়াতে বৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

আল্লাহ্ এমন সত্তা যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর বায়ু মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে ; তারপর তিনি মেঘরাশিকে যেমন ইচ্ছে আসমানের শূন্য মন্ডলের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে দেন, এবং কখনও তা খন্ড বিখন্ড করে দেন ; অতঃপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসে বৃষ্টিধারা। তিনি যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে তা পেঁৗছে দেন, তখন তারা আনন্দ করতে থাকে। (সূরা-রূম-৩০ ঃ ৪৮)।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত তিন স্তরের বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ঃ

১ম স্তর ঃ “আল্লাহ্ বায়ু প্রেরণ করেন--- ”

বাতাসের ফলে সমুদ্রের পানির উপরীভাগে ফেনার সৃষ্টি হয় । যেখানে ক্রমাগতভাবে অসংখ্য বাতাসের বুদ্ বুদী তৈরী হয় এবং যা ক্রমাগত স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ফেটে যায় । ফলে এই সমস্ত পানির কনা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ উপরের আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত হয় । উপরে নিক্ষিপ্ত এই সমস্ত পানির অংশে অথবা কনার মধ্যে লবনে পরিপূর্ণ থাকে । যা বাতাসের দ্বারা বাহিত হয়ে আরও উপরের দিকে উঠে যায় এবং এক পর্যায়ে বায়ু স্তরে নিত হয় । এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কনা যা এ্যারোসল নামে পরিচিত, পানিকে ধরে রাখার কাজ করে । যা পরবর্তীতে এর চারপার্শ্বের জ্বলীয়বাষ্পকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে মেঘের সৃষ্টি করে ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ “ ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে -; তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন----”

বাতাসে অবস্হিত লবণ কনা অথবা ধুলী কনার চার পার্শে জ্বলীয়বাষ্প ঘূর্নিভূত হয়ে জমা হয় । যা পরবর্তীতে মেঘের সৃষ্টি করে । যেহেতু এই সমস্ত পানির কনাগুলো অত্যান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (যার এক একটির ব্যাস .০১-.০২ মিঃ মিঃ) ফলে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কনা সহজেই সমস্ত মেঘে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । আর যার জন্য আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় ।

তৃতীয় স্তর ঃ “-----পরে একে খন্ড-বিখন্ড করেণ এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে বারি ধারা নির্গত হয়” ।

ঐ সমস্ত জ্বলীয়বাষ্প যা লবণ কনা অথবা ধুলী কনার চার পার্শে জড় হয়েছিল । তা পরবর্তীতে আরও বেশী ঘনীভূত হয়ে যায় এবং বৃষ্টি বিন্দুতে পরিণত হয় । ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত বৃষ্টি বিন্দুসমূহ বাতাসের থেকে ওজনে ভারী হয়ে যায় এবং বাতাস আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। ফলে তা মেঘ থেকে বৃষ্টি হিসাবে মাটিতে পড়তে শুরু করে ।

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, উপরের প্রত্যেকটি স্তরের বিষয়ই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে এবং সবচেয়ে লক্ষনীয় বিষয় যে, এই স্তর গুলো বিজ্ঞানীরা যে ক্রমানুসারে আবিস্কার করেছেন পবিত্র কোরআনে ঠিক সেইভাবেই বর্ণিত আছে । আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে শত বছর আগে যখন কোন কিছুই আবিস্কার হয় নাই, তখন প্রাকৃতিক এই সমস্ত নিয়ম-কানুন অত্যন্ত সঠিকভাবে মানুষকে অবগত করেছেন । কোরআনের অন্য একটি আয়াতে বৃষ্টি সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ
তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, পরে তাদের একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, তুমি দেখতে পাও, অতঃপর তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্হিত শিলাস্তুপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এ দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন । মেঘের বিদ্যুৎ -ঝলক দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেয় । (সূরা নূর-২৪ ঃ৪৩) ।

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের মেঘ নিরীক্ষা করে আকাশ সম্পর্কে আশ্চর্যজনক ফলাফল দেখতে পান । তারা দেখতে পান যে, বৃষ্টির জন্য পুঞ্জিভূত মেঘ তৈরী হতে কিছু পদ্ধতি ও কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয় । পুঞ্জিভূত মেঘ কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুস্বরনের মাধ্যমে তৈরী হয় । পুঞ্জিভূত মেঘ তৈরীর স্তর গুলো নিম্নরূপ ঃ

স্তর-১, বাহিত হওয়া ঃ মেঘমালা বাতাস দ্বারা বাহিত হয় ।

স্তর-২, সংযুক্ত হওয়াঃ ছোট ছোট মেঘ বায়ু দ্বারা বাহিত/তাড়িত হয়ে একত্রে সংযুক্ত হয় এবং মেঘ পুঞ্জের সৃষ্টি করে ।

স্তর-৩, জড় হওয়া ঃ যখন ছোট ছোট মেঘ গুলি একত্রে সংযুক্ত হয় তখন বড় মেঘপুঞ্জের মধ্যস্হলে উর্দ্ধচাপের শক্তি বৃদ্ধি হয় । আর এই উর্দ্ধচাপের শক্তি দূরবর্তী প্রান্তসীমার চেয়ে কেন্দ্রস্হলে বেশী থাকে । ফলে এই উর্দ্ধচাপের কারণে মেঘ সমূহ লম্বা-লম্বীভাবে উপরের দিকে উঠতে থাকে । যা মেঘকে এক স্থানে জড়ো বা গাদা হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে । একই কারনে লম্বা-লম্বীভাবে উপরের দিকে উঠার ফলে মেঘপুঞ্জ বায়ু মন্ডলের শীতল পরিবেশের সংস্পর্শে আসে, যা বৃষ্টি বিন্দু এবং শিলার সৃষ্টি করে ও ক্রমান্বয়ে পরবর্তীতে আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই ভাবে এই সমস্ত বৃষ্টি বিন্দু বা শিলা সমূহ যখন ওজনে বৃদ্ধি পায় এবং উর্দ্ধমুখী চাপের থেকে ওজনে বেশী হয়, তখন ঐ সমস্ত বৃষ্টি বিন্দু বা শিলাসমূহ মাটিতে পতিত হয় ।

আমাদের এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, বিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তিগত উন্নতি যেমন ভূ-উপগ্রহ, বিমান, কম্পিউটার ইত্যাদি আবিস্কারের ফলে বর্তমানে আমরা আবহাওয়া বিদদের মাধ্যমে মেঘমালার সৃষ্টি, আকার এবং কাজ সম্পর্কে জানতে পারছি । অথচ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আল আমিন ১৪শ' বছর আগে মেঘমালার এই তথ্য মানুষকে অবগত করেছেন । যা সে সময় মানুষের পক্ষে আবিস্কার করা মোটেই সম্ভব ছিল না ।

বৃষ্টিগর্ভ (মৌসুমী) বায়ু

কোরআনের এক আয়াতে বাতাসের বৃষ্টিগর্ভ চরিত্র এবং বৃষ্টি সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ।

আমি বৃষ্টিগর্ভে বায়ু প্রেরণ করি, পরে আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করতে দিই, ওর ভান্ডার তোমাদের নিকট নেই । (সূরা হিজর-১৫ ঃ২২) ।

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বৃষ্টি সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরে মূল কাজ করে বায়ু । বিশ শতক শুরুর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল ধারনা ছিল যে, বায়ু ও বৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক এই যে, বায়ু শুধু মেঘমালাকে সঞ্চালন করে । কিন্তু আধুনিক আবহাওয়া বিদগন বের করেন বা দেখান যে, "বৃষ্টি গর্ভ" বায়ু বৃষ্টির সৃষ্টি করে । বায়ুর "বৃষ্টি গর্ভ " কাজ সমূহ নিম্নলিখিতভাবে হয় ঃ

সঞ্চালনের ফলে সমুদ্র জলরাশির উপরীভাগে প্রচুর ফেনা সৃষ্টি হয় । আর এই ফেনার অসংখ্য বুদ্ বুদের সৃষ্টি করে । যখন এই সমস্ত বুদ্ বুদ্ ফেঁটে যায় তখন হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনার সৃষ্টি করে এবং যা উর্দ্ধে বাতাসে নিক্ষিপ্ত হয় । এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনাগুলো যা "এ্যারোসল" নামে পরিচিত বাতাসের দ্বারা বাহিত ধুলি কনার (যা মূলত ভূ-স্হল থেকে উঠে আসে) সঙ্গে মিশ্রিত হয় ও পরবর্তীতে বায়ু মন্ডলের উপরীভাগে উঠে যায় । এই সমস্ত মিশ্রিত কনা গুলি বায়ু মন্ডলের আরও উপরে উঠার ফলে তথাস্থ বাষ্পের সংস্পর্শে আশে । এর ফলে এই বাষ্প আরও ঘূনীভূত হয়ে মিশ্রিত কনার চারিপার্শ্বে জড় হয় এবং পরবর্তীতে ফোঁটা ফোঁটা পানির সৃষ্টি করে । এই ফোঁটা ফোঁটা পানি প্রথমে একত্রিত হয় এবং মেঘমালার সৃষ্টি করে । যা পরবর্তীতে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বৃষ্টি আকারে পতিত হয় ।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বায়ু সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে উদ্গত বাষ্প যা বাতাসের মধ্যে ভেসে বেড়ায় সেগুলোকে মিশ্রিত ধুলি কনার মাধ্যমে " বৃষ্টিগর্ভ" করে তোলে এবং যা পরবর্তীতে বৃষ্টির জন্য প্রয়োজীয় মেঘমালা তৈরীতে সাহায্য করে । যদি বায়ুর মধ্যে এই ধরনের কনা সমূহ না থাকত তাহলে বায়ু মন্ডলের উপরীভাগে কখনই ফোঁটা ফোঁটা পানিও জমা হত না । ফলে বৃষ্টি বলে কিছুই থাকত না । এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, বৃষ্টি তৈরীতে বাতাসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান যা পবিত্র কোরআনে শত শত বছর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যে সময় মানুষ প্রকৃতির এই নিয়ম সম্পর্কে খুব কমই অবগত ছিল ।

মানুষের সৃষ্টি

মানুষকে সত্যের পথে আনার জন্য পবিত্র কোরআনে অসংখ্য বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে । এই উদ্দেশ্যে মানুষকে প্রমাণ দেখানোর জন্য আল্লাহ্ তায়ালা কখনও কখনও পবিত্র কোরআনে বেহেশ্ত, পশু-পাখি এবং উদ্ভিদের কথা উল্লেখ করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । কোরআনের অনেক আয়াতে মানুষকে তার নিজের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলা হয়েছে । সেখানে মানুষকে স্মরণ করানো হয়েছে এই বলে যে, কিভাবে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, মানুষকে তার নিজের সৃষ্টির জন্য কোন কোন স্তর মানুষকে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং পৃথিবীতে মানুষের আসার উদ্দেশ্যই বা কি ঃ

আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি তবে কেন 'পুনরুত্থানের বিশ্বাস করছ না ? ভেবেছ কি তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে, তা থেকে তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি ? (সূরা ওয়াক্বিয়াহ্-৫৬ ঃ ৫৭-৫৯) ।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষ সৃষ্টির অলৌকিকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । এই আয়াতের মধ্যে মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে সংক্ষেপে যে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া হয়েছে তা ১৪ শত বছর পূর্বে সে সময়ের কোন মানুষের পক্ষে যা জানা ছিল অসম্ভব । এই প্রসঙ্গে আরো কিছু তথ্য নিম্নরূপ ঃ

স্খলিত বীর্যের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয় ।

পুরুষ বীর্যের উপরই নির্ভর করে মানব শিশুর লিঙ্গের প্রকৃতি ।

মানব শিশুর ভ্রণ মাতৃ জরায়ুতে/জঠরে জোঁকের মত করে লেগে থাকে ।

মাতৃ জরায়ুতে/জঠরে মানব ভ্রুণ তিন অন্ধকার স্তরে বৃদ্ধি পায় ।

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে মানুষ নিশ্চিত অবগত ছিল যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনের ফলে পুরুষ কর্তৃক নির্গত বীর্য থেকে মূলতঃ মানব শিশুর জন্ম হয় এবং চাক্ষুষ বিশ্বাসে তারা দেখেছিল যে, নয় মাস পরে মানব শিশুর জন্ম হয় । যার জন্য তাদেরকে কোন কিছু তদন্ত করে বের করতে হয়নি । কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, উপরে ক্রমানুসারে লিখিত তথ্য সমূহ এমন সময়ে মানুষকে অবগত করা হয়েছিল । যখন এ বিষয়ে মানুষের কোন ধারনা বা কোন জ্ঞানই ছিল না । যা বিশ শতকের বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা জানতে পারি । এখন একে একে ঐ সমস্ত তথ্য গুলো দেখা যাক ঃ

বীর্য বিন্দু

পুরুষ ও স্ত্রী মিলনের সময় পুরূষ অঙ্গ থেকে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন শুক্রাণু একই সময়ে মাতৃশরীরে প্রবেশ করে । মাতৃশরীরে প্রবেশ করার পর তাদেরকে এক কষ্টসাধ্য লম্বা দুরত্ব অতিক্রম করে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হয় । এই ২৫০ মিলিয়ন শুক্রাণুর মধ্যে শুধুমাত্র আনুমানিক হাজার সংখ্যাক শুক্রাণু মাতৃগর্ভে পেঁছাতে সক্ষম হয় । আর সেখানে পেঁছাতে সময় নেয় আনুমানিক ৫ মিনিট । এই পাঁচ মিনিটের প্রতিযোগিতার সমপাপ্তে শুধুমাত্র ১টি শুক্রাণু ডিম্বো কোষের (যার আকার একটা লবণ দানারও অর্ধেক) মধ্যে প্রবেশ করতে পারে বা সক্ষম হয় । সুতারাং দেখা যাচ্ছে যে, পুরূষ অঙ্গ থেকে স্খলিত সম্পূর্ণ বীর্যের শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটি অংশই মানুষ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন । পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে ঃ

মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে তাকে এমনি (লাগামহীন অবস্থায়) ছেড়ে দিয়ে রাখা হবে ; সে কি (এক সময়) এক ফোঁটা স্খলিত শুক্রবিন্দুর অংশ ছিলো না (সূরা আল ক্বেয়ামাহ-৭৫ ঃ ৩৬-৩৭) ।

আমরা এখানে কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ সৃষ্টির জন্য বীর্যের সমস্ত অংশের প্রয়োজন হয় না । শুধুমাত্র ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটি অংশই যথেষ্ট । এখানে এই বক্তব্যটি যা ১৪শ' বছর আগে কোরআনে অবগত করা হয়েছে, তা আমরা কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি । সুতারাং এটা প্রমাণ করে যে, কোরআনের বানী ঐশ্বরীক এবং যথাযথ ।

বীর্যের মিশ্রণ

বীর্য, যা তরল পদার্থ এবং এর মধ্যে শুক্রাণু ব্যতীত অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি আছে । প্রকৃত অর্থে বীর্য বিভিন্ন তরল পদার্থের মিশ্রন । এই তরল পদার্থ গুলি বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় কাজ করে, যেমন মিশ্র বীর্যস্হ তরল ফ্রুক্টোজ শুক্রাণুর মূল কর্মক্ষমতা জোগায়, অন্য তরল পদার্থ জরায়ুতে প্রবেশ পথে অবস্হিত বিসাক্ত এ্যাসিডকে নিষ্ক্রিয় করে শুক্রাণুর জরায়ুতে প্রবেশ তরান্বিত করে । শুধু তাই নয় এই মিশ্রিত তরল পদার্থ মাতৃগর্ভের মধ্যে শুক্রাণুর গমন পথকে পিচ্ছিল করে শুক্রাণুর গমনকে সহজ করে দেয় । কোরআনে যখন এই বীর্যের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন আশ্চর্যজনক ভাবে বীর্যকে মিশ্রিত তরল পদার্থ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ কোরআন নাযিলের সময় এই বিষয়টি সম্পর্কে তৎকালীন মানুষের অবগত হওয়া ছিল অসম্ভব ঃ

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, পরে তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন । (সূরা দাহ্‌র-৭৬ ঃ২) ।

কোরআনের অন্য একটি আয়াতে বীর্যকে মিশ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে এই মিশ্রের নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে ।

যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন । অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেন । (সূরা সাজদা-৩২ ঃ৭-৮) ।

আরবী শব্দ 'সুলালা' এর বাংলা অর্থ নির্যাস, অর্থাৎ কোন দ্রব্যের বা কোন কিছুর সবচেয়ে ভাল অংশ । উপরোল্লিখিত আয়াত দু'টি থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, এর মাধ্যমে কোন সত্তার সৃষ্টি করার ইচ্ছাকে সার্বিকভাবে ব্যক্ত করছে । এর মাধ্যমে প্রামানিত হচ্ছে

কোরআনে মানুষ সৃষ্টির যে সত্তার ইচ্ছাশক্তি ব্যক্ত হয়েছে তিনি মানুষ্য সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত । আর এই সত্তা হচ্ছেন আল্লাহ্, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছে ।

শিশুর লিঙ্গ

কিছু দিন আগ পর্যন্ত এই বিশ্বাস ছিল যে, শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হয় মায়ের কোষের কারনে । অন্য আর একটি বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল যে, শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হয় পিতা-মাতার উভয় কোষের সমষ্টিগত কারণে । অথচ পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণরূপে অন্য ধরনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে যে, শিশুর লিঙ্গ স্ত্রী না পুরুষ তা তৈরী হয় "এক বিন্দু স্খলিত বীর্য থেকে" ।

তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী যুগ্নভাবে স্খলিত এক ফোটা শুক্রবিন্দু হতে । (সূরা নাজম-৫৩ ঃ৪৫-৪৬) ।

বর্তমানে জেনেটিক বিজ্ঞান এবং অনু জীববিজ্ঞান কোরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করেছে এবং বর্তমানে এটাও প্রমানিত যে, শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হয় পুরুষের স্খলিত বীর্য থেকে । এর জন্য কোন অবস্হাতেই নারী দায়ী নয় ।

ক্রোমোজমই মুলতঃ লিঙ্গ নির্ধারনের জন্য দায়ী । মানব শিশুর জন্মের জন্য শুক্রাণুর ২৩টি ক্রোমোজম এবং ডিম্বানুর ২৩টি ক্রোমোজম একত্রিত হয়ে ৪৬টি ক্রোমোজমের মাধ্যমে মানব শিশুর তৈরীর মুল ভিত্তি স্হাপিত হয় । যাকে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজম বলে । এই দুইটি ক্রোমোজমের মধ্যে পুরুষ ক্রোমোজমকে Y এবং স্ত্রী ক্রোমোজমকে X নামে আখ্যায়িত করা হয় । কেননা এদের আকৃতি ঐ ইংরেজী অক্ষরগুলির মত । এখানে Y ক্রোমোজম পুরুষ জাতীয় জীন কোড বহন করে এবং অন্য দিকে X ক্রোমোজম স্ত্রী জাতীয় জীন কোড বহন করে ।

একজন নতুন মানব শিশুর সৃষ্টি শুরু হয় এই ক্রোমোজম গুলোর ক্রস সংযোজনের ফলে, যেগুলো পুরূষ এবং নারীর মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় থাকে । নারীর দেহে ডিম্বানু তৈরীর সময় লিঙ্গ কোষ দুইভাগে বিভক্ত হয় এবং উভয় অংশে X ক্রোমোজম জীন তেরী করে । অন্য দিকে পুরুষ দেহে লিঙ্গ কোষ দুই ভিন্ন ধরনের শুক্রাণু তৈরী করে । এদের একটি X ক্রোমোজম এবং অন্যটি Y ক্রোমোজম জীন তৈরী করে । যখন নারীর X ক্রোমোজম জীন পুরুষের শুক্রাণুর X ক্রোমোজম জীনের সঙ্গে মিলিত হয় তখন জন্মকৃত শিশু স্ত্রী লিঙ্গের হয় । অন্যদিকে নারীর X ক্রোমোজম জীন পুরূষের Y ক্রোমোজম জীনের সঙ্গে মিলিত হলে তখন জন্মকৃত শিশু পুরুষ লিঙ্গের হয় । এক কথায় বলা যায় শিশুর লিঙ্গ নারীর জরায়ুতে নির্গত পুরুষের স্খলিত বীর্যের ক্রোমোজমের উপর নির্ভর করে ।

বিশ শতকের জেনেটিক বিজ্ঞানের আবিস্কারের পূর্বে মানুষ এ ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ । সে সময় অনেক ধর্ম বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হয় স্ত্রীর দ্বারা এবং এই কারণে স্ত্রী শিশু জন্ম দেওয়ার জন্য নারীদের দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, যুগ যুগ ধরে নিগৃত হতে হয়েছে ।

কোরআনে শিশুর লিঙ্গ সম্পর্কে তথ্য ১৪ শত বছর আগে উল্লেখ্যের মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে সমস্ত ধরনের কুসংস্কারের পরীসমাপ্তী ঘটিয়েছে এবং বলেছে যে, শিশুর লিঙ্গ নির্ধারনের ব্যাপারে পুরুষ দেহ থেকে স্খলিত বীর্যই মূলত দায়ী । যা বিংশ্ব শতাব্দীতে মানুষের জীন আবিস্কারের মাধ্যমে জানা যায় ।

জমাট রক্ত পিন্ড যা জরায়ুর দেয়ালে সোঁটে/লেগে থাকে

আমরা যদি কোরআনে প্রকাশিত মানুষ সৃষ্টির তথ্যগুলি একের পর এক যাচাই করি তবে খুবই গুরূত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিস্ময় এর সংস্মুখীন হতে হয় । যখন পুরুষের বীর্য নারীর ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয় তখনই মানব শিশু সৃষ্টির ভিত্তি রচিত হয়, জীববিজ্ঞানে যা "জাইগোট" নামে পরিচিত । এই "জাইগোট" যা মূলত এক কোষী এবং যা তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভক্ত হয়ে একের পর এক বহু কোষের সৃষ্টি করে ও পরবর্তীতে এক খন্ড রক্তপিন্ডে পরিণত হয় এবং যা "ভ্রূণ" নামে পরিচিত । এই ভ্রূণ আমরা শুধুমাত্র অনুবিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে পাই বা দেখা সম্ভব ।

ভ্রূণের ক্রমঃবৃদ্ধি কিন্তু শুধু শুধু হয় না । এটা জরায়ুর সঙ্গে সেঁটে থাকে এমনভাবে, যেভাবে শিকড় মাটির ভিতর শক্তভাবে কুন্ডলী আকারে জড়িয়ে থাকে । এই সংযুক্তির ফলে ভ্রূণ তার ধারাবাহিক বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন তা মায়ের শরীর থেকে গ্রহন করতে সক্ষম হয় । এই পর্যায়ে কোরআনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলৌকিক তথ্যের প্রকাশ হয়েছে । মাতৃ জঠোরে বা জরায়ুতে ভ্রূণের এই বৃদ্ধিকে বলার জন্য আল্লাহ্ তায়াল পবিত্র কোরআনে "আলাক্ব" আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন ঃ

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন । তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক্ব (জমাট রক্ত) থেকে । পড় এবং তোমার রব সর্বোচ্চ সম্মানিত ।" (সূরা আল আলাক্ব -৯৬ ঃ ১-৩) ।

আরবী শব্দ আলাকের বাংলা অর্থ " এমন একটি বস্তু যা কোন কিছুর সঙ্গে সেঁটে/লেগে থাকে" । এই শব্দ সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে জোঁকের ক্ষেত্রে । বিশেষ করে জোঁক যখন কোন শরীরে রক্ত চোষার জন্য আটকে থাকে । মাতৃগর্ভে ভ্রুণের এই ধারাবাহিক বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোরআনে এমন একটি যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা আরও একবার প্রমাণ করে যে, কোরআন আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত, যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ।

হাড়ের উপরে মাংশ পেশীর সৃষ্টি বা জড়ানো

মাতৃগর্ভে মানুষ সৃষ্টির আরও একটি ধাপের বিষয়ে পবিত্র কোরআনে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে । এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, মাতৃগর্ভে মানব শিশুর হাঁড় প্রথমে তৈরী হয় এবং এর পরে তার উপরে মাংশ পেশী সৃষ্টি হয়ে জড়িয়ে যায় ।

"এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্হি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্হিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি । নিপুণতম সষ্টিকর্তা অল্লাহ্ কত কল্যাণময় ! (সূরা মুমিনুন-২৩ ঃ১৪) ।

ভ্রুণতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি শাখা যা মাতৃগর্ভে ভ্রণের ধারাবাহিক বৃদ্ধি নিয়ে গভেষণা করে বা অধ্যায়ণ করে । এমনকি কিছু দিন আগে পর্যন্ত ভ্রুণতত্ত্ববীদরাও মনে করতেন যে, ভ্রণের ধারা বাহিক বৃদ্ধির সময় হাঁড় এবং মাংশপেশী একই সময়ে সৃষ্টি হয় । এই জন্য দীর্ঘদিন ধরে অনেকেই কোরআনের এই আয়াতে দেওয়া তত্ত্বকে বিজ্ঞান বিরূদ্ধ বলে দাবী করত । কিন্তু অধুনা প্রযুক্তির উন্নতির ফলে অত্যাধুনিক অনুবিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে গবেষনা করে দেখতে পাওয়া যায় যে, এ প্রসঙ্গে কোরআনে নাযিলকৃত তথ্য বাস্তব ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে প্রমানিত হচ্ছে । শুধু তাই নয় এই অনুবিক্ষণিক গবেষনার ফলে এটাও দেখা যায় যে, মাতৃগর্ভে মানব শিশুর ধারা বাহিক বৃদ্ধি কোরআনের আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই বৃদ্ধি পায় । দেখা যায় প্রথমে ভ্রুণের হাঁড়ের কোষগুলো গঠিত হয় এবং তার পরবর্তীতে হাড়ের চতুর্দিকে পেশীকোষ তৈরী হতে শুরু করে এবং পেশীকোষগুলো ক্রমান্বয়ে পরবর্তীতে হাঁড়কে জড়িয়ে ধরে । এই ঘটনাটি "ডেভোলপিং হিউম্যান" নামে বৈজ্ঞানিক একটি প্রকাশনাতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"সপ্তম সপ্তাহে মানব শিশুর শরীরের কংকাল তৈরী হওয়া শুরূ হয় এবং হাড়গুলো যথাযথ আকার ধারণ করে । সপ্তম সপ্তাহ সমাপন্তে এবং অষ্টম সপ্তাহে মাংশপেশী সমূহ হাঁড়ের চারদিকে তাদের অবস্থান নেয়" ।

এক কথায় বলতে হয় যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আবিস্কারের সঙ্গে কোরআনের আয়াতে উদ্ধৃত মাতৃগর্ভে মানব শিশুর সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরের সমস্ত তথ্য হুবহু মিলে যায় । মাতৃগর্ভে মানব শিশুর হাড়ের যে বৃদ্ধি ঘটে এবং তার উপরে যে মাংসপেশীর সৃষ্টি হয় তা ক্রমাগতভাবে কয়েকটি স্তরে সম্পন্ন হয় ।

মানব শিশুর মাতৃগর্ভে তিন স্তরের ক্রমবিকাশ

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, মানুষকে মাতৃগর্ভে তিন স্তরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে ।

তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন । তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ ? (সুরা যুমার-৩৯ ঃ ৬) ।

উপরের আয়াত থেকে একথা সুস্পস্ট যে মাতৃগর্ভে মানুষের সৃষ্টি পরিস্কার আলাদা আলাদা তিন স্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় । প্রকৃত সত্য এই যে বর্তমান জীববিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে, মানুষের ভ্রুন মাতৃগর্ভে তিনটা আলাদা আলাদা স্তরে ধারা বাহিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করে । আজ সমস্ত ভ্রুনতথ্য পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়কেই মূল জ্ঞান হিসাবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে । উদাহারণ স্বরূপ 'মৌলিক মানব ভ্রুনতথ্য' এই রেফারেন্স বইয়ে ভ্রুনতথ্য সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ 'জরায়ুর অভ্যন্তরে তিন পর্বে ভ্রুনের ক্রমবিকাশ ঘটে ঃ প্রি-এমব্রায়নিক-প্রথম আড়াই সপ্তাহের ক্রমবিকাশ, এমব্রায়নিক- আট সপ্তাহ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, এবং ফেটাল- আট সপ্তাহ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ।'

প্রকৃতপক্ষে এই পর্বগুলি শিশুর ভ্রুনের বিভিন্ন স্তরের ক্রমবিকাশের কথাই উল্লেখ করছে । সংক্ষেপে এই ক্রমোবিকাশের মৌলিক চরিত্রের স্তরগুলি নিম্নরূপ ঃ

ভ্রুন সৃষ্টির প্রাথমিক পর্ব বা প্রি-এম ব্রায়নিক স্টেইজ ঃ প্রথম এই পর্বে জাইগোটের ক্রমবিকাশের ফলে অসংখ্য কোষ গুচ্ছ তৈরী হয় । যা জরায়ুর প্রাচীরে জোঁকের মত আটকে থাকে । এর পরবর্তীতে আরো কোষ উৎপন্ন হওয়ার ফলে কোষগুলো নিজেদের মধ্যে তিন স্তরের সৃষ্টি করে ।

ভ্রুন পর্ব বা এম ব্রায়নিক স্টেইজ ঃ এই দ্বিতীয় পর্ব পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে হয়ে থাকে । এই সময় মাতৃগর্ভে ধারণকৃত শিশুকে 'ভ্রুন বা এমব্রায়' বলা হয় । এ সময় কোষের স্তর থেকে শিশুর মৌলিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শরীরের প্রাথমিক আকার আকৃতি তৈরী হওয়া শুরু হয় ।

ফেটাল স্টেইজ ঃ এই স্তর থেকে ভ্রুনকে ফীট্যাজ বলা হয় । এই পর্ব শুরু হয় আট সপ্তাহ থেকে এবং চলতে থাকে শিশু জন্ম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত । এই পর্বের বিশেষ বৈশিষ্ট এই যে, এই সময় ফীট্যাজকে ঠিক মানুষের মত দেখায় । কেননা এ সময় শিশুর অবয়ব, হাত, পা তৈরী হয়ে যায় । যদিও এই সময় এর লম্বা থাকে মাত্র ৩ সেঃমিঃ । কিন্তু সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পস্ট হয়ে ওঠে । এই পর্ব ত্রিশ সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে থাকে এবং এই ক্রমবিকাশ শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে । এখানে উল্লেখ্য যে, উন্নত প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি আবিস্কারের ফলেই এই ধরনের তথ্য গুলো আমরা বর্তমানে জানতে পারি । অথচ অন্যান্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সত্যতার মত এ বিষয়টিও পবিত্র কোরআনে অলৌকিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, কোরআনে এই আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল তখনকার মানুষের কাছে এধরনের চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন তথ্যই তাদের কাছে থাকার কোন প্রমানই পাওয়া যায় না । যা প্রমাণ করে যে, কোরআন আল্লাহরই বাণী ।

অঙ্গুলী ছাঁপের মাধ্যমে চিহ্নিত করণ

কোরআনে উল্লেখ করা আছে যে, আল্লাহর জন্য মানুষকে মৃত অবস্থা থেকে পুনরায় জীবন দান করা অত্যন্ত সহজ বিষয়, বিশেষ করে মানুষের অঙ্গুলীর ছাঁপের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ঃ-
মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না ? বস্তুতঃ আমি ওর অঙ্গুলীগুলি পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম । (সুরা কিয়ামাহ-৭৫ ঃ ৩-৪) ।

উপরোল্লেখিত আয়াতে অঙ্গুলী ছাঁপের উপর যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তার একটা বিশেষ অর্থ আছে । দেখা গেছে যে, প্রত্যেক মানুষের অঙ্গুলী ছাঁপ সবসময়ই অন্যের থেকে আলাদা । প্রত্যেক মানুষ হোক সে জীবিত কিংবা মৃত প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র অঙ্গুলী ছাঁপ আছে বা ছিল । এই জন্য অঙ্গুলী ছাঁপকে চিহ্নিত করার কাজে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন কাজে গ্রহণ করা হয়েছে । অথচ অঙ্গুলী ছাঁপের এই বিষয়টি আমরা ১৯শতকে আবিস্কার করি । এর পূর্বে অঙ্গুলীর এই দাগগুলিকে মানুষ শুধুমাত্র কতগুলো গুরুত্বহীন দাগ বলেই জানত বা বিশ্বাস করত । অন্যদিকে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা অঙ্গুলীর এই দাগ সমূহের প্রতি যখন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন মানুষ এর কোন গুরুত্বই অনুধাবন করতে পারে নাই, যা বর্তমান যুগে আমরা অনুধাবন করছি ।

ভবিষ্যত সম্পর্কে কোরআনের অলৌকিকতা

ভবিষ্যত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে দেওয়া তথ্য

কোরআনের আর একটি অলৌকিকতা এই যে, কোরআন অনেক ঘটনা ঘটার পূর্বেই সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেছে । যা অতীতে সত্য বলে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও সেভাবে ঘটনাগুলো ঘটবে । কোরআনের সুরা আল ফাত্‌হ এর ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তারা অচিরেই মক্কা বিজয় করবে, যা তখন কুরাইশদের অধীনে ছিল ঃ

আল্লাহ তাঁর রাসুলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই 'মসজিদুল হারামে' নিরাপদে প্রবেশ করবে-কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে । তোমাদের কোন ভয়ভীতি থাকবে না। আল্লাহ যা জানেন তোমরা তা জাননা, এছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয় । (সুরা ফাত্‌হ-৪৮ ঃ ২৭) ।

এই আয়াতটি নীবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করে দেখা যায় যে, এর মাধ্যমে আর একটি বিজয়ের ঘোষনা করা হয়েছিল যা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ঘটেছিল। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাসীরা প্রথমে খাইবার দুর্গ জয় করেন । যা তখন ছিল ইহুদীদের নিয়ন্ত্রাধীন এবং এর পরেই বিশ্বাসীরা মক্কা বিজয় করে বা মক্কাতে প্রবেশ করে ।

ভবিষ্যতে যা ঘটবে এ সম্পর্কে কোরআন উপরের আয়াতে যা জানিয়েছে তা হচ্ছে কোরআনের বহুল প্রজ্ঞা বা হেকমতের একটি । এখানে এটাও সত্য যে, কোরআন আল্লাহর বাণী । আর যিনি হচ্ছেন জ্ঞানের ভান্ডার বা যাঁর আছে অফুরন্ত জ্ঞান । বাইজেনটাইনদের পরাজয় এমনই একটা ভবিষ্যত সম্পর্কে তথ্য । এই প্রসংগে ঐ সময় দেয়া কিছু তথ্য যা সে সময়ের মানুষের পক্ষে জানা বা আবিস্কার করা সম্ভব হয় নাই । এই ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, 'রোমকরা পৃথিবীর নিম্নতম ভূমিতে পরাজিত হয়েছে।' কথাটির বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে করা হবে । এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ' নিম্নতম ভূমি' যা এই আয়াতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । সেই সময়কার প্রযুক্তির উৎকর্ষের অভাবে পৃথিবীর নিম্নতম ভূমি বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করতে তখনকার মানুষ ব্যর্থ হয়েছিল । অথচ আল্লাহ যিনি সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী তিনি এই বিষয়টি কোরআনের মাধ্যমে মানুষকে অবগত করান।

রোমানদের বিজয়

পবিত্র কোরআনের সূরা রূম এর প্রথম কয়েক আয়াতে ভবিষ্যত সম্পর্কে আরও একটি আশ্চর্যজনক সংবাদ দেওয়া হয়েছে । যেখানে রোমান সম্রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে । এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, রোমান সম্রাট পরাজয় বরণ করেছে, কিন্তু তারা খুব শীঘ্রই আবার বিজয়ী হবে ।

আলিফ লাম, মীম; রোমানগণ পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে । কয়েক বছরের মধ্যেই, অগ্র ও পশ্চাতের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই । সে দিন বিশ্বাসীরা হর্ষোৎফুল্ল হবে । (সূরা রূম-৩০ ঃ১-৪) ।

এই আয়াত নাজিল হয়েছিল ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে, অগ্নীউপাসক পারস্যের হাতে খ্রিষ্টান রোমানদের পরাজয়ের সাত বছর পর। এতদসত্ত্বেও তখন এই আয়াতে বলা হয়েছিল যে, কিছু বছরের মধ্যেই রোমানরা পুনরায় বিজয়ী হবে । প্রকৃত সত্য এই যে, সে সময়ে রোমানরা যুদ্ধে এমন ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে ছিল যে তখন তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে । সুতরাং রোমানদের পুনরায় বিজয় লাভ করার বিষয়টি তো ছিল সম্পূর্ন কল্পনাতীত ও হাস্যকর। রোমান সম্রাটদের জন্য হুমকি হিসাবে পারস্য পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতিরাও সে সময় রোমানদের জন্য দারুন হুমকি সৃষ্টি করেছিল, এমন কি তখনকার রোমানদের কোন কোন শত্রু বাহিনী কনস্টান্টিনোপল এর দেওয়াল পর্যন্ত পোঁছে গিয়েছিল । সে সময় রোমান সম্রাট হারকিউলিস তার জনগনকে আদেশ দিয়েছিল যে, তাদের কাছে রক্ষিত সমস্ত সোনা এবং রূপা চার্চে জমা দেয়ার জন্য । পরবর্তীতে যা গলিয়ে মুদ্রা তৈরী করা হয় তাদের সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করার উদ্দেশ্যে । সে সময় এত কিছু করেও যখন সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করা যাচ্ছিল না, তখন হারকিউলিস তার জাতির ব্রোঞ্চ দ্রব্য গুলি পর্যন্ত গলিয়ে মুদ্রা তৈরী করেন । শুধু তাই নয়, সে সময় সম্রাট হারকিউলিস এর সম্রাজ্যের বিভিন্ন গভর্নররা পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিলেন । ফলে রোমান সম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছিল । মেসপটেমিয়া, সিলিসিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর এবং আর্মেনিয়া এই সমস্ত রোমান অন্তর্গত রাজ্য সমূহ পারস্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, সে সময়ে সকলে ধরেই নিয়েছিল খুব শীঘ্রই রোমান সম্রাজ্যের পতন ঘটবে । কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তে পবিত্র কোরআনের সূরা রূম এর প্রথম কয়েক আয়াত নাযিল হয়েছিল এই ঘোষনা দিয়ে যে, কিছু বছরের মধ্যেই রোমান সম্রাজ্য পুনরায় বিজয় লাভ করবে । সে সময় এই ধরনের পরিস্থিতিতে এ ঘোষনা বা তথ্য ছিল সম্পূর্ন বিশ্বাসের অযোগ্য । ফলে তখনকার অনেক

অবিশ্বাসীই কোরআনের এই আয়ত নিয়ে ঠাট্টা মশকারা শুরু করে দিয়েছিল। তারা চিন্তা করে ছিল যে, কোরআনে ঘোষিত রোমানদের এই বিজয় বাস্তবে কখনই ঘটবে না ।

সূরা রূম এর প্রথম এই আয়াত নাযিল হওয়ার সাত বছর পর ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বরে নিনেভে রোমান ও পারস্য সম্রাজ্যের মধ্যে চুড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই সময়ে রোমান সেনাবাহিনী অবিশ্বাস্য ভাবে পারস্যদের পরাজিত করে । এর কিছু কাল পরে রোমানরা পারস্যদের তাদের সংঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য করে । যার ফলে রোমানরা তাদের হারানো রাজ্য গুলো পুনরায় ফিরে পায় । সর্বশেষে ‘‘রোমানদের বিজয়’’ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা যা ঘোষণা করেছিলেন, সেই অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমানিত হয়েছিল । এই আয়াতের আর একটি অলৌকিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । আর সেটা ছিল ভৌগলিক অবস্হান সম্পর্কীয় সত্যতা । তা সে সময় কারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না ।

সূরা রূমের তৃতীয় আয়াতে আমরা অবগত হই যে, রোমানরা পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে । আরবিতে ‘‘আদনা আল আরদ্’’ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর অর্থ করা হয়েছে ‘‘নিকটতম ভূমি’’ হিসাবে । আয়াতের সার্বিক দিক আমলে আনলে এর প্রকৃত অর্থ এটা উপযুক্ত বলে মনে হয় না । অর্থ্যাৎ এর একটা অন্য অর্থ আছে । আরবি শব্দ ‘‘আদনা’’ উৎপত্তি হয়েছে ‘‘ডেনি’’ শব্দ থেকে যার অর্থ ‘‘নীচু’’ এবং ‘‘আরদ্’’ যার অর্থ ‘‘পৃথিবী’’ । সুতরাং ‘‘আদনা আল আরদ্’’ এর সার্বিক অর্থ হচ্ছে ‘‘পৃথিবীর নীচু ভূমি’’ ।

আশ্চর্যজনক ভাবে সত্য যে, রোমান ও পারস্যের মধ্যে এই যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংঘটিত হয়েছিল যখন রোমানরা পরাজিত হয়েছিল এবং জেরুজালেম পারস্যের দ্বারা দখল হয়ে যায় এবং তা ঘটেছিল পৃথিবীর সব থেকে নীচু ভূমিতে। জেরুজালেম মৃত সাগরের কাছে অবস্হিত। আরও সঠিক ভাবে বলতে হয় স্হানটি ছিল সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং জর্ডানের সংযোগ স্হলে । ‘‘মৃত সাগর’’ যা সমুদ্র সমতল থেকে ৩৯৫ মিটার নীচে অবস্হিত এবং এটাই পৃথিবীর সব থেকে নীচু অঞ্চল । সুতরাং প্রকৃতভাবেই রোমানরা পৃথিবীর সব থেকে নীচু অঞ্চলে পরাজিত হয়েছিল, যে ভাবে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ।

এখানে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় যে, মৃত সাগরের উচ্চতা শুধুমাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলেই জানা শুধু সম্ভব হয়েছে । এর পূর্বে তখন কার মানুষের পক্ষে জানা যা ছিল সম্পূর্ন অসম্ভব যে, মৃত সাগর পৃথিবীর সব থেকে নীচু ভূমি । অথচ সেই সময়ে কোরআনে নাযিলকৃত আয়াতে বলা হয়েছে পৃথিবীর সব থেকে নীচু ভূমি প্রসংগে । সুতরাং এটা আবারও প্রমাণ করে যে, কোরআন আল্লাহর বানী ।

কোরআনের ঐতিহাসিক অলৌকিকতা

কোরআনে উল্লেখিত শব্দ “ হামান”

কোরআনে অতীত মিশর সম্পর্কে বেশ কিছু ঐতিহাসিক সত্যতার তথ্য দেয়া হয়েছে। যা কিছু দিন আগ পর্যন্ত ছিল মানুষের অজানা। এই বাস্তবতা আমাদের এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে, কোরআনের প্রত্যেকটি শব্দই অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে নির্বাচন করা হয়েছে । পবিত্র কোরআনে ‘হামান’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যা ছিল একজন চরিত্র। কোরআনে ফেরআউনের সঙ্গে ‘হামান’ এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে । কোরআনে ছয়টি বিভিন্ন স্হানে ‘হামানের’ নাম উল্লেখিত হয়েছে। যে ছিল ফেরআউনের অত্যন্ত কাছের লোক ।

আশ্চর্যজনক যে, তৌরাত যেখানে মূসা (আঃ) এর জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে সেখানে ‘হামান’ এর নাম কখনও উল্লেখ করা হয় নাই । অথচ ওল্ডটেষ্টামেন্ট এর শেষ স্তবকে ‘হামান’ এর নাম উল্লেখ আছে। যাকে ব্যাবিলিয়নের রাজার একজন নিকট সহচর হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই হামান সেই সময় ইসরাইলী জাতির উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে ছিল, যা ঘটেছিল মূসার এক হাজার একশত বছর পর।

কোন কোন অমুসলিমরা দাবি করে যে, নবী মোহাম্মদ (সঃ) তৌরাত ও বাইবেল নকল করে কোরআন লিখেছিলেন এবং একই সঙ্গে তারা আরও দাবী করে যে, তিনি এই কাজ করতে গিয়ে এই বই গুলো থেকে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে ভুল ভাবে কোরআনে লিপিবদ্ধ করেছেন । আনুমানিক ২শ বছর আগে মিশরীয় বর্ণমালা সংক্রান্ত অক্ষর সমূহ পাঠোদ্ধারের ফলে এটা প্রমাণিত হয় যে, “হামান” সম্পর্কে তাদের এই দাবি অযৌক্তিক। কেননা মিশরীয় এই সমস্ত পুরাতন মূল দলিলে “হামান” শব্দটি আবিস্কৃত হয়। এই আবিস্কারের পূর্বে পুরাতন মিশরে এ সমস্ত খোদাইকরা লেখা সমূহ সম্পর্কে কিছুই জানা বা বোঝা যায়নি। প্রাচীন মিশরের ভাষা ছিল চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা। যা যুগ যুগ ধরে অতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু সেই সময়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রসারের ফলে এবং অন্যান্য সাংস্কৃতির প্রভাবে যিশুখ্রিস্টের মৃত্যুর পর ২য় এবং ৩য় শতাব্দীতে মিশরীয়রা তাদের প্রাচীন এই চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা পরিত্যাগ করে। ফলে এই ভাষা কালের অন্তরালে হারিয়ে যায় এবং কারো পক্ষেই এই ধরনের প্রাচীন দলিলের পাঠোদ্ধার করা বা বোঝা সম্ভবপর হয় নাই । এ ধরনের পরিস্থিতি চলে আসছিল ২শ’ বছর আগ পর্যন্ত ।

প্রাচীন মিশরের চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা সমূহের রহস্য সমস্যা সমাধান হয় ১৭৯৯ সালে একটি ক্ষুদ্র ফলক আবিস্কারের মাধ্যমে। যেটা ছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মের ১৯৬ বছর পূর্বে এবং যার নাম “রোসেটা স্টোন”। এ ফলকটা গুরুত্ব পায় এই জন্য যে, এটা তিন ধরনের ভাষায় লেখা ছিলঃ- প্রচীন মিশরীয় চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা, তৎকালীন মিশরীয় সাধারণ জনগণের বোঝার জন্য সহজভাবে চিত্রলিপির দ্বারা এবং গ্রীক ভাষায়। এই গ্রীক ভাষার সাহায্যে প্রাচীন মিশরীয় লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। জ্বীন ফ্রাঙ্কোয়াইস চেম্পলিয়ন নামে একজন ফরাসী ব্যক্তি এই খোদাইকরা বিষয় বস্তুর অনুবাদ করেন। যার মাধ্যমে একটা হারানো ভাষা এবং সেই সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা সমুহ দীর্ঘকাল পর আবার আলোর মুখ দেখতে পায়। এইভাবে প্রাচীন মিশরের সেই সময়ের সভ্যতা, ধর্ম এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা পুনরায় সম্ভব হয়। এই প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা পাঠোদ্ধার করে একটা গুরুত্বপূর্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যায় ঃ দেখা যায় প্রাচীন মিশরের খোদাইকরা দলিলে “হামান” শব্দটি উল্লেখ আছে। এই নামটি ভিয়েনার হফ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত একটি স্মৃতি ফলকেও উল্লেখ আছে। সমস্ত সংগৃহিত খোদাইকরা দলিল সমূহের উপর ভিত্তি করে “পিপল ইন দ্য নিউ কিংডম” নামে একটা অভিধান তৈরী করা হয়। এখানে “হামান” কে বলা হয়েছে যে, সে ছিল সে সময়ে অট্রালিকাদ্বি নির্মাণে ব্যবহৃত পাথরের খনির পাথর সংগ্রহকারীদের প্রধান। এই ফলাফল একটা গুরুত্বপূর্ন সত্যতা প্রকাশ করে। আর তা হচ্ছে যে, হামান ছিল একজন ব্যক্তি যে মূসা (আঃ) এর সময়ে মিশরে বাস করতো এবং যে ছিল ফেরাউনের খুব কাছের লোক। সে নির্মাণ কাজে জড়িত ছিল। কুরআনে হামান সম্পর্কে একই ধরনের তথ্যের সত্যতা পাওয়া যায়। যা দ্বারা যারা কুরআনের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালিয়ে ছিল তার বিপরীত সত্যতা প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয় কুরআনে বলা হয়েছে যে, ফেরাউন হামানকে একটি সুউচ্চ স্তম্ভ নির্মাণ করতে বলে, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কারে যার প্রমাণ মেলে।

ফেরাউন বলল, ‘হে পরিষদবর্গ। আমি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন উপাস্য আছে বলে জানিনা! হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর; যেন আমি মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি। তবে, আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদী। (সূরা কাসাস-২৮ ঃ ৩৮)।

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রাচীন মিশরের খোদাইকরা দলিলে ‘হামান’ নামের উপস্থিতি অমুসলিমদের কুরআনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকে খন্ডন করে। অন্যদিকে আরও একবার প্রমাণিত হলো যে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। এভাবে কুরআন অনেক ঐতিহাসিক সত্য তথ্য বর্ণনা করেছে যা নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর সময়েও হয়তো বোঝা সম্ভবপর হয়নি।

কোরআনে উল্লেখিত মিশরীয় শাসকবর্গের নাম সমূহ

প্রাচীন মিশরে মুসা (আঃ)-ই একমাত্র নবী ছিলেন না যিনি মিশরে বাস করতেন। মূসা (আঃ) এর বহু পূর্বে ইউসুফ (আঃ) মিশরে বাস করতেন। আমরা মূসা এবং ইউসুফ (আঃ) এর ইতিহাস পড়ে তারই নিশ্চিত সামঞ্জস্য পাই। ইউসুফ (আঃ) এর সময়ে মিশরের শাসককে বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে “প্রভু” (রাজা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজা বলল, ‘তাকে আমার কাছে আন, আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করব’। পরে রাজা তার সাথে আলাপকালে বলল, আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসী। (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৫৩)।

অন্যদিকে মূসা (আঃ) এর সময়ে শাসকদের বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বৈসাদৃশ্য ভাবে ‘ফেরাউন’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তুমি বনি-ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে ছিলাম, যখন সে তাদের নিকট এসেছিল ফেরাউন তাকে বলেছিল, ‘হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি মনেকরি তুমি যাদুগ্রস্ত’। (সূরা বনি-ইসরাঈল-১৭ ঃ ১০১)।

বর্তমানে ঐতিহাসিক নথিপত্র আমাদেরকে অবগত করে, কেন মিশরের বিভিন্ন সময়ের শাসকদের নাম ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন মিশরে ‘ফেরাউন’ শব্দটি ব্যবহার করা হত রাজকীয় প্রাসাদের জন্য। কিন্তু তারও আগের “ওল্ড কিংডম” এর শাসকরা এই নাম ব্যবহার করে নাই। মিশরীয় ইতিহাসে ‘ফেরাউন’ শব্দ নাম হিসাবে ব্যবহার শুরু হয় “নিউ কিংডম” যুগ শুরু হওয়ার পরে। এই যুগ শুরু হয় ১৮তম রাজত্বকালে (যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বে ১৫৩৯ ১২৯২) এবং ২০তম রাজত্বকাল (যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বে ৯৪৫-৭৩০) পর্যন্ত। যখন ‘ফেরাউন’ শব্দকে শাসক বর্গের জন্য সম্মানজনক নাম হিসাবে ব্যবহার করা হতো। সুতরাং এর মাধ্যমে আবার কুরআনের অলৌকিকতার সত্যতা প্রমাণিত হলো ঃ ইউসুফ (আঃ) বাস করতেন একেবারে “ওল্ড কিংডম” প্রাচীন মিশরীয় রাজত্বকালে, যার জন্য সে সময় তার মিশরীয় শাসকদের নাম ‘ফেরাউনের’ পরিবর্তে ‘রাজা’ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে মূসা (আঃ) ‘নিউ কিংডমের’ সময় বসবাস করতেন। যে সময় মিশরীয় শাসকদের ‘ফেরাউন’ হিসেবে সম্বোধন করা হতো।

এ কথা সত্য যে, এই ধরনের পার্থক্য বের করতে হলে বা বুঝতে হলে নিঃসন্দেহে যে কোন ব্যক্তির মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অথচ ৪র্থ শতকে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস হারিয়ে যায়। যেহেতু সেই সময়ে প্রাচীন মিশরে চিত্রে লিখিত ব্যবহৃত মিশরীয় বর্ণমালা তথা ভাষা বিভিন্ন কারনে কালের অতল তলে বিস্মৃত হয়ে যায়। যা ১৯শতকে পুনঃ আবিস্কারের পূর্ব পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করা ছিল অসম্ভব। কুরআন যে সময়ে নাযিল হয় সে সময়ের মানুষের কাছে বিস্তারিত মিশরীয় ইতিহাস সম্পর্কে তথ্যদি ছিল একেবারেই অপ্রতুল। ফলে মোটামুটি তারা সে সময়ে মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। এই সত্যতা, অসংখ্য সত্যতার মধ্যে একটি, যা আবারও প্রমাণ করে যে কুরআন আল্লাহর বাণী।

পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী এবং যে সমস্ত শব্দ সমূহ পূণরাবৃত্তি করা হয়েছে

এ পর্যন্ত যা কিছু সত্যতা আমরা দেখলাম, তাতে এই সত্যতারই প্রামান বহন করে যে, পবিত্র কোরআন যে সমস্ত তথ্য দিয়েছে তার সবগুলিই সত্য । বিজ্ঞান সম্পর্কীয় প্রকৃত ঘটনার বিষয় সমূহ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খবরা খবর, এমন সব ঘটনা যা কোরআন নাযিল হওয়ার সময়ের মানুষের জন্য অবগত হওয়া অসম্ভব হলেও সেই সময়ে কোরআন তার আয়াতে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মানুষকে অবগত করেছে । অথচ সেই সময়ের মানুষের এমন কোন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অথবা জ্ঞান ছিল না যার মাধ্যমে তারা এই ধরনের ঘটনা সমূহের এবং এর সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারে । সুতরাং এখানেই পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে বা প্রমান বহন করছে যে, কোরআন মানুষের বাণী হতে পারে না । কোরআন মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তারই জ্ঞানের মধ্যে আছে এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু । পবিত্র কোরআনে এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন ঃ “ আচ্ছা, তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না ? এ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও হত তবে তারা তাতে অসংগতি কথা পেত ।” (সুরা আন নিসা-৪ ঃ ৮২) । পবিত্র কোরআন সম্পর্কে শুধু একথা বলেই সব শেষ হয়ে যায় না যে, এতে কোন অসংগতি নেই বরং এর সংগে সংগে দেখা যায় যে, এতে যে সমস্ত তথ্য বা ঘটনার কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটিই অলৌকিক এবং যতই দিন যাচ্ছে,ততই এর অলৌকিকতা প্রমানিত হচ্ছে । আর তাই আল্লাহ তায়ালা এই ঐশ্বীরিক বইকে শক্তভাবে ধরতে বলছেন এবং এর সমস্ত আদেশ নিদের্শগুলোকে জীবন চলার পথে একমাত্র নির্দেশনা হিসাবে গ্রহন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন । পবিত্র কোরআনের এক আয়াতে আল্লাহ এই বলে আমাদেরকে আহবান করছেন ঃ

“এ কিতাব আমি অবতরণ করেছে যা কল্যাণময় । তাই এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও হয়তো অনুগ্রহ পাবে । (সুরা আন‘আম-৬ ঃ ১৫৫) ।

এছাড়া অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা মন্তব্য করছেন ঃ

“স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা শুনত কোরআন, ওরা তার নিকটবর্তী হলে পরস্পরকে বলল, ‘চুপ থাক ।’ কোরআন পাঠান্তে ওদের কওমের কাছে সতর্ককারীরুপে গেল । (সুরা আহ্‌কাফ-৪৬ ঃ২৯) ।

না, কখনও এরূপ করবেন না, এ কোরআন তো উপদেশবাণী । অতএব যার ইচ্ছে হয়, সে তা গ্রহন করুক । (সুরা আবাসা-৮০ ঃ ১১-১২) ।

এ পর্যন্ত আমরা পবিত্র কোরআনের যে সষস্ত অলৌকিক বৈশিষ্ট অবলোকন করেছি, সে গুলো বাদেও কোরআনে অনেক “গানিতিক” অলৌকিকতা রয়েছে । উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে, এগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, কোরআনে কিছু কিছু বিশেষ শব্দের পূণরাবৃত্তি এবং আশ্চর্যজনকভাবে কিছু কিছু শব্দ এবং এদের বিপরীতার্থক সমসংখ্যকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে । নীচে এই ধরনের শব্দ সমূহের তালিকা এবং কোরআনে এদের পূনরাবৃত্তি উল্লেখ করা হলো ঃ

“সপ্ত আকাশ” এই কথাটি সাত বার উদ্ধৃত হয়েছে একই সংগে “আকাশ সৃষ্টি ”(খালাক আস-সামাওয়াত) এই মন্তব্যটিও সাত বার উদ্ধৃত হয়েছে ।

“দিন”(ইওয়াম) ৩৬৫ বার এক বচনে উদ্ধৃত হয়েছে, অন্য দিকে বহু বচনে “দিন সমূহ”(ইওয়াম এবং ইওয়ামায়িন) উল্লেখ করার সময় ৩০ বার উদ্ধৃত হয়েছে । অন্য দিকে “মাস” (সাহার) ১২ বার এবং “সালাত” শব্দটি ০৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে । একথা সত্য যে, আল্লাহ তায়ালা দিনে ০৫ বার নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন ।

“বিশ্বাস ঘাতকতা” (খিয়ানা) ১৬ বার উদ্ধৃত হয়েছে, অন্য দিকে “বিপক্ষে যাওয়া” (খাবিদ) ১৬ বার উদ্ধৃত হয়েছে । একইভাবে অন্যান্য সমসংখ্যক বার উদ্ধৃত শব্দ সমূহ নিম্নরুপ ঃ

১। গাছ এবং গুল্ম = ২৬ বার ।
২। দুনিয়া এবং আখিরাত= ১১৫ বার ।
৩। ফেরেশতা এবং শয়তান=৮৮ বার ।
৪। বেহেস্ত এবং দোযখ= ৭৭ বার ।
৫। যাকাত এবং বরকত= ৩২ বার ।
৬। সঠিকপথ (আল- আবরার) এবং ভুলপথ (আল- ফুজ্জার) = ০৩ বার ।
৭। গ্রীষ্মের গরম এবং শীতকালে ঠান্ডা= ০৫ বার ।
৮। মদ (খামর) এবং নেশা (ছাকারা)= ০৬ বার ।
৯। ধন সম্পদ = ২৬ বার কিন্ত দারিদ্রতা ধন সম্পদের অর্ধেক অথাৎ =১৩ বার উদ্ধৃত হয়েছে ।
১০। জিহ্বা এবং ধর্ম উপদেশ = ২৫ বার ।
১১। সুযোগ এবং দুর্নীতি = ৫০ বার ।
১২। পুরুস্কার (আজর) এবং কর্মশক্তির প্রয়োগ(ফাইল)= ১০৮ বার ।
১৩। দুর্যোগ (আল-মুসিবাহ) এবং শুকরিয়া (আল-শুকরিয়া)= ৭৫ বার ।
১৪। ভালবাসা (আল- মাহববত) অনুগত (আল-তাহ্)= ৮৩ বার ।
১৫। সুযোগ সুবিধা,ত্রান (আল- ইসির), কঠিন (আল-উসর) এই শব্দের চেয়ে ০৩ বার বেশী উদ্ধৃত হয়েছে ।
১৬। কষ্ট (আল-শিদ্ধাহ্) এবং ধর্য্য (আল- সাবর)= ১১৫ বার ।
১৭। পুরুষ এবং স্ত্রী = ২৩ বার ।
১৮। সূর্য্য (সামস্) এবং আলো (নুর)= ৩৩ বার ।
১৯। জীবন এবং মৃত্যু = ১৪৫ বার ।
২০। জনগন এবং সংবাদবাহক= ৫০ বার ।
২১। শয়তান এবং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য আবেদন = ১১ বার ।
২২। দান (সাদকা) এবং সন্তুষ্টি = ৭৩ বার ।
২৩। পথভ্রষ্ট মানুষ এবং মৃত ব্যক্তি = ১৭ বার ।
২৪। মুসলিমিন এবং জিহাদ = ৪১ বার ।
২৫। স্বর্ণ এবং সহজ জীবন যাত্রা = ০৮ বার ।
২৬। যাদু এবং ফিতনা= ৬০ বার ।
২৭। মুহাম্মদ এবং সুন্নাহ্ = ০৪ বার ।
২৮। মানুষ এই শব্দটি ৬৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে । মানুষ সৃষ্টির বিষয়ে বিভিন্ন পর্বে যে সমস্ত দ্রব্যদির নাম যত বার উদ্ধৃত হয়েছে তাদের যোগফল = ৬৫ বার । উদাহরণ স্বরুপ ঃ

ক। মাটি (তোরাব) =১৭ বার ।
খ। বীর্যফোটা (নূতফা) = ০৬ বার ।
গ। অর্ধ সৃষ্টি মাংস পিন্ড (মুদগাহ্) = ০৩ বার ।
ঘ। হাঁড় (ইদহাম) = ১৫ বার ।
ঙ। মাংস (লাহাম) = ১২ বার ।
মোট যোগফল = ৬৫ বার ।

“পুরস্কার এবং ক্ষতিপূরন” ১১৭ বার উদ্ধৃত হয়েছে অন্যদিকে “মাফ করে দেয়া” (মাগফিরাত) এ শব্দটি ২৩৪ বার অর্থাৎ “পুরস্কার এবং ক্ষতিপূরন” এই শব্দের দ্বিগুন উল্লেখ করা হয়েছে । কেননা কোরআনের একটি মৌলিক বৈশিষ্টই মাফ করে দেয়া ।

কোরআনে স্থলভাগ শব্দটা ১৩ বার এবং সমুদ্র শব্দটা ৩২ বার উল্লেখ করা হয়েছে । এই দুইটার যোগফল ৪৫ । আমরা যদি এখন ১৩ এবং ৩২ কে ৪৫ দিয়ে ভাগ করে শতকরা বের করি তাহলে আমরা স্হলভাগ জন্যে ভগ্নাংশ পাই ২৮.৮৮৮৮৮৯% এবং সমদ্রের জন্য পাই ৭১.১১১১১১১১% । এখন এই দুই ভগ্নাংশ যদি যোগ করি অর্থাৎ ২৮.৮৮৮৮৮৯+৭১.১১১১১১১১=১০০(স্থলভাগ+সমুদ্র) । অথাৎ পৃথিবীর তিন ভাগ পানি এবং এক ভাগ স্হল । বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আবিস্কারের ফলে বর্তমানে আমরা উল্লেখিত গানিতিক সত্যতার প্রামাণ পাই । যা সত্যই অলৌকিক ।

কোরআনে উদ্ধৃত সংখ্যা সমূহ

সংখ্যা ৩

সম্পূর্ন কোরআনে ১২ বার উদ্ধৃত হয়েছে

যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজ কুরবানী করবে। কিন্তু যদি উহা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় **তিন** দিন এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য যার পরিজনবর্গ কাবার বাসিন্দা নয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর জেনে রেখ আল্লাহ্ মন্দ কাজের প্রতি ফল দানে কঠোর হন। (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ১৯৬)।

সে বলল, 'হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দাও'। তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, **তিন** দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতিত কথা বলবেনা। রবকে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায়ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবে। (সূরা আল ইমরান-৩ ঃ ৪১)।

হে আহলে কিতাব ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না এবং বল না আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া অন্য কোন কথা । মসীহ্ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর বাণী ছাড়া আর কিছু নয়, আল্লাহ তা মরইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এক রূহ । সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি, আর বল না (আল্লাহ্) **তিনজন** । এরূপ বলা থেকে নিবৃত্ত হও । তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর । একমাত্র আল্লাহ্‌ই এক মা'বুদ তাঁর সন্তান হবে তিনি এর অনেক উর্দ্ধে । তাঁরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে জমিনে । কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট (সূরা আন্‌নিসা-৪ ঃ ১৭১)।

আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য , কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন সেসব শপথের জন্য যা তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর । আর এর কাফ্‌ফারা হল দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা, মধ্যম ধরনের খাদ্য যা তোমরা সাধারণত তোমাদের পরিবারের লোকদের খেতে দাও ; অথবা তাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা ; অথবা একজন ক্রীতদাস/দাসী মুক্ত করা ; কিন্তু যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না তার জন্য **তিন** দিন রোজা রাখা । এ হল তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ করবে । তোমরা তোমাদের শপথসমূহ রক্ষা করা । এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর । (সূরা মায়িদাহ-৫ ঃ ৮৯)।

কিন্তু ওরা ওকে বধ করল। এতে সে বলল, তোমরা নিজ গৃহে **তিন** 'দিন জীবন উপভোগ কর। এ একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবে না'। (সূরা সূরা হূদ-১১ ঃ ৬৫)।

সে বলল, 'হে আমার রব! আমাকে একটি চিহ্ন দাও'। তিনি বললেন, 'তোমার চিহ্ন হল তুমি সুস্থাবস্থায় কারও সাথে **তিন** রাত কথা বলবে না'। (সূরা মারইয়াম-১৯ ঃ ১০)।

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসদাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে **তিনটি** সময়ে অনুমতি গ্রহন করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বস্ত্র শিথিল কর তখন এবং এশার নামাযের পর; এ **তিন** সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। ইহার পর অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে তোমাদের এবং তাদের কোন দোষ নেই। তোমরা তো পরস্পর যাতায়াত করেই থাক। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তার আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নূর-২৪ ঃ ৫৮)।

তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার পশু। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের **ত্রিবিধ** অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব্ সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ ? (সূরা যুমার-৩৯ ঃ ৬)।

এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে **তিন** শ্রেণীতে (সূরা ওয়াকিয়াহ্-৫৬ ঃ ৭)।

ওদের নিকট দু'জন রাসূল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল ; তখন **তৃতীয়** একজন দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম এবং তারা বলেছিল, 'আমরা রাসূল রূপে এসেছি'। (সূরা ইয়াছিন-৩৬ ঃ ১৪)।

এবং তোমাদের যে সব স্ত্রীদের ঋতুমতি হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দতকাল সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হলে - তবে তাদের ইদ্দতকাল হবে **তিন** মাস এবং যাদের এখনও হায়েজ হয়নি তাদেরও ইদ্দতকাল অনুরূপ এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমাধান সহজ করে দেবেন। (সূরা তালাক-৬৫ ঃ ৪)।

তিন শাখা বিশিষ্ট উত্থিত ধুম্র পুঞ্জের কুন্ডলীর ছায়ার দিকে চলো। (সূরা মূরসালাত-৭৭ ঃ ৩০)।

সংখ্যা ৪

সম্পূর্ন কোরআনে ১০ বার উদ্ধৃত হয়েছে।

আর যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে প্রভু ! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর দেখাও ।' তিনি বললেন, 'তুমি কি এ বিশ্বাস করনা ?' সে বলল 'নিশ্চয়, তবে মন তৃপ্তকল্পে একটু দেখাও । তিনি বললেন 'তবে **চারটি** পাখী ধর এবং ঐগুলিকে তোমার বশীভূত কর । তৎপর তাদের এক এক অংশ বিভিন্ন পাহাড়ে রাখ । অতঃপর ঐগুলিকে ডাক, দ্রূতগতিতে তোমার নিকট আসবে । জেনে রাখ, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ।' (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ২৬০) ।

অতঃপর দেশে **চার** মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ তোমরা আল্লাহ্‌কে হীন বল করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন । (সূরা তওবা-৯ ঃ২) ।

আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে **চারটি** নিষিদ্ধ মাস, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান । সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করোনা এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ সাবধানীদের সঙ্গেই আছেন । (সূরা তওবা-৯ ঃ৩৬) ।

তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্হাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং **চার** দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্হা করেছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকল প্রার্থীর জন্য । (সূরা হা-মীম সাজ্‌দাহ-৪১ ঃ ১০) ।

যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কস্‌ম খেয়ে বসে । তাদের জন্য **চার** মাসের অবকাশ রয়েছে । অতঃপর যদি পারস্পারিক মিল-মিশ করে নেয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমা কারী দয়ালু । (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ২২৬) ।

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে **চার** মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা ! তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্হা নিলে কোন পাপ নেই । আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র অবগতি রয়েছে । (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ২৩৪) ।

নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরূদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে **চার** জনের সাক্ষী নেবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের গৃহে অবরূদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্হা করেন । (সূরা নিসা-৪ ঃ ১৫) ।

যারা সাধবী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে **চার** জন সাক্ষী উপস্হিত করে না তাদের আশি বার বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না ; এরাই তো সত্যত্যাগী । (সূরা নূর-২৪ ঃ ৪) ।

তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত করা হবে যদি সে **চার** বার আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যা বাদী, (সূরা নূর-২৪ঃ৮) ।

তারা কেন এ ব্যাপারে **চার** জন সাক্ষী উপস্হিত করেনি যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্হিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যা বাদী । (সূরা নূর-২৪ ঃ ১৩) ।

সংখ্যা ৭

সম্পূর্ন কোরআনে ১৫ বার উদ্ধৃত হয়েছে

“ **সাত** আসমান এবং **সাত** সমুদ্র” পবিত্র কোরআনে সাত বার উল্লেখ করা হয়েছে ।

তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন । পরে আকাশের দিকে দৃষ্টি করেন এবং উহাকে **সাত** আসমান রূপে বিন্যস্ত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী । (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ২৯) ।

বল ‘কে **সপ্তাকাশ** এবং মহা আরশের অধিপতি’ ? (সূরা মু’মিনুন-২৩ ঃ ৮৬) ।

পৃথিবীর সমুদয় বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও **সাতসমুদ্র** যুক্ত হয়ে কালি হয, তবুও আল্লাহ্‌র গুনাবলী লিখে শেষ করা যাবে না । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র পরাক্রশালী, প্রজ্ঞাময় । (সূরা লুকমান-৩১ ঃ২৭) ।

আল্লাহ্‌ই **সপ্তাকাশ** ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপভাবে আকাশ ও পৃথিবীর সর্বস্তরে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ । ফলে, তোমরা বুঝতে পার যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত কিছু তাঁর জ্ঞান-গোচর । (সূরা তালাক-৬৫ ঃ ১২) ।

যিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত **সপ্তাকাশ** সৃষ্টি করেছেন, দয়াময় আল্লাহ সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না ; আবার চোখ মেলিয়ে দেখ কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি ? (সূরা মুলক-৬৭ ঃ ৩) ।

এবং আমি তোমাদের উর্ধদেশে মজবুত **সপ্তাকাশ** নির্মাণ করেছি, (সূরা নাবা-৭৮ ঃ ১২) ।

পরে তিনি দু দিনে **সপ্তাকাশ** তৈরী করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন এবং তিনি নিম্মের আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত । ইহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানীর বিন্যাস (সূরা হা-মীম সাজদাহ্‌-৪১ ঃ ১২) ।

যারা নিজ ধন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য- বীজের মত, যা থেকে **সাতটি** শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা । এবং আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন । আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী । (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ২৬১) ।

একদা রাজা বলল, ‘আমি স্বপ্নে দেখলাম **সাতটি** স্ছুলকায় গাভী, **সাতটি** শীর্ণকায় গাভী (স্ছুলকারদের) তাদের ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম **সাতটি** সবুজ শীষ ও অপর **সাতটি** শুস্ক । হে প্রধানগণ ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখা করতে পার তবে আমার স্বপ্নের স্বম্মন্ধে বিধান দাও ।’ (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৪৩) ।

ইউসুফ বলল, তোমরা **সাত** বছর একাধিক্রমে চাষ করবে, পরে তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তার সামান্য পরিমাণ ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত সমস্ত মৌজুদ রেখে দেবে (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৪৭) ।

এবং এরপর আসবে **সাতটি** খরার বছর, এ **সাত** বছর পূর্বে সঞ্চিত আহার লোকে খাবে । কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা রেখে দেবে, তা ব্যতীত (সূরা ইউসুফ-১২ ঃ ৪৮) ।

‘ওর **সাতটি** দরজার মধ্যে প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে ।’ (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৪৪) ।

আমি তোমাকে সূরা ফাতিহার **সাত** আয়াত দিয়েছি এবং দিয়েছি মহা কোরআন । (সূরা হিজর-১৫ ঃ ৮৭) ।

আমিই তো তোমাদের উর্দ্ধে সৃষ্টি করেছি **সপ্তাকাশ** এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অন অবগতি নই । (সূরা মু’মিনুন-২৩ ঃ ১৭) ।

যা তিনি ওদের ওপর প্রবাহিত করেছিলেন **সপ্তরাত্রি** ও অষ্ট দিবস বিরামহীনভাবে ; তুমি তখন উপস্হিত থাকলে দেখতে ওরা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে অন্তঃসারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কান্ডের ন্যায় । (সূরা হাক্কা-৬৯ ঃ ৭) ।

সংখ্যা ১২

সম্পূর্ন কোরআনে ৫ বার উদ্ধৃত হয়েছে

আর মূসা যখন নিজ জাতীর জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে । অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এলো **বার** টি প্রসৃবন । তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ ঘাট । আল্লাহর দেওয়া রেযেক খাও, পানাহার কর আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বেড়িও না । (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ৬০) ।

এবং তাদের আমি **দ্বাদশ** গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করেছি । মূসার কওম যখন তার কাছে পানি চাইল তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর, ফলে তা থেকে বারটি ঝরণা উৎসারিত হল, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব পানস্হান চিনিল এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া দিলাম আর তাদের নিকট ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ পাঠিয়েছিলাম, এবং বলেছিলাম তোমাদের যা ভাল দিয়েছি তা খাও । তারা আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেনি কিন্তু তারা নিজেদের প্রতি অনাচার করেছিল । (সূরা আ'রাফ-৭ ঃ ১৬০) ।

এবং নিশ্চয় আল্লাহ বনি-ইস্রাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে **দ্বাদশ** নেতা নিযুক্ত করে বলেছিলেন, ‘আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমরা যদি নামায পড়, যাকাত দাও, আর আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর ও তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋন প্রদান কর তবে তোমাদের দোষ অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রবেশাধিকার দান করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এর পরও যে অবিশ্বাস করবে সে সরল পথ হারাবে । (সূরা মায়িদাহ্‌-৫ ঃ ১২) ।

আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস **বারটি**, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান । সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে এবং জেনে রাখ যে আল্লাহ সাবধানীদের সঙ্গেই আছেন । (সূরা তওবা-৯ ঃ ৩৬) ।

এক হাজারের গুনিতক

সম্পূর্ন কোরআনে ১১ বার উদ্ধৃত হয়েছে

আপনি তাদেরকে সব মানুষ এমনকি মুশরিকদের চেয়ে অধিক লোভী দেখতেন । প্রত্যেককেই **হাজার** বছর বাঁচার আকাঙ্খা করে ; তথাপী দীর্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না । আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত । (সূরা বাক্বারা- ২ ঃ ৯৬) ।

আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগনকে- তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন **হাজার** ফেরেশতা পাঠাবেন । অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ **হাজার** ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন । (সূরা আল-ইমরান- ৩ ঃ ১২৪-১২৫) ।

স্মরণ কর তোমরা তোমাদের পভূর নিকট প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং (বলেছিলেন) আমি তোমাকে সাহায্য করবো সারি বদ্ধ এক **হাজার** ফেরেস্তা দ্বারা । (সূরা আনফাল -৮ ঃ ৯) ।

তারা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে অথচ আল্লাহ্ ত াঁর প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করেন না, তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনার **হাজার** বছরের সমান । (সূরা হাজ্জ - ২২ ঃ ৪৭) ।

তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছুই পরিচালনা করেন, অতঃপর তার কাছে সমস্ত কিছুই বিচারের জন্য একদিন উপনীত হবে - যেদিনের দৈর্ঘ্য হবে তোমাদের হিসাবে **হাজার** বছরের সমান । (সূরা সাজদা-৩২ ঃ ৫) ।

ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধবগামী হবে এমন একদিনে যেদিন পার্থিব পঞ্চাশ **হাজার** বছরের সমান। (সূরা মা'আরিজ-৭০ ঃ ৪) ।

মহিমান্বিত রজনী **হাজার** মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । (সূরা যিলযাল-৯৯ ঃ ৩) ।

আপনি কি দেখেন নাই, যারা মৃত্যুভয়ে **হাজার হাজার** সংখ্যায় স্বীয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছিল ? তাই আল্লাহ্ বললেন তোমাদের মৃত্যু হোক । তারপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন । আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতঘ্ন। (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ২৪৩) ।

তাকে শত **হাজার** বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম । (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ৩৭ ঃ ১৪৭) ।

আমি অবশ্যই নূহকে তার কওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম । সে ওদের মধ্যে অবস্হান করেছিল পঞ্চাশ কম **হাজার** বছর । পরে প্লাবন ওদের গ্রাস করে ; কারণ ওরা ছিল জালিম । (সূরা আনকাবুত - ২৯ ঃ ১৪) ।

যে সমস্ত স্হানে সংখ্যা ৪০ পুনরাবৃত্তি হয়েছে

সম্পূর্ন কোরআনে ৪ বার উদ্ধৃত হয়েছে

মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রী নির্ধারিত করেছি তার প্রস্হানান্তর তোমরা গো-ছানাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলে এতে তোমরা অনাচার করেছিলে। (সূরা বাক্বারা- ২ ঃ ৫১) ।

আল্লাহ বললেন, এদেশ চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল, তারা পৃথিবীতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাই তুমি সত্যত্যাগী কওমের জন্য দুংখ করো না । (সূরা মায়িদাহ-৫ ঃ ২৬) ।

আর স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দিয়ে তা পূর্ণ করি । এভাবে তার প্রভুর নির্ধারিত **চল্লিশ** রাত্রি পূর্ণ হয় । এবং মূসা তার ভ্রাতা হারূনকে বলল তুমি আমার কওমের প্রতিনিধিত্ব করবে, সদাচার করবে এবং ফাসাদকারীদের অনুসরণ করবে না । (সূরা আ'রাফ - ৭ ঃ ১৪২) ।

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি । তার জননী কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করে এবং বেদনার সঙ্গে প্রসব করে, তাকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যৌবনে পেঁাছে এবং চল্লিশ বছরে পেঁাছার পর বলে, আয় রব ! আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে তোমার নেয়ামতের শোকর করতে পারি, আমাকে ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর ; আমার সন্তানদের সৎকর্মশীল কর, আমি তোমারই অভিমুখী এবং তোমাতেই আত্নসমর্পণ করলাম । (সূরা আহ্‌কাফ-৪৬ ঃ ১৫) ।

যে সমস্ত স্হানে সংখ্যা ১০০ পুনরাবৃত্তি হয়েছে

সম্পূর্ন কোরআনে ৩ বার উদ্ধৃত হয়েছে

অথবা তুমি কি দেখনি সে ব্যক্তিকে যে মন এক জনপ ? দিয়ে অতিক্রম করছিল যার ঘর- বাড়িগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়েছিল ? সে বলল ঃ কেমন করে আল্লাহ মৃত্যুর পর একে জীবিত করবেন ? তারপর আল্লাহ্ তাকে একশ’ বছর মৃত অবস্হায় রাখলেন, তারপর তাকে পুনরূজ্জীবিত করলেন, বললেন, ঃ তুমি কতকাল এভাবে ছিলে ? সে বলল ঃ একদিন কিংবা একদিনেরও কম সময় এভাবে ছিলাম । তিনি বললেন ঃ না, বরং তুমি তো **একশ’** বছর অবস্হান করেছ । তুমি চেয়ে দেখ তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে, তা পচে যায়নি এবং লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির প্রতি । আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চাই । আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, কিভাবে আমি এগুলোকে সংযোজিত করি, তারপর তাতে মাংসের আবরণ পরাই । যখন তার কাছে এ অবস্হায় সুস্পষ্ট হল তখন সে বলে উঠল, আমি জানি নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান । (সুরা বাক্কারা-২ ঃ ২৫৯) ।

যারা নিজ ধন আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য- বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে **একশত** শস্য দানা । এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুনে বৃদ্ধি করে দেন । আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী । (সুরা বাক্কারা-২ ঃ ২৬১) ।

ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ ওদের প্রত্যেককে **একশো** বেত্রাঘাত করবে ; আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও ; বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ।(সুরা নূর-২৪ ঃ ২) ।

যে সমস্ত স্হানে সংখ্যা ১১ পুনরাবৃত্তি হয়েছে

সম্পূর্ন কোরআনে ১ বার উদ্ধৃত হয়েছে

স্মরণ কর, ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, ‘হে আমার পিতা! আমি **একাদশ** নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি - দেখেছি ওদের আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্হায় ।’ (সুরা ইউসুফ-১২ ঃ ৪) ।

যে সমস্ত স্হানে সংখ্যা ৯ পুনরাবৃত্তি হয়েছে

সম্পূর্ন কোরআনে ৩ বার উদ্ধৃত হয়েছে

তুমি বনি - ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি মূসাকে **নয়টি** স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, যখন সে তাদের নিকট এসেছিল ফেরাউন তাকে বলেছিল, ‘হে মূসা ! নিশ্চয়ই আমি মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত ।’ (সুরা বনী ইসরাঈল-১৭ ঃ ১০১) ।

এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ । এ (লাঠি) নির্মল উজ্জল হয়ে বেরিয়ে আসবে । এ ফেরাউন ও তার কওমের নিকট আনীত **নয়টি** নিদর্শনের অন্তর্গত, ওরা তো সত্যত্যাগী কওম । (সুরা নামল-২৭ ঃ ১২) ।

আর সে শহরে ছিল এমন **নয়** ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, শান্তি প্রতিষ্টা করত না । (সুরা নামল-২৭ ঃ ৪৮) ।

কোরআন সম্পর্কে কোরআনের মন্তব্য

এ কোরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে । (সূরা সাদ-৩৮ ঃ ২৯) ।

না, তা কখনই হবে না, বরং এ কোরআনই উপদেশ বাণী । অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক । আর তারা উপদেশ গ্রহন করবে না, যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন । তিনিই সে সত্ত্বা, যাকে ভয় করা উচিত । আর তিনিই বান্দার পাপ মার্জনা করার অধিকারী । (সূরা মুদাচ্ছির -৭৪ ঃ ৫৪,৫৫,৫৬) ।

(আপনি বলুন ঃ) "তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করব ? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি সুবিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন" । আর আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, তা আপনার রবের তরফ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে । সুতরাং আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না । (সূরা আন'আম-৬ ঃ ১১৪) ।

আপনি পবিত্র । আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই ।
নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময় । (সূরা বাক্বারা-২ ঃ ৩২) ।